১৮৪৮ বর্ষের

উপদেশকপত্রিকা।

No 25

THE

INSTRUCTOR

CHRISTIAN PERIODICAL, IN BENGALI.

FOR 1848.

CALCUTTA:

PRIN[illegible] BAPTIST MISSION PRESS.

1848.

নির্ঘণ্টপত্র।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

পৃষ্ঠা।

ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ক পরামর্শ।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

ধর্ম্মোপদেশ।

এতদ্দেশীয় সমাচারাদি।

পরদেশীয় সমাচারাদি।

যিরূশালম নগরের বিবরণ।

ইতিহাস।

লেখালেখি।

নানাবিধ।

কবিতা ও গীত।

উপদেশক।

জানুয়ারি ১৮৪৮ (১৩) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

১২। ধর্ম্মপুস্তক স্পষ্ট আছে, ইহার মীমাংসা।

ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদানের অভিপ্রায়ে যে ধর্ম্মপুস্তক দিয়াছেন, তাহা যদি অস্পষ্ট হয়, তবে তাহাদ্বারা অজ্ঞানতার ও সন্দেহের নাশ হইতে পারে না, সুতরাং এমন ধর্ম্মপুস্তকের কোন ফল না হওয়াতে তাহাদ্বারা ঈশ্বরের অপমান হয়। অতএব ধর্ম্মপুস্তক স্পষ্ট আছে, ইহা আমরা কহিতেছি; কিন্তু সেই স্পষ্টতা কি প্রকার, তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তারিত রূপে জানাইতে আবশ্যক হয়।

১। ধর্ম্মপুস্তক স্পষ্ট আছে, ইহার দুই অর্থ। প্রথম এই যে ধর্ম্মপুস্তকহইতে নিশ্চিত ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়, অর্থাৎ যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা ঠিক কিম্বা সূক্ষ্ম, এবং তাহাদ্বারা সন্দেহ ঘুচে। দ্বিতীয় এই যে ধর্ম্মপুস্তকের অর্থ সর্ব্বসাধারণের অনায়াসে বোধগম্য হয়। যদি ধর্ম্মপুস্তকহইতে ঠিক জ্ঞান লাভ হয় না, তবে তাহা নিতান্ত নিষ্ফল; এবং তাহার অর্থ যদি মনুষ্যদের দুর্গম অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য হয়, তবে তাহা জ্ঞানি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি অল্প লোকের পক্ষে ফলদায়ক হইলেও অধিকাংশ মনুষ্য তাহার অর্থ বুঝিতে না পারাতে তাহাহইতে কিছু ফল লাভ করিতে পারে না। নিশ্চিত যে জ্ঞান এবং সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য যে জ্ঞান, এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ আছে। গ্রহগণের ও চন্দ্রের গতি বিষয়ক যে জ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যাহইতে লাভ হয়, তাহা নিশ্চিত বটে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের অনায়াসে বোধগম্য নহে। ধর্ম্মপুস্তকহইতে যে ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে, তাহা নিশ্চিতও আছে, এবং সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যও আছে, ইহা আমরা কহিতেছি; তথাপি এই স্থলে তাহার বোধগম্যতার বিশেষ মীমাংসা করা যাইতেছে।

২। ধর্ম্মপুস্তকের সকল কথা যে সমানরূপে স্পষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য, তাহা আমরা বলি না। যাহার অর্থ দুষ্প্রাপ্য এমন অনেক কথা আছে। কিন্তু যে২ কথা অস্পষ্ট, সেই সকল কথার জ্ঞান যদ্যপি ফলদায়ক হয়, তথাপি পরিত্রাণপ্রাপ্তির নিমিত্তে এবং সদাচরণ করণের

নিমিত্তে আবশ্যক নহে। সেই অস্পষ্ট কথা তিন প্রকার, প্রথম পূর্ব্বে স্পষ্ট হইয়াও বর্ত্তমান সময়ে অস্পষ্ট বোধ হয়, এমন কথা; তাহার উদাহরণ, পূর্ব্বকালীন নানা নগরাদি স্থানের বৃত্তান্ত। দ্বিতীয়, বর্ত্তমান সময়ে অস্পষ্ট হইয়াও ভাবিকালে স্পষ্ট হইবে, এমন কথা; তাহার উদাহরণ, প্রকাশিত বাক্যের অধিকাংশ। তৃতীয়, ইহকালে যাহার স্পষ্ট জ্ঞান আমাদের আবশ্যক নাই. এমন কথা; তাহার উদাহরণ, ঈশ্বরের নিগূঢ় পরামর্শের তত্ত্ব।

৩। যে সকল কথার জ্ঞান আমাদের পরিত্রাণপ্রাপ্তির ও সদাচারের নিমিত্তে আবশ্যক হয়, সেই সকল কথা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য, ইহার প্রমাণ। (১) ধর্ম্মপুস্তকের অধিকাংশ গুপ্ত পণ্ডিত লোককর্তৃক রচিত হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু সামান্য লোক কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। (২) সেই সকল গুপ্ত পণ্ডিতগণের হিতার্থে লিখিত হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু সামান্য লোকদের হিতার্থে লিখিত হইয়াছিল, বিশেষতঃ তাহার মধ্যে যে সকল উপদেশকথা লিখিত আছে, সেই সকল উপদেশ প্রথমতঃ মূসা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার প্রেরিতগণকর্তৃক সামান্য লোকদের কর্ণগোচরে প্রচারিত হইয়াছিল, এবং প্রেরিতগণের পত্র সকল সামান্য লোকদের প্রতি লিখিত ও পাঠান হইয়াছিল। (৩) সামান্য লোক যাহাতে ধর্ম্মপুস্তকের সারকথা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে সেই সারকথা তাহার মধ্যে বার২ প্রকাশিত হয়, কেবল তাহা নহে, নানাবিধ উপায়দ্বারা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ ইতিহাসদ্বারা ও দৃষ্টান্তদ্বারা ও গীতদ্বারা ইত্যাদি। তাহাতে যে কথা প্রথম বার পাঠ করিলে হঠাৎ অস্পষ্ট বোধ হয়, তাহা দ্বিতীয় বার পাঠ করিলে বোধগম্য হয়। (৪) যাহারা অক্ষর জানে না, এমন অজ্ঞান লোকদের সাক্ষাতে যদি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করা যায়, তবে তাহারাও তাহার সারকথা বুঝে, ইহার প্রমাণ প্রত্যহ পাওয়া যাইতেছে।

৪। ধর্ম্মপুস্তক যাহাদের ভাষাতে প্রথমে লিখিত হইয়াছিল, তাহাদের যেমন অনায়াসে বোধগম্য হইয়াছিল, ভিন্ন ভাষাবাদি লোকদের পক্ষেও তেমনি অনায়াসে বোধগম্য হয়, ইহা আমরা বলি না, যেহেতুক মূলভাষাতে যাহা স্পষ্ট ছিল, তাহা কি জানি তর্জ্জমার দোষে অস্পষ্ট হইতে পারে। তথাপি ধর্ম্মপুস্তক যে শত২ ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে, সেই সকল ভাষাবাদি লোকেরা তাহা পাঠ করিয়া কিম্বা শ্রবণ করিয়া তাহার সারকথা বুঝিয়াছে এবং বুঝিতেছে, এমন প্রমাণ সকলের প্রত্যক্ষ আছে। দুই তিন ভাষা জানে এমন লোক প্রতি দেশে পাওয়া যায়, তাহাতে ধর্ম্মপুস্তকের যে তর্জ্জমা অস্পষ্ট, তাহার অস্পষ্টতা যদি এমন লোক অন্য ভাষার তর্জ্জমা দেখিয়া প্রকাশ করে, তবে স্পষ্ট তর্জ্জমা করিতে অনেকে চেষ্টা করিবে, সুতরাং কালক্রমে স্পষ্ট করা যাইবে। কিন্তু মন্দ তর্জ্জমাদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের সারকথা অস্পষ্ট করা কঠিন কর্ম্ম। অপব্যয়ি পুত্রের দৃষ্টান্ত ও হারাণ মেষের কিম্বা হারাণ টাকার দৃষ্টান্ত

তর্জ্জমাদ্বারা অসপষ্ট করা দুষ্কর। এই সকলের উদাহরণ এই দেশীয় ভাষাতে অনুবাদিত ধর্ম্মপুস্তক। কেরি সাহেবের হউক, কিম্বা এলর্টন সাহেবের হউক, কিম্বা য়েতস সাহেবের হউক, ইহাদের একের তর্জ্জমাদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের সারকথা অসপষ্ট হয়, এমন প্রমাণ কে দিতে পারে?

৫। ধর্ম্মপুস্তকের সারকথা স্বয়ং সপষ্ট, কিন্তু পাপি মনুষ্যের জ্ঞানচক্ষু প্রসন্ন নহে, এই নিমিত্তে যদি সে ধর্ম্মপুস্তকের সারকথা বুঝিতে চাহে, তবে যাহাতে তাহার চক্ষু প্রসন্ন হয়, এমন চেষ্টা করা তাহার কর্ত্তব্য। আর ইহার যে উপায় আছে, তাহা বলি। (১) মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করা কিম্বা শ্রবণ করা। (২) বার ২ পাঠ করা। (৩) প্রথমে সহজ গুন্থ, শেষে কঠিন গুন্থ পাঠ করা। (৪) যিনি পারমার্থিক অর্থ বুঝাইয়া দেন, সেই ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা। (৫) সরল ও নম্রভাবে পাঠ করা। (৬) যাহারা অর্থ বুঝাওনেতে আমাদের উপকার করিতে পারে, এমন বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করা। এই যে ছয় উপায় জানাইলাম, তাহা অন্য কোন প্রকার পুস্তকের অর্থ বুঝিবার উপায় আছে। যথা যে কেহ অঙ্কবিদ্যা শিখিতে চাহে, সেও ঐ ছয় উপায়দ্বারা উপকার পাইতে চেষ্টা করিবে। তাহাতে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করণের যে কথা কহিলাম, কেবল তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি ধর্ম্মপুস্তকের পারমার্থিক অর্থ বুঝাইয়া দিবেন, কিন্তু যে কেহ প্রার্থনা না করে, সে তাহার অর্থ ভালরূপে বুঝিবে না, ইহাই ধর্ম্মপুস্তকের লেখক আপনি পাঠককে জানান। গুন্থলেখকের এমত পরামশ অগ্রাহ্য করা মুর্খ পাঠকের কর্ম্ম।

৬। প্রথমে যাহা অসপষ্ট বোধ হয়, তাহা পরে সপষ্ট হইয়া উঠে এমন সহস্র ২ কথা ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায়; তন্নিমিত্তে যাহারা ধর্ম্মপুস্তক ভাল বাসে, তাহারা তাহা বার ২ পাঠ করিতে কখনো ক্লান্ত হয় না, যেহেতুক যত বার পাঠ করে, তত বার তাহা আরও অধিক বোধগম্য ও মনোরম্য হইয়া উঠে। ধর্ম্মপুস্তকের এই এক বিশেষ অলঙ্কার। ফলতঃ সূর্য্যোদয় সময়ে সূর্য্যের অতি ক্ষুদ্র যে ভাগ প্রথমে দৃশ্য হয়, তাহাদ্বারা অন্ধকার নষ্ট হয়, পরে নিখিল সূর্য্য উদিত হইতে ২ আলো বৃদ্ধি পায়, ধর্ম্মপুস্তকের পাঠ সেই সূর্য্যোদয়ের সদৃশ জানিবা।

১৩। ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণে সকলের অধিকার আছে, ইহার প্রমাণ।

ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে যে ধর্ম্মপুস্তক দিয়াছেন, তাহা পাঠ করণে মনুষ্যমাত্রের অধিকার আছে, ইহা আমরা বলি, কিন্তু রোমান কাথলিকেরা তাহা অস্বীকার করে।

সকল মনুষ্য পাঠ করিতে জানে না ইহা সত্য বটে, কিন্তু অন্য কোন লোক যদি অজ্ঞানের কর্ণগোচরে পুস্তক পাঠ করে, তবে সেই অজ্ঞান ঐ পুস্তকের কথা জ্ঞাত হইতে পারে।

ধর্ম্মপুস্তকের সারকথা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য, এই জন্যে তাহা পাঠ করা যে নিষ্ফল কর্ম্ম, ইহা কেহ বলিতে পারে না।

অনেকে ধর্ম্মপুস্তকের বিপরীত ব্যবহার করিয়াছে এবং করিতেছে, ইহা স্বীকার করি, কিন্তু তন্নিমিত্তে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করা যে মন্দ কিম্বা নিষিদ্ধ, ইহার প্রমাণ কে দিতে পারে? কোন২ লোক জিহ্বাতে মন্দ কথা কহে, তন্নিমিত্তে কি সকলের জিহ্বাকে কাটিয়া ফেলিতে হয়? এবং অনেকে মন্দ কর্ম্ম করণার্থে আলোর বিপরীত ব্যবহার করে, তন্নিমিত্তে আলো কি মন্দ হইয়া উঠে? অগ্নিদ্বারা অনেকের ক্ষতি জন্মে, তন্নিমিত্তে অগ্নিকে কি মন্দ বলিতে হয়?

আর যাহারা ধর্ম্মপুস্তকের বিপরীত ব্যবহার করে, তাহারা সকলে সামান্য ও অজ্ঞান লোক তাহা নহে, বরং তাহাদের অধিকাংশ আত্মাভিমানি বিদ্যাবিশিষ্ট লোক।

পরিত্রাণে মনুষ্যমাত্রের প্রয়োজন, এবং সদাচরণ করা মনুষ্যমাত্রের উচিত, অতএব পরিত্রাণের উপায় ও সদাচরণ বিষয়ক আদেশ জ্ঞাত হওয়া সকলের আবশ্যক, এই নিমিত্তে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণে সকলের অধিকার আছে।

কোন দেশের রাজা সর্ব্বসাধারণের প্রতিপালনীয় যে সকল আজ্ঞা প্রকাশ করেন, তাহা পাঠ করণে কিম্বা জ্ঞাত হওনে সকল প্রজাদের অধিকার আছে। তবে মনুষ্যজাতির রাজা যে ঈশ্বর, তাঁহার সমস্ত আজ্ঞা পাঠ করণেও সকলের অধিকার আছে।

কোন পিতা যদি দূরদেশহইতে আপন সন্তানদিগের নিকটে পত্র পাঠান, তবে সেই পত্র পাঠ করণে তাহার সকল সন্তানের অধিকার আছে। তদ্রূপ আমাদের স্বর্গস্থ পিতা পৃথিবীনিবাসিদের নিকটে যে গ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাও সকলে পাঠ করিতে পারে।

প্রজা জমীদারের নিকটে যে ভূমি লয়, তাহার পাট্টা পাঠ করণে প্রজার অধিকার অবশ্য আছে। ঈশ্বর জমীদারস্বরূপ, পরিত্রাণ ও স্বর্গীয় সুখ ভূমিস্বরূপ, ধর্ম্মপুস্তক পাট্টাস্বরূপ, পাপি মনুষ্য প্রজাস্বরূপ, সুতরাং ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণে তাহার অধিকার আছে।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ও তাঁহার প্রেরিতগণের যে সকল উপদেশ শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা অবগত হওনে পূর্ব্বে সকলের অধিকার ছিল, সেই উপদেশ সকল দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা অবগত হওনে অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকে তাহা পাঠ করণে এইক্ষণে সকলের অধিকার নহে, ইহার প্রমাণ কি?

ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করণার্থে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণে যদি সকলের অধিকার না হয়, তবে দর্শনার্থে সূর্য্যের আলোতে সকলের অধিকার কেন হয়? যদি কেহ বলে, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করা অনেকের অহিতজনক হইয়া উঠে,

তবে সূর্য্যের তেজ ও তাপহইতেও অনেকের ক্লেশ জন্মে, ইহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই ক্লেশ নিবারণার্থে কি সকল মনুষ্যদিগকে অন্ধকারময় গৃহমধ্যে রুদ্ধ করা যাইবে?

যোশিয় রাজার সময়ে "মহান ও ক্ষুদ্র সকল লোক পরমেশ্বরের মন্দিরে "গেল, তাহাতে সে তাহাদের কর্ণগোচরে পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রাপ্ত "*নিয়মপুস্তকের সমস্ত কথা পাঠ করাইল।*" ২ বং ৩৪; ৩০।

নিহিমিয়ের সময়ে "ইষ্রা যাজক মণ্ডলীর সম্মুখে অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষাদি "যত লোক শুনিয়া বুঝিতে পারে, তাহাদের নিকটে সেই পুস্তক আনিল, "এবং জলদ্বারের সম্মুখস্থ চতুষ্কোণ স্থানে স্ত্রী পুরুষাদি যত লোক শুনিয়া "বুঝিতে পারে, তাহাদের নিকটে প্রাতঃকালাবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তাহা "পাঠ করিল, তাহাতে সমস্ত লোক পুস্তকশ্রবণে কর্ণ নিবিষ্ট করিল।" নিহি ৮; ২, ৩।

কূশদেশীয় নপুংসক যাত্রা করণের সময়ে যিশয়িয় নামে ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থ পাঠ করিল। প্রেরিত ৮; ২৮।

আর "থিবলনীকীয় লোক অপেক্ষা বিরয়া নগরের লোকেরা মহাত্মা "ছিল; কেননা তাহারা স্বচ্ছন্দে কথা গ্রহণ করিয়া এমত হয় কি না তাহা "জানিবার নিমিত্তে প্রতিদিন ধর্ম্মপুস্তকের আলোচনা করিতে লাগিল।" প্রেরিত ১৭; ১১।

তীমথিয় বাল্যকালাবধি পবিত্র শাস্ত্র জ্ঞাত ছিলেন। ২ তীম ৩; ১৫।

দায়ূদাদির গীতসমূহের মধ্যে কএক গীত বালকদের মুখস্থ করণার্থে লিখিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে ৭৮ গীতে ইহা লিখিত আছে, যথা।

"আমরা যাহা২ শ্রবণ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি, ও আমাদের পিতৃলোক আমাদের কাছে যাহা২ বর্ণনা করিয়াছে, তাহা আমরা তাহাদের সন্তানদের নিকটে গোপন করিব না; বরং শেষপুরুষ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের প্রশংসা ও পরাক্রম ও তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বর্ণনা করিব। তিনি যাকুব বংশের মধ্যে যে বিধি ও ইস্রায়েল বংশের মধ্যে যে ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, শেষপুরুষ পর্য্যন্ত ভাবিসন্তানেরা যেন তাহা জ্ঞাত হয়, ও উঠিয়া আপন২ সন্তানদিগের কাছে তাহার বর্ণনা করে, এই নিমিত্তে তিনি তাহাদের সন্তানদিগকে এই কথা জানাইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে আজ্ঞা দিলেন।" ৩-৪।

সুলেমানের হিতোপদেশ এবং উপদেশক যুবলোকের হিতার্থে লিখিত হইয়াছিল, ইহার সন্দেহমাত্র হইতে পারে না।

যিশয়িয়ের গ্রন্থের আরম্ভ এই, যথা "হে আকাশমণ্ডল শুন; হে পৃথিবি, শ্রবণ কর, পরমেশ্বর কহিতেছেন।" অতএব পরমেশ্বর যখন বক্তা হন, তখন সৃষ্টিমাত্রের অর্থাৎ জ্ঞানবিশিষ্ট সমস্ত প্রাণির মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বদেশীয় সকল মনুষ্যদের নিকটে সুসমাচার প্রকাশ করা যীশুর প্রেরিতদের উচিত ছিল; তবে লিখিত শাস্ত্রদ্বারা সেই সুসমাচার সকল

মনুষ্যদিগকে জানাইতে তাঁহাদিগকে বারণ করণে কাহার ক্ষমতা আছে?

সেই প্রেরিতেরা যাহাদের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারা প্রায় সকলে ধর্ম্মপুস্তকের কথা অবগত ছিল, ইহার প্রমাণ এই যে সেই সকল পত্রমধ্যে শত২ শাস্ত্রীয় বচনের উল্লেখ করা যায়।

প্রেরিতদের যত পত্র আছে, সেই সকল পত্র (দুই তিন পত্র ছাড়া) কোন২ মণ্ডলীর সমস্ত লোকের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। এবং সেই পত্র যেন মণ্ডলীর সমস্ত লোক পাঠ করে কিম্বা শ্রবণ করে, এমন যত্ন প্রেরিতেরা করিতেন। তাহার প্রমাণ পৌলের নিম্নলিখিত কথা।

"তোমরা এই পত্র তাবৎ পবিত্র ভ্রাতাকে পাঠ করাইবা, প্রভুর নামে "তোমাদিগকে এই দিব্য দিতেছি।" ১ থিষল ৫; ২৭।

ভবিষ্যদ্বক্তৃগুস্তবিষয়ে পিতর প্রেরিত নানা মণ্ডলীর লোকদিগকে ইহা লিখিয়াছেন, "অরুণোদয় পর্য্যন্ত কোন অন্ধকারময় স্থানে যে প্রজ্বলিত "দীপ্তি থাকে, ঐ ভবিষ্যদ্বাক্য তাহার তুল্য জ্ঞান করিয়া যে পর্য্যন্ত তো- "মাদের অন্তঃকরণে প্রভাতি নক্ষত্রের উদয় না হয়," (অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তোমাদের মন স্বর্গে প্রবেশ না করে,) "তাবৎ তাহার প্রতি মনোযোগ "করা তোমাদের মঙ্গল।" ২ পিতর ১: ১৯।

নরকে পতিত ধনি লোককে ইব্রাহীম তাহার পাঁচ জীবৎ ভ্রাতার বিষয়ে এই কথা কহিলেন, "মূসার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের পুস্তক তাহাদের "নিকটে আছে, তাহারা ঐ বচন মানুক।" লূক ১৬: ২৯।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিহূদি লোকদিগকে কহিলেন, "ধর্ম্মপুস্তকের কথা "আলোচনা কর।" যোহন ৫; ৩৯।

এবং প্রথম গীতে লিখিত আছে, যথা, "যে জন পরমেশ্বরের শাস্ত্রে- "তেই সন্তুষ্ট থাকে, এবং দিবারাত্রি তাঁহার শাস্ত্র ধ্যান করে, সেই ধন্য। "সে জন জলস্রোতের নিকটে রোপিত ও সময়ে ফলবান ও অম্লান "পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষের সদৃশ; তাঁহার কৃত সমস্ত কর্ম্ম সফল হয়।"

অতএব যে রোমান কাথলিকেরা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করণে নিষেধ করে, তাহারা সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের এবং ভূমণ্ডলস্থ মনুষ্যজাতির শত্রু। বরং তাহাদের দ্বারা সূর্য্যের নির্ব্বাণ হওয়া ভাল, তথাপি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণে নিষেধ করা ভাল নহে; যেহেতুক সূর্য্যকে অন্ধকারময় করিলে তা- হারা কেবল সাংসারিক সুখ নষ্ট করিবে, কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকরূপ ভাস্করকে অন্ধকারময় করিলে তাহারা মনুষ্যমাত্রের পারমার্থিক অর্থাৎ পারত্রিক সুখ নষ্ট করিবে।

আত্মলোভি ধার্ম্মিক লোক।

মিঠাই পাইয়া স্বচ্ছন্দে ভোজনার্থে কোন গুপ্ত স্থানে যায়, এমন আত্মলোভি বালককে কি দেখিয়াছ? কোন২ ধার্ম্মিক লোক সেইরূপ আত্মলোভী হইয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দত্ত শান্তি গুপ্তরূপে ভোগ করে,

কিন্তু অন্য কাহাকেও তাঁহার কথা জানাইতে সম্মত হয় না। তাহারা আপনারা স্বর্গে গমন করিতে চাহে বটে, কিন্তু তাহাদের প্রিয়তম বন্ধু যেন নরকহইতে রক্ষা পায়, তন্নিমিত্তে কিছুমাত্র চেষ্টা করে না। এ কি ভাল?

ধৰ্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

খ্রীষ্টের শান্তি।

যোহন ১৪; ২৭। আমি তোমাদের স্থানে শান্তি রাখিয়া যাইতেছি, আমার নিজের শান্তি তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি; জগতের লোক যেমন দান করে, আমি তদ্রূপ দান করি না।

মুসলমানাদি লোকদের মধ্যে বিদায় হওনের সময়ে যে সেলাম শব্দ চলিত আছে, তাহা শান্তি বুঝায়, কিন্তু তাহাদের সেলাম দেওয়া শব্দমাত্র। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই জগৎহইতে বিদায় হওন সময়ে আপন শিষ্যদিগকে যে সেলাম, দিয়াছেন, তাহা শব্দমাত্র নহে, বরং তিনি তাহাদিগকে প্রকৃত শান্তি দেন।

প্রথম ভাগ, সেই শান্তি কি?

১। ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওন, অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহের ও স্নেহের পাত্র হওন।

২। মনের ত্রাসহইতে মুক্ত হওন, অর্থাৎ পাপজন্য ও ক্লেশজন্য যে ভয়, তাহাহইতে মনের মুক্ত হওন।

৩। আন্তরিক সুখ, এবং তাহার সহিত সংলগ্ন এই তিন গুণ।

(১) মৃদুতা ও প্রেমভাব।

(২) ঈশ্বরের সন্তোষ জন্মাওনের চেষ্টা।

(৩) স্বর্গীয় সুখভোগের প্রত্যাশা।

দ্বিতীয় ভাগ, সেই শান্তিকে খ্রীষ্টের শান্তি বলা যায় কেন?

১। যেহেতুক তিনি সেই শান্তি সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়াছিলেন।

২। যেহেতুক আমাদের নিজের শান্তি নাই, কেবল খ্রীষ্টের যে শান্তি তাহার ভাগী হইলে আমরা শান্তি পাইতে পারি।

ইহার কারণ এই যে আমরা পাপিষ্ঠ, কিন্তু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র; অতএব যে পর্য্যন্ত আমরা খ্রীষ্টের ভ্রাতারূপে গ্রাহ্য না হই, তাবৎ পর্য্যন্ত শান্তিহীন থাকিব।

৩। যেহেতুক খ্রীষ্ট সেই শান্তি দিলে দিতে পারেন; কিন্তু তাহা আমাদিগকে দেওয়া তাঁহার কিছু আবশ্যক নহে।

তৃতীয় ভাগ, সেই শান্তি কি প্রকারে আমাদের প্রাপ্য হয়।

১। খ্রীষ্ট দয়াপ্রযুক্ত তাহা বিনামূল্যে দেন।

২। তাঁহার মৃত্যু আমাদের সেই শান্তি ভোগের মূল। যেমন তাহার ধনকে তাহার জীবদ্দশাতে অন্য কেহ ভোগ করিতে পারে না, এমন ধনি লোক মৃত্যুর সময়ে আপন ধন যাহাকে দেয়, সেই তাহার অধিকারী হয়; তদ্রূপ খ্রীষ্ট জীবৎ থাকিলে আমরা তাঁহার শান্তিরূপ ধন ভোগ করিতে পাইতাম না, কিন্তু তিনি মরণের সময়ে আমাদিগকে তাহা দিয়াছেন, এই জন্যে আমরা তাহার অধিকারী হইয়াছি।

৩। তিনি সেই শান্তিকে পবিত্র আত্মাদ্বারা আমাদিগকে দেন, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা সেই শান্তিরূপ ধনের বিতরণ কর্ত্তা।

৪। আলোকে যেমন চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করিতে হয়, তদ্রূপ সেই শান্তিকে বিশ্বাসদ্বারা গ্রহণ করিতে হয়।

চতুর্থ ভাগ, সেই শান্তি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন, ইহার প্রমাণ কি?

১। অন্য কোন প্রকার ধন মনকে তৃপ্ত করে না, কিন্তু শান্তি-ধন মনকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করে।

২। শান্তিধন যাহার না হয়, সে অন্য সকল প্রকার ধন ভো-গের সময়েও সুখী হয় না।

৩। অন্য সকল প্রকার ধন চঞ্চল, কিন্তু শান্তিধন অনন্ত কালস্থায়ী।

বঙ্গদেশীয় অবগাহিত মণ্ডলীবর্গের সভার সাধারণ পত্র।

এতদ্দেশে ঈশ্বরের রাজ্যবিষয়ক আমাদের সভাসম্বন্ধীয় মণ্ডলীগণের কর্ত্তব্য।

হে ভ্রাতৃগণ।

ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে যাহারা সত্য শাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে ও তাঁহার আশিষেতে যাহারা ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান পাইয়া তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টদ্বারা পরিত্রাণের পথ অবগত হইয়াছে, বিশেষতঃ যাহারা ঈশ্বরের পরম অনুগ্রহেতে পাপের বিমোচন ও ধর্ম্মমন প্রাপ্ত হইয়াছে, ঈশ্বরেতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার সেবাতে কাল যাপন করা যে তাহাদের অতি আবশ্যক হয়, বোধ হয় ইহা তোমরা কেহ অস্বীকার করিবা না। বরঞ্চ আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে তোমরা পরমেশ্বরের পরিত্রাণ বিষয়ক যে অনন্ত প্রেমরূপ ঋণ তাহাতে আপনাদিগকে অতিশয় ঋণগ্রস্ত জানিয়া পৌল প্রেরিতের এই পশ্চাৎ লিখিত উপদেশেতে অতি স্বীকৃত আছ, যথা, হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের দয়া প্রযুক্ত এই বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন২ শরীরকে সজীব ও পবিত্র ও গ্রাহ্য বলিরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ কর, এই তোমাদের উপযুক্ত সেবা। রো ১২ অধ্যায় ১ পদ। তোমরা আপনাদের আপনি নও, যেহতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ, অতএব তোমাদের যে শরীর ও আত্মা ঈশ্বরের, তদুভয় দিয়া ঈশ্বরেরই মহিমা প্রকাশ কর। ১ করিন্থ ৬ অধ্যায় ২০ পদ। আমরা খ্রীষ্টের প্রেমেতে আকর্ষিত হই, কেননা যদি এক জন সকলের নিমিত্তে মরিলেন, তবে সকলেই মরিল ইহা আমাদের স্থিরজ্ঞান হইল, আর তাঁহাদ্বারা যাহারা জীবন পায়, তাহারা আপনাদের নিমিত্তে প্রাণ ধারণ না করিয়া, যিনি তাহাদের নিমিত্তে মরিলেন এবং কবরহইতে উঠিলেন, তাঁহার নিমিত্তে যেন প্রাণ ধারণ করে, এই জন্যে তিনি সকলের কারণ মরিলেন। ২ করিন্থ ৫ অধ্যায় ১৪, ১৫ পদ।

কিন্তু যাহারা নিজ পরিত্রাণের নিমিত্তে কৃতজ্ঞ হইয়া ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহাদের স্বজাতীয় মনুষ্য ও

যে তাহাদের সহিত ত্রাণের অধিকারী হইয়া ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে, ইহাও তাহাদের ইচ্ছা আছে। যাহারা খ্রীষ্টে সত্য-রূপে বিশ্বাস করে, তাহারা অন্যের পরিত্রাণের বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হইয়া বরং হিতৈষী হইয়া সকলের পারত্রিক মঙ্গলার্থে যথেষ্ট ইচ্ছা করে; তাহারা পরিত্রাণরূপ ঈশ্বরের দত্ত যে পরম বর, তাহা কেবল আপনাদের নিমিত্তে না চাহিয়া তাবৎ নরবংশ তাহাদের সহিত যে তাহাতে সমান অধিকারী হয়, ইহা অধিক বাসনা করিয়া সতত তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করে। অতএব যাহারা অন্ধকারে ও মৃত্যুর ছায়াতে বসতি করিতেছে, তাহা-দিগকে দীপ্তি প্রদান করণার্থে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা আমাদের যে অতি কর্ত্তব্য ও আনন্দের কার্য্য; ইহা খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা জ্ঞান করে। আর হারাণ তত্ত্ব করিতে যিনি এই মর্ত্যপুরে আই-লেন, তাঁহার শিষ্যগণ বিনা ঐ ভয়ানক দশাতে যাহারা আছে তাহাদের কারণ চিন্তিত ও দয়াদ্রচিত্ত হইয়া তাহাদের পরি-ত্রাণের চেষ্টা আর কে করিবে? অতএব জগতের দীপ্তি করণার্থে ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদদ্বারা মনুষ্যদিগকে মনঃপরিবর্ত্তনের ও পরি-ত্রাণের পথে আনয়নার্থে উপযুক্ত ও ঈশ্বরেতে নিরূপিত লোক খ্রীষ্টের মণ্ডলীবিনা আর কেহ নাই। আমাদের প্রভু ইহা আ-পনি কহিলেন, যথা, তোমরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ; যাহাতে মনু-ষ্যেরা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ধন্যবাদ করে, তাহাদের সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তি এমত প্রকাশ হউক। মথি ৫ অধ্যায়, ১৩, ১৪, ১৬।

অতএব খ্রীষ্টের মণ্ডলীগণ হইয়া আমরা আপনাদের আহ্বানের মহাকার্য্য করিয়াছি কি না? ইহা অনুসন্ধান করা আমাদের অতি কর্ত্তব্য হয়। মনুষ্যদের পারত্রিক ও অনন্তকালস্থায়ি মঙ্গল বিষয়ক চিন্তা আমরা উচিতরূপে করিয়াছি কি না? তাহাদের পরি-ত্রাণ বিষয়ক ভাবনা আমাদের প্রধান ভাবনা হইয়াছে কি না? এবং প্রভু যীশুর রাজ্য বাড়াইতে আমরা উচিত মত চেষ্টা করি-য়াছি কি না? এমত অনুসন্ধান করা আমাদের উচিত বটে। এবং প্রভুর যে কর্ম্মেতে আমাদের সকলের মন আছে ও যাহাতে আমরাও কেহ ২ বিশেষরূপে নিযুক্ত আছি, তাহার ফল যে অপে-

ক্ষিত ও ইচ্ছামত হয় না, এতদর্থে ততোধিক বক্তব্য। যদ্যপিও আমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহ২ অল্প দিনের মধ্যে অপেক্ষিত ফলহইতে প্রায় অধিক পাইয়াছেন বটে, এবং তাহা যদ্যপিও আমাদের আনন্দের ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করণের উপযুক্ত কারণ বটে, তথাপি এতদ্দেশে আমাদের সোসাইটির যে মিশনরি কর্ম্ম তাহা পৃথিবীর অন্য দেশে ঐ সোসাইটির ও অন্য২ সোসাইটির কার্য্যের মত ফলবান হয় নাই। অতএব যে ক্ষেত্রের কার্য্যেতে আমরা নিযুক্ত হইয়াছি তাহা অন্যের ক্ষেত্রহইতে যে কম ফলবান হইতেছে, বিশেষত ইহার কারণ অনুসন্ধান কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? যিনি অদ্বিতীয় ফলদাতা এমত যে পরমেশ্বর তিনি যে স্থানে ও যে সময়ে ও যাহাদিগকে ও যে পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া ফল প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন তাহাই করেন। তাঁহার ইচ্ছার বশত যে সকলি আছে ইহা সত্য বটে; কিন্তু এই কথাতে সন্তোষ মত প্রত্যুত্তর হয় নাই, কারণ তাঁহার ইচ্ছার মত করণ নিঃসন্দেহের বিষয় হইলেও আপনার দাসদিগকে বৃথা শ্রম করিতে তিনি কখন আজ্ঞা দেন নাই, ইহা আমরা নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত আছি। অতএব তাঁহার কার্য্য যদি আমরা কর্ত্তব্য মত করি, তবে তিনি যে আপনার বিশ্বসনীয় বাক্য পূর্ণ করিয়া তাহার ফল প্রদান করিবেন, ইহা নম্রতা পূর্ব্বক প্রত্যাশা করা মন্দ বোধ হয় না; এবং যদিও ফলের নিশ্চয় পরিমাণ কথা না হয়, কিন্তু তাহা যে কার্য্যানুযায়ি অধিকরূপে হইবে ইহা জ্ঞান করা যুক্তি অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। কেহ যদি বলে যে এতদ্দেশে ঈশ্বরের কর্ম্ম বিশেষ বাধাতে বাধিত হইয়া অতি দুঃসাধ্য আছে, কারণ শয়তানের রাজ্য জগতের অন্য দেশাপেক্ষা এই দেশে দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়াছে ও সেই শয়তান মনুষ্যের পরম শত্রু হইয়া ভারতবর্ষ হারাইলে আমার অধিক ক্ষতি হইবে, ইহা জ্ঞান করিয়া যে কেহ তাহা লইতে উপক্রম করে তাহার চেষ্টা বিফল করিতে অতিশয় দ্বেষভাব ও চতুরতা পূর্ব্বক যথাশক্তি নিবারণ করিতে প্রয়াস করে; আর হিন্দু লোকেরা যে তাবৎ লোকাপেক্ষা অতি পাপাবিষ্ট হইয়া নিতান্ত মূল পর্য্যন্ত ধর্ম্মরহিত হইয়াছে, আর লৌহের শৃঙ্খলস্বরূপ যে জাতিবন্ধন তাহাতে বদ্ধ

হইয়া ধর্ম্ম লইবার কারণ মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলেও মুক্ত হইতে পারে না; আরো তাহারা যে স্বেচ্ছাচারি ও অহঙ্কারি ও লোভি গুরু পুরোহিতের অধীন হইয়া তাঁহাদের দাসত্ব স্বীকার করে; এবং সুসমাচার শ্রবণ ও পঠন ও বিশেষত গ্রহণ ইচ্ছুক যে কেহ হয় তাহার বাধাকারী হইয়া বারণ করে যে ঐ ব্রাহ্মণেরা, তাহাদের শিষ্যগণকে খ্রীষ্টের ধর্ম্মে লওয়াইতে চেষ্টা করেন যে প্রচারকেরা তাহাদের প্রতি দ্বেষভাব করিয়া তাহারা আত্মমান রক্ষার্থে ও আত্মলাভার্থে স্বার্থী হইয়া তাহ গ্রহণ করিতে কাহাকেও দেয় না। অধিকন্তু তাহারা আপনাদের পূর্ব্ব-কালীয় অতি বিদ্বানরূপে খ্যাত যে ঋষিমুনি প্রভৃতি তাহাতে ও তাহাদের কৃত শাস্ত্রেতে ও তদুৎপন্ন ধর্ম্মেতে অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া গৌরব করেন, ও তদপেক্ষা খ্রীষ্টীয়ানদের ধর্ম্ম আধুনিক ও ম্লেচ্ছদের ধর্ম্ম বলিয়া হেয়জ্ঞান করেন; ও ঐ ম্লেচ্ছকে স্পর্শ করিলে বরঞ্চ দৃষ্টি করিলে পাপ হয়, এমতও জ্ঞান করেন; হিন্দু-দের মধ্যে সুসমাচার গ্রহণে এই যে পূর্ব্বোক্ত বাধা তাহা সামান্য বোধ হয় না বটে, এবং মুছলমানদেরও মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ অন্য-মত হইয়াও কম না হইয়া বরঞ্চ তদপেক্ষা অধিক হয়, কেননা সুসমাচারের যে বিশেষ মূলকথা তাহার প্রতি তাহারা অহঙ্কৃত হইয়া কত দ্বেষভাব করিয়া পরিহাস করেন ইহা সকলেই জানে। কিন্তু ঐ বাধা অথবা প্রতিবন্ধক যত বড় হউক না কেন, দূরীকৃত হইতে পারে না এমত নয়; কারণ ঈশ্বরের অসাধ্য কোন কার্য্য নয়। যত প্রতিকূলকারী বিষয় তাহা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে ও পবিত্র আত্মার ঈশ্বরীয় প্রভাবেতেই অনায়াসে স্থানান্তরীকৃত হইতে পারে। অতি বলবান যে মনুষ্য সেও আপনাহইতে অধিক বলবান ব্যক্তিদ্বারা অনায়াসে পরা-জিত হইয়া বদ্ধ হইতে পারে। হে বৃহৎ পর্ব্বত, তুমি কে? তুমি সিরুবাবিলের সম্মুখে সমভূমি হইবা; এবং সে প্রধান প্রস্তর স্থাপন করিলে তাহার প্রতি অনুগ্রহ২ এই জয়ধ্বনি হইবে। সিখঃ ৪ অধ্য ৭ পদ। বিশেষ প্রতিবন্ধক খ্রীষ্টের লোক-হইতে বিশেষ চেষ্টা ও উপবাস পূর্ব্বক দৃঢ় প্রার্থনা ও অতি ধর্ম্মাচরণের অপেক্ষা করে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রম নিবারণ

করিতে ও তাঁহার বাক্য নিষ্ফল করিতে সাধ্য নয়। কিন্তু ঈশ্বরের কর্ম্ম যে অন্য দেশাপেক্ষা এ দেশে কম ফলবান বোধ হইতেছে তাহার অন্যান্য কারণ সমুদায় না বলিয়া বরঞ্চ নিদান কতক আপনাদেরি কারণ অর্থাৎ আপনাদের দোষের কারণ বলিলে কি ভাল বোধ হয় না? খ্রীষ্টের মণ্ডলীগণের যে গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা করিতে আমাদের কি কোনত্রুটি হয় নাই? ঈশ্বরের দত্ত ক্ষমতা মতে আমরা কি ঈশ্বরের ধর্ম্মরক্ষার্থে অর্থ ব্যয় করিয়াছি? এবং চতুর্দ্দিকে সুসমাচার প্রচারের নিমিত্তে আমরা কি সাধ্য পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছি? অধিকন্তু আমরা কি সেই সুসমাচার পালন করিয়া তাহা অন্যের দৃষ্টিতে মান্য বিষয় জানাইতে উচিত মত চেষ্টা করিয়াছি? ও ঈশ্বরের কার্য্যের ফলার্থে ও তাঁহার আশীর্ব্বাদের নিমিত্তে কি আমরা একান্ত প্রার্থনা করিয়াছি? এই ২ পূর্ব্বলিখিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা ক্রমাগত কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে লেখা যাইতেছে।

প্রথমতঃ আমরা যদি আপনাদিগকে ঈশ্বরকে দান করিয়াছি, তবে আমরা আপনাদের ধনাদিও তাঁহাকে দিয়াছি। কিন্তু আপনাদিগকে দরিদ্র কাঙ্গাল বলিয়া ইত্যাদি নিরর্থক ওজর করিয়া কি আমরা কখন তাহার কিছু গোপন করিয়া আপনাদের কাছে রাখি না? অথবা দানের শক্তি যদ্যপি না থাকে, বটে, কিন্তু তাহার কারণ কি? আপনাদের উপরে কিম্বা আপনাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের উপরে অথবা আপনাদের গৃহাদির উপরে অনাবশ্যক মতে ব্যয় করণ প্রযুক্ত নয়? উপযুক্ত প্রতিপালন ও আবশ্যক সুখ সান্ত্বনা ও লোকজনমধ্যে বাহিরে যাইবার উপযুক্ত পরিচ্ছদের উপরে আবশ্যক ব্যয় হইলেও অনাবশ্যক সুখ ভোগ ও বস্ত্রালঙ্কার ইত্যাদি নিরর্থক বস্তুর উপরে খরচ যদি না হইত, তবে কি ধর্ম্মার্থে আরো কুলাইত না? আর দান করিতে হইলে কি আমরা আনন্দিত না হইয়া কখন দুঃখিত হই নাই? আ, হাঃ পৌলের পশ্চাৎ লিখিত কথার ভাব যদি উত্তম রূপে বোধ হইত, তবে দানের অনিচ্ছা এমন হইত না, "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ধনবান হইলেও তাঁহার দরিদ্রতাদ্বারা তোমরা যেন ধনবান হও, এই নিমিত্তে তিনি নির্ধন হইলেন, তাঁহার এই

অনুগ্রহ তোমরা জ্ঞাত আছ।" ২ করিন্থ ৮ অধ্য ৯ পদ। আর অন্য লোককে দান করাইতে আমরা কি যথোচিত চেষ্টা করিয়াছি? এই শেষোক্ত বিষয়ে যদি আমরা নিশ্চিন্ত না হইয়া অতি উদ্‌যোগী হইতাম, তবে কি ঈশ্বরের কার্য্যের জন্যে ততোধিক পাওয়া যাইত না? আপনাদের কারণ যাচ্ঞা করিতে যেমন লজ্জা হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের কারণ চাহিতে যেন না হয়; কি জানি বিচার দিনে তিনি যদি আমাদের বিষয় লজ্জিত হন।

দ্বিতীয়ত, যাহারা সুসমাচার জ্ঞাত নয়, তাহাদিগকে জ্ঞাত করাইতে যে গুরুতর কর্ম্ম আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, তাহা আমরা কি যথার্থরূপে করিয়াছি? আমাদের মধ্যে কেহ২ এই কর্ম্ম অনবরত করিবার নিমিত্তে বিশেষরূপে নিযুক্ত হইয়া প্রতিপালিত হইতেছে। অতএব আমরা যত লোক এই মত হই, আপনাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত, যে পবিত্র পদ আমরা পাইয়াছি, তাহা অন্যান্য কারণ না চাহিয়া কেবল ঈশ্বরের গৌরব ও মনুষ্যের পরিত্রাণার্থে কি বাসনা করিয়াছি? এবং সাধ্য মতে ও সময়ানুক্রমে ঈশ্বরের কর্ম্মেতে যথোচিত উদ্‌যোগ পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া কালে অকালে ঈশ্বরের নির্ম্মল কথা বিশ্বস্তরূপে ও প্রেমরূপে উপদেশ করিতে কি প্রয়াস করিয়াছি? এবং সাধ্যপর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার নিরর্থক ও বিশেষত ক্রোধজনক বাদানুবাদ যাহাতে না হয়, এমত চেষ্টা করিয়া পাপিগণকে প্রেম পূর্ব্বক খ্রীষ্টের নিকটে ডাকিয়া তাহাদের নিকটে কি আমরা সুসমাচার ভারিরূপে প্রচার করিয়াছি? আর পৌলের মত কি আমরা এ কথা কহিতে পারি? যথা, "আমার কথোপকথন ও সুসমাচার প্রচার সাংসারিক বিদ্যার মনোহর বাক্যবিশিষ্ট না হইয়া পবিত্র আত্মার প্রমাণ ও শক্তিবিশিষ্ট ছিল। যীশু খ্রীষ্টের বিষয় এবং তাঁহার ক্রুশে হত হওনের বিষয় এতদ্ভিন্ন তোমাদিগের নিকটে আর কোন কথা না জানাইতে মনে স্থির করিলাম।" ১ করিন্থ ২ অধ্য, ২, ৫, পদ। যাহারা বিশেষ রূপে ঈশ্বরের কর্ম্মে নিযুক্ত হয় নাই, তাহারা প্রায় অবিচার করিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে যে আমাদিগকে এ কর্ম্ম করিতে হয় না, কারণ আমরা নিযুক্ত নই, এবং বিদ্বান না হইয়া অনুপযুক্ত প্রযুক্ত পাদ্রি লোকের কর্ম্মেতে

হস্তার্পণ করিতে অধিকারী নই। কিন্তু এই ভুল রোমান কাথলিক অথবা অন্য তদ্রূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ মতে উৎপন্ন হইয়াছে, এমত বোধ হয়। কিন্তু সে যাহা হউক এ সকল ওজর ধর্ম্মপুস্তকহইতে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা আমরা নিশ্চয়রূপে জানি। বরঞ্চ আমরা এই বিশ্বাস করি যে মণ্ডলীর লোক যদ্যপি এক সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রত্যেক জন আপন২ শক্তি মতে যত্নবান হইয়া ঈশ্বরের কর্ম্ম করিতেন, তবে যেমত হইয়া থাকে তাহাহইতে অধিক ফল হইত। প্রচার করিতে অথবা শিক্ষাইতে সকলে উপযুক্ত না হউক, কিন্তু কথাবার্ত্তা করণ ও পুস্তক বিতরণ ইত্যাদি কার্য্যে অবশ্য উপযুক্ত হইতে পারে। নারীগণ নারীগণের সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন, আর বালক বালিকা উভয় উদ্‌যোগী হইলে যে মত অনুমান করে তদপেক্ষা অনেক উত্তম কার্য্য করিতে পারে। অতএব আমরা সকলে কায়মনোবাক্যেতে মিলিত হইয়া প্রভুর রাজ্যের কার্য্য করি। যেহেতুক আমরা জানি যে আমাদের চেষ্টা অতি দুর্ব্বল হইলেও বিফল হইবে না, আর যদ্যপি মনুষ্যহইতে কিছু প্রাপ্তি না হয়, কিন্তু বিচারদিনে যাঁহার সেবা করি এমত যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তিনি ফল দান করিবেন।

তৃতীয়ত, আমাদের আচার ব্যবহার কি মত হয়? যে ধর্ম্ম আমরা অন্য লোককে গ্রহণ করাইতে চাহি তদনুযায়ি হয় কি না? ইহা আমাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এ কথা যে অতি গুরুতর কথা, ইহা সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহাতে যে উচিত মনোযোগ হইয়াছে এমত নয়। যাহারা নামমাত্র খ্রীষ্টীয়ান তাহাদের অধর্ম্মাচারেতে যেমন খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণে লোক বাধিত হইয়াছে, তেমন বুঝি প্রায় আর কোন কারণে হয় না। এতদ্দেশে বাস করিতেছেন যে অনেক সাহেবান লোক, তাহাদের সাংসারিক মনেতে ও ততোধিক দুষ্টাচরণে, এবং বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান নামে খ্যাত লোকদের নানা প্রকার মন্দ আচরণে যে বাধা জন্মিয়াছে, তাহা শীঘ্র দূর করা দুষ্কর। যত লোক খ্রীষ্টের নাম ধারণ করে তাহাদের অধিকাংশ লোক যদ্যপি ধার্ম্মিক হইয়া অতি উত্তম লোক হইত, তবে অদ্যাপি অনেক অসিদ্ধ যে কার্য্য তাহা অনায়াসে এতক্ষণ সিদ্ধ

হইত। রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৪ চব্বিশ পদে যাহা যিহুদীয় লোকদের বিষয় লিখিত আছে, তাহা এ দেশীয় অনেক নামধারি খ্রীষ্টীয়ানের উপরে খাটে। হাঁ, ত্রাণকর্ত্তা আপন নিজ খ্যাত শিষ্যগণেরই দ্বারা পরহস্তগত হইয়াছেন, তিনি আপনার বন্ধুগণের গৃহেতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন, বরঞ্চ পুনঃ ক্রুশে হত হইয়া লজ্জাস্পদ হইয়াছেন। হায় ২ অন্য লোকের পথে উছোট খাইবার মুড়াস্বরূপ কত লোক হইয়াছে। তাহা স্মরণ করিলে কি পর্য্যন্ত খেদের বিষয় হয়। যেমন মিথ্যা খ্রীষ্টীয়ানের অধর্ম্মাচরণে সুসমাচার গ্রহণের অধিক বিঘ্ন জন্মে, তেমন সত্য যে খ্রীষ্টীয়ান বিশেষত অতি উত্তম যে খ্রীষ্টীয়ান তাহার উত্তম বা অত্যুত্তম আচারে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের দ্বারা অধিক ফল হয়। যাহাতে মনুষ্যেরা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ধন্যবাদ করে, তাহাদের সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তি এমত প্রকাশ হউক, আমাদের প্রভুর এই পূর্ব্বলিখিত বাক্য সতত মনে রাখিতে ও যত্ন পূর্ব্বক তদনুসারে আচরণ করিতে অতি আবশ্যক হয়। সুসমাচারকে ভূষণার্থে এবং যাহারা পূর্ব্বকালে খ্রীষ্টের শিষ্যগণকে মন্দ বলিত তাহাদিগকেও লজ্জিত করিয়া মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্তেই পবিত্র আচরণ করা কর্ত্তব্য, প্রেরিতদের পত্রে এমত অনেক উপদেশ আছে, যথা, যে অন্য দেশীয়েরা দুষ্কৃত লোকদের ন্যায় তোমাদের কলঙ্ক করে, তাহারা যেন তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া অনুগ্রহের দিনেতে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করে, এই জন্যে তাহাদের মধ্যে সদাচরণ কর। তোমরা যেন সৎকর্ম্ম করিয়া নির্ব্বোধ মনুষ্যদের অজ্ঞানতাকে যড় করিয়া রাখ, এই ঈশ্বরের অভিমত। যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্মানুযায়ি তোমাদের সদাচরণের দুর্ণাম করে তাহারা তোমাদের প্রতি দুষ্টাচরণের দোষারোপ করিতে যেন লজ্জিত হয়, তন্নিমিত্তে তোমরা উত্তম মন বিশিষ্ট হও। ১ পিত, ২ অধ্য ১২, ১৫ পদ। আর ঐ ৩ অধ্য ১৬ পদ। আর তিত, ২ অধ্য ৫, ৯, ১০ পদ। এবং ঐ ৩ অধ্য ৮ পদও দৃষ্টি করুন। যে ধর্ম্ম তদবলম্বি লোককে উত্তম লোক করে, তাহা যে নিজে উত্তম, ইহা নিশ্চয় করা যুক্তিসিদ্ধ বটে, কিন্তু অধার্ম্মিক ও দুরাচার যে মিথ্যা খ্রীষ্টীয়ান, তা-

হারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের লজ্জাস্পদের কারণ হয়। কেননা তাহাদের আচার তাহাদের ধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ হইলেও হিন্দুলোকেরা অবিচার করিয়া তাহাদের আচরণকে মন্দ ধর্ম্মের মন্দ ফল বলিবে।

*অতএব এই মত হইলে বহিস্থ লোকদের যাহাতে বিঘ্ন জন্মি*তে পারে এমত সকল বিষয় অতি সাবধান হইয়া তাহাহইতে অতি দূরে থাকা আমাদের নিঃসন্দেহ কর্ত্তব্য হয়। তোমরা যাহাদের নিকটে জীবনরূপ বাক্য প্রকাশ করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ হও এমত কুটিল ও বিপথগামি লোকদের মধ্যে তোমরা যেন নির্দ্দোষ ও নিষ্কপট ও ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও ফিলিপ ২ অধ্য ১৪, ১৫ পদ। মণ্ডলীভিন্ন লোকদের নিকটে জ্ঞানের আচরণ করিয়া সময় সফল কর, অনুগ্রহরূপ লবণেতে তোমাদের আলাপ সর্ব্বদা আস্বাদযুক্ত হউক; এবং প্রত্যেক জনকে কিরূপে উত্তর দিতে হয়, তাহা জ্ঞাত হও। কলসি ৪ অধ্য ৬ পদ। যাহাদের মধ্যে বাস করি তাহাদের সাক্ষাতে সুসমাচারের যোগ্য আচরণ করা, এবং আমাদের ধর্ম্ম যে অতি পবিত্র ধর্ম্ম ইহার প্রমাণার্থে অধর্ম্ম ও সাংসারিক অভিলাষ ত্যাগ করণ পূর্ব্বক এই বর্ত্তমান সংসারে সুবিবেকী ও ন্যায়বান ধার্ম্মিক হইয়া কাল যাপন করা আমাদের কর্ত্তব্য। এবং ন্যায় করণ ও দয়া ভাল বাসন ও আপন ঈশ্বরের সহিত নম্রতা আচরণ এই সকল ব্যতিরেকে পরমেশ্বর তোমাহইতে আর কি চাহেন? ইত্যাদি বলিয়া আমাদের ধর্ম্ম যে আমাদিগকে উপদেশ করে, ইহা পালন করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞাত করাইতে হয়। যে ধর্ম্ম আমরা অবলম্বন করিয়াছি তাহা যে তাহাদের ধর্ম্মহইতে অত্যুত্তম ইহা আমাদের অতি উত্তম স্বভাবেতে ও আচরণেতে তাহাদের প্রবোধ জন্মাইতে হয়, ঈশ্বরের আজ্ঞা যে পবিত্র ও ন্যায্য ও হিতদায়ক হয় ইহা সেই আজ্ঞা পালন করিয়া তাহাদিগকে স্বীকার করাইতে হয়। এই রূপে যদি আমরা সুসমাচারের দৃষ্টান্তস্থল হই, তবে তাহা যে ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ হইয়া প্রত্যেক বিশ্বাসকারির প্রতি ত্রাণজনক ও সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হয়, ইহা বলিয়া তাহারা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করণ পূর্ব্বক তাহাতে বিশ্বাস করিবেন। ঈশ্বরের

প্রতি ভক্তি ও মনুষ্যের প্রতি প্রেম ও পরস্পর প্রেম ইত্যাদি সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে দেখিয়া তাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে প্রেমরূপ দড়িতে ত্রাণকর্ত্তার নিকটে আকর্ষিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাতে বিশ্বাস করিবেন। এই যে শেষোক্ত অতি কর্ত্তব্য ধর্ম্মাচরণ বিষয়ক কথা তাহা যৎকিঞ্চিৎ বিস্তারিত রূপে বিবেচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ দেবপূজা সম্বন্ধীয় লোকেরা যাহা ভালরূপে জ্ঞাত নয় এমন যে ঈশ্বরের প্রতি সত্য ভক্তি. ইহা তাহাদের নিকটে আমাদের আচরণদ্বারা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। যিনি অদ্বিতীয় সত্য জীবৎ ঈশ্বর যিনি ভয় ও প্রেম ও বিশ্বাস ইত্যাদি পাইবার অশেষরূপে যোগ্য হন। তাঁহাকে যে আমরা ভয়াদি করি ইহা তাহাদিগকে দেখাইতে উচিত, এবং স্বর্গস্থ পিতার দণ্ডাধীন হইয়া আমরা যে সহিষ্ণু হই, এবং আমাদের তাবৎ দুঃখ ও পরীক্ষার সময়ে নম্র হইয়া তাঁহার ইচ্ছাতে স্বীকৃত হই ইহাও দেখাইতে হয়। এবং যিনি আত্মাস্বরূপ, তাঁহার ভজনা আমরা আত্মা দিয়া সত্যরূপে করি, এবং যাঁহার সেবাকে মুক্তিস্বরূপ জানিয়া আমরা খ্রীষ্টেতে মুক্ত হইয়া তাঁহার সেবা যে নূতন স্বভাবে করি; এবং অন্তঃকরণ যাহাতে না থাকে এমত কোন সেবা অথবা নৈবেদ্য যিনি গ্রাহ্য করেন না, অতএব তাঁহার সেবা যে আমরা অন্তঃকরণ দিয়া করি; এবং যিনি পারমার্থিক ও জীবৎ বলি বিনা কোন যজ্ঞ গ্রহণ করেন না, তাঁহার উদ্দেশে আমরা যে তদ্রূপ যজ্ঞ উৎসর্গ করি; এবং যীশু আমাদের মহাযাজক, ও তাঁহার মৃত্যু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত. ও তাঁহার ধর্ম্মস্বভাব ও ধর্ম্মাচরণ আমাদের অদ্বিতীয় পুণ্য, অতএব আমরা কেবল তাঁহার গুণে ঈশ্বরের নিকটে গ্রাহ্য হইতে পারি, তন্নিমিত্তে আমাদের নিজের পুণ্যেতে কিছুমাত্র নির্ভর না দিয়া কেবল তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণের অপেক্ষাতে থাকি; এই সকলও তাহাদিগকে দেখাইতে আবশ্যক।

দ্বিতীয় ঈশ্বর সুসমাচারে যাহা আজ্ঞা করেন এবং যাহার অতিখ্যাত্যাপন্ন দৃষ্টান্ত আপনি হন, এমত যে হিতৈষিতা অথবা তাবৎ মনুষ্যের প্রতি প্রেম, ও যাহাদের মধ্যে থাকি বিশেষতঃ তাহাদের

প্রতি প্রেম আচরণ করিতে অতি কর্ত্তব্য। সকল প্রেমাপেক্ষা গুরুতর যে মনুষ্যের আত্মার প্রতি প্রেম তাহার দৃষ্টান্ত হওন ও তাহাতে পরিপূর্ণ হওন আমাদের অতি আবশ্যক, তাহা তাহাদের অতি স্পষ্ট বোধ হয় না; কারণ তাহাদের পরিত্রাণার্থে যখন আমরা তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে লওয়াইতে চেষ্টা করি তখন তাহারা আমাদের অভিপ্রায় না বুঝিয়া সন্দেহ করে। কিন্তু যদি আমরা তাহাদের ইহকালের মঙ্গল চেষ্টা করি তবে সে সন্দেহ থাকিবে না। অহিংসা ও ন্যায ও সরলতা ও সাধুতা ও সত্যতা ও সৌজন্য ইত্যাদি গুণ যে ব্যক্তিতে থাকে তাহাকে ভাল বলিবেন না তাহা নয়। সকলের প্রতি প্রেম ও দুঃখিত লোকের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ততা ও দরিদ্র কাঙ্গালের প্রতি দানশীলতা যিনি করেন, তিনি অবশ্য প্রশংসা পাইবেন। আর যদি আমরা হিংসার ক্ষমা করিয়া ও মন্দের পরিবর্ত্তে ভাল করিয়া শত্রুদের প্রতি প্রেম দেখাই, তবে তদ্রূপ হইবে।

তৃতীয় ভ্রাতৃপ্রেম, যাহারা খ্রীষ্টের ধর্ম্ম অবগত আছেন, তাহারা বিলক্ষণ রূপে জানেন যে তাহাতে ভ্রাতৃপ্রেম করণের বিধি অতি সারকথা আছে। তাহা নূতন বন্দবস্তের সেই গুরুতর নূতন আজ্ঞা, যাহা প্রভু আপন শিষ্যদিগকে দিলেন, ও যাহাতে সকলেই জানিতে পারে যে তাহারা তাঁহারি শিষ্যগণ বটে। তাহাতেও খ্রীষ্টের পিতাহইতে জগতে প্রেরণের প্রমাণ বটে। যোহন লিখিত সুসমাচার ১৭ অধ্য ২১ পদ। খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে ভ্রাতৃপ্রেম করণের কোন গুরুতর বাধা নাই, যেহেতুক তাহাতে সকল লোক প্রভুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইয়া এক শরীরস্বরূপ হয়, তাহাতেও এক আত্মা আছেন, তাহাদেরও এক প্রভু ও এক বিশ্বাস ও এক অবগাহন আছে, এবং তাহারা এক আহ্বানে আহূত হইয়া এক প্রত্যাশাতে আছে। তাহাতে লঘুতর বিষয়ে অনেক প্রকার বিশেষ হইলেও তাহারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বাস্তবিক এক আছেন। সেই কোণের প্রস্তরে তাবৎ গাঁথনি সুসংযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরস্বরূপ হইয়া উঠিতেছে। এই অতি সুন্দর প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হওন প্রযুক্ত সিয়োনকে সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যস্বরূপ বলে। এমন সুন্দর বস্তু চারিদিগস্থ লোককে ধর্ম্মেতে আকর্ষণ করিবার নিশ্চয় উপযুক্ত। খ্রীষ্টের ভা-

র্য্যাস্বরূপ যিনি তিনি অরণ্য দিয়া যদ্যপি দুর্ব্বলের ন্যায় হইয়া আপন প্রভুতে নির্ভর করিয়া আসিতেছেন, তত্রাপি প্রত্যূষের ন্যায় উদয়কারিণী ও চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরী ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বিনী ও ধ্বজবিশিষ্ট ভয়ঙ্করী হন। পূর্ব্বকালে খ্রীষ্টের শিষ্যগণ পরস্পর প্রেমবন্ধনে দৃঢ়রূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহাদের ভয়ঙ্কর শত্রুগণ ও অতি দ্বেষবিশিষ্ট তাড়নাকারিদের উপরে জয়ী হইলেন, এবং সেই প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইয়া আমাদেরও আপনাদের শত্রুগণকে জয় করণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করা ও তাঁহার রাজ্যের বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়২ এই ভ্রাতৃপ্রেমরত্ন আমাদের মধ্যে কেমন দুর্ল্লভ হয়। তাহা এমন দুর্ল্লভ তন্নিমিত্তে ঈশ্বরের রাজত্ব এতদ্দেশে শীঘ্র হয় না। তাহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান হয় না। পরমেশ্বরের হস্ত এমত খর্ব্ব নয় যে তিনি মুক্ত করিতে পারেন না এবং তাঁহার কর্ণ এমত ভারী নয় যে তিনি শুনিতে পান না, কিন্তু তোমাদের অধর্ম্ম ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মায় ও তোমাদের অপরাধ তোমাদের দৃষ্টিহইতে তাঁহার শ্রীমুখ আচ্ছাদন করে, এই জন্যে তিনি শুনেন না। যিশা ৫৯ অধ্য, ১২ পদ। ভ্রাতৃপ্রেম মণ্ডলীর সৌন্দর্য্য ও বল দুই হয়। দায়ূদের ১৩৩ গীত। কিন্তু অনৈক্য ও বিরোধ একেবারে তাহার দুর্ব্বলতা ও কদর্য্যতা হয়। কোন রাজ্য কিম্বা নগর কিম্বা গৃহ আপনার বিপক্ষে বিভিন্ন হইলে থাকিতে পারে না, তবে কি প্রকারে ভাগ্যবান হইতে পারে পরস্পর প্রেমাভাবে যদি মাৎসর্য্য ও অনৈক্য ও বিবাদ ইত্যাদি মন্দ বিষয় মণ্ডলীতে থাকে, তবে চতুর্দ্দিগস্থ লোকের দৃষ্টিগোচরে তাহা অতি কদাকার বিষয় হয়, ও খ্রীষ্টীয়ান লোকদের নাম অপমানিত হয় ও যে পর্ব্বতোপরিস্থিত প্রযুক্ত গুপ্ত হইতে পারে না, তাহা লজ্জাস্পদ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্যের অতিশয় ক্ষতি জন্মায়।

চতুর্থঃ বিশেষ সম্বন্ধের উপযুক্ত ব্যবহার পরস্পর কর্ত্তব্য। স্বামী ও ভার্য্যা এবং পিতা মাতা ও সন্তান এবং প্রভু ও দাস ইত্যাদি সম্বন্ধে উৎপন্ন যে কর্ত্তব্য ক্রিয়া, তাহা পালন করিলে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রশংসনীয় হয়। যখন স্ত্রী পুরুষে পরস্পর প্রেম ও সম্মান ও বিশ্বাস করিয়া নির্ব্বিরোধে বাস করেন, এবং পিতা মাতা আপন বালকদিগকে যখন প্রভুর শিক্ষা উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন

করেন, ও বালকগণ যখন পিতা মাতার আজ্ঞাবহ হয়; ও যখন দাসগণ আপন২ মুনিবদিগের আজ্ঞাবহ ও বিশ্বস্ত হইয়া উত্তরদায়ী না হইয়া যত্ন পূর্ব্বক ঈশ্বরের ভয়ে তাহাদের সেবা করেন; ও যখন মনিব সকল আপনাদের দাসগণের প্রতি ন্যায়বান ও প্রেমবান ও দয়াবান হন, তখন ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের সুসমাচার সর্ব্ববিষয়ে বিভূষিত হয়, কিন্তু সেই মত না হইয়া তদ্বিপরীত মত হইলে তাহার ফলও তদ্রূপ না হইয়া নিতান্ত বিরুদ্ধ মত হইবে।

পঞ্চম, পরমার্থ বিষয়ে অনুরাগ হইলে আপনার ও অন্যের পারত্রিক মঙ্গল অধিক উৎপন্ন হইবে, কিন্তু গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে এ কথা বিস্তারিত রূপে লিখিতে পারিলাম না, এবং তাহা অধিক আবশ্যক বোধও হইল না, কারণ গত বৎসরের পত্রে এ বিষয়ে অতি উত্তম রূপে উপদেশ হইয়াছে।

অবশেষে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্তে আমাদের যে ক্ষুদ্র২ চেষ্টা হইতেছে, তাহার সম্পূর্ণ ফলার্থে পবিত্র আত্মার বাহুল্য রূপে দানের নিমিত্তে নিত্য প্রার্থনাতে আপনাদিগকে সমর্পণ করা উচিত হয়। তিনি নূতন বন্দবস্তের সময়ে মণ্ডলীর প্রতি মহা প্রতিজ্ঞার বিষয়, এবং কেবল তাঁহাতেই ঈশ্বরের প্রতি মন পরিবর্ত্তন হয়,ও আমাদের নিষ্ফল চেষ্টা সফল করিবার নিমিত্তে তাঁহার ঈশ্বরীয় প্রভাব ব্যতিরেকে আমাদের তাবৎ শ্রম নিতান্ত বৃথা। পৌল রোপণ করিতে পারে ও আপল্লো জল সেঁচন করিতে পারে বটে,কিন্তু কেবল ঈশ্বর বৃদ্ধি করিতে পারেন। ১ করি ৩ অধ্য, ৬ পদ। আপনাদের হইতে অধিক ও ঈশ্বরহইতে অল্প অপেক্ষা করাতেই আমাদের প্রত্যাশা বারম্বার বিফল হইয়াছে, এমত বোধ হয়। কারণ তিনি আপনার গৌরবের রক্ষক হইয়া তাহা অন্যকে দিবেন না। পবিত্র আত্মার দত্ত ক্ষমতাও বিশেষতঃ তাঁহার দত্ত গুণদ্বারা ঈশ্বরের কর্ম্মের কারণ কেবল আমাদিগকে সুসজ্জিত হইবার নিমিত্তে তাহা নয়, কিন্তু ঐ কর্ম্মের প্রার্থিত ফল পাইবার নিমিত্তে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে বিশ্বাস করিয়া নম্রতা পূর্ব্বক তাঁহার কার্য্যেতে যেন প্রবৃত্ত হই। এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহরূপ সিংহাসনের অগ্রে আপনাদের নিবেদন জানাইতে স্বর্গস্থ পিতার অনুগ্রহেতে সর্ব্বপ্রকার প্রত্যাশা প্রাপ্ত হইয়া

তিনি যাবৎ যিরূশালমকে স্থির না করেন, ও পৃথিবীর মধ্যে তাহাকে প্রশংসার পাত্র না করেন, তাবৎ তাঁহাকে ক্ষান্ত থাকিতে দিব না, এই নিশ্চয় করিয়া আইস আমরা সকলে প্রত্যয়েতে ও প্রেমেতে একমনা হইয়া নিষ্কপটভাবে ও একাগ্রচিত্ত হইয়া ও পবিত্র হস্ত উঠাইয়া একান্ত প্রার্থনা করি। যিশা ৬২ অধ্য, ৭ পদ।

পাপিদিগের আর্ত্তস্বর।

গেল রে দিন গেল একান্ত।
কি কর রে মন মানস ভ্রান্ত॥
হৃদকমলে সদা ঈশ্বরে ভাব সে দয়াল নিতান্ত॥

মুদিলে নয়ন সব নিরাকারঃ কেহ নয় আমার আমি নিরাকারঃ
কর সেবা কারঃ ব্যতীত তাহারঃ কার হও রে জায়া সুত।
কে আর লইয়া ভারঃ করিবে হে আমায় পারঃ অপার ঘোর সাগরঃ
ওহে তুমি ঈশ্বরঃ না কর যদি দুঃখের অন্ত॥
খ্রীষ্ট নাম মনে লেখিঃ হৃদি মধ্যে সদা রাখিঃ খ্রীষ্ট গুণকে কহি হে ধন্য।
সত্য বলিয়া ডাকিঃ তেঁই হরিষে থাকিঃ তিনি মম নয়নাঁখিঃ
তাঁহার চরণ ভিন্নঃ অন্যকে করিলে মান্যঃ থাকিবে না দুঃখের অন্ত॥

কোথা হে অনাথের জীবন আজি বুঝি মোর জীবন গেলো।
ওহে জীবনের জীবন আপ্ত মাঝে ভক্তের জীবন রাখতে হলো॥
শত্রু সঙ্কটে উদ্ধরিঃ আমায় হে কৃপা করিঃ
দেহ চরণ তবেই তরিঃ এ পাপসাগরসলিলো।
গুণ সাগর আজি আমারেঃ ডুবাও যদি এ সাগরেঃ
তবে তোমার ভূমণ্ডলেঃ ভক্তের মাঝে নাম ডুবিলো॥

সুপরামর্শ।

পয়ার।

আমি বলি শুন সকল আমার বচন।
এক মনে ঈশ্বরের সনে কর আলাপন॥
যদি তোমরা অবুঝ হও তায় করিতে সার।
তবে তোমরা কোন মতে না পাবে নিস্তার॥
যেই জন সত্য ধর্ম্ম করে অতিশয় মান্য।
তাহাকে পৃথ্বীতে জ্ঞানিরা করে ধন্য ২॥

কিন্তু সকল অজ্ঞানিরা তাহাকে করি নিন্দা।
তাহারা ভাবে না যে দিন গেল হলো সন্ধ্যা॥
এমত যতেক ব্যক্তি পৃথিবীতে আছে।
তাহারা সকল সময় দুঃখেরে সহিয়াছে॥
মনে করে আমাদের সুখে কাটিছে কাল।
কিন্তু ভাবে না যে আসিতেছে মহাকাল॥
এমত যাহারা পাপের বিষয়ে অচিন্তে।
তাহারা সুখ না পাইয়ে দুঃখ পাবে অন্তে॥
যদি তাহাকে জিজ্ঞাসি কি করিলে পাপ জন্যে।
আমি যাহা করিয়াছি তাহা আছে মম মনে॥
এই মত বলিয়া উন্মাদের ন্যায় করে তর্ক।
কিন্তু ভাবে না যে স্বর্গ হতে হতে হবে সতর্ক॥
এই মত যত ব্যক্তি আছে অতি কুলাঙ্গার।
তাহাদের অন্তে কেবল দুঃখ হইবে সার॥
উত্তম পরামর্শ এই ঐ দিগে যাইও না।
উহাতে মন বর্ব্বিলে তুমি সুখী হইবা না॥
কারণ মনুষ্য পাপে মত্ত আর পাপাধীন।
মৃত্তিকাতে উৎপন্ন আর তায় হবে লীন॥
কিন্তু তাহার হাওয়া রূপ আত্মা হইলে ভালো।
স্বর্গেতে অনন্ত কাল ভোগ করিবে আলো॥
সকলে বলে পাপে আমি আজি দিলাম ক্ষান্ত।
পাপ করিলে আমাদিগের দুঃখের নাহি অন্ত॥
কিন্তু তাহারা বলে মুখে ঐ সকল কথা।
লৌকিক বলিয়া বুঝায় কিন্তু কেবল মিথ্যা॥
এই কালে যত ব্যক্তি আছে পৃথ্বীর মধ্য।
সকলে পাপে পূর্ণ পুণ্য করে কার সাধ্য॥
দেখ যত একালেতে জন্ম লয় আর মরে।
পুণ্য না করিলে পাপের কর্ত্তা আসি ধরে॥
এমত যতেক ব্যক্তি সত্য ঈশ্বরে ভজে না।
তাহারা কোন সময়ে সুখ ভোগ করিবে না॥
যেই জন ধর্ম্ম পুস্তককে করে অবহেলা।
শেষে দুঃখ পাবে উক্ত পুস্তকেতে বলা॥
ধর্ম্মপুস্তককে করা সার জ্ঞানিদের বাঞ্ছা।
তাহাতে ঈশ্বর আনন্দিত আর এই ইচ্ছা॥
যে সকল ব্যক্তি বুঝে ঐ আর করে মান।
তাহারা অমৃত কুণ্ডের জল করে পান॥
যাহারা মানে না তাহাদের নরকেতে বাস।
শয়তান তাহাকে পাইয়া করে নিজ দাস॥

সে স্থানের মত দুঃখ নাহি অন্য কোন স্থানে।
কহিয়াছেন পরমেশ্বর আপন বদনে॥
সারা দিবস জ্বলিতে হইবে নরকানলে।
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী নাহি সেই স্থলে॥
আর বলিবেক কেন কর্য্যাছিলাম অসার সুখ।
যদি তাহা না করিতাম তবে না হইত দুঃখ॥
এমত কথা সে স্থানে বলিলে কি হবে?
সে স্থানে কি দয়াময় আছেন যে শুনিবে?
সে স্থানে তিনি নাই ভাই শুন আমার কথা।
তোমরা ছাড় অলীক সুখ যাহা কেবল বৃথা॥
পাপ ত্যাগ করিয়া তোমরা হও নম্রমনা।
তবে তিনি পুরাইবেন মনের বাসনা॥
সত্য পরমেশ্বরকে দৃঢ় রূপে কর সার।
তবে তিনি দুঃখ হইতে করিবেন পার॥
আর তুমি সর্ব্বদা তাঁকে কর আরাধনা।
তবে তিনি মনের মতন দিবেন বিবেচনা॥
ঈশ্বরের সত্যবাক্য মনে হইলে প্রবেশ।
ভবিষ্যতে কাহার দুঃখের থাকিবে না লেশ॥

গীত।

ঈশ্বর আলয়ে প্রবেশকের প্রার্থনা।

আজি এলেম প্রভু তোমার ঘরে করিতে ভজন,
দীনহীনে দয়া কর, করি নিবেদন।

১ তব গৃহে যারা যায়, অবশ্য সান্ত্বনা পায়,
নিরালস্য হয়ে তারা, করয়ে সাধন।

২ তব স্থান কেমন মান্য, যেই যায় সেই ধন্য,
হয় তারা মহা মান্য, পেয়ে খ্রীষ্ট ধন।

৩ তোমার কথা যখন শুনে, ভাবে তখন মনে২,
প্রভু আছেন এই স্থানে, শাস্ত্রের বচন।

৪ বৃষ্টিদ্বারা মরুভূমি, যেমন আর্দ্র কর তুমি,
তেমনি কর হে স্বামি, ভক্তদিগের মন।

৫ আমরা অতি দুরাচার, উপায় নাহিক আর,
কৃপা করি গ্রাহ্য কর, পাতকির জীবন।

উপদেশক।

ফিব্রুয়ারি ১৮৪৮ (১৪) মূল্য ২ আনা।

ধৰ্ম্মজ্ঞানসংগ্ৰহ।

১৪। ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ও শাসনকর্ত্তা এক ঈশ্বর আছেন, তাহার প্রমাণ সংক্ষেপে লেখা যাইবে।

১। ঈশ্বর আছেন, ইহা পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় লোকেরা সর্ব্বদা স্বীকার করিয়া আসিতেছে। যে জাতি কোন প্রকার ঈশ্বরকে কি দেবতাকে মানে না, এমন জাতি অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

২। যিনি আমার ভাল মন্দ আচরণের প্রতিফল দিবেন, এমন এক বিচারকর্ত্তা আছেন, এই রূপ সাক্ষ্য প্রতিমনুষ্যের মন দেয়, এই জন্যে ভাল আচরণ করিলে মনের তুষ্টি জন্মে, এবং মন্দ আচরণ করিলে আন্তরিক ভয় ও অসন্তোষ জন্মে।

৩। জগতের গতি যে নিয়মিত ধারানুসারে হয়, তাহার নিয়ম কোন জ্ঞানবান কর্ম্মকর্ত্তাদ্বারা স্থির করা গিয়াছে, যেহেতুক তাহাদ্বারা জ্ঞানযুক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ পায়।

মনুষ্যের চক্ষু দৃষ্টি করণার্থে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার সন্দেহ নাই। আর আলো না হইলে কোন বস্তুর দর্শন হইতে পারিত না। কিন্তু চক্ষুদ্বারা আলো সৃষ্ট হয় নাই, এবং আলোদ্বারা চক্ষুও সৃষ্ট হয় নাই। যিনি চক্ষুর সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আলোরও সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তিনি অতি জ্ঞানবান।

আর শিশুর আহারার্থে মাতৃস্তনে দুগ্ধ প্রস্তুত হয়, ইহারও সন্দেহ নাই, অতএব যিনি শিশুর সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি তাহার প্রতিপালনের উপায়ও সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তিনি অতি জ্ঞানবান।

আর যে২ দেশে অধিক গ্রীষ্ম হয়, সেই সকল দেশে দিনের দীর্ঘতা ন্যূন হয়, কিন্তু যে২ দেশে গ্রীষ্ম ন্যূন হয়, সেই সকল দেশে গ্রীষ্মকালে দিনের দীর্ঘতা অধিক হয়, তাহাতে উভয় প্রকার দেশ মনুষ্যদের যোগ্য বাসস্থান হয়, এবং উভয় প্রকার দেশে ভূমির শস্যাদি পক্ক হয়। ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান প্রকাশ পায়।

চন্দ্রের গতি এবং পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণের গতি নিয়মিত ধারামতে হয়, এবং সেই নিয়ম যে জ্ঞানযুক্ত সৃষ্টিকর্ত্তাদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ।

এই২ প্রকার অসংখ্য প্রমাণদ্বারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা যে জ্ঞানবান্ ও অতিশয় শক্তিমান্ আছেন, ইহার নিশ্চয় হয়। তাহাতে কোন অট্টালিকা দৈবঘটনাদ্বারা জম্মে ন'ই, কিন্তু জ্ঞানবিশিষ্ট মনুষ্যদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা যেমন আমরা জানি, তদ্রূপ এই জগৎ দৈবঘটনাদ্বারা জম্মে নাই, কিন্তু জ্ঞানবান্ ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু আছে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়।

৪। এই বিষয়সম্বন্ধীয় কতক শাস্ত্রীয় বচন মনোযোগের যোগ্য, তাহা এই ২।

"ঈশ্বরবিষয়ক যে২ জ্ঞাতব্য তাহা ঈশ্বর আপনি তাহাদের (অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রের) প্রতি প্রকাশ করাতে তাহাদের অগোচর হয় না, ফলতঃ তাঁহার অনন্ত শক্তি ও ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি অদৃশ্য হইলেও তাঁহার কর্ম্মদ্বারা সৃষ্টিকালাবধি জ্ঞাত হওয়াতে সুন্দর রূপে জানা যাইতেছে।" রোম ১ ; ১৯, ২০।

"তাহাদের (অর্থাৎ দেবপূজকদের) মন সাক্ষিস্বরূপ হওয়াতে এবং তাহাদের নানা বিতর্ক পরস্পর দোষী কিম্বা নির্দ্দোষ করাতে তাহারা আপনারাই অন্তরস্থ লিখিত ব্যবস্থার গুণে প্রমাণ দিবে।" রোম ২ ; ১৫।

"আকাশ ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করে, ও গগণমণ্ডল তাঁহার হস্তকৃত কর্ম্ম দেখায়। প্রতি দিবস কথা কহে ও প্রতি রাত্রি জ্ঞান জন্মায়। তাহাদের কোন বাক্য ও ভাষা নাই, এবং তাহাদের রবও শুনা যায় না, তথাপি তাহাদের উপদেশ সর্ব্বদেশে, ও তাহাদের বক্তব্য পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়াছে।" গীত ১৯ ; ১-৪।

"হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন আদরণীয় ; এবং আকাশে তোমার তেজ স্থাপিত হইতেছে।" গীত ৮ ; ১।

যিনি কর্ণের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি কি শুনেন না ? এবং যিনি চক্ষুর নির্ম্মাণকর্ত্তা, তিনি কি দেখেন না ? এবং যিনি তাবদ্দেশীয়দিগকে শাস্তি দেন ও তাবৎ মনুষ্যকে জ্ঞান বুঝাইয়া দেন, তিনি কি শাসন করেন না ?" গীত ৯৪ ; ৯, ১০।

"ঈশ্বর নাই, অজ্ঞান লোক আপন মনে এমত কহে।" গীত ১৪ ; ১।

১৫। ঈশ্বর আত্মা।

ঈশ্বর আত্মা, ইহার প্রমাণ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনি দিয়াছেন, যোহন ৪ ; ২৪।

আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও সচেতন এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্ম করণে সমর্থ আছে। মনুষ্যের আত্মা ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে, তথাপি সেই

আত্মাই মনুষ্যের প্রধান অংশ বটে, যেহেতুক তাহাই চেতনাদিশক্তি-বিশিষ্ট। আত্মা যে সময়ে অচেতন হয়, সেই সময়ে শরীর নিদ্রাতে মগ্ন কিম্বা মূর্চ্ছাপন্ন হয়, এবং শরীরহইতে আত্মার যে নির্গমন, তাহাকে মৃত্যু বলা যায়।

ঈশ্বর আত্মা, ইহা শুনিয়া ঈশ্বরকে আমাদের আত্মার সমান জ্ঞান করা আমাদের অনুচিত। সূর্য্য এক প্রকার প্রদীপ বটে, তথাপি সামান্য প্রদীপেতে এবং সূর্য্যেতে অনেক বিশেষ আছে। তদ্রূপ মনুষ্যের আত্মাতে এবং ঈশ্বরেতে অনেক বিশেষ আছে।

ঈশ্বর আত্মা, অতএব তাঁহার শরীর না হওয়াতে তিনি কোন প্রকার শারীরিক অভিলাষের অধীন নহেন।

ঈশ্বর যদি আত্মা হন, তবে তিনি সুতরাং নিরাকার এবং অদৃশ্য হন। ইহার প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানে লিখিত আছে।

ঈশ্বর নিরাকার এবং অদৃশ্য, এই কারণ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি করা মনুষ্যের অসাধ্য এবং অনুচিত।

ঈশ্বর আত্মা হইলেও ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানে তাঁহার চক্ষু ও মুখ ও বাহু ও হস্তাদির কথা লিখিত আছে। এই সকল রূপক কথা জানিবা। মনুষ্যের আত্মা যে শরীরমধ্যে বাস করে সেই শরীরের অঙ্গদ্বারা আপন কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে, এই জন্যে আমরা শুদ্ধ আত্মার অবস্থা বুঝিতে পারি না। ইহার উদাহরণ। আমাদের আত্মা চর্ম্মচক্ষু দিয়া দেখিতে পায়, অতএব চক্ষু না থাকিলে আত্মা কিছু দেখিতে পারে না, ইহা আমরা বলি, কিন্তু ঈশ্বরের চর্ম্মচক্ষু না থাকিলেও তিনি সকলই দেখেন। অতএব তাঁহার চক্ষুবিষয়ক যত কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, সেই সকল কথা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাসূচক জানিবা।

লেখালেখি।

সম্পাদক মহাশয়।

নবেম্বর মাসের পত্রিকাতে প্রকাশিত সুসমাচারপ্রচারকদের প্রতি নিবেদনপত্রে কতক কথা অসঙ্গত ও ভ্রমাত্মক প্রযুক্ত অনেক প্রচারকদের মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা প্রচারকদের প্রতি অবিশ্বাসিদের অশ্রদ্ধা এবং পাঠকবর্গের ভ্রম জন্মিতে পারে। ইহা অনুমান করিয়া ঐ পত্রোক্ত কথা বিবেচনা করত ভ্রম দূর করণ পূর্ব্বক সত্যতার স্থাপন বাসনায় নিম্নে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, আপনি তাহা উপদেশক পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া বাধ্য করিবেন।

ঐ পত্র পাঠ করিয়া অনুমান করিতেছি যে আমাদের ভ্রাতা কলিকাতা ও তদ্দক্ষিণ দিকস্থ গ্রামবাসি প্রচারকদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, আর তাঁহার সকল কথার মধ্যে এদেশীয় প্রচারকেরা খ্রীষ্টধর্ম্মের বাধক, ইহাই অতি অসঙ্গত কথা।

প্রথমত আমাদের ভ্রাতা লেখেন, "কেহ২ সাহেবদিগকে কহে যে আমাদের মাহিনা বৃদ্ধি করিয়া দেন, কেননা যাহা পাই তাহাতে আমার অকুলান হয়; ইহাতে তাঁহারা তাহার উপজীবিকা বৃদ্ধি করিয়া দেন, কিন্তু শেষে ইহাদের মধ্যে কেহ২ ঐ টাকা লইয়া কৃষিকর্ম্ম ও দোকান করিতে প্রবৃত্ত হয়, আর ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমার দাস করে, কেহ বলে, আমার ভ্রাতা করে ইত্যাদি।"

হে পাঠকগণ, পূর্ব্বোক্ত কথা বিবেচনা কর, কলিকাতা ও তদ্দক্ষিণ দিগস্থ গ্রামমধ্যে কত অল্পসংখ্যক প্রচারক আছেন, এবং ইহাদের মধ্যে কেহ২ সাহেবদিগের নিকটে বেতনের বৃদ্ধ্যর্থে নিবেদন করিয়া কত অল্প লোক তাহা পাইয়া থাকেন, কেননা টাকার কথা শুনিবামাত্রে, তুমি বড় লোভী, এই শব্দ তো কোন২ সাহেবের মুখহইতে অবাধে নির্গত হয়। আর যিনি হঠাৎ কটুকথা কহিতে চাহেন না, তিনি বলেন, ভাল, আমি তোমার বিষয় বিবেচনা করিব; তাঁহার সেই বিবেচনাতে দুই এক বৎসর গত হয়। বুঝিয়া দেখুন ইহাতে কত লোকের বেতনের বৃদ্ধি হয়? কলিকাতা ও তৎদক্ষিণ দিগস্থ গ্রাম সমূহের প্রচারক যদি বত্রিশ জন ধরা যায়, তবে তাহাদের মধ্যে কেহ২ যাচ্ঞা করিয়া বেতনের বৃদ্ধি পায়, সে কত অল্প লোক? বত্রিশ জনের মধ্যে কেহ২, এই শব্দেতে পাঁচ সাত জন বুঝায়, আর এই পাঁচ সাত জনের মধ্যে কেহ২ সেই টাকা লইয়া কৃষি-কর্ম্মে ও দোকানের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ইহাতেই বা কত অল্প লোক বুঝায়? পাঁচ সাত জনের মধ্যে কেহ২ এই কথাতে কি দুই এক জন বুঝায় না? হে দক্ষিণস্থিত ভ্রাতঃ, যদি দুই এক জনের দোষ দেখিয়া থাক তবে এদেশীয় প্রচারকেরা ধর্ম্মের বাধক ইহা ব্যক্ত না করিয়া সেই দোষি ব্যক্তিকে প্রথ-মত বিনয়ে উপদেশ দিলে কি ভাল হইত না? আমি বোধ করি, তাবৎ জ্ঞান-বান্ ব্যক্তি কহিবে, হাঁ, তাহাই ভাল হইত। কেননা এদেশীয় প্রচারকেরা ধর্ম্মের বাধক, এই কথা বলাতে বিস্তর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

অপর ভ্রাতা লেখেন যে "কেহ২ কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আর জিজ্ঞাসা করিলে বলে, যে আমার ভ্রাতা করে। ইহাতে যে প্রভুর কর্ম্মের বাধা ও ক্ষতি হয় না, এই কথাতে কোন্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা বিশ্বাস করিবে।" উত্তর। ইহাতে বিশেষ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে, কেননা যাঁহাদের এ দেশীয় ব্যবহারের বিশেষ জ্ঞান আছে, তাঁহারা জানেন যে এতদ্দেশে দুই তিন ভ্রাতা এক বাটীতে একান্নে কালযাপন করিয়া থাকেন; তাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করণ প্রযুক্ত অকারণে পৈতৃক ভূম্যাদি বিভাগ করিয়া ও ভ্রাতৃপ্রেমকে জলাঞ্জলি দিয়া হঠাৎ পৃথক ও নিঃসহায় হইতে অতি ক্ষতি ও দুঃখের বিষয় বোধ করে; আর ঈশ্বরানুগ্রহে তাহাদের মধ্যে এক জন প্রচারক কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে সুতরাং অন্য জনকে কৃষি আদি কোন কর্ম্ম করিতে হয়, ইহাতে ক্ষতি কি? ইহাতে কি খ্রীষ্টধর্ম্মের বাধা জন্মিতে পারে? কোন্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এমত বোধ করিবে? আপন ভ্রাতাকে ও তাহার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি পরিজনকে প্রতিপালন করিতে পারে এমত প্রচারক

এতদ্দেশে কে আছে? আর যদিও কেহ পারে, তবে তাহা কি উপযুক্ত? আর আমার ভ্রাতা খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারক, আমার কোন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নয়, ইহা ভাবিয়া প্রচারকের ভ্রাতা হাত পা জড় সড় করিয়া যদি পাকশালাতে বসিয়া থাকে, তবে কি খ্রীষ্টধর্ম্মের তাবৎ বাধা ঘুচিয়া যাইবে?

কলিকাতার দক্ষিণে কোন গ্রামস্থ দুই ভ্রাতা এক সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তৎকালাবধি একান্নে পৈতৃক বাটীতে বাস করিতেছে, তাহাদের এক জন প্রচারক ও অন্য জন কৃষিকর্ম্মকারক, তাহাদের উভয়েরই স্ত্রী ও চারি পাঁচটি সন্তান আছে, এবং বৃদ্ধ মাতাও আছেন, এতদ্ভিন্ন তাহাদের বাটীতে সময় অসময় বিস্তর খ্রীষ্টীয়ান লোক এবং কখন২ অন্য২ লোক অতিথি হইয়া থাকে। ঐ প্রচারকের বেতন আট টাকা মাত্র; তিনি কৃষি আদি কোন কর্ম্মেতে কখন প্রবৃত্ত হন না, কিন্তু তাহার সহোদর চাসের কর্ম্ম করিয়া থাকে, এ সমস্ত আমি বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত আছি। আমাদের দক্ষিণস্থ ভ্রাতা যদি ঐ প্রচারকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়া থাকেন, তবে তিনি বড়ই ভ্রান্ত হইয়াছেন, কেননা ঐ প্রচারক সপরিবারে আতিথ্যাদি সৎকর্ম্মে ও ধর্ম্মজ্ঞানপ্রদানাদি ধর্ম্মকর্ম্মে অনেকের আশ্রয় ও আনন্দজনক সুগন্ধি পুষ্পবিশিষ্ট বিশাল বৃক্ষ সদৃশ বটে। হে ভ্রাতঃ, কখন কি কোন ধর্ম্মান্বেষী আপনকার নিকট আসিয়া কহিয়াছে যে খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য বটে, কিন্তু অমুক গ্রামস্থ অমুক প্রচারকের ভ্রাতা কৃষিকর্ম্ম করে, তিনিও তাহাতে লিপ্ত, এই হেতুক আমি এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিব না?

আমাদের ভ্রাতা লেখেন "বেতনের বৃদ্ধি লইয়া কেহ২ দোকান করিতে প্রবৃত্ত হয়, আর জিজ্ঞাসিলে বলে, আমার ভ্রাতা করে।" উত্তর, কলিকাতা ও তৎপার্শ্বস্থ কোন গ্রামের কোন প্রচারক বেতনের বৃদ্ধি লইয়া ধন বাড়াইবার নিমিত্ত অদ্যাপি দোকান করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, কেবল এক জন প্রচারক আপন অতি দুঃখিত ভ্রাতার আত্যন্তিক ক্লেশ দেখিয়া তাহার উপকারার্থে কতক টাকা বিনা সুদে কর্জ্জ দেন, তাহাতে উপকৃত ব্যক্তি দোকান করিয়া সপরিবারে প্রতিপালিত হইতেছে। আমাদের ভ্রাতা যদি ঐ প্রচারকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়া থাকেন, তবে তাঁহার বড় অজ্ঞানতা প্রকাশ হইয়াছে, কেননা ঐ প্রচারক দোকানের কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত, এবং তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রকাশার্থে বড়ই উদযোগী; আর তাহার হিন্দু আত্মীয় লোকের প্রতি উপকাররূপ সৎকর্ম্ম করণ প্রযুক্ত খ্রীষ্টধর্ম্মের বাধা ওদিগে থাকুক, বরং চল্লিশ ক্রোশ দূরস্থ গ্রামবাসী হিন্দুলোকেরা ঐ প্রচারকের প্রশংসা করিতেছে।

অতএব বলি কোন প্রচারক যদি আপন ভ্রাতা কিম্বা খুড়া প্রভৃতি কোন আত্মীয় লোকের অথবা কোন দরিদ্র খ্রীষ্টীয় বা হিন্দু প্রভৃতি কোন লোকের উপকার করিতে পারেন, তবে তাহাতে ধর্ম্মের বাধা না হইয়া বরং সৌরভ ব্যাপ্ত হইতে পারে।

"অপর ভ্রাতা লেখেন যে কেহ২ সুদগ্রাহক," উত্তর, সাহেবদের নিকট হইতে বেতন বাড়াইয়া পুঁজি করিবার নিমিত্তে যে এদেশীয় কোন প্রচারক

সুদগ্রাহক হয় তাহা আমি অদ্যাপি দেখি নাই। বরং দরিদ্র লোকদের উপকারার্থে বিনাসুদে কর্জ্জ দেয়, এবং যে ব্যক্তি ধনবৃদ্ধির বাসনায় ব্যবসা করণার্থে কর্জ্জ লয় তাহারি নিকটহইতে কিছু২ সুদ গ্রহণ করেন,এমত দুই এক প্রচারককে দেখিয়াছি, কিন্তু কোন২ প্রচারকের নিকটে বিধবা প্রভৃতি অরক্ষক লোকের ধন গচ্ছিত আছে ইহাও জানি। কিন্তু সুদ বিষয়ে বিস্তর কথা থাকাতে লিপির বাহুল্য প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে এক্ষণে ক্ষান্ত থাকিলাম। এ স্থলে তাবৎ খ্রীষ্টাশ্রিত লোকের সদা স্মরণীয় এই কথা লিখি, যে প্রভু যীশু প্রত্যেক লোকের নিকটহইতে সুদের সহিত গচ্ছিত তালান্তের নিকাশ লইবেন ইহা যেন আমরা কেহ কখনো বিস্মৃত না হই।

দক্ষিণস্থিত ভ্রাতা আরও লেখেন, যে "কেহ২ শকটারোহণ ব্যতিরেকে দুই কিম্বা তিন ক্রোশ পথ পদব্রজে যাইতে পারেন না।" উত্তর, প্রচারকদের মধ্যে কেহ২ দুর্ব্বল থাকিতে পারেন, তাঁহাদের তিন চারি ক্রোশ পথ পদব্রজে গমন করা এবং তৎপরে ঘোষণা করা ভার, সুতরাং কখন২ যদি গাড়ি চড়িয়া যান, তবে তাহাতে দোষ কি? এ বৎসরে রথযাত্রার সময় কলিকাতা নিবাসি প্রচারকদের কএক জন বল্লভপুরে সুসমাচার প্রচার করণার্থে চানকের নিকট পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ গাড়ি চড়িয়া যান। এবং কোন ২ প্রচারক দক্ষিণদেশে যাওনার্থে কাওরা-পুখুর পর্য্যন্ত গাড়ি চড়িয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে প্রচারকদিগকে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের বাধক বলা কর্ত্তব্য নয়।

অপর ভ্রাতা বোধকরেন, যে প্রচারকদের পূর্ব্বোক্ত দোষ প্রযুক্ত এ দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্যক্ত হয় না; আর অন্য স্থানে লেখেন যে তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম বাধক এবং আক্ষেপও করিয়াছেন, যে "হায় ২ আমরা কেমন দুর্ভাগ্য মানুষ," ইত্যাদি কথাতে ভ্রাতা ব্যক্ত করেন যে এদেশীয় প্রচারকেরা খ্রীষ্টধর্ম্মের বিঘ্নস্বরূপ, সুতরাং ইহাদের গলদেশে যাঁতা বদ্ধ হইয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়া ভাল। হে ভ্রাতঃ, আপনকার এতদ্রূপ বোধকরা এবং এরূপ কটু বলা উচিত নয়। যাহা তুমি লিখিয়াছ, বোধ করি তাহা তুমি নিজে বুঝ নাই। প্রভু যীশুর উপদেশ যে অনেক যিহূদীয় লোক গ্রহণ করে নাই, তাহার কারণ প্রভুর দোষ, এমত কথা কে কহিতে পারে? এবং প্রেরিতদিগের দোষ প্রযুক্ত কি অনেকেই ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, ইহাই বা কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি বোধ করিবে? ভ্রাতা বোধ করেন যে "প্রচারকদের দোষহেতুক খ্রীষ্টাশ্রিতেরা সদ্ব্যবহারী হয় না।" ইহাও অসঙ্গত কথা, কেননা যাহারা খ্রীষ্টাশ্রিত তাহারা নূতন সৃষ্টিস্বরূপ, তাহাদের পুরাতন বিষয় লুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তাহারা সদ্ব্যবহারী হয়। তাহারা কি এদেশীয় প্রচারকদের বৎসরে দুই তিন বার গাড়িচড়ারূপ বাবুআনা দেখিয়া কদাচারী হইতে পারে, ইহা কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি বোধ করিবেন।

বিজ্ঞেরা বোধ করেন যে এদেশীয় লোকেরা বহুকালাবধি হিন্দুধর্ম্মের অধীন থাকাতে এবং পাপে অত্যন্ত আসক্ত হওয়াতে শীঘ্র অনেকেই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন না। হে ভ্রাতঃ, আপনি যদি এদেশীয় প্রচারকদের

দোষহেতু না লিখিয়া, কতক কপটি খ্রীষ্টীয়ান লোকদের দোষহেতু খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি কোন২ ব্যক্তির অমনোযোগ হইতেছে এমত কথা লিখিতেন, তবে ভাল হইত।

ভ্রাতা শিক্ষক সাহেবদের উদ্দেশে লিখেন, হইতে পারে তাঁহাদের কোন২ বিষয়ে ত্রুটি আছে। হে ভ্রাতঃ, এদেশীয় প্রচারকদের পক্ষে দোষ, এবং সাহেব শিক্ষকদের পক্ষে হইতে পারে কোন২ ত্রুটি আছে, এমত কথা লিখিবার তাৎপর্য্য কি? যোদ্ধা ভয় করিলে জয়ী হইতে পারে না। হায়ঃ আমরা কেমন দুর্ভাগ্য মানুষ। যদি খ্রীষ্টেতে আমাদের প্রত্যাশা কেবল ইহকালে হইত, তবে ঐ কথা অতি সত্য হইত বটে, কেননা আমরা যখন বাহিরে যাই তখন হিন্দু মোসলমানেরা আমাদের প্রতি যত অকথ্য কথা কহে তত সাহেবদের প্রতি বলে না; এবং আমাদের উপরের কর্ত্তারা আমাদিগকে যত তম্বি ও অপমান করেন তত তাঁহাদের উপরের কর্ত্তারা তাঁহাদিগকে করেন না। আর দক্ষিণস্থিত ভ্রাতা আমাদের গাড়ি চড়া প্রভৃতিকে বাবুআনা অর্থাৎ মহাদোষ কহিয়া সাহেবদের বিষয়ে বলেন, হইতে পারে তাঁহাদের কোন২ বিষয়ের ত্রুটি আছে, অর্থাৎ তাঁহাদের দোষ গনণীয় নয়। হে ভ্রাতঃ, যদি দুই তিন টাকার পরিচ্ছদ ও সামান্য খাদ্য ও ছেকড়া গাড়িচড়া প্রভৃতিকে বাবুআনা বল, তবে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও নানাবিষয় সুখাদ্য এবং বগি চেরিয়াট ফেটিং আদি রথারোহণকে ইন্দ্রআনা বলিতে হয়। হে ভ্রাতঃ, যদি বাবুআনা উঠাইতে আপনকার মনস থাকে, তবে ইন্দ্রত্ব উৎপাটন করিতে চেষ্টা কর, তাহা করিলে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

অপর ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করেন "তোমরা কি অদ্যাবধি দুগ্ধপোষ্য বালক আছ? সর্ব্বদাই কি থাকিবা?" উত্তর, হাঁ আমাদের অনেকেই অদ্যাবধি দুগ্ধপোষ্য শিশু ও কতক বালক এবং দুই এক জন যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন; আর আমরা সর্ব্বদা এক অবস্থায় থাকিব না। ভ্রাতার আর এক জিজ্ঞাসা, "প্রধান শিক্ষকস্বরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র কি তোমাদের হস্তে নাই?" হাঁ তাহা আছে, কিন্তু তাহার সকল কথার সকল ভাব আমাদের কেহ২ অদ্যাপি বুঝিতে পারে না, যথা পৌল প্রেরিত তাম্বুনির্ম্মাণের কর্ম্ম করিতেন, এই দৃষ্টান্তে প্রচারক মাত্রেরই তাহা করা উচিত কি না? এবং তিনি দুই এক বার জাহাজ আরোহণ করিয়াছিলেন, এই দৃষ্টান্তে আমাদের চারি পাঁচ ক্রোশ পথ গমনকালে বৎসরে দুই তিন বার গাড়িচড়া কর্ত্তব্য কি না? ইত্যাদি অনেক কথার ভাব অদ্যাপি কাহারো২ সম্যকরূপে বোধগম্য হয় নাই। ভ্রাতার জিজ্ঞাসা "তোমাদের চক্ষু কি আদ্যাপি প্রসন্ন হয় না?" উত্তর প্রতিদিন হইতেছে, তথাপি অদ্যাপি আমাদের কতক জনের চক্ষু সুপ্রসন্ন হয় নাই, কেহ মনুষ্যকে বৃক্ষের ন্যায়, কেহ বা কোন২ বিষয় অভ্র দিয়া দর্শনকারির ন্যায় দেখিতেছে।

হে কলিকাতার দক্ষিণস্থিত প্রিয় ভাই, আমি যেমন প্রচারকদিগকে প্রেম করি তদ্রূপ তোমাকেও প্রেম করি, এই হেতু তোমাকে পরামর্শ দি, তুমি যে২ প্রচারকের যে২ দোষ দেখিয়াছ, তাহা তাহাদিগকে প্রেম পূ-

র্ব্বক অবগত কর। যদি তাহাদের দোষ সত্য হয়,তবে হইতে পারে তাহারা, তোমাকে মিত্র জ্ঞান করিয়া স্বীয়২ দোষ ত্যাগ করিবে। যদি সত্য না হয়, তবে তোমার ভ্রম দূর হইবে। কিন্তু এ জগতে নির্দ্দোষ কে? এক জনের এক প্রকার অন্য জনের অন্য প্রকার দোষ আছে। আর স্ব২ দোষ মানুষ স্পষ্টরূপে দেখিতে পায় না, এই হেতুক আমাদের পরস্পর দোষ জানান কর্ত্তব্য, ইহাতে দোষ দূর ও প্রেম প্রকাশ হয়। প্রেম ও ঐক্য ও ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরোপকারিতা ও ধর্ম্মশিক্ষা ও পরের পরিত্রাণ ইত্যাদি বিষয়ের চেষ্টা করা যেমন তোমার তেমন আমার, ও সেই রূপ তাবৎ খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের অতি কর্ত্তব্য বটে; আর এ সমস্ত বিষয়ে এ দেশীয় প্রচারকেরা চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের ও অন্যান্য দেশীয় প্রচারকদের কার্য্য ও চেষ্টা প্রেরিতদিগের কার্য্য ও চেষ্টার তুল্য কেন দেখায় না, তাহা আমি অনায়াসে কহিতে পারি না।

হে এদেশীয় প্রিয় প্রচারকগণ, আপনারা আমাদের ভ্রাতার লিখিত কোন কথাতে মনঃক্ষুন্ন হইবেন না, কেননা বোধ হয় দক্ষিণ দেশে অনেক দিনাবধি কোন লোক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ না করাতে এবং তত্রস্থ কোন২ খ্রীষ্টীয়লোকের মন্দাচরণ দর্শন করাতে, ইহার কারণ কি? এই অনুসন্ধান করিতে২ প্রচারকদের পূর্ব্বোক্ত দোষ অনুমান করত ভ্রাতা হঠাৎ বোধ করিলেন,যে এদেশের প্রচারকদের দোষ হেতুক এদেশে শীঘ্র খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্যক্ত হয় না। হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের সকলের ত্রুটি আছে, ফলতঃ কাহারো জ্ঞানের, কাহারো বিবেচনার, কাহারো বা কার্য্যের ত্রুটি আছে, আর প্রভুর কাছে আমাদের প্রত্যেক জনকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, হে প্রভো আমি অকর্ম্মণ্য দাস, আমি তোমার ইষ্ট ক্রিয়া কর্ত্তব্য মত্তে করি নাই, অতএব হে ভ্রাতৃগণ, আইস আমরা আপনাদিগকে পরীক্ষা করিয়া আলস্যাদি দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রভুর সেবাতে অধিক উদ্যোগী হই; কেননা আমাদের ভ্রাতা পৌলোক্ত যে কথা লইয়া পত্রিকার শেষভাগে লিখিয়াছেন তাহা অতি সত্য, যথা, হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ প্রভুর সেবাতে তোমাদের পরিশ্রম বিফল হইবে না, ইতি।

কস্যচিৎ খ্রীষ্টধর্ম্মব্যাপনাকাঙ্ক্ষি জনস্য।

[উপদেশকের সম্পাদক পক্ষপাতী হইতে চাহে না, এই কারণ পূর্ব্বলিখিত পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে কএকটি কথা লেখা তাহার কর্ত্তব্য।

১। উপদেশক পত্রিকা রণস্থল নহে, অতএব তাহার মধ্যে রাগপূর্ব্বক বিবাদ ও বাগ্যুদ্ধ আর কোন মতে হইবে না। যে ভ্রাতা সুসমাচারপ্রচারকদের প্রতি নিবেদনপত্র সম্পাদকের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি যে কোন বিশেষ ব্যক্তির দোষ

প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, এমত কোন প্রমাণ নাই; এবং যে দুই ব্যক্তির বিশেষ বিবরণ এই উত্তরপত্রে লিখিত আছে তাঁহারা কি বা করেন, এবং কে২ আছেন, তাহা সম্পাদক এই উত্তরপত্রদ্বারাতেই অবগত হইলেন।

২। বোধ হয় ঐ নিবেদনপত্রের লেখকের অভিপ্রায় ভাল ছিল; যেহেতুক তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে তাহা অতিশয় দুঃখের বিষয় বটে; কিন্তু যদি সত্য না হয়, তবে কোন বিশেষ লোকের নাম ও লক্ষণ প্রকাশিত না হওয়াতে কাহারো অসন্তোষ জন্মিবার কিছু প্রয়োজন ছিল না।

৩। ঐ নিবেদনপত্রের লেখক যদি কাহারো প্রতি অন্যায় করিয়া থাকেন, তবে তাহার এই উত্তর যিনি লিখিয়াছেন, তিনি বিলাতি শিক্ষকগণের প্রতি আরও অন্যায় করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের প্রতি যে প্রকার দোষারোপ করেন, সেই দোষে যদি তাহারা দোষী হয়, তবে তিনি কেন দোষি ব্যক্তিকে সেই দোষ গুপ্তরূপে জানান নাই? এতদ্দেশীয় দোষি ভ্রাতার দোষ একেবারে প্রকাশ করা যদি পাপ হয়, তবে পরদেশীয় দোষি ভ্রাতার দোষ সেই রূপে প্রকাশ করা কি পাপ হইবে না? এই উত্তরপত্র-লেখক যে প্রকার শক্ত কথা লিখিয়াছেন, তদ্রূপ শক্ত কথা আমরাও লিখিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা করা লজ্জার কর্ম্ম বোধ হয়।

৪। প্রচারকদের প্রতিপালন বিষয়ক নিয়ম এই। তাঁহাদের যেন প্রচার করণ কর্ম্ম বিনা অন্য সাংসারিক কর্ম্ম করিতে না হয়, এই নিমিত্তে এই দেশীয় কিম্বা অন্যদেশীয় মণ্ডলীগণকর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রতিপালন হওয়া ভাল। কিন্তু যদি তাঁহাদের প্রতিপালন সেইরূপে না হয়, তবে তাঁহারা অবশ্য আপনাদের প্রতিপালনার্থে অন্য প্রকার কর্ম্ম করিতে পারেন। ইহার মধ্যে কেবল লোভহইতে সাবধান হওয়া অতি আবশ্যক। যিনি প্রচারক তিনি ধনবান্ হওনের কিম্বা সুখভোগ করণের চেষ্টা করিবেন না, এবং তিনি আপন সময়ের এবং শক্তির এই উভয়ের অধিকাংশ পারমার্থিক কর্ম্মেতে ব্যয় করিবেন। পৌল প্রেরিত যখন মণ্ডলীগণের নিকটে বেতন না লইতেন, তখন তাম্বুনির্ম্মাণদ্বারা আপনার প্রতিপালন করিতেন বটে, তথাপি সুসমাচার

প্রচার করণ কর্ম্মে আপন শক্তির ও সময়ের অধিকাংশ ব্যয় করিতেন।

৫। উত্তরপত্রলেখক যে দুই জনের দোষপ্রক্ষালন করিয়াছেন, সেই দুই জন বিনা কি অন্য কোন প্রচারক কৃষিকর্ম্মাদি সাংসারিক কর্ম্মেতে আপন শক্তি ও সময় ব্যয় করেন না? কিম্বা আপন সম্পত্তির বৃদ্ধি করেন না? যদি কেহ করে, তবে বিলাতীয় মণ্ডলীগণের নিকটে সম্পূর্ণ বেতন গ্রহণ করা তাহার নিতান্ত অনুচিত, যেহেতুক প্রচারকের সম্পূণ বেতন লইয়া সাংসারিক কর্ম্মে মন ও সময় দেওয়া কিম্বা ঐহিক ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা করা ভারি পাপ।

৬। এই দেশীয় প্রচারকেরা যে সময়ে এই দেশীয় মণ্ডলীগণদ্বারা প্রতিপালিত হইবেন, সেই সময় আসিতেছে; এবং তাহা আইলে পরে শিক্ষক সাহেবেরা তাঁহাদের বেতন স্থির করণে আর হস্ত দিবেন না। কিন্তু সেই সময় যাবৎ না আইসে, তাবৎ ইংলণ্ডীয় মণ্ডলীগণ যে অর্থ এই দেশে ব্যয় করিতে পারে, তাহাদ্বারা যাহাতে প্রভুর কর্ম্ম চালিত হয়, এই চেষ্টার ভার তাঁহাদের উপরে থাকে। তাহাতে সেই অর্থদ্বারা যদি দশ জনের প্রতিপালন হয়, তবে এক জনকে অধিক দিলে অন্য নয় জনের প্রতি অন্যায় করা যায়, ইহা কে না বুঝে? যেহেতুক এক জনকে কিম্বা অনেক জনকে ক্লেশ না দিলে কাহারো বেতন বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। এক শত টাকাতে দশ জনের দশ ২ টাকা বেতন হইতে পারে, কিন্তু এক জনকে যদি ঊনিশ টাকা দেওয়া যায়, তবে অন্য নয় জন কেবল নয় ২ টাকা পাইতে পারে, ইহা সুস্পষ্ট।

৭। কোন প্রচারক যদি বিদেশীয় মণ্ডলীগণের নিকটে বেতন লইতে অসন্তুষ্ট হন, তবে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করুন, কিম্বা যাহাতে এই দেশীয় মণ্ডলীগন তাঁহার এবং অন্য সকলের প্রতিপালন শীঘ্র করে, এমন যত্ন করুন, তাহা হইলে অতি উত্তম হইবে।

আলস্য।

অলস ব্যক্তি যেমন পরের মঙ্গল বিষয়ে তেমনি নিজ হিত-বিষয়েও আলস্য করিয়া সময় যাপন করে, তাহাতে তাহার মনের ও শরীরের ও ভাগ্যের মঙ্গলজনক যে পথ তাহা স্বতঃতই অবরুদ্ধ হয়। ইহার উদাহরণ এই, কুসুমপুরে কোন রাজা ছিলেন, তিনি পিতার রাজ্যে মন্ত্রিগণকর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য করেন; পশ্চাৎ কোন নিকটবর্ত্তী নৃপতি আসিয়া তাহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন. ইতোমধ্যে ঐ সংগ্রামে কুসুমপুরস্থ ভূপাল পরাস্ত হইয়া নিজ রাজধানীতে গমন করিয়া আপন শয়নাগারে শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে২ হঠাৎ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিবামাত্র দেখিলেন যে একটি পিপীলিকা কোন খাদ্য সামগ্রীর চূর্ণ লইয়া সেই গৃহের দেওয়াল বাহিয়া ঘরের কড়ি-কাষ্ঠে আরোহণ করিবার নিমিত্তে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পুনঃ২ ভার প্রযুক্ত আরোহণ করিতে না পারিয়া বারে২ নীচে পড়িতেছে ও পুনর্ব্বার সেই স্থানে আরোহণ করিবার নিমিত্তে উঠিতেছে। এইরূপ ছেষট্টি বার হওয়াতে শেষে ঐ পিপীলিকা সেই কড়িকাষ্ঠে চড়িয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাজা ইহা দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, যে এই প্রকার শ্রমী ব্যক্তি আপন শ্রমদ্বারা কার্য্য সিদ্ধ করে; অতএব অদ্যাবধি আমি আলস্য না করিয়া পুনরায় যুদ্ধ বিষয়ে পরিশ্রম করিব। পরে তদ্রূপ করাতে শেষে আপন শত্রুকে পরাজয় করিয়া নিজ রাজ্যে সুখার্ণবে মগ্ন হইয়া কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। অতএব বলি অলস ব্যক্তি কোন প্রকারে নিজ কর্ম্মাদি সফল করিতে পারে না, এতদ্বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে স্থানে২ উক্ত আছে, যথা, "হে অলস ব্যক্তি, তুমি পিপীলিকার নিকট যাইয়া জ্ঞান শিক্ষা কর," ইত্যাদি।

অতএব হে বন্ধুগণ, তোমরা বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবা যে অস্মদ্দেশীয় প্রায় তাবৎ লোক আলস্যদ্বারা আপনাদিগের অমঙ্গল ঘটাইতেছে। ইহার অধিক প্রমাণ লিখিবার বড় প্রয়োজন নাই, তথাচ পাঠকবর্গের ও অন্য২ লোকের চেতনার্থে কএকটি প্রমাণ লিখিব। দেখ এই বঙ্গদেশে মহৎ কিম্বা ইতর ইত্যাদি নানা প্রকার জাতিরা বাস করে, ইহাদের প্রত্যেকের

জাত্যনুসারে কর্ম্ম করণের রীতি আছে, কেননা যাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত তাঁহারা বিষয়কর্ম্ম করিলে আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করেন; তদ্রূপ সূত্রধর কর্ম্মকারের কর্ম্ম করিতে আপনাকে হেয়জ্ঞান করেন; এই২ প্রকার নানা মত ব্যবহার এদেশীয় লোকেরা মানিয়া থাকে। কিন্তু ইহার মূল হইয়াছে আলস্য, কারণ ইহাদের মানের ও সম্ভ্রমের কোন চিন্তা নাই, আর ঐ সকল পাইবার নিমিত্তেও চেষ্টা করে না, এই নিমিত্তে অদ্যাবধি পূর্ব্বকালীয় ব্যবহার প্রচলিত আছে। কিন্তু এই প্রকার রীতি অন্য কোন দেশে প্রায় দেখা যায় না. কেননা ইংলণ্ড দেশীয় লোকেরা নানাপ্রকার পরিশ্রমদ্বারা আপনাদের মানের উন্নতি করে। ইউরোপের মধ্যে যাহারা তন্তুবায় অর্থাৎ উত্তম রূপে বস্ত্র বুনিতে পারে তাহাদের মহামান হয়, ও তাহারা রাজসমভিব্যাহারে গমনাগমন করে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে শ্রমদ্বারা মানুষের অনেক প্রকার উপকার হইতে পারে। যথা, "তাবৎ প্রকার পরিশ্রমের ফল আছে," এবং "যে জন কার্য্যেতে আলস্য করে সে অপব্যয়কারির সহোদর।"

এইক্ষণে আমি অন্য জাতির বিষয় না লিখিয়া খ্রীষ্টীয়দিগের প্রতি যৎকিঞ্চিৎ লিখিব। যাহারা আপনাদিগকে বিশেষ জাতি জ্ঞান না করিয়া কেবল মনুষ্যজাতিমাত্র বোধ করে, তাহাদের মধ্যে অনেক লোক আলস্যপ্রযুক্ত আপনাদিগকে দরিদ্র করিয়া থাকেন। আরও অধিকাংশ লোকেরা আপনাদের ভার সাহেব লোকদিগের প্রতি অর্পণ করে। ইহা অতি দুঃখের বিষয়, কারণ একটি বিষয় বিবেচনা করিতে হয়. যে যদি আমরা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করিতাম, তবে আমাদের উপায় কি হইত? ফলতঃ কোন প্রকারে আপনাদের পরিবারাদি প্রতিপালন করিতে হইত। ইহা বিবেচনা করিয়া যদ্যপি ঐ সকল লোক শ্রম করিতে চেষ্টা করে, তবে বোধ হয় খ্রীষ্টীয় ব্যক্তিরা ক্রমে২ অনেক বিষয় করিতে পারে, অর্থাৎ অন্য২ দরিদ্র লোকদিগের প্রতিপালন ও তাহাদের নিকট সুসমাচার প্রচার করণ, ইত্যাদি কর্ম্ম অনায়াসে নির্ব্বাহ করিতে পারেন, যথা, "তোমরা কার্য্যেতে নিরালস্য ও মনেতে উদ্যোগী হইয়া প্রভুর সেবা কর।"

ইহার দৃষ্টান্ত বিবেচনা করিলে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন, যে এই দেশে হিন্দু ও মোছলমান লোকেরা নানা প্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম মানিয়া থাকে; এবং যদ্যপি তাহা মিথ্যা হয়, তথাচ তৎকর্ম্মে যথাসাধ্য ব্যয় ও পরিশ্রমদ্বারা আপনাদের কর্ম্ম সম্পন্ন করে, আরও দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্মশাস্ত্রে আলস্যের বিষয়ে অনেক কথা আছে, যথা, "অলসের পথ কণ্টকবেষ্টিত।" অতএব যত্ন ও পরিশ্রম ব্যতিরেকে কোন উত্তমতা ও মহামঙ্গল লাভ হইতে পারে না, ইহা স্বাভাবিক ব্যবস্থাতে ও পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে নিরূপিত আছে। পরমেশ্বর সকল বস্তুর মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন, এবং মঙ্গলের মূল্য হইয়াছে পরিশ্রম। যদ্যপি কোন২ সময়ে পরিশ্রমের ফল না হয়, তথাপি পরাক্রম ব্যতিরেকে কেহ যুদ্ধে কখন জয়ী হইতে পারে না, ও বেগে গমন না করিলে পণ পাইতে পারে না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত আছে। আমরা যদি মনের সুখ ও শরীরের সুস্থতার চেষ্টা করি, তবে এই উভয়েরই কারণ শ্রম করা অত্যাবশ্যক হয়। আলস্যদ্বারা শরীর ও মন উভয়ই দুর্ব্বল হয়, তাহা কেবল নয়, শরীরেতে নানা রোগ ও মনেতে নানা অমঙ্গলজনক মল জন্মে, তাহাতে মনের তাবৎ প্রভাব ক্ষীণ হইয়া লুপ্তপ্রায় হয়। যে মনুষ্য পূর্ব্বে স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা অতি তেজীয়ান ছিল, সে সাধারণ লোকের তুল্য হয়। কেননা মনুষ্য কেবল মনের স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা বিশেষ২ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা নয়, কিন্তু অধিক পরিশ্রমদ্বারাও ঐ শক্তির বৃদ্ধি করিলে প্রাপ্ত হইতে পারে। আমাদের মনেতে স্বাভাবিক শক্তির বীজ থাকিলেও যদি তাহা অঙ্কুরিত না হয় তবে লাভ কি? শক্তির প্রাপ্তিতে লাভ হয় না, কিন্তু যদি সেই শক্তি শাখাপল্লবিতা হইয়া ফলপুষ্পবতী হয়, তবে লাভ বটে। অনেক২ লোক আলস্য করিয়া অযশেতে কাল যাপন করিতেছে, তাহারা যদি আলস্যদ্বারা সেই স্বাভাবিক মহাশক্তিকে বন্ধ্যা না করিত, তবে মহাযশেতে কালযাপন করিত।

[কস্যচিৎ উপদেশকগ্রাহকস্য।

[পূর্ব্বে লিখিত কথা সকল মনোযোগের যোগ্য বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে অতি

অল্প লোক শিল্পকর্ম্মাদিতে নিপুণ আছে, এবং যাহারা সেই প্রকার কর্ম্ম শিখিতে বাঞ্ছা করে তাহারাও শিখিবার সুযোগ পাইতে পারে না, যেহেতুক তাহাদিগকে শিখাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে পাওয়া দুষ্কর। ইহার কারণ এই, যে এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা অধিকাংশ কৃষাণ লোক ছিল, সুতরাং শিল্পকর্ম্ম জানে না। যাহারা শিল্পকর্ম্ম জানে এমত লোকেরা যখন প্রভুর পথে আনীত হইবে, তখন বোধ হয় অনেকে সেই প্রকার কর্ম্ম শিখিয়া আর আলস্য দোষে দোষী হইবে না। এবং তৎকালে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের সাংসারিক অবস্থা ক্রমে২ ভাল হইবে। যাহারা কৃষাণ নহে, তাহারাও সকলে শিক্ষক হইবার যোগ্য নহে, এবং লেখকের কর্ম্ম পাওয়া দুষ্কর। আর যাহার ধন নাই, সে দোকান করিতে পারে না, এবং পারিলেও দোকান করা বড় ভাল নয়, যেহেতুক যাহারা দোকান করে, তাহারা অতি অনায়াসে লোভী ও প্রবঞ্চক ও অলস হইয়া উঠে। অতএব শিল্পকর্ম্ম শিখিতে যাহার সাধ্য হয়, সে শিল্পকর্ম্ম শিখুক, নতুবা কি জানি শেষে নিষ্কর্ম্ম হইয়া বসিবে]

আদম ও হবার প্রাতঃকালীন প্রার্থনা।

ওহে সর্ব্বশক্তিমান্, ভদ্রতার বাসস্থান,
সত কর্ম্ম বিদ্যমান, করেছো আপনি রে।
তব কৃত যে ব্রহ্মাণ্ড, তাহা তো অতি প্রকাণ্ড,
বলা অতি ভারকাণ্ড, কে বটেন আপনি রে।
আকাশে যাঁহার স্থিতি, অদৃশ্য তাঁহার গতি,
দেখে তাঁর ক্ষুদ্রকৃতি, অল্প দৃশ্য হয় রে।
তাহাতে তব মহত্ত্ব, আর তব ঈশ্বরত্ব,
যদ্যপিও করে ব্যক্ত, তবু বোধ্য নয় রে।
বলুন দীপ্তি পুত্রগণ, যাঁরা স্বর্গদূত হন,
যাদের আছে ভাল জ্ঞান, সদা তাঁরে দেখিছে রে।
যেখানেতে নাই নক্ত, তথা ঘেরি রাজতক্ত,
গান বাদ্যে অনুরক্ত, উল্লাসিত হচ্ছে রে।
পৃথিবীতে জন্তুগণে, তাঁরা আছেন স্বর্গস্থানে,
শেষ অগ্র মধ্যক্ষণে, ধন্যবাদ করিছে রে।

ওহে প্রভাতের তারা, নিশিশেষ চিহ্ন ধরা,
নহ হে প্রভাত করা, দিনোদয়ের চিহ্ন রে।
আপনি কিরণ করো্য, সুপ্রফুল্ল প্রভাতেরে,
উজ্জ্বল করিবার তরে, তুমি উদিত হও রে।
দিনমণি প্রকাশিলে, সেই সুখকর কালে,
থাকিয়া নিজ মণ্ডলে, তাঁহার স্তব গাও রে।
ওহে তুমি অংশুমান, জগতের চক্ষুঃপ্রাণ,
উদয় হইয়া কর জ্ঞান, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তাঁরে রে।
উদয় অস্ত মধ্যকালে, অসীম পথেতে চল্যে,
নিত্য তুমি কুতূহলে, তাঁহার স্তব কর রে।
ওহে চন্দ্র নিশাপতি, দেখিয়া ভানুর দ্যুতি,
করিতেছ সুখে গতি, অচল তারার সঙ্গে রে।
ওহে পঞ্চ গ্রহগণ, আনন্দে কর্যে ভ্রমণ,
করিতেছ প্রশংসন, দীপ্তিদাতা যিনি আঁধারে রে :
দেখ, পঞ্চভূত যারা, জগতের মুল তারা,
চারি ঋতু রূপধরা, ভ্রমণ করিছে রে।
নানারূপে ভূতগণে, স্বস্ব পরিবর্ত্তনে,
নানা বস্তু সুপালনে, প্রদক্ষিণ করে রে।
অদ্রি বিলাদির তটে, কুজ্ঝটিকা বাষ্প উঠে,
কিরণেতে হয় বটে, স্বর্ণবর্ণাকার রে।
খ করিতে সুশোভিত, মেঘে করে আচ্ছাদিত,
ধরা হৈলে পিপাসিত, স্নিগ্ধ বৃষ্টি করে রে।
উত্থান পতনে আর, উভয়েতেই মান তাঁর,
জগতের সৃষ্টি যাঁর, তাঁহারই সম্মান রে।
শুন বায়ু বলি তোকে, ধীরে কিম্বা অতি বেগে,
বহিতেছ চারি দিগে, ইথেও তিনি মান্য রে।
দেবদারু তরুগণ, লতা গুল্ম অগণন,
করে তাঁর সুসম্মান, মস্তক নোয়াইয়া রে।
দেখ হে উনুই সব, করিতেছে নানা রব,
সেই স্বরে তাঁর স্তব, গাইছে নিশ্চয় রে।
সর্ব্বজীব এক সুর্যে, পক্ষিগণ মধুস্বরে,
মিলাইয়া গান করে, স্বর্গ মার্গে উঠে রে।
ওহে যত জলচর, কিম্বা সর্ব্ব বনচর,
উরোগামী বা খেচর, সবে সাক্ষী হও রে।
প্রাতঃ কিম্বা সায়ংকাল, পর্ব্বত বা সমস্থল,
উনুই অথবা খাল, মম গানে গাও রে।
যদি স্তব্ধ করি রব, আমাতে শিখ গৌরব,
শিখিয়া মহিমা সব, সকলে গাইবা রে।

প্রভো তুমি ধন্য ২, আমারে হও সুপ্রসন্ন,
যাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানগণ্য, তাহা দেও হে আমারে।
রাত্রে যদি থাকি দোষে, ব্যক্ত কর বিনা রোষে,
যথা অন্ধকার নাশে, ভানুর কিরণে রে।

ধর্ম্মগীত।

কেমনে তরিবে বল, এভব সাগরে মন,
না নিলে যীশুর নাম, তুমি অতি অভাজন,
মায়াতে প্রবৃত্ত হয়ে, বিষয়তত্ত্ব ত্যায়াগিয়ে,
কুসঙ্গির সঙ্গ নিয়ে, কিবলি কুআলাপন,
বিচারের শেষ দিন, হতেছে রে দিন ২,
সে দিন হবে যে কুদিন, তারি কর আকিঞ্চন।
যীশু নামামৃত পানে, অশক্ত বল হও কেনে,
শুনিয়া না শুন কর্ণে, বল শুনি কি কারণ।
হইয়ে কুপথে রত, বেড়াও অজ্ঞানের মত,
নাভাব উপায় পথ, সতত কুঅন্বেষণ।
সর্ব্বদা ভ্রমিছ ভ্রমে, অনর্থক পণ্ডশ্রমে,
জান না কি হবে ক্রমে, দিবা নিশি অচেতন।
অনুক্ষণ হও শক্ত, কুচিন্তার বাঞ্ছা যুক্ত,
সত্য পদে নহ মত্ত, নাহি কর অবধান।

সদা বল যীশুর নাম, হবে না যন্ত্রণা দুঃখ,
পাবে মোক্ষধাম।

শুন ওরে মত্ত মন, ত্যজ অন্য বিবরণ,
ভাব মন যীশুর গুণ, না হইও বাম।

যীশু কর মোরে ত্রাণ, অপরাধ ক্ষম তুমি,
কৃপা করি দান।
আমি অতি পাপান্বিত, না জানি তোমার গীত,
অকিঞ্চনে কর প্রীত, রাখ আমার মান।

কেন ভাব রে অসার, সত্য জানিহ যীশুর নাম সার।
সাক্ষী তার দেখ মন, বারি বিহনেতে মীন,
ক্ষণেকেতে হয় লীন, তেমতি সংসার।

প্রভু দয়া কর মোরে, দীন হীন জনেরে,
কুকর্ম্মেতে বশীভূত, হয় মন অবিরত,
নিষেধেতে নাহি মত, দুঃখ দিবার তরে।
আমি অতি অভাজন, তব পদে নিবেদন,
অজ্ঞানেরে দিয়া জ্ঞান, তরাও কৃপা করে।

কাতরে করুণা কর, ওহে দয়াময়,
না জানি তোমার তত্ত্ব, আমি দুরাশয়।
শয়তানের বশে মন, ফিরে সদা অনুক্ষণ,
প্রবোধ না দেয় মন, কুপথেতে মত্ত হয়।
সদা আছি অন্যমনে, ভজন সাধনহীনে,
তরাও আপন গুণে, অধীনে যে কয়।

প্রভুর অধিষ্ঠানার্থে প্রার্থনা।

প্রভু সভায় হও অধিষ্ঠান,
কৃপা করি ভক্তগণে, করহ কল্যাণ।

১ নানা স্থানহইতে আসি, সবে একত্রেতে বসি,
ওহে প্রভু স্বর্গবাসি, কর কৃপা দান।
২ বর্ত্তমান যত জনে, হও প্রভু সবার সনে,
যেন সবে এক ধ্যানে, করি তব গান।
৩ তব প্রেমের আকর্ষণে, এসেছি তব ভজনে,
প্রভু যীশু নিজগুণে, কর আত্মা দান।
৪ মোরা অতি মূঢ়মতি, নাহি জানি তব স্তুতি,
করি প্রভু এই বিনতি, দেহ দিব্য জ্ঞান।
৫ নিজ রক্তে প্রক্ষালিত, করহ সবার চিত,
প্রেমে হইয়ে পুলকিত, করি তব ধ্যান।
৬ ওহে প্রভু গুণমণি, তুমি সভার শিরোমণি,
যেন না হই অভিমানী, দেহ এমন জ্ঞান।

পরিত্রাণ।

পয়ার।

পরমেশ্বর কৃপাসিন্ধু দয়াময় প্রভু।
দয়া ব্যতীত তিনি নাহি থাকেন কভু॥
মনুষ্য অতি পাপিষ্ঠ তথাপি তাহায়।
অতিশয় দয়াভাবি পরিত্রাণ করয়॥
স্বর্গহইতে মনুষ্যকে পাপিষ্ঠ দেখিয়া।
আপনার প্রিয় পুত্রে দিলেন পাঠাইয়া॥
যত মহাপাপী লোক আছে পৃথিবীতে।
পরলোকে ত্রাণ পাবে খ্রীষ্ট বিশ্বাসেতে॥
হেন আজ্ঞা দিয়াছেন প্রভু পরেশ্বর।
তাঁহার স্মরণ লইলে নাহি পাপডর॥
তাঁহাতে পাপের ভার করিলে অর্পণ।
মনোসুখ তবে পাবে যত পাপিগণ॥
পাপিদের ভার তিনি স্কন্ধেতে লইয়া।
আপনি হইলেন হত ক্রুশেতে চড়িয়া॥
তিনি যদি এমত ভার পাপির কারণ।
আপনি মস্তকে লইলেন করিতে তারণ॥
তবে কেন হে মনুষ্য তাঁহারে ছাড়িয়া।
ভ্রমিতে ২ যাও কুপথে ভুলিয়া॥
কুপথে যাইলে পরে নাহি পরিত্রাণ।
সেই জন্য সত্য মার্গ করহ সন্ধান॥
প্রমাণ দেখ যিহুদী অবিশ্বাস কারণ।
পৃথিবীর স্থানে ২ করিছে ভ্রমণ॥
কখন সুস্থির নয় সদাই চঞ্চল।
রাজ্য কার্য্য কিছু নাই সকল নিষ্ফল॥
উহাদের খ্রীষ্টের প্রতি অবহেলার জন্য।
পরমেশ্বরের কাছে হইয়াছে অগণ্য॥
প্রভুতে বিশ্বাস নাই তাহাতে এমন।
ঐরূপ তাহার হয় যে না লয় শরণ॥

যে জন তাহার শরণ ত্বরায় লইবে।
তারে তিনি দয়াভাবি পরিত্রাণ করিবে॥
কাল আছে সন্ধ্যা হবার শুন ওহে ভাই।
এই বেলা সারি লও যাহা তোমার চাই॥
সময়োপস্থিত হইলে দেখিতে না দিবে।
যেই স্থানে যাহা আছে সেই স্থানে রহিবে॥
তোমাকে লইয়া যাবে বেগ বায়ুর মত।
কথা না কহিতে দিবে সময় এমত॥
বিচারের স্থানে তোমায় সে জন ফেলিবে।
ঈশ্বর তোমার বিচার আপনি করিবে॥
যদ্যপি তোমার কর্ম্ম এ স্থানে হয় ভাল।
তবে স্বর্গে মনোসুখে থাকিবে চিরকাল॥
যদি তোমার মন্দ কর্ম্ম হইয়া বা থাকে।
তবে তোমার শাস্তি দিবেন ফেলিয়া নরকে॥
এই মত স্বর্গ নরক দুই স্থান আছে।
আপনার কার্য্য মতে আপনি যাইছে॥
কেহ বা নরকে যায় কেহ বা স্বর্গেতে।
তাহা বুঝি কর্ম্ম কর আপ্ত বিবেক মতে॥

শ্রী বিশ্বম্ভর দত্ত।

প্রভুর পুনরাগমন।

তিনি আসিবেন কখন।
আইস মোরা তৈয়ার হয়ে থাকি গো এখন॥
কখন আসিবেন তিনি, বলিতে না পারি আমি,
বিচার করিবেন আসি, হইয়া উচ্চাটন্ মন॥
আম' সকলের মন, হইয়াছে বিকর্ষণ,
চল তাঁর নিকটে গিয়া, করি তাঁহার দরশন॥
তবে তিনি মো সকলে, দয়ার পাত্রগণ বলে,
ডাকি লবেন আপ্ত দিগে, বলিয়া নিজ জন॥

যেই জন পুণ্যবান, ধর্ম্মশাস্ত্রে করে মান,
সেই তাঁর নয়নতারা, রক্ষা পাবে তখন ॥
কিন্তু সকল পাপি যত, তখন হইয়া কম্পান্বিত,
সম্মুখে দাঁড়াবে আসি, হইয়া দুঃখিত মন ॥

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

আদিপুস্তক ২৮; ১৬, ১৭।

যাকূবের স্বপ্নদর্শন।

প্রথম ভাগ। যাকূবের তৎকালীয় অবস্থা।

১। যাকূব তৎকালে প্রথম বার পিতামাতাকে ত্যাগ করাতে তাহাদের বিচ্ছেদে কাতর ছিল।

২। সেই রাত্রিতে প্রথম বার দীনহীনতাজন্য ক্লেশ পাইল।

৩। তাহার পলায়নের কারণ মনে পড়িলে তাহার কাতরতা বৃদ্ধি পাইল।

সেই কারণ এসৌ নামক তাহার অদ্বিতীয় ভ্রাতার শত্রুতা।
সেই শত্রুতার মূল যাকূবের প্রবঞ্চনা ছিল।
এবং যাকূবের পলায়ন তাহার প্রবঞ্চনার দণ্ডস্বরূপ ছিল।

৪। এমন সময়ে কেবল পিতাহইতে প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদ তাহার সান্ত্বনাদায়ক হইল, কিন্তু সেই আশীর্ব্বাদ কখনো সফল হইবে কি না, এ বিষয়ে যাকূবের মনে সন্দেহ জন্মিল।

দ্বিতীয় ভাগ। যাকূবের স্বপ্নদর্শন।

১। পূর্ব্বকালে ঈশ্বর স্বপ্নদ্বারা আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু এখন ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা তাহা জানান।

২। স্বপ্নে দৃষ্ট সোপান। তাহার তাৎপর্য্য।

ঈশ্বর মনুষ্যদিগের প্রতি মনোযোগ করেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সেই সোপানস্বরূপ, যেহেতুক তাঁহার দ্বারা মর্ত্ত্যদের নিকটে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আনীত হয়। যোহন ১; ৫১।

এবং তিনি স্বর্গে উঠিবার পথ।

আর তিনি ঈশ্বর ও মনুষ্য দুই হওয়াতে স্বর্গ ও পৃথিবী এই উভয় সম্বন্ধীয় আছেন।

আর তাঁহার কৃত পরিত্রাণে স্বর্গদূতগণ আহ্লাদিত হন, এবং পরিত্রাণের পাত্রদের সেবা করেন।

আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যাকূবের বংশে জন্ম লইবেন, এই নিমিত্তে সেই সোপানের মূল যাকূবের নিকটে স্থাপিত হইয়াছিল।

৩। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

তাহার প্রথম কথা পরিত্রাণ বিষয়ক, দ্বিতীয় কথা ঐহিক প্রতিপালনাদিবিষয়ক, ইহার কারণ এই ২।

যাকূব যেন ত্রাণকর্ত্তার আদিপুরুষ হয়, ঈশ্বর ইহা স্থির করাতে যাকূবের প্রতি তিনি মনোযোগ করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না।

মনুষ্যজাতির পরিত্রাণ যেমন প্রধান বর, যাকূবের প্রতিপালন তদ্রূপ বড় বর নহে, ইহা যাকূবকে বুঝাইতে ঈশ্বরের বাঞ্ছা ছিল।

যিনি আমাদের পারমার্থিক মঙ্গলদাতা, তিনি আমাদিগকে ঐহিক মঙ্গলও দেন।

তৃতীয় ভাগ। সেই স্বপ্নদর্শনের পরে যাকূবের মনের অবস্থা।.

১। যাকূব ভীত হইল, কারণ ঈশ্বরকে নিকটবর্ত্তী জানিয়া পাপী ভয় পায়।

২। যাকূব ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ স্মরণ করিতে চেষ্টান্বিত হইল। বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে আমাদেরও তদ্রূপ করা উচিত।

৩। যাকূব ব্রত করিল। আমরা কি তাহার মত ব্রত করিয়াছি?

চতুর্থ ভাগ। নানাবিধ শিক্ষা।

১। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, এবং সর্ব্বস্থান তাঁহার গৃহস্বরূপ ও স্বর্গের দ্বারস্বরূপ হইতে পারে।

২। যাকূব ব্রতের সময়ে যেরূপে ঈশ্বরীয় প্রতিজ্ঞার কথা ধরিয়াছিল, তদ্রূপ প্রার্থনার সময়ে আমাদেরও করা উচিত।

যিরূশালম নগরের বিবরণ।

সন্ধ্যাকালে আমরা দেশীয় ক্ষুদ্র ঘোটক আরোহণ করিয়া জৈতুন পর্ব্বত দেখিতে গেলাম। যদ্যপি সেই পর্ব্বত যিরূশালম নগরের পূর্ব্বদিগে থাকে, তথাপি আমরা যাফাগামি নামে পশ্চিমদিকস্থ দ্বার দিয়া নগরহইতে বাহির হইলাম। এবং গীহোন উপত্যকা দিয়া যাইতে২ অনেক লোককে যব কাটিতে দেখিলাম। কিঞ্চিৎ পরে আমরা নগরের উত্তর প্রাচীরের নিকট দিয়া চলিলাম।সেই স্থানের পথ অতি দুর্গম এবং প্রস্তরখণ্ডেতে আচ্ছন্ন, এবং মধ্যে২ পাষাণময় স্থল দেখা যায়। যিরূশালমের নিকটে গাড়ির উপযুক্ত এক পথও নাই। যত পথ আছে, সেই সকল কেবল মনুষ্যদের ও পশুদের গমনাগমনে হইয়াছে। প্রাচীরের উত্তরপূর্ব্বদিক্স্থ কোণে উপস্থিত হইলে নীচে যিহোশাফৎনামক নিম্নভূমি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল, তাহার ওপারে স্থিত পাষাণ ও উদ্যান ও জিতবৃক্ষ ও ডুম্বুরবৃক্ষাদিতে ভূষিত জৈতুন পর্ব্বতের সৌন্দর্য্যে আহ্লাদিত হইলাম। সেই স্থানহইতে আমরা আর কিঞ্চিৎকাল পর্য্যন্ত প্রাচীরের তলে গমন করিয়া এক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর নিকটে উপস্থিত হইলাম, তাহার মধ্যে এক জন আরবী স্নান করিতেছিল, কিন্তু সেই পুষ্করিণীর বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিলাম না। তাহার নিকটে স্তিফানের স্মরণার্থক এক স্তম্ভ আছে, যেহেতুক লোকেরা তাহাকে স্তিফান নামক দ্বার দিয়া বাহিরে আনিয়া সেই স্থানে প্রস্তরাঘাতদ্বারা বধ করিয়াছিল, এমন পুরুষপরম্পরাগত জনরব আছে। পরে আমরা মোরিয়া পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্বদিয়া অবরোহণপূর্ব্বক নিম্নভূমিতে নামিয়া তথাকার কিদ্রোণ নামক শ্রোতের শুষ্ক পথ এক পুলদ্বারা পার হইলাম। সেই স্থানে মার্গ কিঞ্চিৎ বিস্তারিত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। সেই দুইয়ের মধ্যে এক পথ দিয়া একেবারে জৈতুন পর্ব্বতের শিখর পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, এবং দ্বিতীয় পথ পর্ব্বতের তল দিয়া ঘুরে, কিন্তু উভয় পথ দিয়া বৈথনিয়া গ্রাম পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। কিদ্রোণ শ্রোতের নিকটবর্ত্তি যে স্থানে সেই দুই পথ মিলে, সেই স্থানের নিকটে দুই পথের মধ্যে এক চতুষ্কোণ ক্ষেত্র আছে, তাহা অখোদিত প্রস্তরময় বেড়াতে বেষ্টিত, এবং তাহার মধ্যে আটটা

অতি প্রাচীন জিতবৃক্ষ আছে। সেই ক্ষেত্র গেৎশিমানী উদ্যান ছিল, ইহার প্রায় সন্দেহ নাই। আমরা এই বার তাহার ভিতরে না গিয়া একেবারে পর্ব্বতের শিখরে উঠিতে স্থির করিলাম। আ-রোহণের সময়ে আমরা বার ২ দাঁড়াইয়া পশ্চাতে উপত্যকার ও নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, যেহেতুক অন্য স্থান অপেক্ষা তথাহইতে নগরের দৃষ্টি অতি মনোহর।

পর্ব্বতের শিখরহইতে উত্তরপশ্চিমদিগে দৃষ্টিপাত করিলে তিন ক্রোশ দূরস্থ নবী শামূয়েল নামক স্থান দেখা যায়। কেহ২ বলে তাহা শিমূয়েল ভবিষ্যদ্বক্তার জন্মস্থান, কিন্তু অন্য কেহ২ বলে তাহা মিস্পী নামক পূর্ব্বকালীয় ইস্রায়েল লোকদের সমা-গমস্থান। তাহা উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে স্থিত আছে, এবং তথাকার মস্জীদ চতুর্দ্দিগহইতে অতি দূরে দেখা যায়।

পূর্ব্ব এবং পূর্ব্বদক্ষিণদিগে আমাদের সম্মুখে অতি বিষম পর্ব্বতশ্রেণী ছিল, তাহার উপর দিয়া আমরা লবণসমুদ্র দেখিতে পাইলাম। তাহার তীর পর্য্যন্ত যিরূশালমহইতে সম্পূর্ণ এক দিনের পথ, কিন্তু তৎকালে আকাশের নির্ম্মলতা প্রযুক্ত দুই তিন ক্রোশের পথমাত্র বোধ হইল। সেই সমুদ্রের ওপারে আবারীম নামক পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইল, কিন্তু বিশেষ২ পর্ব্বতের শৃঙ্গ স্পষ্টরূপে দেখা গেল না। সেই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে বৈৎপিয়োর নামক পর্ব্ব-তের শৃঙ্গেতে দণ্ডায়মান হইয়া বিলিয়াম ইস্রায়েল লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল; এবং তাহার পিস্গা কিম্বা নিবো নামক অন্য চূড়াহইতে মূসা কিনান্ দেশের দৃষ্টি পাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

পশ্চিমদিগে ফিরিয়া আমরা নীচে দৃষ্টিপাত করিয়া যিরূশা-লম নগরের মসজীদ্ ও দুর্গ ও ছাত ও গৃহ সকল দেখিলাম। বিশেষতঃ মোরিয়া গিরি আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী হওয়াতে অতি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইল। সেই গিরির পৃষ্ঠে এইক্ষণে মুসলমানদের হারাম শরিফ অর্থাৎ প্রধান ধর্ম্মধাম আছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে ইব্রা-হীম সেই স্থানে আপন পুত্র ইস্হাক্কে বলিরূপে দান করিতে উদ্যত হইলে পরমেশ্বরের দূত তাঁহার ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে বারণ করিয়াছিলেন। এবং সেই স্থানে সুলেমান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

মন্দির পরমেশ্বরের বিশেষ বাসস্থান হওয়াতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ভাবি মৃত্যুর দৃষ্টান্ত হওনার্থে প্রতিদিন দুই মেষশাবক উৎসৃষ্ট হইত। কিন্তু সম্প্রতি সেই স্থানে অন্যজাতীয়দের অর্থাৎ মুসলমান-দের কএকটি ধর্ম্মালয় আছে, অতএব পরমেশ্বর বাগানের বেড়ার ন্যায় আপন বেড়া দূর করিয়া আপন সভাস্থান বিনষ্ট করিলেন (বিলাপ ২; ৬) ইহা সত্য বটে। উক্ত হারাম অর্থাৎ মহম্মদীয় ধর্ম্মধাম যে প্রাচীরে বেষ্টিত আছে, তাহা বোধ হয় পুরাতন প্রাচীর যে স্থানে ছিল, সেই স্থানেতেই আছে। ওমারের মস্জীদ তাহার মধ্যে আছে, বোধ হয় মন্দির পূর্ব্বে যে স্থানে ছিল, সেই স্থান হইবে। তাহার দক্ষিণে এল্ আক্সা নামে আর এক মস্জীদ এবং নানা দিগে নানা প্রার্থনার গৃহাদি থাকে। যে স্থানে গাঁ-থনি নাই, সেই সকল স্থানে কমলা লেবুর বৃক্ষ ও সাইপ্রসাদি নানা বৃক্ষ রোপিত আছে, তাহার ছায়াতে মুসলমান্ স্ত্রীলোকেরা পর্ব্ব-সময়ে বিহার করে। কিন্তু কোন খ্রীষ্টীয়ান কি যিহূদি লোক তথায় প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব আমি অন্যদেশীয় দুষ্ট-তম লোকদিগকে আনিব, তাহাতে তাহারা তাহাদের গৃহ অধিকার করিবে, (যিহি ৭; ২৪) প্রভু আপনার এই কথা সফল করিয়াছেন।

পরে প্রায় অন্ধকার হইলে আমরা পর্ব্বতহইতে নামিয়া দক্ষিণ-গামি এক পথ দিয়া প্রথমে যিহূদীয়দের কবরস্থানের, পরে অব্-শালোমের ও সিখরীয়ের স্মরণার্থক দুই স্তম্ভের নিকটে উপস্থিত হইলাম। পরে আর বার কিদ্রোণ শ্রোত পার হইয়া মোরিয়া পর্ব্বতের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণ পর্য্যন্ত উঠিয়া তথাহইতে নগরের প্রা-চীরের তলে গমন করিয়া শেষে দক্ষিণদিগস্থ সিয়োন নামক দ্বার দিয়া নগরে প্রবিষ্ট হইলাম।

---

* পাঠকবর্গের নিকটে সম্পাদকের নিবেদন। সাত সপ্তাহ পর্য্যন্ত সম্পাদকের কলিকাতায় না থাকাতে উপদেশকপত্র এই বার উপযুক্ত সময়ে প্রকাশিত হইতে পারিল না। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে আগামি মাসে একেবারে দুই মাসের পত্র প্রকাশ হইবে।

উপদেশক।

মার্চ ১৮৪৮ (১৫) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

১১। ঈশ্বর অনাদিকালাবধি বর্ত্তমান এবং অনধীন ও স্বয়ংজীবী আছেন।

যে সময়ে ঈশ্বর ছিলেন না এবং জগৎও ছিল না, এমন সময় কখনো হয় নাই। যদি হইত, তবে ঈশ্বর কিরূপে উৎপন্ন হইয়া বর্ত্তমান হইতেন? কিছুই না থাকিলে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না।

এবং জগৎ ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার শক্তিদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাও শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং যুক্তি এই উভয়দ্বারা প্রকাশ পায়। আর জগৎ যদি ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু হইয়া থাকে, তবে জগতের সৃষ্টিকালের পূর্ব্বাবধি ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন, এমন সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

যদি কেহ বলে, জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু হউক, কিন্তু ঈশ্বর যে সকল বস্তু লইয়া পরস্পর সংযুক্ত করিয়া জগৎকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই সকল মূলবস্তুও অনাদিকালাবধি বর্ত্তমান আছে, তবে তাহার উত্তর এই। এমন মূলবস্তু যদি থাকিত, তবে এত বৎসরের মধ্যে তাহার কোন চিহ্ন অবশ্য প্রকাশ পাইত, কিন্তু অশেষ যত্নেতে তাহার অনুসন্ধান হইলেও কেহ অদ্যাপি তাহার উদ্দেশ পায় নাই। অতিসূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যে যে বস্তু সূক্ষ্মতম, তাহাও পরিমাণ ও গুণসম্বন্ধীয় নিশ্চিত নিয়মানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং সেই নিয়মের স্থাপনকারি ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু আছে, ইহা উত্তরোত্তর স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। যাহারা কিমিয়া বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছে, তাহারা এই সকল জানে, এবং যে বস্তুতে ঈশ্বরের বুদ্ধির চিহ্ন দেখা যায় না, এমন বস্তু এই জগতের মধ্যে নাই, ইহা তাহারা স্বীকার করে। যে অজ্ঞান লোকেরা ঐ বিদ্যা জানে না, তাহারা দৈবাৎ উৎপন্ন জগতের মূলবস্তুর বিষয়ে নানা গল্প করিতে পারে; কিন্তু বিদ্যাবান্ লোকেরা যত বস্তু জানে সেই সকলেতে বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্ত্তার লক্ষণ আছে, ইহা স্বীকার করে। এবং এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ অতি স্পষ্ট, যথা,

"ঈশ্বর অবর্ত্তমানকে আজ্ঞাতে বর্ত্তমান করেন।" রোমীয় ৪; ১৭।

"আর ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইল, কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ বস্তু-

হইতে এই সকল দৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টি হইল না, ইহা আমরা প্রত্যয়দ্বারা জ্ঞাত হইতেছি।" ইব ১১ : ৩।

জগৎ এবং তন্মধ্যস্থ সকল বস্তু যদি ঈশ্বরের সৃষ্টবস্তু হয়, তবে তিনি জগতের পূর্ব্বকালাবধি আছেন। তৎকালে ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কিছুই ছিল না। আর যে সময়ে ঈশ্বর ছিলেন না, এমন সময় কখনো হয় নাই। যদি হইত, তবে ঈশ্বরের উৎপত্তি কি রূপে হইত? অতএব তিনি অনাদিকালাবধি আছেন, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

ঈশ্বর স্বদত্ত, অর্থাৎ তিনি আপন বর্ত্তমানত্বের মূলকারণ আপনি আছেন, কিন্তু অন্য সকল বস্তুর বর্ত্তমানত্ব তাঁহারই দত্ত। এবং তিনি যে বর্ত্তমানত্ব দিয়াছেন তাহা পুনরায় লোপ করিতে পারেন এই নিমিত্তে সকল বস্তু তাঁহার অধীন, কিন্তু তিনি আপনি অনধীন।

ঈশ্বর নিজ স্বভাবসূচক আপনার যে বিশেষ নাম ধর্ম্মপুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই যিহোবাঃ নাম তাহাই বুঝায়। "ঈশ্বর মূসাকে কহিলেন, আমি যে আছি সেই আছি; আরো কহিলেন, ইস্রায়েল বংশকে ইহা কহ, যিহোবাঃ (অর্থাৎ স্বয়ম্ভু) তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিলেন।' যাত্রাপুস্তক ৩, ১৪।

ঈশ্বর আপনার যিহোবাঃ এই নাম রাখিয়া মনুষ্যজাতিকে ইহা জানাইলেন, কেবল আমি ঈশ্বর সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছি, যেহেতুক আমার বর্ত্তমানত্বের মূলকারণ আমিই; কিন্তু আমা ব্যতিরেকে যে কিছু আছে, সেই সকলের বর্ত্তমানত্ব আমারই দত্ত হওয়াতে আমার ইচ্ছার অধীন আছে। এই নিমিত্তে ঈশ্বরকে স্বয়ম্ভু কিম্বা স্বসংজীবী বলা যায়; এবং সজীব ঈশ্বর, তাঁহার এই নামও ধর্ম্মপুস্তকের মূলভাষাতে চলত আছে, কিন্তু সজীব শব্দের অন্য সামান্য অর্থও হওয়াতে তর্জ্জমাতে সেই শব্দের পরিবর্ত্তে "অমর" এই শব্দ অনেক স্থানে লিখিত হইয়াছে। যোহন ৫; ২৬। প্রেরিত, ১৪; ১৫। ১ থিষল ১; ৯।

১৭। ঈশ্বর অনন্তকালস্থায়ী এবং বিকৃতিরহিত।

জগৎ যদি না থাকিত, তবে সময় কি রূপে হইত? সুতরাং সময়ও হইত না। এবং যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি সময়েরও সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, কিন্তু তিনি আপনি সময়ের অধীন নহেন। তন্নিমিত্তে ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, "হে প্রিয়বর্গ, প্রভুর নিকটে এক দিন সহস্র বৎসরের তুল্য, ও সহস্র বৎসর এক দিনের তুল্য, ইহা তোমরা অজ্ঞাত হইও না।" ২ পিতর ৩; ৮।

ঈশ্বর যদি সময়ের সৃষ্টিকর্ত্তা হওয়াতে সময়ের অনধীন হন, তবে তাঁহার পক্ষে বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ এই তিন সময়ের কিছু বিশেষ নাই, তিনি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছেন। এবং তাঁহার বার্দ্ধক্যাদিজন্য বিকৃতি হইতে

পারে না; তিনি সর্ব্বদা সমানভাবে আছেন, এবং তাঁহার অস্তিত্বের শেষ কখনো হইবে না।

এই সমস্ত কথা আমাদের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় না, যেহেতুক ঈশ্বরের যে তত্ত্ব অপরিমিত, তাহা আমাদের পরিমিত বুদ্ধি কিরূপে ধরিতে পারে? বরং মহাসমুদ্রের সমস্ত জল এক ক্ষুদ্র কলশেতে ধারণ করা যায়, তথাপি ঈশ্বরের তত্ত্ব আমাদের পরিমিত বুদ্ধিদ্বারা বুঝা যায় না।

"ঈশ্বরেতে অন্যথাভাব ও বিকারের লেশও নাই।" যাকুব ১; ১৭।

"আমি পরমেশ্বর (নিত্যস্থায়ী,) আমার বিকৃতি হয় না।" মলাখি ৩; ৬।

"পুরুষানুক্রমে তোমার বৎসর বর্ত্তমান আছে। তুমি প্রথমে পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছ, এবং আকাশমণ্ডল তোমার হস্তকৃত। উভয়ই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি নিত্য; সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জর্জ্জরীভূত হইবে, এবং তুমি বস্ত্রের ন্যায় খুলিলে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু তুমি নিত্য, তোমার বৎসরের ক্ষয় কদাচ হইবে না। গীত ১০২; ২৭। ইব্রু ১; ১০-১২।

ধর্ম্মপুস্তকের নানা স্থানে ঈশ্বরের "আদি ও অন্তস্বরূপ" কিম্বা "ক ও ক্ষ" এই নাম আছে। যথা যিশ ৪৪; ৬। প্রকাশ ১; ৮।

ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত (গীত ৯০, ২) এবং অনন্তর (রোম ১, ২৩), এই ২ রূপ প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানে লিখিত আছে।

ঈশ্বর "একাকী নিত্য" আছেন, এই যে কথা পৌল বলেন, (১ তীম ৬; ১৪) তাহার অর্থ এই যে কেবল ঈশ্বর অনাদিকালাবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছেন। স্বর্গদূতগণের এবং মনুষ্যগণের আত্মার যে অমরতা, তাহা ঈশ্বরের দত্ত; তিনি যদি তাহা না দিতেন, তবে আত্মাগণের যেমন এক বার আরম্ভ হইয়াছিল, তদ্রূপ আর বার লোপ হইত।

১৮। ঈশ্বর স্থানের অনধীন এবং সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন।

আমরা যাহাকে স্থান বলি তাহাও ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু; সুতরাং তিনি সেই বস্তুর সৃষ্টি করণের পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান আছেন। আর যদ্যপি স্থানের পরিমাণ নিশ্চয় করা আমাদের অসাধ্য হয়, তথাপি তাহা অপরিমিত নহে, যেহেতুক লিখিত আছে, "স্বর্গ ও স্বর্গের উপরিস্থ স্বর্গ ঈশ্বরকে ধারণ করিতে পারে না।" ১ রাজাবলি ৮; ২৭।

ঈশ্বর যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য জগৎকে সৃষ্টি করিতে যদি তাঁহার বাঞ্ছা হয়, তবে এমত নূতন জগতের স্থাপনার্থে নূতন স্থানকে সৃষ্টি করা আবশ্যক হইবে, এবং সেই নূতন সৃষ্ট স্থানেও ঈশ্বর বর্ত্তমান হইবেন, ইহা বিবেচনা করিলে ঈশ্বর যে স্থানের অনধীন, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

ঈশ্বর যদি আত্মা না হইতেন, তবে স্থানের অনধীন হইতে পারিতেন না।

আর মনুষ্যের আত্মা নিরাকার হইয়াও যেমন জীবদ্দশাতে তাহার শরীর-রূপ বাসস্থানের পরিমাণে পরিমিত আছে, তদ্রূপ ঈশ্বর যে আপনার সৃষ্ট জগতের পরিমাণে পরিমিত আছেন, এমত নহে।

ঈশ্বর সৰ্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন, এমত প্রমাণ ধৰ্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, যথা, "পরমেশ্বর কহেন, আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না?" যির ২৩; ২৪।

আর তপ্ত লৌহের সৰ্ব্বত্র যে তাপ ব্যাপ্ত আছে, তাহা যেমন লৌহের কোন অংশ নহে, তদ্রূপ জগতের সৰ্ব্বত্র বর্ত্তমান যে ঈশ্বর, তিনিও জগতের কোন অংশ নহেন। এবং আলো যেমন কাচকে ব্যাপিয়াও আপনি কাচময় হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীকে ব্যাপিয়াও আপনি জগতের কোন অংশ হন না। এবং মলরাশিতে পতিত সূর্য্যের কিরণ যেমন মলিন না হইয়া পূৰ্ব্বমতে নিৰ্ম্মল থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর নরকাদি মন্দ স্থানে বর্ত্তমান হইয়াও সৰ্ব্বদা নিৰ্ম্মল থাকেন।

কিন্তু তাপ ও আলোর কিরণাদি যেমন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, ঈশ্বর যে তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের গোচর হন তাহা নহে, যেহেতুক তিনি আত্মা হওয়াতে ইন্দ্রিয়ের অগোচর আছেন। এবং লৌহের কিম্বা কাচের এক২ অংশে যেমন তাপের কিম্বা আলোর এক২ অংশমাত্র থাকে, তদ্রূপ জগতের এক২ অংশে ঈশ্বরের এক২ অংশমাত্র বর্ত্তমান আছে তাহা নহে, যেহেতুক তিনি আত্মা হওয়াতে খণ্ড কিম্বা অংশবিশিষ্ট নহেন। তিনি যে কোন স্থানে আছেন, সেই স্থানে অখিলরূপে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছেন, এবং সেই স্থানে আপন সমস্ত গুণবিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান আছেন। এই বিষয়ক কতক শাস্ত্রীয় প্রমাণ লিখি।

"আমি তোমার আত্মাহইতে কোথায় যাইব? ও তোমার সাক্ষাৎহইতে কোথায় পলায়ন করিব? আমি যদি স্বর্গারোহণ করি, তবে সেখানেও তুমি: এবং যদি পরলোকে শয্যা পাতি, তবে সেখানেও তুমি। যদি অরুণরূপ পক্ষ ধরিয়া সমুদ্রের দূরস্থ পারে গিয়া বাস করি, তবে সেখানেও তোমার হস্ত আমাকে গমন করাইবে, ও তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিবে।" গীত ১৩৯; ৭-১০। এবং ইহার তুল্য অন্য বচন আমোস ৯; ১-৩।

"পরমেশ্বর কহেন, আমি কি কেবল নিকটবর্ত্তী ঈশ্বর, দূরবর্ত্তী ঈশ্বর নহি? পরমেশ্বর কহেন, আমি দেখিতে পাইব না, এমন গুপ্ত স্থানে কি কেহ লুকাইতে পারে? পরমেশ্বর কহেন, আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না?" যিরি ২৩; ২৩, ২৪।

"তিনি আমাদের কাহারওহইতে দূরে আছেন তাহা নহে; আমরা তাঁহাদ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গমনাগমন ও প্রাণধারণ করিতেছি।" প্রেরিত ১৭; ২৮।

১৯। ঈশ্বর সর্ব্বতোভাবে পবিত্র।

ঈশ্বরের স্বভাব সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, অর্থাৎ পাপরহিত এবং পাপের বিপরীত। সূর্য্য যেমন দীপ্তির আকর. তদ্রূপ ঈশ্বর পবিত্রতার আকর। যাহা ঈশ্বরের অভিমত তাহাই পবিত্রতাবিশিষ্ট, কিন্তু যাহা ঈশ্বরের অনভিমত তাহা অপবিত্রতাবিশিষ্ট।

ঈশ্বরের অন্য২ গুণ যেমন আমাদের বোধের অগম্য, তদ্রূপ তাঁহার পবিত্রতাও আমাদের বোধের অগম্য আছে, তথাপি তাহার মধ্যে আমরা যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে পারি, তাহার সার লেখা যাইতেছে।

ঈশ্বর আপন গৌরবের অযোগ্য কোন প্রকার কর্ম্ম কখনো করেন না। যাহা করেন তাহাই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তার ও অধিপতির ও শাসনকর্ত্তার যোগ্য। এই কারণ তিনি কোন প্রকার পাপকর্ম্মদ্বারা লভ্য সুখের চেষ্টা কখনো করেন না।

ঈশ্বর সত্য, তিনি চঞ্চলমতি নহেন এবং কোন প্রকার প্রবঞ্চনা করেন না, এই কারণ তাঁহার সমস্ত কথা বিশ্বসনীয়।

ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ, এই কারণ আপনার সৃষ্ট বস্তু সকলের মঙ্গল করিতে সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত আছেন।

ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন, যেহেতুক তাহা তাঁহার স্বভাবের ও তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত, এবং তাঁহার সৃষ্ট বস্তুর অপমান ও অমঙ্গলজনক।

ঈশ্বর ন্যায়কারী, এই নিমিত্তে তিনি আপনার অধীন বুদ্ধিমান প্রাণি সকলকে উত্তম আজ্ঞা দেন, এবং তাহারা যাহাতে সেই আজ্ঞা মানে, এমন উত্তমরূপে তাহাদের শাসন করেন। এই সমস্ত কথার মধ্যে নানা কথার বিশেষ মীমাংসা পরে করা যাইবে, তন্নিমিত্তে এই স্থানে অতি সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। কিন্তু ঈশ্বর পবিত্র আছেন, ইহার সার এই যে তিনি আপন ঈশ্বরত্বপদের অযোগ্য কোন প্রকার কর্ম্ম কখনো করেন না। কোন রাজা যদি মন্দ সুখাভিলাষী হয়, কিম্বা চঞ্চলমনা ও মিথ্যাবাদী হয়, কিম্বা আপন রাজ্যের মঙ্গলে অমনোযোগী হয়, কিম্বা দুষ্ট প্রজাদের দমন না করে, তবে সে আপন রাজত্বপদের অযোগ্য কর্ম্ম করে। কিন্তু বিশ্বের একাধিপতি যে ঈশ্বর তিনি আপন ঈশ্বরত্বপদের অযোগ্য কোন কর্ম্ম কখনো করেন না। ইহার কএকটি শাস্ত্রীয় প্রমাণ লিখি।

"ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ, তাঁহাতে অন্ধকারের লেশও নাই।" ১ যো ১; ৫।

"ঈশ্বরের পথ নির্দ্দোষ ও পরমেশ্বরের বাক্য সুপরীক্ষিত।" গীত ১৮; ৩০।

"ঈশ্বরের কুমতি হওয়া সম্ভব হয় না, এবং তিনিও কাহাকে কুমতি দেন না।" যাকূব ১; ১৩।

"তুমি পাপে প্রেমকারী ঈশ্বর নও, তোমার দৃষ্টিতে কোন পাপ থাকিতে পারে না।" গীত ৫; ৪।

"সমস্ত পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা কি ন্যায় করিবেন না?" আদিপ ১৮; ২৫।

"কুকর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিতে অপারক নির্ম্মলচক্ষুবিশিষ্ট যে তুমি, তুমি কি অন্যায়কারিদের প্রতি অবলোকন করিতে পার?" হবক্কুক ১; ১৩। (ইহার অর্থ এই, পাপের প্রতি ঈশ্বরের এমত ঘৃণা যে তিনি তাহা দেখিতে পারেন না।)

"ঈশ্বর মিথ্যাবাদি মনুষ্যের সদৃশ নহেন, ও অনুতাপকারি মনুষ্যের সন্তানের সদৃশ নহেন। তিনি কহিয়া কি করিবেন না? ও বলিয়া কি সিদ্ধ করিবেন না?" গণনাপ ২৩;১৯। ১ শিম ২৫, ২৯।

"ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ।" ১ যোহন ৪; ৮।

২০। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান।

ঈশ্বরেতে কোন প্রকার ত্রুটি নাই, ইহার বিশেষ মীমাংসা করিতে গেলে তাঁহার অনেক গুণের সম্পূর্ণতার কথা কহিতে হইবে। আমরা তাহা না করিয়া কেবল কএকটি বিষয়ে তাঁহার ত্রুটিরাহিত্যের বিবেচনা করিব।

ঈশ্বরের সৃষ্ট যে সকল বস্তু শক্তিবিশিষ্ট আছে, সেই সকলের শক্তি পরিমিত, কিন্তু ঈশ্বরের নিজ শক্তি অপরিমিত, অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই একেবারে করিতে পারেন।

ইহার প্রমাণ অসংখ্য। ধৰ্ম্মপুস্তকে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান এই নামে বিখ্যাত হন। তিনি জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্বের মধ্যে যে কোন প্রাণির কিম্বা বস্তুর যে শক্তি আছে, সেই সমস্ত শক্তি ঈশ্বরের দত্ত। এবং তিনি অতি শক্তিমান্ বস্তু কিম্বা প্রাণিকে অতি অনায়াসে দমন করেন।

যদি কেহ বলে, কোন২ কৰ্ম্ম করা ঈশ্বরেরও অসাধ্য, তবে তাহা অসঙ্গত কথা। যেহেতুক ঈশ্বর আপনার অযোগ্য কোন কৰ্ম্ম করিতে কখনো চাহেন না, এই জন্যে তাঁহার এমন কৰ্ম্ম করা অসম্ভব। ইহার উদাহরণ, পূর্ব্বে যে কোন ঘটনা হইয়াছে, সেই ঘটনার লোপ করিতে ঈশ্বর কখনো চাহিবেন না, যেহেতুক তাহা করিলে তিনি প্রবঞ্চক হইয়া উঠিবেন। কিন্তু সেই প্রকার কৰ্ম্ম করা ঈশ্বরের অসাধ্য, ইহা অতি অসঙ্গত কথা। তিনি সত্যবাদী, এই নিমিত্তে সত্যকে অসত্য করা তাঁহার স্বভাবের বিপরীত।

ঈশ্বর যে সর্ব্বশক্তিমান্ আছেন, এই বিষয়ে ধৰ্ম্মপুস্তকে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে দুই তিনটা উল্লেখ করি।

"কোন কৰ্ম্মই ঈশ্বরের অসাধ্য নহে।" লূক ১; ৩৭। আদিপ ১৮; ৪১।

"আমাদের ঈশ্বর স্বর্গে থাকিয়া আপন ইচ্ছানুসারে তাবৎ কৰ্ম্ম করেন।" গীত ১১৫; ৩।

"তিনি স্বাধীন হইয়া নিজ অভিমতানুসারে তাবৎ কৰ্ম্ম সাধন করেন।" ইফিষ ১; ১১।

"ঈশ্বর অপরিমিত রূপে আমাদের প্রার্থনার ও আশার অতিরিক্ত দান করিতে পারেন।" ইফিষ ৩; ২০।

"হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আপন মহাপরাক্রমে ও আপন বাহুবলে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছ; তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।" যির ৩২; ১৭।

২১। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ।

ঈশ্বরের জ্ঞানের কোন ত্রুটি নাই, তিনি সকলই জানেন। তিনি আপনার স্বভাব জ্ঞাত আছেন, এবং জগতের মধ্যে যে কিছু আছে, সেই সকলও জানেন। বিশেষতঃ মনুষ্যের মন ও কথা ও কর্ম্ম সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর আছে। এবং ভাবি সময়ে কি২ ঘটিবে তাহাও তিনি জানেন।

তিনি একেবারে অতি স্পষ্টরূপে সমস্তই নিশ্চয় করিয়া জানেন, ও তাঁহার জ্ঞান ক্রমে২ বৃদ্ধি পায় এমন নহে, এবং তিনি কিছুই বিস্মৃত হন না।

এই সকল কথার কএকটি শাস্ত্রীয় প্রমাণ লিখি।

"কিছুমাত্র তাঁহার অগোচর নহে; তাঁহার দৃষ্টিতে সকলি অনাবৃত ও প্রকাশিত আছে।" ১ ইব্রু ৪; ১৩।

"হে পরমেশ্বর, তুমি অনুসন্ধান করিয়া আমাকে জ্ঞাত হইতেছ, এবং আমার উপবেশন ও উত্থান সকলি জানিতেছ, ও দূরে আমার সঙ্কল্প বুঝিতেছ, এবং আমার পথ ও শয়নস্থান বেষ্টন করিয়া আমার সকল গতি ভালরূপে জানিতেছ। হে পরমেশ্বর, তুমি যাহা সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত নও, এমত কোন কথা আমার জিহ্বাতে হয় না। তুমি আমার অগ্রপশ্চাৎ বেষ্টন করিয়া আমার উপরে হস্তার্পণ করিতেছ। এই প্রকার জ্ঞান আমার নিকটে আশ্চর্য্য, এবং উচ্চতাপ্রযুক্ত আমার বোধের অগম্য হয়। যদি বলি, আমি অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিব, তবে রাত্রিও আমার চতুর্দ্দিগে দীপ্তিময় হইবে। অন্ধকার তোমাহইতে গুপ্ত রাখে না, বরং রাত্রি দিনের ন্যায় দীপ্তিমান হয়, এবং অন্ধকার ও দীপ্তি দুই তুল্য হয়।" গীত ১৩৯; ১-১২।

"তিনি প্রকৃত ঈশ্বর, তিনি সকলের অন্তঃকরণ ও মনের বিচার করেন।" গীত ৭, ৯।

"তোমাদের কি২ প্রয়োজন তাহা যাচ্ঞা করণের পূর্ব্বে তোমাদের পিতা জানেন।" মথি ৬; ৮।

"ঈশ্বর আমাদের মনহইতে মহান্, এবং সকলি জানেন।" ১ যোহন ৩; ২০।

"আমিই ঈশ্বর, আমার তুল্য কেহ নাই। আমি শেষঘটনার কথা প্রথমে প্রকাশ করি, ও যাহা উপস্থিত নয়, তাহা পূর্ব্বে প্রচার করি।" যিশ ৪৬; ৯, ১০।

ধৰ্ম্মোপদেশ বিষয়ক পরামর্শ।

ধৰ্ম্মপ্রচারক যে সময়ে সভার মধ্যে উপদেশ করে, সেই সময়ে তাহার কর্ম্ম কি? ইহা অগ্রে বিবেচনা না করিলে তাহাকে সেই কৰ্ম্মবিষয়ক উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারা যায় না।

উপদেশ করণ সময়ে ধৰ্ম্মপ্রচারক যে কর্ম্ম করে, তাহার বর্ণনা পৌল করিয়াছেন, যথা, "আমরা খ্রীষ্টের নিমিত্তে দূতের কর্ম্ম "সম্পন্ন করিতেছি, এবং ঈশ্বর আমাদের দ্বারা তোমাদিগকে "সাধ্যসাধনা করিলে আমরা খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে তোমাদিগকে "এই বিনয় করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও; "কেননা আমরা যেন খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরীয় পুণ্যস্বরূপ হই, "এই জন্যে যাঁহার সঙ্গে পাপের কোন সম্পর্ক ছিল না, তাঁহাকে "আমাদের পরিবর্ত্তে পাপস্বরূপ করিলেন।" ২ কর ৫;২০,২১।

পৌলের এই কথানুসারে ধৰ্ম্মপ্রচারকের কর্ম্ম অতি মহৎ, এবং তদ্বিষয়ে ইহা২ বুঝা যায়।

১। ধৰ্ম্মপ্রচারক আপনার কল্পিত কথা না কহিয়া যে কথা শ্রোতাদিগকে কহিতে ঈশ্বর তাহাকে আজ্ঞা দেন সেই কথা কহিবে, কারণ সে খ্রীষ্টের দূত ও ঈশ্বরের মুখস্বরূপ হয়। অতএব যাহাতে তাহার সকল কথা ধৰ্ম্মপুস্তকে প্রকাশিত ঈশ্বরের কথার সহিত মিলে, এমন চেষ্টা সৰ্ব্বদা করা তাহার উচিত। আর আমার শ্রোতাদিগের নিকটে আমি ঈশ্বরের নামে কি২ কথা কহিব ও কি২ সংবাদ জানাইব? অগ্রে এমন বিবেচনা করিয়া পরে উপদেশ করিবে। যে ব্যক্তি উপদেশের কথা কহিতে২ কেবল কাল যাপন করিতে কিম্বা শ্রোতাদের তুষ্টি জন্মাইতে যত্ন করে, সে বক্তামাত্র, ধৰ্ম্মপ্রচারক নহে।

২। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যদের পরিত্রাণেরই আকাঙ্ক্ষী আছেন, ইহার প্রমাণ তাঁহার অবতার ও শিক্ষা ও মৃত্যু। অতএব ধৰ্ম্মপ্রচারক যদি তাঁহার নিমিত্তে দূতের কর্ম্ম সম্পন্ন করে, তবে যাহাতে শ্রোতা সকল পরিত্রাণের পাত্র হইয়া উঠে, কেবল ইহার চেষ্টা করা তাহার কর্ত্তব্য। এই নিমিত্তে তাহার প্রত্যেক উপদেশ পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ হইবে। কিন্তু পরিত্রাণ সম্বন্ধীয়

অনেক কথা আছে, বিশেষতঃ পরিত্রাণহীন মনুষ্যের নির্ণয় ও তাহার ভয়ানক অবস্থা, এবং পরিত্রাণপ্রাপ্তির পথ, ও পরিত্রাণপ্রাপ্ত মনুষ্যের সুখ ও উপযুক্ত স্বভাব, এই২ সকল কথা বার২ প্রকাশ করিতে হইবে। যে উপদেশ পরিত্রাণসম্বন্ধীয় নহে, সেই উপদেশ খ্রীষ্টের অভিমত নহে, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকের যোগ্যও নহে।

৩। প্রত্যেক উপদেশে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা ও শ্রোতাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করা প্রচারকের কর্ত্তব্য, যেহেতুক প্রেরণকর্ত্তার আজ্ঞাবহ ও বিশ্বস্ত দাস হওয়া দূতের উচিত, এবং খ্রীষ্টের ন্যায় দয়ালু হওয়া তাঁহার সেবকের উচিত। এই নিমিত্তে নির্ভয়ে ঈশ্বরের সমস্ত আদেশ শ্রোতাদিগকে জ্ঞাত করা, এবং দয়ালু বন্ধুর মত আর্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাদিগকে বিনয় করা প্রচারকের কর্ত্তব্য। এবং আমার শ্রোতা সকল আমার তুল্য মনুষ্য, অতএব আমার যেমন তাহাদেরও তেমনি পরিত্রাণপ্রাপ্ত হওয়া অতি আবশ্যক; এবং আমার ত্রুটিপ্রযুক্ত যদি তাহারা পরিত্রাণ অগ্রাহ্য করে, তবে তাহা অসীম দুঃখের বিষয়; এবং আমার যত্নেতে যদি তাহারা পরিত্রাণ গ্রাহ্য করে, তবে তাহা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের বিষয়; এই২ রূপ বিবেচনা করণ পূর্ব্বক উপদেশ করা তাহার উচিত।

প্রথম খণ্ড। শাস্ত্রীয় বচনরূপ সূত্র বিষয়ক পরামর্শ।

যাহারা ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান করে না, এমন শ্রোতাদের নিকটে প্রকাশরূপে কোন শাস্ত্রীয় বচন লইয়া উপদেশ করণের কোন ফল নাই, এই জন্যে হিন্দু মুসলমানাদি লোকদের নিকটে তাহা করা আবশ্যক নহে। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মপুস্তক মানে এমন নামধারি খ্রীষ্টীয়ান শ্রোতাদের ও সত্যরূপে খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের নিকটে সূত্ররূপে কোন শাস্ত্রীয় বচন লইয়া উপদেশ করা ভাল, তাহার প্রমাণ এই২।

১। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁহার প্রেরিতেরা যিহূদীয় লোকদের সাক্ষাতে তাহাই করিত। লূক ৪; ২০। প্রেরিতদের ক্রিয়া ২; ১৪।

২। শাস্ত্রীয় বচন লইয়া কথা কহিলে প্রচারক মনুষ্যদের কল্পিত কথা না কহিয়া ঈশ্বরীয় আদেশানুসারে শিক্ষা দিতে চাহে, ইহা বুঝিয়া শ্রোতারা সমাদরপূর্ব্বক মনোযোগ করিতে উদ্যত হইবে।

৩। অগ্রে উপদেশের সূত্ররূপে শাস্ত্রীয় বচন প্রচার করিলে শ্রোতারা উপদেশের সার প্রথমাবধি জানিয়া তাহার ক্রম বুঝিয়া অনায়াসে স্মরণ করিতে পারিবে।

যে শাস্ত্রীয় বচন সূত্ররূপে গ্রাহ্য হয়, তাহার দীর্ঘতার বিশেষ পরিমাণানুসারে উপদেশ বিশেষ প্রকার হইয়া উঠে। সেই মূলবচন যদি সংক্ষিপ্ত হয়, তবে শ্রোতৃগণ তাহা অনায়াসে মনে রাখিতে পারে, এবং প্রচারক তাহার শব্দানুসারে শিক্ষা না দিয়া বরং তাহার অর্থানুসারে শিক্ষা দিতে পারে। ইহার উদাহরণ, "নিরন্তর প্রার্থনা কর," (১ থিষ ৫; ১৬) এই কথা যদি মূলবচন হয়, তবে প্রার্থনার বিষয়ে অনেক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা মূলবচনের শব্দানুসারে হইবে না, যেহেতুক তাহার শব্দ অল্প।

যদি মূলবচনের পরিমিত দীর্ঘতা হইয়া থাকে, তবে প্রায় তাহার শব্দানুসারে শিক্ষা দেওয়া ভাল। যথা, "হে পরিশ্রান্ত "ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, তোমরা আমার নিকটে আইস, "আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব," এই কথা মূলবচন হইলে তাহার শব্দানুসারে শিক্ষা দিতে হইবে। ফলতঃ প্রথমে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকদের, পরে যীশুর নিকটে গমনের, শেষে তাঁহার দ্বারা বিশ্রামপ্রাপ্তির কথা কহিতে হইবে। এই যে দ্বিতীয় ধারা তাহাকে বচনানুযায়ি, প্রথমকে অর্থানুযায়ি ধারা বলিতে পারি।

মূলবচন যদি পাঁচ ছয় পদ পরিমিত হয়, তবে দুই প্রকার শিক্ষা হইতে পারে। প্রথম এই, যাহাতে পদের ক্রমানুসারে এক২ পদবিষয়ক কথা কহা যায়। ইহার উদাহরণ বীজবাপকের দৃষ্টান্ত, মথি ১৩; ৪-৯। এই দৃষ্টান্তকথা ধরিলে অগ্রে বীজবাপক কে, ও তাঁহার হস্তস্থিত বীজ কি, তাহা বলিতে হয়; পরে একে২ পথপার্শ্বস্থ ও পাষাণময় ও কণ্টকব্যাপ্ত ও উর্ব্বরা ভূমির কথা কহিতে

হয়। দ্বিতীয় ধারা এই, যাহাতে সমস্ত মূলবচনের অর্থানুসারে শিক্ষা হয়, যথা, হারাণ মেষের ও হারাণ রৌপ্যমুদ্রার দুই দৃষ্টান্ত যদি মূলবচন হয়; তবে তাহার শব্দানুসারে তাহা নহে, কিন্তু তাহার অর্থানুসারে শিক্ষা দিতে হয়, ফলতঃ দয়ালু প্রভু পাপি মনুষ্যের অবস্থাতে দুঃখিত হইয়া তাহার অন্বেষণ করেন, এবং তাহার রক্ষাতে আনন্দিত হন, এই কথা বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে। সেই দুই দৃষ্টান্তের একই অর্থ; অতএব যদি পদানুসারে শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে এক ২ কথা দুই ২ বার কহিতে হয়।

যদি মূলবচন অনেক পদ পরিমিত হয়, তবে তাহা নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ২ ভাগ বিষয়ে পূর্ব্বমতে শিক্ষা দিতে হইবে।

ইহার মধ্যে এই পরামর্শ মনোযোগের যোগ্য। মূলবচন যদি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়, তবে তাহা কি প্রকার, ইহার মীমাংসা করিতে হইবে। যদি তাহা শুদ্ধ শিক্ষা হয়, তবে পদের ক্রমানুসারে এক২ পদের কথা কহা ভাল। কিন্তু যদি তাহা ইতিহাস হইয়া থাকে, তবে একেবারে কএক পদের অর্থানুসারে কথা কহা ভাল।

কোন ২ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ধর্ম্মপুস্তকের কোন এক গ্রন্থের প্রথমাবধি শেষপর্য্যন্ত ধারানুক্রমে শিক্ষা দিয়া থাকে। ইহার অনেক ফল আছে, এক এই যে শ্রোতারা ধর্ম্মপুস্তক বুঝিয়া পাঠ করনে নিপুণ হয়; অন্য ফল এই যে নানা প্রকার ভারি বিষয়ে অনপেক্ষিত রূপে শিক্ষা দেওয়া যায়; অর্থাৎ যে বিষয়ে প্রচারক ভয় কিম্বা অমনোযোগ কিম্বা অনিচ্ছুকতা প্রযুক্ত শিক্ষা দিত না, এমন অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে হয়। এই জন্যে প্রভুর দিনের এক বেলাতে কিম্বা সপ্তাহের মধ্যে যে সময়ে ধর্ম্মোপদেশ হইয়া থাকে, সেই সময়ে এই নিয়মানুসারে শিক্ষা দেওয়া ভাল। কিন্তু তাহার কতক বাধাও আছে, ফলতঃ সকল প্রচারক এই প্রকার শিক্ষা দেওনে বড় নিপুণ নহে; এবং যে শ্রোতা সকল ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে পারে না, কিম্বা পারিলেও তাহার অর্থ অবগত হইতে ইচ্ছুক হয় না, তাহারা এই প্রকার শিক্ষাতে অসন্তুষ্ট হয়। অতএব ধর্ম্মপ্রচারক ইহাতে মনোযোগ করিয়া আপন বিচারানুসারে কর্ম্ম করিবে।

যে ধর্ম্মপ্রচারক অনেক বার উপদেশ করে নাই, সে যদি আ-

পর্ক কর্ম্মে নিপুণ হইবার চেষ্টাতে জিজ্ঞাসা করে, আমি কিরূপ শাস্ত্রীয় বচন মনোনীত করিব? তবে তাহার উত্তর এই। যে অবধি সভার সম্মুখে শিক্ষা দিতে তাহার সাহস না হয়, সেই সময় অবধি কোন শাস্ত্রীয় ইতিহাস কিম্বা তৎসূচক কোন বচন সূত্ররূপে ধরিয়া শিক্ষা দিউক। ইহার উদাহরণ, ক্রুশে হত চোর, কিম্বা পিত্তলময় সর্প, কিম্বা অপব্যয়ি পুত্রের দৃষ্টান্ত, কিম্বা বনবাসের দৃষ্টান্ত। পিত্তলময় সর্পের ইতিহাস বিষয়ে যদি উপদেশ হয়, তবে যোহন ৩; ১৪, এই পদ মূলবচন হইতে পারে। আর ইব্রীয়দের প্রতি যে পত্র, তাহার ১১ অধ্যায়ে ইতিহাসসূচক অনেক বচন পাওয়া যায়। এই ২ প্রকার উপদেশের উদাহরণ এই পত্রিকাতে বার ২ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ইহার পরেও প্রকাশিত হইবে।

যে ধর্ম্মপ্রচারক বার ২ শিক্ষা দিয়াছে, এবং সভার সাক্ষাতে নির্ভয়ে কথা কহিতে পারে, সে যদি জিজ্ঞাসা করে, আমি কিরূপ শাস্ত্রীয় বচন সূত্ররূপে গ্রহণ করিব? তবে তাহাকে নীচে লিখিত পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে।

১। যে বচনের অর্থ সন্দিগ্ধ কিম্বা প্রচারকের বোধাগম্য, তাহা গ্রহণীয় নহে।

প্রচারক আপনি যাহা বুঝে না, সেই বিষয়ে কিরূপে শ্রোতাদিগকে সুশিক্ষা দিতে পারে?

২। যে বচনের অর্থ শ্রোতাদিগকে বুঝাইয়া দিতে অতি দুষ্কর বোধ হয়, তাহাও গ্রহণীয় নহে।

ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে এই প্রকার অনেক বচন আছে, বিশেষতঃ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের অনেক বচনের অর্থ সুনিশ্চিত হইয়াও সামান্য লোকের অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে না। সেই প্রকার কথা শিক্ষার সূত্ররূপে মনোনীত করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম।

৩। যে বচনের প্রকৃত অর্থ শ্রোতাদের পরিত্রাণচেষ্টার কিম্বা সদাচরণের নিমিত্তে ফলদায়ক হয় না, এমন বচন গ্রহণীয় নহে।

ইহার উদাহরণ। নানা গাঁথনির পরিমাণ বিষয়ক কথা কিম্বা নানা লোকদের বংশাবলি, কিম্বা ভবিষ্যদ্বক্তাদের নানা রূপক কথা।

৪। যে বচনদ্বারা লেখকের অভিপ্রায় প্রকাশ পায় না, এমত বচন গ্রহণীয় নহে।

ইহার উদাহরণ, আদিপু ৩; ৪, "তোমরা অবশ্য মরিবা না," এই সূত্র লইয়া মনুষ্যের অমরতার বিষয়ে উপদেশ দেওয়া মূর্খের কর্ম্ম, যেহেতুক সেই বচন শয়তানের মুখহইতে নির্গত, অতএব তাহাদ্বারা মনুষ্যের অমরতার বিষয়ে প্রমাণ দিতে লেখকের অভিপ্রায় ছিল না। কিম্বা মথি ২২; ৪২, "খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমাদের কেমন বোধ হয়?" এই কএকটি শব্দ কোন বিবেচক লোক সূত্ররূপে গ্রহণ করিবে না, যেহেতুক তাহা বচনের অর্দ্ধেকমাত্র। সম্পূর্ণ বচন এই, "খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমাদের কেমন বোধ হয়, তিনি কাহার সন্তান?" অর্থাৎ, "খ্রীষ্ট কাহার সন্তান, এ বিষয়ে তোমাদের কি বোধ হয়?"

৫। যে বচনের প্রকৃত অর্থ উপদেশের অভিপ্রায়ের সহিত মিলে না, এমন বচন গ্রহণীয় নহে।

ইহার উদাহরণ, ঈশ্বর, এবং পিতামাতা, ও শিক্ষকগন এই সকলের নিকটে আমরা যে উপকার পাইয়াছি, তাহার জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমাদের কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে উপদেশ করণ সময়ে নানা বচন গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু (রোম ১; ১৫) "সকলেরই কাছে আমি ঋণী আছি," এই বচন গ্রহণীয় নহে, যেহেতুক ইহাতে পৌলের অভিপ্রায় এই, ঈশ্বর আমাকে আপন ভাণ্ডারী করিয়া সকলের নিকটে বিতরণার্থে যে সুসমাচাররূপ ধন আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা সকল প্রকার লোককে দান করা আমার উচিত।

৬। অর্থানুযায়ি উপদেশ অপেক্ষা বরং বচনানুযায়ি উপদেশ ভাল, অতএব যাহাতে বচনানুযায়ি উপদেশ হইতে পারে, এমত সূত্র গ্রহণীয়।

ইহার অর্থ এই। কোন ২ প্রচারক অগ্রে বিশ্বাস কিম্বা দয়া কিম্বা স্বর্গ বিষয়ক উপদেশের কথা কাগজে লিখিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করে, এখন আমার এই যে উপদেশ প্রস্তুত হইল, তাহার সূত্ররূপে কোন্ শাস্ত্রীয় বচন লইব? তাহাতে যেপদের মধ্যে ঐ বিশ্বাসাদি শব্দ পাওয়া যায়, এমত কোন পদ দেখিলে সে হঠাৎ তাহাই

মনোনীত করে। তাহা করা ভাল নহে। অগ্রে মূলবচন মনোনীত করিয়া পরে তদনুসারে উপদেশ প্রস্তুত করা ভাল।

৭। যে বচন অনায়াসে শ্রোতাদের স্মরণে থাকে, এমন বচন গ্রহণীয়।

গ্রহণীয় অগ্রহণীয় মূলবচনের পরীক্ষার্থে এই যে সপ্ত লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা অতি স্পষ্ট। কিন্তু গ্রহণীয় মূলবচনের অনুসন্ধান কি রূপে করা যায়? ইহা যদি ধর্ম্মপ্রচারক জিজ্ঞাসা করে, তবে তদ্বিষয়ে এই ২ পরামর্শ মনোযোগের যোগ্য।

১। ধর্ম্মপ্রচারক যখন আপন ভক্তির বৃদ্ধি করণার্থে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করে, তৎকালে যে শাস্ত্রীয় বচনদ্বারা তাহার নিজ মন আনন্দিত কি সান্ত্বনাপ্রাপ্ত কি ভয়গ্রস্ত কি আর্দ্র কি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, সেই বচন চিহ্নিত করিয়া উপদেশের সূত্ররূপে গ্রাহ্য করিবেন, কারণ যে বচন তাহার পক্ষে ফলদায়ক হইয়া উঠে, তাহা শ্রোতাদের পক্ষেও ফলদায়ক হইয়া উঠিবে, ইহা অতি সম্ভব।

২। তাহার শ্রোতাদের জ্ঞানে কিম্বা আচরণে কি ২ ত্রুটি আছে, এবং তাহাদের কি ২ রূপ সান্ত্বনা ও পরামর্শ আবশ্যক আছে, এই সকল বিবেচনা করিয়া তাহার উপযুক্ত কোন শাস্ত্রীয় বচনের অনুসন্ধান করিবে। ইহার উদাহরণ। শ্রোতাদের মধ্যে যদি মিথ্যাকথা চলিত থাকে, তবে সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে। কিম্বা যদি তাহারা বিবাদ করণে আসক্ত হয়, তবে ঐক্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ভাল। কিম্বা যদি তাহাদের ভূমিতে ধান্য না হওয়াতে মনে নানা ভাবনা জন্মে, তবে ঈশ্বর যে পিতার মত আপন লোকদের প্রতিপালনে মনোযোগ করেন, এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ভাল। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে কেবল দুই এক জন যে দোষ করিয়াছে, এমন দোষের কথা হঠাৎ তখনই প্রচার করা অনুচিত; করিলে সেই দোষী ব্যক্তি কেবল রাগ করিবে।

৩। বিশেষ সময়ে বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দিতে হয়। প্রভুর ভোজনের সময়ে খ্রীষ্টের মৃত্যু কিম্বা পাপক্ষমা কিম্বা ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ভাল। আর শস্যচ্ছেদনের সময়ে প্রতিপালক ঈশ্বরের দয়া, কিম্বা ঈশ্বরের শস্যচ্ছেদনস্বরূপ বিচারদিন, এই প্রকার বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে।

৪। সভার সাক্ষাতে যদি ধারানুক্রমে কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ করা যায়, তবে যে দিনে যে অধ্যায়ের পাঠ হয়, সেই দিনে সেই অধ্যায়ের কোন এক বচন উপদেশের সূত্র হইতে পারে। যদি অদ্য মথির প্রথম অধ্যায়, আগামি প্রভুর দিনে মথির দ্বিতীয় অধ্যায় সভার সাক্ষাতে পাঠ করা যায়, তবে অদ্য সেই প্রথম অধ্যায়ের এবং আগামি প্রভুর দিনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের কোন এক বচন গ্রহণীয় হইতে পারে।

৫। ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন ভারি খণ্ডের এক২ বচন শৃঙ্খলমতে এক২ উপদেশের সূত্র হইতে পারে। ইহার উদাহরণ, দশ আজ্ঞার মধ্যে এক২ আজ্ঞা, কিম্বা হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ ইত্যাদি যে প্রার্থনা প্রভু আপন শিষ্যদিগকে শিখাইয়াছিলেন, সেই প্রার্থনার এক২ বচন এক২ উপদেশের সূত্র হইতে পারে।

৬। পিতর ও যোহন ও পৌল প্রভৃতি যে সকল ভক্ত লোকের বৃত্তান্ত ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহাদের মধ্যে এক জনের বৃত্তান্ত লইয়া তদনুসারে তাহার স্বভাব ও সদ্গুণ ও দোষ এই সকলের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এক২ জনের বিষয়ে এক২ বার কিম্বা দুই তিন বার উপদেশ হইতে পারে।

৭। অমুক শাস্ত্রীয় বচন সূত্ররূপে গ্রহণ করিলে অমুক২ বিষয়ে শ্রোতাদের অতি ফলদায়ক শিক্ষা হইতে পারে, ধর্ম্মপ্রচারক যদি কোন সময়ে এমন বোধ করে, তবে তৎক্ষণাৎ সেই বচন চিহ্নিত করিয়া সাদা কাগজের পুস্তকে লিখিবে, এবং তদ্বিষয়ে কি২ শিক্ষা হইতে পারে, তাহাও সংক্ষেপে লিখিবে। এই রূপে বার২ করিলে মূলবচন অনুসন্ধান করণের সময়ে আপনার লিখিত সেই পুস্তকদ্বারা তাহার অনেক উপকার হইবে।

এই২ রূপে উপযুক্ত মূলবচন অনুসন্ধান করণের অনেক পথ মিলে। ধর্ম্মপ্রচারক সর্ব্বদা কেবল এক প্রকার বিষয়ে শিক্ষা দিবে না, কিন্তু যাহাতে নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষা হয়, এমত চেষ্টাতে নানাবিধ মূলবচন সূত্ররূপে গ্রহণ করিবে।

আর মূলবচন মনোনীত করা অতি ভারি কর্ম্ম, এই নিমিত্তে প্রার্থনা পূর্ব্বক তাহা করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরদত্ত তাহার যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ।

আমি অমর ও বিবেকশক্তিবিশিষ্ট জীব হওয়াতে, ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরদত্ত ইহা যে কারণে বিশ্বাস করি, তাহা নিশ্চয় করিয়া জ্ঞাত হওয়া আমার উচিত। আমার অতি প্রবল চারিটি যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ আছে, যদ্দ্বারা আমার স্থির বিশ্বাস আছে যে ধর্ম্মগ্রন্থ কোন উত্তম মনুষ্যের কিম্বা ঈশ্বরীয় দূতের কল্পিত পুস্তক নহে, এবং কোন মন্দ মনুষ্য কিম্বা শয়তানের কল্পনাদ্বারা লিখিত হয় নাই, কিন্তু অবশ্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক দত্ত হইয়াছে। ১ আশ্চর্য্য ক্রিয়া। ২ ভবিষ্যদ্বচন। ৩ সুশিক্ষা। ৪ লেখকদিগের সদাচরণ। সকল প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া ঈশ্বরীয় শক্তিদ্বারা হয়। ভবিষ্যদ্বাণী কহন শক্তি ঈশ্বরীয় জ্ঞানদ্বারা হয়। সদ্ব্যবহারার্থে সুনীতি ঈশ্বরীয় ভদ্রতার দ্বারা হয়। এবং লেখকদিগের সদাচরণ ঈশ্বরীয় পবিত্রতাদ্বারা সম্পন্ন হয়। এই প্রকারে খ্রীষ্টধর্ম্ম এই চারি মহা স্তম্ভোপরি গ্রথিত হইয়াছে, শক্তি, জ্ঞান, ভদ্রতা, ও পবিত্রতা।

আর ধর্ম্মশাস্ত্র যে সপ্রমাণ এবং তাহা যে ঈশ্বরীয় আবির্ভাবদ্বারা লিখিত হইয়াছে তাহার অতিশয় সংক্ষেপে স্পষ্ট যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ দিব। তাহা অবশ্য কোন উত্তম মনুষ্য কিম্বা দূতের অথবা কোন দুষ্ট লোকের কিম্বা শয়তানের কল্পনাদ্বারা লিখিত হইয়াছে, নতুবা ঈশ্বরকর্ত্তৃক দত্ত হইয়াছে। তাহা কোন উত্তম মনুষ্য কিম্বা দূতের কল্পনা নহে; কেননা "ঈশ্বর এই মত কহেন" ইত্যাদি শব্দ তাহারা মিথ্যা রূপে প্রয়োগ করিতে পারিত না। কেননা যে কোন উত্তম লোক কিম্বা দূত মিথ্যা কহে, সে তদবধি উত্তম নহে ও দূত নহে; কিন্তু দুষ্ট ও শয়তান। আর তাহা কোন দুষ্ট লোকের কিম্বা শয়তানের কল্পনাও নহে; কেননা যদি তাহা হইত, তবে কুকর্ম্মের নিষেধ ও পাপির দণ্ড ও অনন্ত কালাবধি আপনাদিগের অনন্ত যন্ত্রণার বিষয় লিখিত না; কেননা কেহ কোন কালে আপন শাস্তি ও অমঙ্গল ও বিপরীত বিষয় কহে না ও আজ্ঞাও দেয় না। অতএব সিদ্ধান্ত এই, ধর্ম্মপুস্তক কোন উত্তম প্রাণির কল্পনা নহে, এবং কোন অধম প্রাণির কল্পনাও নহে; সুতরাং তাহা ঈশ্বরদ্বারা দত্ত এবং তাঁহারি আবির্ভাবদ্বারা লিখিত হইয়াছে। ২ তিমথি ৩, ১৬।

খ্রীষ্টীয়ান ছালিয়ার অভিলাষ।

১ জ্ঞানি দানিয়েলের তুল্য আমি হৈতে চাই।
স্তিফানের সদৃশ যেন বিশ্বাস দেখাই॥
যোহনের মত প্রভুর পাই প্রেম ভোগ।
মূসার নম্রতা আর যোশূয়ের উদ্‌যোগ॥
চলি যেন অবিশ্রান্তরূপে পৌলের ন্যায়।
শেষ দিনে সর্ব্বশত্রু করি যেন জয়॥
২ মারিয়ার প্রেম মম হউক্ অধিকার।
অন্তরস্থ কোমলতা পাই লুদিয়ার॥
পিতরের ন্যায় সাহস আমি যেন পাই।
যাকূবের ভক্তি মোর কর্ম্মেতে দেখাই॥
যুবক তিমথির তুল্য যেন আমি হই।
প্রত্যেক মন্দ সুখের অভিলাষ তাড়াই॥
৩ দেখাই যোবের সম যেন নিদর্শন।
দায়ূদের মত করি যথার্থ অর্চ্চন॥
শিমূয়েলের ন্যায় করি আহ্বান শ্রবণ।
লাজারের ন্যায় পরমসুখ করি গ্রহণ॥
যিশাইয়ের মত মম হউক্ ধর্ম্মমন।
নব জন্ম করে যেন মমাত্মা গ্রহণ॥
৪ যাকূবের সদৃশ ভক্তি হউক্ প্রার্থনায়।
গিদিয়নের স্থির ভাব থাকুক আমায়॥
যূষফের পবিত্রতা কর মোরে দান।
ইস্‌হাকের ন্যায় আমি করি যেন ধ্যান॥
ইব্রামের মত হউক মিত্রতা তোমায়।
প্রেমময় ঈশ্বরেতে ভক্তি যেন রয়॥
স্বর্গহৈতে প্রিয় প্রভু করি আগমন।
যাবজ্জীবন করিলেন ধর্ম্ম আচরণ॥
মম কর্ম্ম হউক্ তাঁর কর্ম্ম অনুসারে।
তবে চেতনা পাইবে দেখি পাপি নরে॥
বলিবে আইস হে মোরা এড়াই নরক।
সবে আশ্রিত হইয়া নিষ্পাপ তারক॥

পৃথিবীর ধন অসার।

পয়ার।

এই পৃথিবীর মধ্যে আমি আছি সুখে।
এ প্রকার শুনিতেছি মনুষ্যের মুখে॥
ধনের সুখ হইলে কি তাহে কহি সুখ।
তাহা নয় তাহা হয় অতিশয় দুঃখ॥
আমি কেন সুখী নহি তাহা তুমি শুন।
ঈশ্বরের সনে মোর নাহিক মিলন॥
যদি তাঁর সনে মোর থাকিত মিলন।
তবে মম মন তাঁরে চিন্তিত সর্ব্বক্ষণ॥
আমার অসার ধন আছে ইহা সত্য।
তায় আমি সুখে আছি পৃথিবীর মধ্য॥
কিন্তু যখন শমনে ধরিবে আমারে।
তখন কি ধন মোরে বাঁচাইতে পারে॥
"যে সময়ে গৃহরক্ষক হইবে কম্পিত।
পরাক্রমী ব্যক্তিগণ হইবেক নত॥"
এমত এক দিনেতে কি করিব আমি।
হে আমার ধন আর কি করিবে তুমি॥
তুমি পৃথিবীর ধন থাকিবে পড়িয়া।
কীটেতে খাইবে বসি কুরিয়া কুরিয়া॥
আমাকে যাইতে হবে নরকের বাসে।
ধনের লোভ লুপ্ত হবে সে কালের শেষে॥
ঈশ্বর মোরে দয়া করি দেহ এমত দান।
যাহাতে শেষ দিবসে পাইব পরিত্রাণ॥
ধনের আশহতে মোরে রক্ষা কর প্রভু।
উহাতে মন যেন নাহি প্রবৃত্ত কভু॥
এ ধন ত্যাগিয়া অমূল্য ধনে দেও আশ।
যাহাতে শেষ দিনে না হইব নিরাশ॥
কারণ তাহা হইলে নাহি সুখোদয়।
সে জন্য ধনের আশ করা উচিত নয়॥

ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত কর।

এক দিন কোন দুষ্ট লোক আপন বালককে সঙ্গে লইয়া শস্য চুরি করণার্থে প্রতিবাসির ক্ষেত্রে গেল। সেই স্থানে পঁহুছিলে পরে সে চতুর্দ্দিগে চাহিয়া দেখিল, কেহ নিকটে আছে কি না।

তাহাতে কেহ নাই, ইহা দেখিয়া সে শস্য কাটিতে উদ্যত হইল; কিন্তু বালক বলিল, ও পিতঃ, শস্য কাটিও না, যেহেতুক তুমি যে দিগে চাহ নাই, সেই দিগে এক জন সাক্ষী তোমাকে দেখিতেছে। পিতা বলিল, আমি চতুর্দ্দিগে চাহিয়াছি, তবে আর কোন্ দিগে চাহিতে হয়? বালক উত্তর করিল, তুমি ঊর্দ্ধদিগে চাহ নাই। ইহা শুনিয়া পিতা চেতনা পাইয়া অস্ত্র লইয়া গৃহে গেল।

বোবা বালকদের কথা।

যে বালকেরা শিশুকালাবধি বধির অর্থাৎ কালা আছে, তাহারা পরের কথা শুনিতে না পারাতে আপনারা কথা কহিতে শিখে না, এই নিমিত্তে এমন বালকদের বিশেষ প্রকার শিক্ষা না হইলে তাহারা পাগলের মত নির্ব্বোধ থাকে। কিন্তু নানা দেশে তাহাদিগকে অঙ্গুলিকৃত চিহ্নদ্বারা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহাতে তাহারা লেখাপড়া অনায়াসে শিখে, এবং কোন শব্দ না করিয়া ঐরূপ চিহ্নদ্বারা কথোপকথনও করিতে পারক হয়।

এই রূপ কোন বালক, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে সে কলম লইয়া এই উত্তর লিখিয়া দিল, "আদিতে ঈশ্বর আকাশের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।"

আর যীশু খ্রীষ্ট কি নিমিত্তে এ জগতে আসিয়াছিলেন? ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে সে উত্তর করিল, "পাপি লোকদের পরিত্রাণের জন্যে যীশু খ্রীষ্ট জগতে অবতীর্ণ হইলেন, এই কথা বিশ্বসনীয় ও সকলের গ্রহণীয়।"

আর, তুমি জন্মাবধি বোবা আছ, তাহার কারণ কি? ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে সে লিখিল, "হে পিতঃ, এই মত হউক, কারণ ইহা তোমার দৃষ্টিতে উত্তম।"

আর, প্রার্থনা কি? ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে সে লিখিল, "প্রার্থনা অন্তঃকরণেরই বাঞ্ছা।"

মনুষ্যের পতন।

এক দিবস ঈশ্বর স্বর্গের উপরে।
স্বর্গীয় দূত সকলে ডাকি জ্ঞাত করে॥

অদ্য আমি অদ্বিতীয়ে করিনু সৃজন।
তোমাদের গুরুভাবে থাকিবে সে জন॥
যে কেহ তাঁহার আজ্ঞা করিবে ভঞ্জন।
সেই ব্যক্তি নরকেতে যাইবে আপন॥
এই রূপ আজ্ঞা দিয়া আনন্দে ঈশ্বর।
অতি সুখে রাজ্য করেন স্বর্গের উপর॥
অকস্মাৎ এক দূত তাহা না মানিয়া।
অদ্বিতীয় হতে চাহে আপনি ক্রুধিয়া॥
তাহাতে হইয়া তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ।
সেই দূতের সহিত আরম্ভিল যুদ্ধ॥
সেই যুদ্ধে সেই দূত পরাস্ত হইলে।
ঈশ্বর ফেলিয়া দিলেন নরকমণ্ডলে॥
নরকে পড়িয়া সে হইয়া অতি ক্রুদ্ধ।
মনে মনে ভাবিল অন্য জনের মন্দ॥
এই রূপ ভাবিয়া সে হইয়া চেষ্টিত।
অন্য দূতহইতে সে শুনিল এমত॥
যে এক মনুষ্যজাতি সৃজিবে ঈশ্বর।
এমত এক ভবিষ্যদ্বাক্য ছিল স্বর্গোপর॥
সৃজিছেন মনুষ্য তিনি আপন স্বভাবে।
আমাদের চেষ্টা তার পতন করাবে॥
এই মত শুনিয়া কতক কাল পরে।
শয়তান আইলেক নরক বাহিরে॥
কতক কাল পরেতে আসি পৃথিবীতে।
সর্প বেশ ধরিল মনুষ্যকে মজাইতে॥
উদ্যানের মধ্যে হবায় একেলা পাইয়া।
মনুষ্যের বাক্য কহে সর্পবেশ ধরিয়া॥
তাহাতে হইয়া নারী অতি চমৎকৃত।
জিজ্ঞাসিল তাঁহায় এ হইল কেমত॥
সর্পবেশ ধরে তুমি মনুষ্যবাক্য কহ।
এইরূপ কিসে হল তাহা মোরে কহ॥
তাহাতে কহিল সর্প খায়ে এক ফল।

আমি পাইয়াছি এই মনুষ্যের বোল ॥
তাহাতে কহিল সেই ফল কোন স্থানে।
তাহাই খাইব আমি দেখাও এখনে ॥
তবে সর্প লয়ে তাকে সেই তরুমূলে।
সেই বৃক্ষ এই দেখ তাহাকে কহিলে ॥
ফল সহিত বৃক্ষ দেখি তুষ্ট হয়ে অতি।
খাইবারে ইচ্ছা করিল সেই দুর্ম্মতি ॥
হাত বাড়াইয়া ফল আপনি খাইল।
তার পর আপন স্বামি আদমেরে দিল ॥
ফল খাইয়া আপন উলঙ্গতা দেখি।
বট পত্র সিঙ্গাইয়া আপ্ত অঙ্গ ঢাকি ॥
সেই দিনে সন্ধ্যাকালে পরম ঈশ্বর।
উদ্যানেতে ইহা দেখি করিল শাপান্তর ॥
যে অবধি পৃথিবীতে আইলেক পাপ।
সে অবধি ঈশ্বর দিলেন মহাশাপ ॥
এক ফল খায়ে আদম হইল পতন।
মৃত্যুদ্বারা করেন্ যীশু তাহা উন্মীলন ॥

শ্রী বিশ্বম্ভর দত্ত।

যিরূশালম নগরের বিবরণ।

পরে আমরা অন্য এক দিন বৈকালে দেশীয় ঘোড়া আরোহণ করিয়া নগরের নিকটবর্ত্তি কএক স্থান দেখিতে গেলাম। এবং এই বারও যাফানগরগামি দ্বারদিয়া নগরহইতে বাহির হইয়া গীহোনের অধঃস্থিত পুষ্করিণীর দক্ষিণ সীমা যে প্রস্তরময় ভিত্তি, তাহার পৃষ্ঠ দিয়া গমন করিলাম, যেহেতুক তাহাই রাজপথ এবং তাহা দিয়া বৈৎলেহমে যাওয়া যায়। পরে আমরা সুলেমানের নির্ম্মিত প্রণালী পার হইলাম। সেই প্রণালী প্রস্তরময় এবং তাহা চারি ক্রোশ দূরে বৈৎলেহম পর্য্যন্ত যায়, কিন্তু আমরা তাহা পার হইবামাত্র পূর্ব্বদক্ষিণ দিগে ফিরিয়া তথাকার গিরিতে উঠিলাম। সেই গিরি হিন্নোম উপত্যকার দক্ষিণে স্থিত;

এবং সিয়োন পর্ব্বত তাহার সম্মুখে ঐ উপত্যকার উত্তর পারে স্থিত আছে। উক্ত দক্ষিণস্থ গিরির নাম কুপরামর্শগিরি, যেহেতুক তাহার পৃষ্ঠে পূর্ব্বে কিয়ফা মহাযাজকের বাটী ছিল, এবং সেই বাটীর মধ্যে যাজকগণ প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ধরিবার পরামর্শ করিয়াছিল, এমন জনরব আছে। তাহা যাহা হউক, আমরা সেই গিরির পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ পশ্চিমদিগে রিফায়িম্ নামক সমভূমি দেখিতে পাইলাম, তাহার মধ্যে লোকেরা তৎকালে শস্য ছেদন করিতেছিল। দক্ষিণে কিঞ্চিৎ দূরে ফিরিঙ্গিদের গিরি নামে এক অতি সুন্দর পর্ব্বত দৃষ্ট হইল, বোধ হয়, পূর্ব্বকালে তাহার বৈথক্কেরম এই নাম ছিল। যিরিম ৬; ১।

উত্তরদিগে আমরা সিয়োন পর্ব্বতকে দেখিলাম, তাহার পৃষ্ঠের কোন২ স্থানে শস্যাদির ক্ষেত্র ছিল, এবং সেই ক্ষেত্রের মধ্যে কোন২ স্থানে যবের আটিও দেখা গেল। উত্তরপূর্ব্বদিগে মোরিয়া গিরির উপরদিয়া জৈতুন পর্ব্বতের তিন শৃঙ্গ অতি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইল। তাহার তলে স্থিত যিহোশাফৎ উপত্যকা অতি নিম্নীভূত। পূর্ব্বদিগে আমরা কিদ্রোণ স্রোতের পথস্বরূপ উপত্যকা দিয়া লবণসমুদ্রের (অর্থাৎ মরা সমুদ্রের) নিকটবর্ত্তি অঞ্চল দেখিলাম।

যে পর্ব্বতশৃঙ্গে আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম, তথাহইতে নীচে দৃষ্টিপাত করিয়া অতি গভীর এবং বৃক্ষের ছায়াতে অন্ধকারময় হিন্নোম্ উপত্যকা দেখিলাম। পূর্ব্বকালে ঐ উপত্যকাতে মোলক দেবের উদ্দেশে মনুষ্যেরা বলিরূপে হত হইত, তাহাদের চীৎকারশব্দ সিয়োন পর্ব্বতস্থ রাজধানীতে শুনা যাইত, কিম্বা ঢক্কার উচ্চশব্দেতে মগ্ন হইত। মিনশি রাজা ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাওনের পরে যখন আপন অট্টালিকাহইতে নীচে দৃষ্টি করিয়া ঐ উপত্যকা দেখিতে পাইতেন, তখন অবশ্য অতিশয় কাতর হইতেন, যেহেতুক সেই স্থানে তিনি পুত্তলিকার পূজা করিয়াছিলেন, ও আপন নবজাত সন্তানদিগকে মোলক দেবের উদ্দেশে দগ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা অবশ্য তাঁহার মনে পড়িত। তথাপি যে ত্রাণকর্ত্তার রক্তদ্বারা পাপী মনুষ্য তাবৎ অপরাধহইতে পরিষ্কৃত হয়, তাহা তাহার স্মরণে আইলে বোধ হয়, তিনি সান্ত্বনা পাইতেন, এবং

আমার আর কোন দণ্ড হইবে না, ইহা বলিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেন।

পরে আমরা ক্রমে২ গিরিহইতে নামিয়া তাহার পূর্ব্বদিগের কোণে স্থিত হকলদামা অর্থাৎ রক্তক্ষেত্র নামক স্থানে উত্তরিলাম। ঈস্কারিয়োতীয় যিহূদার লব্ধ ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রাতে যে কুম্ভকারগণের ক্ষেত্র ক্রীত হইয়াছিল, এই সেই ক্ষেত্র। তাহা সিয়োন পর্ব্বতের তলে তাহার পূর্ব্বদক্ষিণ দিগে স্থিত আছে, সেই স্থানে মনুষ্যের অস্থিতে পরিপূর্ণ নানা ক্ষুদ্র ঘরবিশিষ্ট এক স্থান ভূমির নীচে আছে; তাহার মধ্যে যে সকল মাথাখুলি পাওয়া যায়, সেই সকল যে যিহূদীয় লোক ভিন্ন অন্যজাতীয় অর্থাৎ বিদেশীয় লোকদের (মথি ২৭; ৭) মাথাখুলি বটে, ইহা সত্য, তথাপি সেই অন্যজাতীয় লোকেরা কোন্ সময়ে সেই স্থানে কবরপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। সেই ক্ষেত্রের মধ্যে এক বৃক্ষ আছে, এবং যে বৃক্ষেতে যিহূদা আপনাকে উদ্বন্ধন করিয়া পরে ভূমিতে পড়িয়াছিল, এই সেই বৃক্ষ, ইহা লোকে বলে, কিন্তু তাহার প্রামান্য নাই; তথাপি যিরুশালম নিবাসি লোকেরা অদ্যাপি যিহূদার দশা জ্ঞাত আছে, ইহা মনোযোগের যোগ্য। সেই স্থানের নিকটে হিন্নোম ও যিহোশাফৎ নামে দুই উপত্যকা মিলে, যেহেতুক হিন্নোম উপত্যকা নগরের দক্ষিণদিগে এবং যিহোশাফৎ উপত্যকা নগরের পূর্ব্বদিগে স্থিত আছে। যিহোশাফৎ উপত্যকার পূর্ব্বপারে কিঞ্চিৎ উচ্চস্থানে সিলোয়াম গ্রাম আছে, এবং তাহার উত্তরপশ্চিম পার্শ্বে সিয়োন পর্ব্বত এবং ওফল নামক মোরিয়া পর্ব্বতের অগ্রভাগ আছে। ঐ উপত্যকা অতি বিস্তারিত, অতএব তাহার মধ্যে অনেক লোকসমূহের সমাগম হইবে (যোয়েল ৩; ১২, ১৪) ইহা কোন মতে অসম্ভব নহে। তাহার মধ্যে যে সকল বাগান আছে, তাহা সিলোয়াম নামক পুষ্করিণীর জলদ্বারা সেচিত হয়।

যে সিয়োন পর্ব্বতের চূড়াতে পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ ছিল, এবং যে মোরিয়া পর্ব্বতের চূড়াতে পূর্ব্বে পরমেশ্বরের মন্দির ছিল, সেই দুই পর্ব্বতবিচ্ছেদক নিম্নভূমি অন্য২ স্থানহইতে প্রায় অদৃশ্য হইলেও ঐ রক্তক্ষেত্রহইতে দেখা যায়। সেই নিম্নভূমিতে

পূর্ব্বে যিরূশালমের বাজার ছিল, এবং যোষীফসের সময়ে তাহাকে পনিরের বাজার বলা যাইত। ধর্ম্মপুস্তকের এক স্থানে (সিফনিয় ১; ১১) তাহার হুট্ট এই নাম আছে, কিন্তু অন্য তর্জ্জমাতে তাহাকে গড় কিম্বা হামানদিস্তা বলে, যেহেতুক নিম্ন ভূমিতে স্থিত বাজারের ঠেলাঠেলি গড়েতে ধান্যকণার পেষণস্বরূপ।

ধর্ম্মপুস্তক।

শাস্ত্র ঈশ্বরীয় গ্রন্থ জানিয়া পড়িও।
শাস্ত্র ঈশ্বরীয় বিধি বুঝিয়া মানিও॥
শাস্ত্র ঈশ্বরের দত্ত বহুমূল্য মণি।
শাস্ত্র ঈশ্বরের উক্ত সত্যময়ী বাণী॥
শাস্ত্রস্বরূপ প্রদীপ অন্ধকার নাশয়ে।
শাস্ত্রস্বরূপ তল্‌ওয়ার শত্রু পরাজয়ে॥
শাস্ত্রস্বরূপ ঔষধ পাপরোগ দমে।
শাস্ত্র মানিলে বিপথে কেহ নাহি ভ্রমে॥
শাস্ত্র পাপির ত্রাতাকে প্রকাশিত করে।
পাপ শৃঙ্খলহইতে বন্দিকে উদ্ধারে॥
দণ্ডপাত্রেরে রক্ষার উপায় দেখায়।
শাস্ত্র দুর্ব্বলেরে সত্য শক্তিকে যোগায়॥
শাস্ত্রই ভ্রান্ত পাপির সুপথদর্শক।
মৃত্যুসাগরে মগ্নের জীবনদায়ক॥
শত্রুদেশে প্রবাসিকে পিতৃগেহ দর্শায়।
পথশ্রান্ত যাত্রিকেরে বিশ্রাম ভোগায়॥
ও হে শান্তিহীন জন যীশু শান্তিদাতা।
তাঁর দয়ার আশ্রিত সকলের ত্রাতা॥
তাঁর নিকটে চাহিলে তুমি দয়া পাবে।
তাঁর সমীপে চলিলে তুমি গ্রাহ্য হবে॥

উপদেশক।

এপ্রিল ১৮৪৮ (১৬) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

২২। ঈশ্বর একই বটেন, তথাপি পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা, এই তিন ঈশ্বরত্ববিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা আছেন।

ঈশ্বর একই আছেন, ইহা শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা এবং যুক্তিদ্বারা প্রকাশ পায়। অনেক ঈশ্বর আছেন, ইহা নানাদেশীয় লোকেরা বলে, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ দেওয়া তাহাদের অসাধ্য। যদি অনেক ঈশ্বর হইত, তবে তাহাদের মধ্যে একের প্রভাব অন্যের প্রভাবরূপ সীমাদ্বারা বদ্ধ হইত। ইহার উদাহরণ, অনেক ঈশ্বরের মধ্যে এক জন যে কোন কর্ম্ম করিতে চাহে, সেই কর্ম্ম করা যদি অন্য সকলের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহার অসাধ্য হয়, তবে সেই ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারে না; এবং যদি অন্য সকলের সম্মতি ব্যতিরেকে সেই কর্ম্ম করা তাহার সাধ্য হয়, তবে তাহারা সর্ব্বশক্তিমান নহে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যে সর্ব্বশক্তিমান নহে সে কি ঈশ্বর হইতে পারে? আর এক ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হয়, তবে অন্যের কি প্রয়োজন? ঈশ্বর ক্লান্ত হন না, এবং নিষ্কর্ম্মে থাকেন না, অতএব অন্য ঈশ্বরের উপকারে কিম্বা সাহায্যে তাঁহার কোন প্রয়োজন নহে। এবং যাহাদের মধ্যে অনৈক্য আছে, এমন অনেক ঈশ্বরের কথা যে কেহ কহে, সেও অসংগত কথা কহে, যেহেতুক সকলে যদি পবিত্র হয়, তবে তাহাদের মধ্যে কাহারো বুদ্ধির ত্রুটি না হইলে সেই অনৈক্য জন্মিবে না; কিন্তু যাহার বুদ্ধির ত্রুটি আছে, সে ঈশ্বর নহে। এবং যদি তাহাদের অপবিত্রতা প্রযুক্ত অনৈক্য জন্মে, তবে যে অপবিত্র সে ঈশ্বর নহে, এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

ঈশ্বর একই, ইহা ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানে লিখিত আছে, তাহার উদাহরণ।

"পরমেশ্বরই প্রভু, তদ্ব্যতিরেকে আর কেহ নয়।" দ্বিতীয় বি ৪; ৩৫।

"ঊর্দ্ধস্থ স্বর্গে ও অধঃস্থ পৃথিবীতে পরমেশ্বরই প্রভু, আর কেহ নয়।" দ্বিতীয় বি ৪, ৩৯।

"হে ইস্রায়েল বংশ, শুন, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর একই পরমেশ্বর।" দ্বিতীয় বি ৬, ৪।

"কেবল আমি আছি, আমাবিনা কোন ঈশ্বর নাই।" দ্বিতীয় বি ৩২; ৩৯

"তুমি মহান্ ও আশ্চর্য্যকর্ম্মকর্ত্তা ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর।" গীত ৮৬; ১০।

"আমিই পরমেশ্বর, আর কেহ নাই, আমাভিন্ন আর কোন ঈশ্বর "নাই।" যিশ ৪৫; ৫।

"আমাভিন্ন যে আর কোন ঈশ্বর নাই, ইহা সূর্য্যোদয় স্থানাবধি পশ্চিমদিগ পর্য্যন্ত তাবৎ লোক জ্ঞাত হইবে; আমিই পরমেশ্বর, আমাব্যতিরেক আর কেহ নাই।" যিশ ৪৫; ৬, ২১, ২২।

"অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বর তুমি।" যোহন ১৭; ৩।

"এক ঈশ্বরো দ্বিতীয়ো নাস্তি, ইহা আমরা জানি। যদ্যপি (দেবপূজকদের ভ্রান্তির বিচারানুসারে) অনেক দেবতা ও অনেক প্রভু আছে, এবং আকাশ ও পৃথিবীতে ঈশ্বর নামে অনেক বস্তু আছে, তথাপি যাঁহাহইতে তাবৎ বস্তু ও যাঁহার নিমিত্তে আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, এমন পিতাস্বরূপ আমাদের অদ্বিতীয় ঈশ্বর আছেন।" ১ করিন্থ ৮; ৪-৬।

"এক ঈশ্বর আছেন, ইহা তুমি প্রত্যয় করিতেছ, তাহা উত্তম বটে।" যাকূব ২; ১৯।

ঈশ্বর এক হইলেও ঈশ্বরত্ববিশিষ্ট তিন কর্ম্মকর্ত্তা আছেন, তাঁহারা পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা এই তিন নামে বিখ্যাত হন। যিনি পিতা তিনি পুত্র নহেন এবং পবিত্র আত্মাও নহেন। যিনি পুত্র তিনি পিতা নহেন এবং পবিত্র আত্মাও নহেন। যিনি পবিত্র আত্মা তিনি পিতা হতেন এবং পুত্রও নহেন। তিনের এক ঈশ্বরত্ব আছে, এবং তিনের মধ্যে প্রত্যেককে ঈশ্বর বলা যায়, তথাপি তাহাতে তিন ঈশ্বর হইয়া উঠে তাহা নয়, তিনেতে এক ঈশ্বর হন।

এই যে নিগূঢ় বাক্য তাহা আমাদের বোধের অগম্য, এবং কোন দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা সুস্পষ্ট করা যায় না। তথাপি কোন২ দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা কিঞ্চিৎ বোধগম্য হয়, এমন বোধ করিয়া যেমন অন্য অনেকে নানা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছে, তদ্রূপ আমরাও একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব, প্রমাণরূপে তাহা নয়, কেবল অর্থ প্রকাশার্থে উল্লেখ করিব। মনুষ্যের যে দর্শনেন্দ্রিয় আছে, তাহা এক হইয়াও দ্বৈধ আছে। দক্ষিণ ও বাম এই দুই চক্ষুর এক দর্শনেন্দ্রিয়ত্ব আছে, যেহেতুক কোন বস্তু দর্শন করিলে যদ্যপি দুই চক্ষু তাহা দেখে এবং দুই চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে সেই বস্তুর দুই মূর্ত্তি জন্মে, তথাপি সেই বস্তু দ্বিধারূপে দেখা যায় না, একইরূপে দেখা যায়। এবং দক্ষিণ চক্ষুকে দর্শনেন্দ্রিয় বলা যায়, এবং বাম চক্ষুকেও দর্শনেন্দ্রিয় বলা যায়, তথাপি দুই চক্ষু দুই দর্শনেন্দ্রিয় হইয়া উঠে তাহা নহে, দর্শনেন্দ্রিয় একই থাকে। মনুষ্যের যদি তিন চক্ষু হইত, তবে তাহার দর্শনেন্দ্রিয় ত্রৈধ হইলেও একই থাকিত। প্রায় সেইরূপে পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা, এই তিনেতে এক ঈশ্বর হন, তথাপি তিনের মধ্যে

বিশেষ আছে এবং তাঁহারা প্রত্যেকে সমানরূপে এক ঈশ্বরত্ব বিশিষ্ট আছেন।

যিনি পিতা, তাঁহাকে এক প্রকার সকল সৃষ্ট বস্তুর আকর বলা যাইতে পারে, এবং পরিত্রাণপ্রাপ্ত মনুষ্যগণ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়। আর তিনি পুত্রকে দিয়াছেন এবং পবিত্র আত্মাকেও দিয়া থাকেন।

যিনি পুত্র, তাঁহার এই মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হওনের পূর্ব্বে বাক্য, এই নামও ছিল। তিনি স্বভাবেতে পিতার সমান, এবং তাঁহার প্রেমের পাত্র, তথাপি পিতার সেবকও আছেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বর হওয়াতে অনাদিকালাবধি আছেন। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের অনেক স্থানে তাঁহার পরমেশ্বরের দূত এই নাম আছে। এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি যীশু খ্রীষ্ট এই নাম লইয়া মনুষ্য হইলেন, এবং মনুষ্যের পরিত্রাণার্থে আপন প্রাণ দিলেন।

যিনি পবিত্র আত্মা, তিনিও ঈশ্বর হওয়াতে অনাদিকালাবধি আছেন। এবং তিনি ঈশ্বরীয় গুণদাতা, অর্থাৎ মনুষ্যকে জ্ঞান ও পারমার্থিক শক্তি ও পবিত্রতা দেন। এই সকল কথার বিশেষ প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকহইতে গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক হইবে।

২৩। পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা, এই ত্রিত্ব প্রকাশক শাস্ত্রীয় বচনশ্রেণী।

"তোমরা যাইয়া সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে শিষ্য করিয়া পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামেতে তাহাদিগকে অবগাহন করাও।" মথি ২৮, ১৯।

"যে ২ লোকেরা পিতা ঈশ্বরের পূর্ব্বলক্ষ্যানুসারে পবিত্রতাজনক আত্মার গুণে যীশু খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ ও তাঁহার রক্তে প্রোক্ষিত হওনার্থে মনোনীত হইয়াছে।" পিতর ১, ১।

"প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার সহায়তা তোমাদের সকলের প্রতি হউক।" ২ করিন্থ ১৩; ১৩।

"তাঁহাহইতে (অর্থাৎ খ্রীষ্টহইতে) আমরা উভয় লোক এক আত্মাদ্বারা পিতার নিকটে যাইবার পথ পাইয়াছি।" ইফিষ ১; ১৮।

"আমি পিতার নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি নিরন্তর তোমাদের সহিত থাকিতে অন্য এক সহায়কে অর্থাৎ সত্যময় আত্মাকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিবেন।" যোহন ১৪; ১৬।

"পিতা সহায়কে অর্থাৎ পবিত্র আত্মাকে আমার নামে প্রেরণ করিলে তিনি তাবৎ বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন।" যোহন ১৪; ২৬।

"পিতাহইতে নির্গত যে সহায়কে অর্থাৎ সত্যময় আত্মাকে আমি পিতার নিকটহইতে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিব, তিনি আসিয়া আমার বিষয়ে প্রমাণ দিবেন।" যোহন ১৫; ২৬।

"যীশু জলমধ্যহইতে উঠিবামাত্র মেঘদ্বার মুক্ত এবং আত্মাকে কপোতের ন্যায় আপনার উপরে নামিতে দেখিলেন। এবং তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতে আমার পরম সন্তোষ, এমন এক আকাশবাণী হইল।" মার্ক ১; ১০, ১১। মথি ৩; ১৬, ১৭। লূক ৩; ২১, ২২।

"আমার ধৃত ও মনোনীত ও মনস্তুষ্টিজনক সেবককে দেখ, আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থায়ী করিব।" যিশয়িয় ৪২; ১।

"এখন প্রভু পরমেশ্বর আমাকে ও আপন আত্মাকে প্রেরণ করেন।" যিশয়িয় ৪৮; ১৬।

এই সকল শাস্ত্রীয় বচনে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিনের কথা লিখিত আছে, এবং তিনের মধ্যে বিশেষ আছে ইহাও প্রকাশ পায়।

ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগহইতে নীত নিম্নলিখিত সকল বচনও ঈশ্বরীয় ত্রিত্বসূচক।

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে ও সাদৃশ্যে মনুষ্যের সৃষ্টি করি।" আদিপ ১; ২৬।

"(ঈশ্বর কহিলেন.) আইস আমরা নীচে সে স্থানে গিয়া তাহাদের ভাষার ভেদ জন্মাই।" আদিপ ১১; ৭।

"পরে, আমি কাহাকে পাঠাইব? ও আমাদের নিমিত্তে কে যাইবে? এই কথা সম্বলিত পরমেশ্বরের এক রব শুনিলাম।" যিশ ৬; ৮।

এই তিন স্থানে আমরা এই শব্দে যে বহুবচন আছে, তাহা ঈশ্বরের ত্রৈধত্বসূচক বুঝিবা।

"পরমেশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রক্ষা করুন। পরমেশ্বর তোমার প্রতি আপন মুখ প্রসন্ন করুন ও তোমাকে অনুগ্রহ করুন। পরমেশ্বর তোমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া তোমাকে শান্তি দিউন।" গণনা ৬; ২৪-২৬। এই আশীর্ব্বাদের ত্রৈধত্ব ঈশ্বরের ত্রৈধত্বসূচক বুঝিবা।

"সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র।" যিশয়িয় ৬; ৩। এই ধন্যবাদের ত্রৈধত্ব ঈশ্বরের ত্রৈধত্বসূচক বুঝিবা।

২৪। পুত্র অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর আছেন, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণের প্রথম শ্রেণী।

যিনি পিতা তিনি ঈশ্বর আছেন, ইহার বিশেষ প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক, যেহেতুক এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ জন্মিবে না। কিন্তু পুত্রের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক।

ঈশ্বরের পুত্র এই নাম উল্লেখ করিলে পৃথিবীতে অবতীর্ণ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মনে পড়ে। তিনি মনুষ্য আছেন, এবং ঈশ্বরও আছেন, কিন্তু তাঁহার মনুষ্যত্বের মীমাংসা এই স্থানে করা যায় না, কেবল তাঁহার ঈশ্বরত্বের মীমাংসা করা যাইতেছে।

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওনের পূর্ব্বে তাঁহার "বাক্য" এবং "পরমেশ্বরের দূত" এই নাম এবং অন্যান্য নামও ছিল।

"আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং ঐ বাক্য স্বয়ং ঈশ্বর।" যোহন ১; ১। সেই বাক্য শব্দে যে প্রভু যীশুকে বুঝায় তাহার প্রমাণ ১৪ পদে লেখা আছে যথা, "ঐ বাক্য মনুষ্যাবতার হইয়া অনুগ্রহ ও সত্যতাতে পরিপূর্ণ হইয়া আমাদের সঙ্গে বাস করিলেন।"

"তখন থোমা (যীশুকে) কহিল, হে আমার প্রভো, হে আমার ঈশ্বর।" যোহন ২০; ২৮।

"সর্ব্বাধ্যক্ষ সদাকাল সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর যে খ্রীষ্ট।" রোম ৯; ৫।

"ঈশ্বর মানুষিক দেহে সপ্রকাশ হইলেন।" ১ তীম ৩; ১৬।

"আমাদের মহান্ ঈশ্বর ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট।" তীত ২; ১৩।

"তিনিই সত্যময় ঈশ্বর ও অনন্ত পরমায়ু হন।" ১ যোহন ৫; ২০।

"ঈশ্বর পুত্রের বিষয়ে এই কথা কহিলেন, হে ঈশ্বর, তোমার রাজ-সিংহাসন চিরস্থায়ি।" ইব্রীয় ১; ৮। গীত ৪৫; ৬।

উপরে লিখিত সাত স্থানে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বর এই নাম স্পষ্টরূপে দেওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তাহার অন্য দুই নাম তাঁহার ঈশ্বরত্বসূচক আছে। প্রথম, ঈশ্বরের পুত্র এই যে নাম তাহা কোন ২ স্থানে তাঁহার আশ্চর্য্য জন্মের এক প্রমাণ বটে, কিন্তু অন্য ২ স্থানে তাহা যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব বুঝায়। ইহার উদাহরণ এই।

"তাঁহার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) নাম কি? ও তাঁহার পুত্রের নাম কি? যদি জান, তবে বল।" হিত ৩০; ৪।

"আমি নিয়ম প্রকাশ করিব, পরমেশ্বর আমাকে কহিয়াছেন, তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য তোমাকে উৎপাদিত করিলাম। আমার নিকটে যাচ্ঞা কর, তাহাতে আমি তোমার অধিকারের নিমিত্তে অন্যদেশীয়দি-গকে, ও তোমার রাজ্যের নিমিত্তে ভূমণ্ডলস্থ লোকদিগকে দিব। তুমি তা-হাদিগকে লৌহদণ্ডদ্বারা আঘাত করিয়া কুম্ভকারের পাত্রের ন্যায় চূর্ণ করিবা। অতএব হে নৃপতিবর্গ, তোমরা এখন জ্ঞান পূর্ব্বক আচরণ কর; হে পৃথিবীর বিচারকর্ত্তৃগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। সভয় হইয়া পরমেশ্বরের সেবা কর, সকম্প হইয়া আনন্দিত হও। তিনি যেন ক্রুদ্ধ না হন, ও ক্ষণমাত্রে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে তোমরা যেন পথে বিনষ্ট না হও, তন্নিমিত্তে পুত্রকে চুম্বন কর; যে সকল লোক তাঁহাতে আশ্রয় লয়, তাহারাই ধন্য।" গীত ২ ৭-১২। এই স্থানে যে পুত্রের বর্ণনা করা যায়, তিনি বিশ্বের রাজা, সুতরাং তিনি ঈশ্বরের সমান এবং স্বয়ং ঈশ্বর।

মনুষ্যের সন্তান মনুষ্য আছে, এবং গোরু প্রভৃতি পশুর সন্তান গোরু প্রভৃতি পশু আছে, ইহা যেমন আমরা জানি, তদ্রূপ ঈশ্বরের পুত্র আপনি ঈশ্বর আছেন, ইহাও জানিতে পারি। এই কারণ যীশুর ঈশ্বরত্ব দেখাইবার নিমিত্তে তাঁহার ঈশ্বরের পুত্র এই নাম করা গিয়াছে।

"আমি এবং পিতা উভয়ই এক।" যোহন ১০; ৩০। যীশুর এই কথা শুনিয়া যিহূদীয় লোকেরা তাঁহার প্রতি এমন বিরক্ত হইল, যে তাঁহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিতে প্রস্তর তুলিল। এবং তাহাদের সেই ক্রোধের

কারণ তাহারা আপনারা এই কথাতে প্রকাশ করিল, যথা, " তুমি মানুষ আপনাকে ঈশ্বর করিয়া ঈশ্বরের নিন্দা করিতেছ, এই জন্যে তোমাকে প্রস্তরাঘাত করি।" যোহন ১০ ; ৩২।

সেই সময়ের পূর্ব্বে অন্য কোন দিন যিহূদীয়েরা তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি ঈশ্বরকে আপন পিতা বলিয়া আপনাকে ঈশ্বরের তুল্য করিলেন। যোহন ৫ ; ১৮।

এবং যীশু আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র কহিলেন, এই কারণ যিহূদীয়েরা শেষে তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করিল। এ বিষয়ে লিখিত আছে, যথা, " তখন মহাযাজক উঠিয়া যীশুকে কহিল, তোমাকে অমর ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, তুমি কি ঈশ্বরের অভিষিক্ত পুত্র? তাহা বল। তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, তুমি সত্য কহিলা। তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিল, এ ঈশ্বরের নিন্দা করিল, আমাদের আর সাক্ষিতে প্রয়োজন কি? দেখ তোমরা এইক্ষণে ইহার মুখে ঈশ্বরের নিন্দা শুনিলা, তোমাদের কি বিবেচনা হয়? তাহারা উত্তর করিল, এ বধযোগ্য বটে।" মথি ২৬ ; ৬৩-৬৬। মার্ক ১৪ ; ৬১-৬৪। লূক ২২ ; ৭০,৭১।

"আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্ট শারীরিক সম্বন্ধে দায়ূদের বংশোদ্ভব, কিন্তু পবিত্র আত্মার সম্বন্ধে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা কবরহইতে তাঁহার উত্থানরূপ দৃঢ় প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।" রোম ১ ; ৩, ৪।

অতএব ঈশ্বরের পুত্র, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এই যে নাম করা গিয়াছে, তাহা তাঁহার ঈশ্বরত্বের একটি প্রমাণ, যেমন লিখিত আছে, যথা,

"তিনি দিব্য দূতগণ অপেক্ষা যে প্রসিদ্ধ নামের অধিকারী হন, তদনুসারে তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠও আছেন। কেননা তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য তোমাকে উত্থাপিত করিলাম, আর আমি তাঁহার পিতৃস্বরূপ হইব, ও তিনি আমার পুত্রস্বরূপ হইবেন, দিব্য দূতগণের মধ্যে ঈশ্বর কাহাকে কখন এমন কথা কহিলেন?" ইব্রীয় ১ ; ৫, ৬।

যীশু খ্রীষ্টের প্রভু এই দ্বিতীয় নামও তাঁহার ঈশ্বরত্ব বিষয়ে প্রমাণ দেয়। যে যিহোবাঃ নামের অর্থ পূর্ব্বে প্রকাশ করা গেল, সেই যিহোবাঃ নাম যিহূদীয়েরা উচ্চারণ করিত না, কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তে আদোনাই অর্থাৎ প্রভু এই নাম উচ্চারণ করিত, এবং ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ ভাষান্তরে প্রকাশ করণের সময়েও যিহোবাঃ নামের পরিবর্ত্তে প্রভু এই নাম লিখিত। য়েতস সাহেবের তর্জ্জমাতে যিহোবাঃ এই নামের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র পরমেশ্বর এই শব্দ লেখা গিয়াছে, কিন্তু কেরি সাহেব য়িহুহ লিখিতেন।

যীশু খ্রীষ্টের প্রভু এই নাম কোন সামান্য প্রভুকে বুঝায় না, কিন্তু যিহোবাঃ অর্থাৎ স্বয়ংজীবী ঈশ্বরকে বুঝায়, ইহার কোন ২ প্রমাণ লেখা যাইতেছে।

"প্রান্তরে এই বাক্যবাদি এক জনের রব আছে, পরমেশ্বরের (কিম্বা প্রভুর) পথ প্রস্তুত কর, ও তাঁহার রাজপথ সমান কর"। যিশায়িয় ৪০ ; ৩। মথি ৩ ; ৩। যিনি যিহোবাঃ অর্থাৎ স্বয়ংজীবী পরমেশ্বর, তিনিই প্রভু

যীশু খ্রীষ্ট, এবং তাঁহার পথ প্রস্তুত করণের নিমিত্তে যোহন কথা প্রচার করিয়াছিল।

"যে কেহ পরমেশ্বরের (কিম্বা প্রভুর) নামে প্রার্থনা করিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।" যোয়েল ২; ৩২। প্রেরিত ২; ২১। রোম ১০; ১৩। এই স্থানে যোয়েল্ যাঁহাকে যিহোবাঃ অর্থাৎ স্বয়ংজীবী পরমেশ্বর বলিয়াছিলেন, তাঁহার নাম পিতর ও পৌল প্রভু করিলেন, এবং তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।

"খ্রীষ্টের বিচারসিংহাসনের সম্মুখে আমাদের সকলকে দাঁড়াইতে হইবে, যেমন লিখিত আছে, পরমেশ্বর (অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট) কহিতেছেন, আমি যদি অমর হই, তবে আমার কাছে প্রত্যেক জন হাঁটু পাতিবে, এবং সকলেরই জিহ্বা ঈশ্বরের গুণ স্বীকার করিবে। অতএব (খ্রীষ্ট) ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রত্যেক জনেরই নিজ কর্ম্মের কথা কহিতে হইবে।" রোম ১৪; ১০, ১১, ১২। যিশয়িয়ের গ্রন্থহইতে নীত এই কথা সম্পূর্ণরূপে লেখা যাইতেছে, তাহাতে যিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তিনি পরমেশ্বর, ইহা প্রকাশ পাইবে।

(খ্রীষ্ট কহিতেছেন,) "হে পৃথিবীর অন্তস্থিত লোক সকল, আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরিত্রাণপ্রাপ্ত হও, কেননা আমিই ঈশ্বর, আমা ব্যতিরেকে আর কেহ নাই। আমি আপন নাম লইয়া শপথ করি, এবং আমার মুখহইতে সত্য ও অমোঘ বাক্য নির্গত হয়, আমার কাছে প্রত্যেক জন হাঁটু পাতিবে ও জিহ্বাদ্বারা শপথ করিয়া এই কথা কহিবে, 'কেবল পরমেশ্বরেতে আমার ধর্ম্ম ও শক্তি আছে।' এবং যাহারা আমার (কিম্বা তাঁহার অর্থাৎ পরমেশ্বরের) প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া লজ্জিত হইবে। কিন্তু ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ পরমেশ্বরের দ্বারা পুণ্যবান্ গণিত হইবে, ও তাঁহার গুণের প্রশংসা করিবে।" যিশয়িয় ৪৮; ২২-২৫।

"হে পরমেশ্বর (কিম্বা হে প্রভো,) তুমি প্রথমে পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছ, ইত্যাদি।" ইব্রীয় গীত ১০২; ২৫, ১; ১০। এই স্থানেও প্রভু নামে যিহোবাকে অর্থাৎ স্বয়ংজীবী পরমেশ্বরকে বুঝায়, এবং তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যেহেতুক এই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক বচন।

"পরমেশ্বরের (কিম্বা প্রভুর) বাক্য অনন্তকালস্থায়ী।" যিশয়িয় ৪০; ৮, ১ পিতর ১; ২৫। এই বাক্য প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে প্রচারিত।

"যে মণ্ডলীকে প্রভু আপন রক্তপাতের দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন।" প্রেরিত ২০; ২৮। এই স্থলে প্রভু শব্দ যিহোবাঃ অর্থাৎ পরমেশ্বরকে বুঝায়, যেহেতুক ৭৪ গীতের ২ পদে লিখিত আছে, "হে ঈশ্বর, পূর্ব্বকালে ক্রীত তোমার মণ্ডলীকে স্মরণ কর।"

এই সকলের বিবেচনা করিলে ইহা বুঝা যায় যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যদি যিহোবাঃ না হইতেন, তবে তাঁহার প্রভু এই নাম কখনো করা যাইত না।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ইম্মানুয়েল এই নাম তাঁহার ঈশ্বরত্ব বুঝায়। সেই

নামের অর্থ আমাদের সহিত ঈশ্বর, এবং ঈশ্বর মনুষ্যাবতার হইলেন, এই নিমিত্তে তাঁহাকে সেই নাম দেওয়া গিয়াছিল। যিশ ৭; ১৪। মথি ১; ২২। ইম্মানুয়েল এই নাম যে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বসূচক বটে, তাহার প্রমাণ যিশয়িয়ের এই বচন, যথা "হে ইম্মানুয়েল, সে (শত্রু) পক্ষের ন্যায় বিস্তারিত হইয়া তোমার তাবৎ দেশের প্রস্থ পূর্ণ করিবে।" যিশ ৮; ৯।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যিশয়িয় পূর্ব্বকালে এই ভবিষ্যদ্বাক্য লিখিয়াছিলেন, যথা, "আমাদের নিমিত্তে এক বালক জন্মিবে ও আমাদিগকে এক পুত্র দত্ত হইবে, ও তাঁহার স্কন্ধের উপরে তাবৎ কর্তৃত্বভার সমর্পিত হইবে; ও তাঁহার নাম আশ্চর্য্য ও মন্ত্রী ও বলবান্ ঈশ্বর ও অনন্তকালীয় পিতা ও শান্তিরূপ রাজা হইবে।" যিশ ৯; ৬।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে পৌল লেখেন, যথা, "সেই পুত্র ঈশ্বরের মহিমার তেজ ও সারের মূর্ত্তি আছেন।" ইব্রীয় ১; ৩। কল ১; ১৫।

এই বিষয়ে আদিভাগের নানা স্থানে যে২ বচন পাওয়া যায়, তাহা উল্লেখ করি। পিতা ঈশ্বর মুসাদ্বারা ইস্রায়েল বংশকে কহিতেছেন, "আমি যে দেশ বিষয়ে তোমাকে কহিয়াছি,সেই দেশে লোকদিগকে লইয়া যাও; দেখ আমার দূত তোমার অগ্রে২ যাইবেন।" যাত্রাপুস্তক ৩২; ৩৪। "আমি তোমার অগ্রে এক দূত পাঠাইয়া কিনানীয় প্রভৃতি তোমার বৈরি লোকদিগকে দূর করিব। আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যাইব না, কেননা তোমরা অবাধ্য, ইহাতে কি জানি আমি পথের মধ্যে তোমাদিগকে সংহার করি। যিনি আমার বদনস্বরূপ তিনি তোমার সহিত গমন করিবেন, এবং আমি তোমাকে বিশ্রাম দিব।" যাত্রাপুস্তক ৩৩; ২, ৩, ১৪।

"দেখ আমি পথে তোমাকে রক্ষা করিতে এবং আপন প্রস্তুত স্থানে তোমাকে আনয়ন করিতে তোমার অগ্রে২ এক দূত প্রেরণ করিতেছি। কিন্তু তাঁহাহইতে সাবধান, তাঁহার কথা শুনিও, এবং তাঁহার ক্রোধ জন্মাইও না, কেননা তাঁহাতে আমার নাম থাকাতে তিনি তোমাদের দোষ ক্ষমা করিবেন না" ইত্যাদি। যাত্রাপ ২৩; ২০, ২১।

এবং এই বিষয়ে যিশয়িয়ও লিখিয়াছেন,যথা, "তিনি কহিলেন,তাহারা অবশ্য আমার লোক ও অপ্রতারক সন্তান হইবে, অতএব তিনি তাহাদের ত্রাণকর্ত্তা হইলেন, এবং তাহাদের তাবৎ দুঃখেতে দুঃখগ্রস্ত হইলেন, ও তাঁহার মূর্ত্তিস্বরূপ (কিম্বা বদনস্বরূপ) দূত তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন।" যিশ ৬৩; ৯।

পরমেশ্বর মুসার বিষয়ে কহিতেছেন, "আমি তাহার সহিত গুপ্তরূপে নয়, কিন্তু ব্যক্তরূপে মুখামুখী হইয়া কথা কহি, সে পরমেশ্বরের মূর্ত্তি দর্শন করে।" গণনাপু ১২; ৮।

পরমেশ্বরের মূর্ত্তি ও তাঁহার মূর্ত্তিস্বরূপ দূত ও তাঁহার বদনস্বরূপ দূত ও পরমেশ্বরের দূত, এই সকল নাম প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম জানিবা। আর সেই পরমেশ্বরের দূত যে স্বয়ং পরমেশ্বর বটেন, ইহার এক স্পষ্ট প্রমাণ লিখি।

"এক দিনে মূসা মেষপাল লইয়া অরণ্যের পশ্চাদ্ভাগে হোরেব নামে ঈশ্বরের পর্ব্বতে আইলে ঝোপের মধ্যস্থিত অগ্নিশিখাতে ঈশ্বরের দূত তাহার নিকটে দর্শন দিলেন। পরে মূসা দেখিবার জন্যে এক পার্শ্বে যাইতেছে, ইহা দেখিয়া পরমেশ্বর ঝোপের মধ্যহইতে তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, ফলতঃ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকুবের ঈশ্বর। আরও কহিলেন, আমি যে আছি, সেই আছি; ইস্রায়েল্ বংশকে কহিও, স্বয়ম্ভু তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিলেন। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর অর্থাৎ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকুবের ঈশ্বর যে যিহোবাঃ তিনি তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইলেন; আমার এই নাম নিত্যস্থায়ি, এবং ইহাতে আমি পুরুষানুক্রমে স্মরণীয় হইব।" যাত্রাপুস্তক ৩; ২, ৬, ১৪, ১৫। প্রেরিত ৭, ৩৫। ঝোপেতে মূসার নিকটে দর্শনদায়ক দূত যে স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

সেই ঈশ্বরত্ববিশিষ্ট দূতের বিষয়ে আদিপুস্তকের ১৮ অধ্যায় ও ২২ অধ্যায় ও ৩১ অধ্যায়ের ১৯ ও ৩০ পদ এবং বিচারকর্ত্তৃবিবরণের ২ অধ্যায়ের আরম্ভস্থান ও ১৩ অধ্যায় পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং অন্য২ স্থানেও তাঁহার কথা আছে।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে স্বয়ং ঈশ্বর, ইহার প্রমাণার্থে আর দুই শাস্ত্রীয় বচন লিখি, তাহা এই।

"আমি দায়ূদ বংশের ও যিরূশালম নিবাসিদের উপরে প্রার্থনা ও বিনয়জনক আত্মা বর্ষণ করিব, তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিল তাঁহার প্রতি অর্থাৎ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অদ্বিতীয় পুত্রশোকের ন্যায় শোক করিবে।" সিখরিয় ১২, ৯, ১০।

"যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বররূপী হওনাতে ঈশ্বরের সদৃশ মানপ্রাপ্তিকে অপহরণ (অর্থাৎ অন্যায়ে লব্ধ গৌরব) বোধ না করলেও আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া মনুষ্যবেশ ধারণ পূর্ব্বক দাসরূপী হইলেন।" ফিলিপ ২; ৬, ৭।

আধ্যাত্মিক জীবনোপায়।

পারমার্থিক স্বভাবের উপযুক্ত যে সকল বিষয়ে আত্মা জীবৎ থাকে ও বলবান্ হয় ও বৃদ্ধি পায়, সে সকল বিষয় আত্মার ভক্ষ্যস্বরূপ। আত্মার এই প্রকার জীবনরক্ষা ও প্রতিপালনকারক বস্তু অর্থাৎ স্বর্গহইতে আগত ভক্ষ্য খ্রীষ্টই। তাঁহাকে ভক্ষণ করিলে অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্তে ক্ষুধা হইবে না। তবে খ্রীষ্টকে ভক্ষণ করার অর্থ কি? না মঙ্গলসমাচারদ্বারা তিনি যে প্রকারে প্রকাশিত হন তৎপ্রকারে তাঁহাতে বিশ্বাস করণ।

তাঁহার পুস্তকে লিখিত শিক্ষামতে তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করা ও তাঁহাতে ভরসা রাখা এবং তাঁহাকে আপনাদের মধ্যস্থস্বরূপ মনোনীত করা।

সকল মনুষ্যের আত্মা স্বভাবতঃ জীবনহীন অর্থাৎ আজ্ঞা-লঙ্ঘনে ও পাপেতে মৃত। ঈশ্বরের বিচারানুসারে মৃত বটে, কেননা দোষ প্রযুক্ত তাহারা দণ্ডাধীন। বাস্তবিক মৃত বটে, যেহেতুক তাহারা পারমার্থিক কোন বিষয়ে ইচ্ছা ও কর্ম্ম করিতে অপারক। দণ্ডাধীনতাহইতে উদ্ধার পাইবার জন্যে ও বাঁচিয়া থাকিবার স্বত্ব ও ক্ষমতা পাইবার জন্যে আবশ্যক যে তাহারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে। এবং পারমার্থিক জীবনের মূল অন্তঃকরণে স্থাপিত হইবার নিমিত্তে ও পারমার্থিক অনুগ্রহজাত নিত্য সুখ ভোগ করিবার নিমিত্তে আবশ্যক যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে।

পাপের ক্ষমা ও পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হওয়া এই ২ মহৎ বিষয়ের প্রস্তাব মঙ্গলসমাচারে হইয়াছে। সেই মঙ্গলসমাচারের মূলশিক্ষা এই ২। খ্রীষ্ট অনেকের পাপ দূর করণার্থ একবার উৎসৃষ্ট হইয়া পাপিদের জন্যে মরিলেন। আর খ্রীষ্ট মৃত্যুভোগ পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইয়া পরমেশ্বরের ব্যবস্থাকে গৌরবান্বিত ও সম্ভ্রান্ত করিলেন, তাহাতে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া কহিয়াছেন যে পাপিদের মরণ ও দুঃখভোগের পরিবর্ত্তে আমি খ্রীষ্টের মরণ ও দুঃখভোগ গ্রাহ্য করিব। পরন্তু দয়ালু ঈশ্বরের অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ হয়, এই নিমিত্তে মঙ্গলসমাচারে যে ক্ষমার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা আমার আবশ্যক, ইহা জানিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছামতে ত্রাণকর্ত্তার মধ্যস্থতাক্রমে সেই ক্ষমা গ্রাহ্য করিতে সম্মত হওয়া পাপি জনেরই উচিত। কিন্তু পাপি জন এই বিষয়ে সম্মত হয় তাহা কি প্রকারে প্রকাশ পায়? না কেবল ত্রাণকর্ত্তাতে বিশ্বাস করণদ্বারা প্রকাশ পায়। পরমেশ্বর যে ত্রাণোপায় দয়াপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা বিশ্বাসদ্বারা তাঁহার ধন্যবাদ করিয়া গ্রাহ্য করিলে পাপী জন সেই ত্রাণের অংশী হয়। এই প্রকারে ত্রাণকর্ত্তাকে গ্রাহ্য করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিলে তিনি সেই পাপির জীবনস্বরূপ হন।

পরন্তু মনুষ্য দণ্ডাধীনতাহইতে উদ্ধার পাইয়া পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে যাথার্থিকীকৃত হইলে অন্য কোন বিষয়ে কি তাহার পরিবর্ত্তন হয় না? ঈশ্বরের বিচারানুসারে কি এইমাত্র নিষ্পত্তি হয় যে সে জন মরিবে না কিন্তু বাঁচিবে? তাহা নয়, এই কথা স্পষ্টরূপে লেখা আছে যে শয়তানের কর্ম্ম বিনষ্ট করিবার নিমিত্তে ঈশ্বরের পুত্র স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু শয়তানের সে কর্ম্ম কি? না মনুষ্যের পাপ, কেননা তাহা শয়তানের প্রবৃত্তিমতে করা যায় ও তাহার চতুরতাতে বৃদ্ধি হয়। তদনুরূপ লেখা আছে যে ঈশ্বর আপন পুত্র যীশুকে উঠাইয়া আমাদের প্রত্যেক জনকে আপন ২ পাপহইতে ফিরাইয়া আশীর্ব্বাদ দিতে আমাদের নিকটে পাঠাইয়াছেন।

ইহাতে দেখা যায় যে মনুষ্যদের পরিত্রাণ সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে পরমেশ্বরের দুই অভিপ্রায় আছে। অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে পাপের দণ্ড ও পাপের কর্ত্তৃত্ব এই উভয়হইতে উদ্ধার করিতে মনস্থ করেন। তিনি তাহাদিগকে যথার্থ ও পবিত্র করেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত কার্য্যেতে এই নিয়ম দেখা যাইতেছে যে অতি সহজ উপায়দ্বারা তিনি নানাপ্রকার বহুতর বিষয় উৎপন্ন করেন। পরিত্রাণের কার্য্যেও তিনি তদ্রূপ করেন। পরিত্রাণের যে কোন অর্থ করা যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে একি ফলবান মূলহইতে এক উপায়দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই মূল ক্রুশে হত খ্রীষ্ট, আর সেই উপায় ঐ খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস। যোহন প্রেরিত কহেন যে জগতের জয় করণদ্রূপ যে জয় সেই আমাদের প্রত্যয়। এই মূলগুণের বলেতে পাপের দণ্ডনীয়তার প্রমাণ ও পাপের দণ্ডবিষয়ে ভয় জন্মে ও পাপের ব্যবহার বিষয়ে ঘৃণা হয়। আর মনুষ্য আপনাকে পাপ প্রযুক্ত দণ্ডের যোগ্য জ্ঞান করিয়া সেই গুণের বলেতে রক্ষা পাইবার ভরসা করে ও পাপবন্ধন ছিন্ন করিতে বলবান্ হয়। বিশ্বাসের গুণেতে পাপী ঈশ্বরকে প্রেম করিতে পারে, এবং তাঁহার পক্ষে অনুগ্রহজাত সকল গুণ প্রকাশ হয়। প্রথমে ঈশ্বর আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবার নিমিত্তে আপন পুত্রকে পাঠাইলেন, বিশ্বাসের দ্বারা এই বিষয়ের স্থির জ্ঞানেতে পতিতমনুষ্যের অন্তঃকরণ মুগ্ধ

হইয়া আপন সৃষ্টিকর্ত্তার সেবাতে আকৃষ্ট হয়। পরমেশ্বর এমন কর্ম্ম আমার নিমিত্তে করিয়াছেন, ইহাতে বিশ্বাস হইলেই তাঁহার প্রতি যে স্বাভাবিক শত্রুতা মনের মধ্যে আছে, তাহা নষ্ট করা যায়। এবং সেই কার্য্য সংযুক্ত সকল বিষয় ক্রমে ২ আমাদের মনেতে প্রকাশিত হইলে ও আমাদের অন্তঃকরণের হর্ষজনক ভক্ষণ হইলে তৎক্রমেও ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি প্রেম ও তাহার সহিত একাত্মতা জন্মে।

বীজ অঙ্কুরিত হইলেই আপনাহইতে বৃদ্ধি পাইয়া ফলবান হইবে এমত নহে। কোন জীবজন্তু জন্মিলেই আপনাহইতে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইবে এমন নয়। বৃক্ষ ও জন্তু যে প্রকার খাদ্যেতে পুষ্ট হয় ও যে প্রকার দেশে জন্মে সেই প্রকার খাদ্য ও সেই প্রকার দেশের তুল্য শীতগ্রীষ্মাদি না পাইলে অকালে শুষ্ক হইয়া মরিবে। ঈশ্বরের ক্ষেত্রস্থ পারমার্থিক বৃক্ষের তত্তুল্য দশা, অর্থাৎ ঈশ্বরহইতে জাত মনুষ্যদের আত্মার বৃদ্ধি শরীরহইতে কিম্বা মনুষ্যহইতে হয় না। যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়া পাপী যে নূতন জীবন পায়, তাহা রক্ষা করণের নিমিত্তে উপযুক্ত খাদ্যেতে নিত্য প্রয়োজন হয়। যে বস্তুতে সেই জীবন প্রথম প্রাপ্ত হয় সেই বস্তুতেই তাহা বৃদ্ধিও পায়। আমাদের প্রভু গালিলের সমুদ্রধারে কথোপকথন করিয়া আপনাকে জীবনদায়ক আহারস্বরূপ প্রকাশ করিলেন, এই মঙ্গলজনক আহারের বিষয় শুবণ করিলেই তাঁহার শ্রোতারা কহিলেন, হে প্রভো, এই আহার আমাদিগকে নিত্য দেও। কিন্তু তাহার পরের লিখিত বৃত্তান্তদ্বারা জানা যায় যে তাহারা তাঁহার কথা ও আপনাদের প্রার্থনার অর্থ উপযুক্ত মতে বুঝিল না। যদ্যপি সমুদয় বুঝিতে পারিত, তথাপি তদপেক্ষা উপযুক্ত প্রার্থনা জানাইতে পারিত না। যে জন ঈশ্বরের অনুগ্রহের আস্বাদ পাইয়াছে ও মঙ্গলসমাচারেতে বিশ্বাস করণদ্বারা জীবৎ হইয়াছে সে জন, আমাকে এই আহার নিত্য দেও, এই প্রার্থনা করণাপেক্ষা উপযুক্ত কোন কর্ম্ম করিতে পারে না।

পরন্তু প্রার্থনা ও পরিশ্রম এই উভয়ের যোগ থাকা আবশ্যক। যদি জীবনরূপ আহার ভক্ষণ করিতে চাহি, তবে পরমেশ্বর আমাদের ব্যবহারের নিমিত্তে তাহা যে স্থানে প্রস্তুত করিয়াছেন

সেই স্থানে গিয়া তাহা লওয়া উচিত। সেই আহার তাঁহার পুস্তকের মধ্যে পাওয়া যায়, সেই পুস্তক এই অভিপ্রায়ে লিখিত আছে ও তাঁহার ইচ্ছামতে বিতরণ করা যায়, অতএব তথায় আমাদের যাওয়া উচিত। খ্রীষ্টেতে যে বিশ্বাসদ্বারা আত্মার জীবন হয় তাহা কেমন? মঙ্গলসমাচারের সত্যতা স্বীকারকারী অনেক লোক বোধ করে যে খ্রীষ্টভিন্ন বিশ্বাসের ও ভরসার অন্য সকল পাত্র অস্বীকার করিলেই সেই বিশ্বাস হয়। অন্যেরা বোধ করে যে নাস্তিক মত কিম্বা হিন্দু বা মহম্মদীয় বা অন্যান্য মত অস্বীকার করিলেই ঐ বিশ্বাস হয়। কিন্তু তাহা নয়, তাহা বৈরাগ্য নহে, সহজরূপে কোন বিষয় বিশ্বাস করাও নহে। পরন্তু মঙ্গলসমাচারেতে খ্রীষ্টের গৌরব ও অপমান ও মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে যে সকল কথা লেখা আছে এবং তৎসম্বন্ধীয় যে সকল কথা আচার্য্যেরা ও প্রেরিতেরা ও মঙ্গলসমাচারলেখকেরা ধর্ম্মাত্মাতে আবির্ভূত হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে প্রকাশ করেন, সেই সকল কথা সত্য জ্ঞান করাই ঐ বিশ্বাস হয়। ঐ বিশ্বাস যে বিষয় স্বীকার করে তাহাহইতে বল প্রাপ্ত হয়, এবং আমরা যদি মনেতে বাহুল্যরূপে ও নিত্য তদ্বিষয়ে চিন্তা করি, তবে আমাদের বিশ্বাসের বল বৃদ্ধি পাইবে। ধৰ্ম্মপুস্তকের কোন সত্য কথা কিম্বা কোন শিক্ষা না মানিলে বিশ্বাসের বল ন্যূন হয়। ইহাতে দেখা যায় যে পাঠ করণে ও প্রবোধ দেওনে ও উপদেশে মনঃসংযোগ করা ও এই সকল বিষয়ে একান্ত মনে যত্নবান হওয়া খ্রীষ্টীয় লোকদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অন্য লোক অপেক্ষা শিক্ষাদায়ি উপদেশকদের এই কর্ম্ম কর্ত্তব্য, কিন্তু উপদেশ দেওনের নিমিত্তে যাহা আবশ্যক, তাহা উপদেশ গ্রহণের নিমিত্তেও আবশ্যক আছে।

ধৰ্ম্মোপদেশ বিষয়ক পরামর্শ।

দ্বিতীয় খণ্ড। মূলবচনের ধ্যান বিষয়ক পরামর্শ।

ধর্ম্মোপদেশের সূত্র নিশ্চিত হইলে পরে প্রচারকের তদ্বিষয়ে ধ্যান করা কর্ত্তব্য। কোন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে গেলে

যেমন ইষ্টক ও কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করা আবশ্যক হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মোপদেশ করিতে গেলে বক্তব্য প্রস্তাব সকল ধ্যানদ্বারা সংগ্রহ করা আবশ্যক হয়।

১। ইহার মধ্যে প্রথম কর্ম্ম এই, প্রচারক যাহাতে মূলবচনের অর্থ অতি স্পষ্টরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে বুঝে এমন চেষ্টা করা।

মূলবচনের অর্থ বুঝিবার নিমিত্তে প্রচারক প্রথমে তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া এই ২ রূপ বিবেচনা করিবে, ইহার অর্থ কি? আর এই কথার প্রধান অভিপ্রায় কি?

পরে মূলবচনের পূর্ব্বে এবং পরে কি ২ কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা নিরীক্ষণ করিবে, এবং পূর্ব্বে ও পরে লিখিত সেই কথার সহিত মূলবচনের কি সম্বন্ধ আছে তাহা নিশ্চয় করিতে চেষ্টা করিবে। কখনো ২ সেই কথার সহিত মূলবচনের কোন বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু কখনো ২ সেই সম্বন্ধের প্রতি মনোযোগ করা অতি আবশ্যক।

পরে মূলবচনের এক ২ শব্দের বিষয়ে বিবেচনা করিবে। অমুক শব্দের অর্থ কি? আর সেই শব্দ কি জন্যে মনোনীত হইল? অন্য কোন শব্দ লিখিলে অর্থান্তর হইত কি না? বিপরীত শব্দ লিখিলে কি অর্থ হইত? এই ২ প্রকার বিবেচনা করিতে হয়।

এইরূপ বিবেচনা করণের উপায় তিন প্রকার। প্রথম, প্রচারকের নিজ বিচার, যেহেতুক তাহা বিনা সে কিছুই করিতে পারে না। দ্বিতীয় উপায় সমান অর্থবিশিষ্ট অন্য ২ শাস্ত্রীয় বচন। সেই রূপ বচন অনুসন্ধান করা কিছু কঠিন, যেহেতুক বড় ধর্ম্মপুস্তকে যে সংগ্রহ হইয়াছে তাহা অতি অসম্পূর্ণ। অতএব যে ধর্ম্মপ্রচারক ইংরাজি ভাষা জানে, সে ইংরাজি ধর্ম্মপুস্তকে উল্লেখিত ঐরূপ সকল বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, এবং কংকর্দন্স নামক গ্রন্থমধ্যেও ঐরূপ অন্য ২ বচনের অনুসন্ধান করিবে। যে ধর্ম্মপ্রচারক ইংরাজি ভাষা জানে না, সে সমান অর্থবিশিষ্ট যত বচন স্মরণ করে, সেই সকল দেখিবে। এই কর্ম্মের নিমিত্তে সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক বার ২ অধ্যয়ন পূর্ব্বক অবগত হওয়া প্রচারকের অতি আবশ্যক।

মূলবচনের অর্থ মীমাংসা করণের তৃতীয় উপায় পরের বিচার। যে প্রচারক কেবল বঙ্গভাষা জানে সে এই উপায়রহিত, যেহেতুক অদ্যাপি ধর্ম্মপুস্তকবিষয়ক কোন টীকা এতদ্দেশীয় ভাষাতে লিখিত হয় নাই, এবং যে কএকটি ধর্ম্মোপদেশ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহা অতি অল্পসংখ্যক। কিন্তু যে প্রচারক ইংরাজি ভাষা জানে, সে টীকাদি উপায়দ্বারা পরের বিচার অবগত হইতে পারে।

মূলবচনের অর্থ অনুসন্ধান করণের একটি সুন্দর উদাহরণ ফুল্লর সাহেব লিখিয়াছেন, তাহার সার ভাষান্তর করিয়া জানাই। দায়ূদের ১৪৫ গীতের ১৬ পদে লিখিত আছে, "তুমি "আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাবৎ প্রাণির মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ "করিতেছ।" এই বচনের বিষয়ে উক্ত সাহেবের ধ্যান এই ২।

"হস্ত *বিস্তার করণ পিতা ঈশ্বরের দয়া ও দাতৃত্ব বুঝায়।* অনেক মনুষ্য কৃপণতাপ্রযুক্ত আপন ২ হস্ত সংকুচিত করে। এবং হস্ত বিস্তার করা সহজ কর্ম্ম, অতএব প্রাণিগণের প্রতিপালন করা ঈশ্বরের সুসাধ্য কর্ম্ম। এক মহানগরে প্রতিদিন মনুষ্যের আহারার্থে কত দ্রব্যের ব্যয় হয়, তাহাতে এক দেশের ও সমস্ত পৃথিবীর মনুষ্যদের প্রতিপালন অতি মহৎ কর্ম্ম। আর ঈশ্বর কেবল মনুষ্যগণের প্রতিপালন করেন তাহা নহে, ভূচর ও খেচর ও জলচর যত প্রাণী, সেই সকলের প্রতিপালন ঈশ্বরের হস্ত বিস্তার করণদ্বারা হয়।

"পাপের মার্জ্জনা তাঁহার হস্ত বিস্তার করণদ্বারা হয় না, কেবল তাঁহার রক্তব্যয়দ্বারা হয়; অতএব অন্য সকল কর্ম্মাপেক্ষা পাপের মার্জ্জনা দুষ্কর।

"ঈশ্বর যদি আমাদের হিতার্থে আপন হস্ত বিস্তার করেন, তবে পরের হিতার্থে নিজ হস্ত বিস্তার করা কি আমাদের উচিত নহে?

"ঈশ্বর আপন হস্ত বিস্তার করণদ্বারা আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন তাহার নিমিত্তে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমাদের উচিত বটে, তথাপি সেই সকল অনুগ্রহ এই সংসার সম্বন্ধীয়, এবং তিনি আপন শত্রুদিগকেও ঐহিক বিষয়ে অনুগ্রহ

করেন। এই নিমিত্তে আমাদের কেবল সেই অনুগ্রহপ্রাপ্তির চেষ্টা কর্ত্তব্য নহে, পরিত্রাণবিষয়ক অনুগ্রহপ্রাপ্তির চেষ্টাও কর্ত্তব্য। যেহেতুক তিনি যেমন আমাদের প্রতিপালনার্থে হস্ত বিস্তার করেন, তদ্রূপ আমাদের পরিত্রাণার্থে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে দিয়াছেন, এবং তাঁহার গুণে আমাদিগকে চিরস্থায়ি স্নেহের পাত্র করিতে প্রস্তুত আছেন। কোন গৃহস্থ দরিদ্র লোকের প্রতি-পালনার্থে এবং আপন দাসকে বেতন প্রদানার্থে হস্ত বিস্তার করেন বটে, তথাপি আপন পুত্রকে দাস অপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন।

"ঈশ্বর তাবৎ প্রাণির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তিনি কৃপণ নহেন। এবং যে কোন মনোবাঞ্ছা তিনি জন্মান তাহাই পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন, এবং নিজ স্বভাবানুসারে যে প্রাণী যাহা বাঞ্ছা করে তাহা তিনি যোগাইয়া দেন। আমার যে মনোবাঞ্ছা ঈশ্বরের অভিমত, তাহা তিনি পূর্ণ করিবেন, ইহা জানিয়া আমি সান্ত্বনা পাই; এবং আমার যে মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করেন না, তাহা পাপহইতে উৎপন্ন, ইহা বিবেচনা করিয়া আমি অনেক সুশিক্ষা পাইতে পারি।"

২। মূলবচনের অর্থ নিশ্চয় করিলে পরে প্রচারকের দ্বিতীয় কর্ম্ম এই, যেন দাতব্য উপদেশের সারকথা নিশ্চয় করে।

কখনো২ মূলবচনই উপদেশের সারকথা। ইহার উদাহরণ "নিরন্তর প্রার্থনা কর," এই শাস্ত্রীয় বচন যদি সূত্ররূপে গৃহীত হয়, তবে তাহাই ধৰ্ম্মোপদেশের সারকথা হইবে।

কখনো২ মূলবচনের এক অংশমাত্র ধৰ্ম্মোপদেশের সারকথা হয়। ইহার উদাহণ, "আমরা যেন খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরীয় পুণ্য- "স্বরূপ হই, এই জন্যে যাঁহার সঙ্গে পাপের কোন সম্পর্ক ছিল "না, তাঁহাকে আমাদের নিমিত্তে পাপস্বরূপ করিলেন।" ২ কর ৫; ২১। এই বচন সূত্ররূপে গৃহীত হইলে আমাদের ঈশ্বরীয় পুণ্যস্বরূপ হওন, ও খ্রীষ্টের নির্দ্দোষতা, ও আমাদের নি-মিত্তে তাঁহার পাপস্বরূপ হওন, ও আমাদের পরিত্রাণে প্রকাশিত ঈশ্বরের আশ্চর্য্য জ্ঞান, ও তাঁহার প্রেম, এই যে সকল বিশেষ২ প্রসঙ্গ, তাহার মধ্যে একটা উপদেশের সারকথা হইতে পারে।

কখনো ২" মূলবচন অপেক্ষা উপদেশের সারকথা সংক্ষিপ্ত। ইহার উদাহরণ, "মানুষের প্রতি যে পরীক্ষা সম্ভব হয়, তাহা "ব্যতিরেকে তোমাদের আর কোন পরীক্ষা ঘটে নাই; আর "বিশ্বাস্য যে ঈশ্বর তিনি তোমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত পরী- "ক্ষাতে তোমাদিগকে পড়িতে দিবেন না; কিন্তু তোমরা যেন "সহ্য করিতে পার, এই জন্যে পরীক্ষা ঘটনের সময়ে রক্ষার "পথ প্রস্তুত করিবেন।" ১ করিন্থ ১০; ১৩। এই বচন সূত্র- রূপে গ্রহণ করিলে "পরীক্ষা বিষয়ক সান্ত্বনা" উপদেশের সার- কথা হইতে পারে।

কখনো ২ মূলবচন উপদেশের সারকথার উদাহরণমাত্র কিম্বা প্রমাণমাত্র। ইহার উদাহরণ। "দুই চটকপক্ষী কি এক পয়- "সাতে বিক্রীত হয় না? তথাচ তোমাদের পিতার অনুমতি "ব্যতিরেকে তাহাদের একটিও ভূমিতে পড়ে না; এবং তোমা- "দের মস্তকের কেশ সকলও গণিত আছে।" মথি ১০; ২৯, ৩০। এই বচন সূত্ররূপে গ্রহণ করিলে পক্ষির কিম্বা কেশের মীমাংসা উপদেশের সারকথা হইবে না, কিন্তু "অতি ক্ষুদ্র বিষয়ে "ঈশ্বরের মনোযোগ," এই সারকথা হইবে।

প্রচারক যে কোন বিষয়ে উপদেশ দিতে চাহে, তাহার সার- কথা স্পষ্টরূপে নিশ্চয় করা অতি আবশ্যক, যেহেতুক জলযাত্রার সময়ে দুই নৌকাতে দুই পদ দেওয়া যেমন নির্ব্বোধ যাত্রিকের চিহ্ন হয়, তদ্রূপ উপদেশ করণের সময়ে তাহার সারকথার বিষয়ে সন্দিগ্ধ হওয়া নির্ব্বোধ প্রচাকের চিহ্ন জানিবা।

উপদেশের সারকথা যাহাতে মূলবচনের সহিত মিলে, এমন চেষ্টা করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। অগ্রে সারকথা, পরে মূলবচন নিশ্চয় করিলে এই বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ করিতে হয়। আর অগ্রে মূলবচন নিশ্চয় করিলে যে সময়ে প্রচারক দাতব্য উপ- দেশের সারকথা নিশ্চয় করে, সেই সময়ে যাহাতে মূলবচনের সমস্ত কথার সার সংক্ষেপে নিশ্চিত হয়, এমন চেষ্টা করা ভাল। মূলবচনের যে সারকথা তাহা যদি উপদেশের সারকথা হয়, তবে তাহাই উত্তম, যেহেতুক তাহা হইলে শ্রোতারা অধিক ফল প্রাপ্ত হইতে পারে।

যে প্রচারক উপদেশের সারকথা প্রথমাবধি নিশ্চয় না করে, সে নানা বিষয়ে নানা প্রকার ভাল কথা কহিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার কিছু ফল হইবে না। অগ্রে লক্ষ্য নিশ্চয় না করিলে যেমন বাণ নিক্ষেপ করা নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ অগ্রে উপদেশের প্রধান অভিপ্রায় নিশ্চয় না করিলে উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল হইবে। ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে অনেক প্রচারক এই বিষয়ে ত্রুটি করে। তাহারা কোন শাস্ত্রীয় বচন সূত্ররূপে গ্রহণ করে বটে, কিন্তু উপদেশের কোন বিশেষ অভিপ্রায় নিশ্চয় না করিয়া যে সকল কথা মনে পড়ে, সেই সকল কথা কহে; তাহাতে উপদেশের শেষ হইলে মনোযোগী শ্রোতাও তাহার সার কি ছিল, ইহা না বুঝাতে সন্দিগ্ধ হইয়া অসন্তুষ্ট হয়।

এই বিষয়ে কেবল আর একটি কথা কহিব, তাহা এই; এক উপদেশের একমাত্র সারকথা হওয়া আবশ্যক। যে উপদেশের সারকথা দুই তিন প্রকার আছে, তাহা কিরূপ? না, যেমন এক বাণাঘাতে দুই তিন লক্ষ্য মারিবার চেষ্টা, তদ্রূপ।

৩। ধ্যান করণ সময়ে প্রচারকের তৃতীয় কর্ম্ম এই যেন উপদেশের সারকথা শ্রোতাদিগের বোধগম্য করণের উপায় অনুসন্ধান করে।

সেই উপায় নানা প্রকার। প্রথম উপায় সামান্য নির্ণয়। দ্বিতীয় উপায় শাস্ত্রীয় নির্ণয়। তৃতীয় উপায় অংশানুক্রমিক বিবেচনা। চতুর্থ উপায় নানা উদাহরণ। পঞ্চম উপায় দৃষ্টান্তকথা। এতদ্ভিন্ন অন্য২ উপায়ও আছে, যথা নানা বিষয়ে নানা প্রকার গুণের প্রকাশ, এবং বিস্তারিত বর্ণনা। উক্ত সকল উপায় দেখাইবার নিমিত্তে আমরা এক উদাহরণ লিখি।

বিশ্বাস কি? ইহা শ্রোতাদিগের বোধগম্য করণের নানা উপায়।

প্রথম উপায়, সামান্য নির্ণয়। ঈশ্বরের বাক্য সত্য জ্ঞান করিয়া তদনুসারে ঈশ্বরের আশ্রয় লওয়া, ইহাই বিশ্বাস।

দ্বিতীয় উপায়, শাস্ত্রীয় নির্ণয়। বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়কারি ও অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রমাণদাতা। ইব্রীয় ১১; ১।

তৃতীয় উপায়, অংশানুক্রমিক বিবেচনা। যে কেহ বিশ্বাস করে, সে প্রথমে ঈশ্বরকে সত্যবাদী জ্ঞান করে, পরে আমি পাপী

এবং নরকের যোগ্যপাত্র, ইহা স্বীকার করে। পরে পাপের মার্জ্জনা না পাইলে আমার সর্ব্বনাশ অবশ্য হইবে, ইহা বুঝে। পরে খ্রীষ্ট পাপিদের প্রতি দয়া করেন, অতএব আমার প্রতিও দয়া করিবেন, এমন ভরসা করে। পরে খ্রীষ্টের মৃত্যুদ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা গিয়াছে, অতএব তাহাদ্বারা আমার পাপেরও মার্জ্জনা হইতে পারে, ইহা বুঝে। পরে প্রার্থনাদ্বারা আপন পাপের ভার খ্রীষ্টের উপরে অর্পণ করে। পরে যে কেহ খ্রীষ্টকে জামীন-স্বরূপে গ্রাহ্য করে, তাহাকে ঈশ্বর গ্রাহ্য করেন, এমন কথা তিনি বার ২ বলিয়াছেন, অতএব আমিও গ্রাহ্য হইলাম, ইহা সত্য জ্ঞান করে। পরে ইহকালের এবং পরকালের বিষয়ে ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সকলি সত্য, ইহা মনেতে স্বীকার করিয়া সান্ত্বনা পায়, এবং স্বর্গীয় সুখের অপেক্ষাতে প্রফুল্ল হয়।

চতুর্থ উপায়, নানা উদাহরণ। ইব্রাহীম, মূসা, পৌল ইত্যাদি। অন্য সকল উদাহরণ অপেক্ষা শাস্ত্রীয় উদাহরণ উত্তম।

পঞ্চম উপায়, নানা দৃষ্টান্তকথা। শিশু মাতাকে বিশ্বাস করে। বালক পিতাকে বিশ্বাস করে। বন্ধু বন্ধুকে বিশ্বাস করে। রোগী লোক চিকিৎসককে বিশ্বাস করে। ঋণী লোক জামীনকে বিশ্বাস করে।

নানাবিধ উপায়। নানা বিষয়ে এবং নানা সময়ে বিশ্বাসের নানা প্রকার গুণের প্রকাশ। দুঃখের ও তাড়নার ও পরীক্ষার ও প্রার্থনার ও মৃত্যুর সময়ে প্রকাশিত গুণদ্বারা বিশ্বাস আমাদের বোধগম্য হয়।

৪। ধ্যান করণ সময়ে প্রচারকের চতুর্থ কর্ম্ম এই, যেন শ্রোতা-দিগকে সারকথার সত্যতা দেখাওনের উপায় অনুসন্ধান করে।

সেই সত্যতা দেখাওনের নিমিত্তে যে প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তাহা তিন প্রকার।

প্রথম, যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ, অর্থাৎ মনুষ্য আপন চেতনাদ্বারা কি বিবেকশক্তিদ্বারা কি বুদ্ধিদ্বারা কি পরীক্ষাদ্বারা যাহা অবগত হইতে পারে, সেই সকল প্রমাণ।

দ্বিতীয়, শাস্ত্রীয় প্রমাণ, অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকের বচনরূপ প্রমাণ।

তৃতীয়, উদাহরণরূপ প্রমাণ। সেই উদাহরণ শাস্ত্রোদ্ধৃত হইতে

পারে, এবং অন্য২ প্রকারও হইতে পারে। কোন২ উদাহরণদ্বারা উপদেশের সারকথা শ্রোতাদের বোধগম্যমাত্র হয়, অন্য২ উদাহরণদ্বারা তাহার প্রামাণ্য প্রকাশ পায়। এই দুই প্রকার উদাহরণের মধ্যে কিছু বিশেষ আছে।

এই তিন প্রকার প্রমাণ ব্যতিরেকে নানা মনুষ্যের সাক্ষ্যরূপ যে প্রমাণ, তাহার প্রতিও মনোযোগ করা কখন২ ভাল হয়।

৫। ধ্যান করণ সময়ে প্রচারকের পঞ্চম কর্ম্ম এই, যেন শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করণের উপায় অনুসন্ধান করে।

শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করণের নিমিত্তে তাহাদিগকে লভ্য ফলাফল দেখাইতে হয়, যেহেতুক যাহাহইতে কুফল জন্মে, তাহা সকলের ঘৃণার্হ বোধ হয়; এবং যাহাহইতে সুফল জন্মে, সকলে তাহার ইচ্ছুক হয়। যে সুফল কিম্বা যে কুফল অন্য লোকের প্রতি বর্ত্তে, তাহার অনুসন্ধান প্রচারক করিবে না, কিন্তু নিজ শ্রোতাদের প্রতি যে ফল বর্ত্তে, তাহারই অনুসন্ধান করিবে।

সুফল তিন প্রকার, প্রথম ঐহিক সুখ ও লাভ, দ্বিতীয় মনের সান্ত্বনা ও আনন্দ ও সুস্থিরতা, তৃতীয় ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনার্থে যে শক্তি ও উদ্যোগ আবশ্যক আছে, তাহার বৃদ্ধি। তদ্রূপ কুফলও তিন প্রকার, প্রথম ঐহিক ক্ষতি ও ক্লেশ; দ্বিতীয় মনের কাতরতা ও ভয়; তৃতীয় পাপচেষ্টার বৃদ্ধি ও ধর্ম্মচেষ্টার হ্রাস।

এবং সময়ের প্রতি মনোযোগ করিলে ফলাফল দুই প্রকার হয়, অর্থাৎ ঐহিক এবং পারত্রিক।

৬। ধ্যান করণ সময়ে প্রচারকের শেষকর্ম্ম এই, যেন আপন শ্রোতাদের অবস্থা মনে করিয়া উপদেশের সারকথা বিষয়ক তাহাদের অজ্ঞানতা কিম্বা ভ্রান্তি কিম্বা সন্দেহ কিম্বা দোষ ইত্যাদি যে কোন ত্রুটি দেখে, তাহা পূর্ণ করণের উপায় অনুসন্ধান করে। এই বিষয়ে ধ্যান করিতে গেলে শ্রোতাদের আচার ব্যবহার ও কথোপকথন প্রভৃতি স্মরণ করিয়া বিবেচনা করা অতি ফলদায়ক হইবে। এবং অমুক ব্যক্তির ভ্রান্তি দূর করণের নিমিত্তে কিরূপ কথা কহিব? ও কিরূপ প্রমাণ দিব? এবং অমুক ব্যক্তি যেন আপন মন্দ পথ ত্যাগ করে, এই নিমিত্তে তাহাকে কি রূপে ভয় দেখাইব? এবং কি রূপে বা সুপরামর্শ দিব?

এবং অমুক ব্যক্তির ভয় ও কাতরতা দূর করণের জন্যে কি রূপ সান্ত্বনার কথা কহিব ? এই ২ বিষয়ে প্রচারক বিবেচনা করিবে।

ধ্যান করণের সময়ে কলম হস্তে করিয়া যাহা মনে পড়ে তাহা সংক্ষেপে লেখা ভাল হইতে পারে, তথাপি তাহা আবশ্যক নহে, কিন্তু ধ্যান করাই আবশ্যক ; অগ্রে ধ্যান না করিলে উপদেশ রচনা করা অতি দুষ্কর, এবং উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল।

ধর্ম্মগীত।

ধুয়া। ঈশ্বরের প্রতি পাপী করিলে কামনা।
শ্রবণ মাত্রেতে তিনি দিবেন সান্ত্বনা॥

গীত।

অনাদি অনন্ত তুমি ওহে দয়াময়।
কৃপা করি শ্রীচরণ দেহ হে আমায়॥

চৌপদী।

এই সৃষ্ট বস্তু সব, প্রকাশে তব গৌরব,
আমি এক ক্ষুদ্র জীব, কি কব তোমায়॥

তুমি থাক স্বর্গপুরে, সর্ব্বদা আনন্দভরে,
দীনহীন অধানেরে, হবে না সদয়॥

ওহে প্রভো শত্রুগণে, সবে মিলে এক মনে,
সদা হানে মম প্রাণে, জীবন শংসয়॥

শত্রুহৈতে উদ্ধারিয়া, মোরে লও করি দয়া,
পেলে তব পদ ছায়া, তবে হবে মম জয়॥

ওহে তুমি দয়াবন্ত, করিয়া শত্রুর অন্ত,
কর মম মন শান্ত, ওহে প্রভো প্রেমময়॥

পয়ার।

এই রূপে পাপি ব্যক্তি করিলে ক্রন্দন।
স্বর্গহৈতে স্বর্গপতি করেন শ্রবণ॥
শুনিয়া পাপিষ্ঠ প্রতি কৃপা প্রকাশিয়া।
বলিলেন তাকে তিনি নিকটে আসিয়া॥
শুন রে পাপিষ্ঠ তুমি না কর ভাবনা।
করিব তোমার আমি দুঃখের সান্ত্বনা॥

তব রক্ষা হেতু আমি আপন সন্তানে।
ভূতলে পাঠাব তব ত্রাণের কারণে॥
তাঁহার দ্বারায় তব হবে পরিত্রাণ।
তাহাতে পরম সুখে পাবে মোক্ষস্থান॥
তথায় আইলে তব যত শত্রুগণ।
বিমুখ হইয়া সবে পলাবে তখন॥
অতএব নিজগৃহে করহ গমন।
কোন মতে না করিও চিন্তা বা রোদন॥
তৎপরেতে সেই পাপী প্রভুর বাক্যেতে।
শান্তি পাইয়া গেল সুখে আপন গৃহেতে॥
গৃহমধ্যে প্রবেশিয়া করিল প্রার্থনা।
তাহার হইল পূর্ণ সকল কামনা॥
অতএব এই রূপ যার হয় মতি।
পাপার্থে প্রার্থনা করে ঈশ্বরের প্রতি॥
তাহার মনেতে তবে ঈশ্বর আপনি।
সান্ত্বনা করেন দান দিয়া নিজ বাণী॥
জ্ঞানী জন বুঝ এই ঈশ্বরের ভাব।
যাহাতে প্রকাশ হয় তাঁহার প্রভাব॥

শ্রীবিশ্বম্ভর দত্ত।

ইউরপদেশ বিষয়ক সমাচার।

সুইৎসর্লণ্ড দেশে যুদ্ধ। গত নবেম্বর মাসে সুইৎসর্লণ্ড দেশে কতক দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে যে দল পরাস্ত হইল, তাহা রোমান কাথলিক লোকদের যেসুইট নামক মতাবলম্বি পাদ্রিদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। এবং জয়ি দলের প্রধান লোকেরা প্রায় সকলে নাস্তিক। অতএব ইহার মধ্যে আনন্দের বিষয় কেবল এই যে শয়তানের প্রজাদের অনৈক্য হইলে তাহার রাজ্য টলটলায়মান হইবে, এমন প্রত্যাশা জন্মে, নতুবা ঐ যুদ্ধ নিতান্ত দুঃখের বিষয়। জয়ী হইলে পরে নাস্তিক দল একেবারে সত্য বিশ্বাসি লোকদিগকে তাড়না করিতে লাগিল, এবং অদ্যাপি তাহাদের উপরে অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছে।

ফ্রান্স দেশীয় রাজার পদচ্যুতি। ফ্রান্স দেশের যে রাজা আ-ঠারো বৎসরাবধি রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি গত ফিব্রুয়ারি মাসে আপন রাজদ্রোহি প্রজাগণের ভয়ে সপরিবারে নিজ রাজ্য-হইতে পলায়ন করিয়া ইংলণ্ড দেশে গমন করিলেন। পলা-য়নের সময়ে তিনি ও তাঁহার ভার্য্যা উভয়ে সামান্য লোকের বেশ ধারণ করিয়া অতিশয় ক্লেশ পাইলেন, এবং পাছে আ-মরা ধরা পড়ি ও হত হই, এই আশঙ্কাতে ত্রাসযুক্ত ছিলেন। ইহার কতক বৎসর পূর্ব্বে সেই রাজা রোমান কাথলিক পাদ্রিদের অনুরোধে পাসিফিক্ মহাসমুদ্রের মধ্যস্থিত টাহিতি নামক উপ-দ্বীপের খ্রীষ্টাশ্রিতা রাণীর উপরে অতিশয় দৌরাত্ম্য করিয়া-ছিলেন, এবং সেই রোমান কাথলিক পাদ্রিদের অনুরোধে কচিন-চিন দেশীয়দের সহিতও অতিশয় অন্যায়ব্যবহার করিয়া-ছিলেন। তাহাতে যে রাজা রোমান কাথলিক পাদ্রিদের বন্ধু ও সত্য খ্রীষ্টীয়ান লোকদের শত্রু, তাহার অন্যায়কর্ম্মের প্রতিফল ঈশ্বর অনায়াসে দিতে পারেন, এমন স্পষ্ট প্রমাণ হইল।

যিরূশালম নগরের বিবরণ।

কুপরামর্শগিরির পূর্ব্বদিগে উপত্যকার ওপারে ভ্রষ্টতা গিরি কিম্বা বিনাশপর্ব্বত নামক যে জৈতুন পর্ব্বতের অগ্রভাগ তাহার শৃঙ্গে সুলেমান আপন বিদেশীয় ভার্য্যাগণের অনুরোধে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, এমন বোধ হয়, এবং তাহার প্রমাণ ধর্ম্ম-পুস্তকে পাওয়া যায় (১ রাজ ১১; ৭। ২ রাজ ২৩; ১৩)

পরে আমরা গিরিহইতে নামিয়া যিহোশাফৎ উপত্যকার নীচতম স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে ছায়াদায়ক বৃক্ষ-গণের মধ্যে ঐন-রোগেল (অর্থাৎ রজকের কূপ) নামক কূপ আছে। পূর্ব্বকালে তাহার নিহিমিয়ের কূপ এই নামও ছিল, এবং সম্প্রতি তাহাকে এয়ূবের কূপ বলা যায়। তাহার নিকটে পুরাতন গাঁথনির চিহ্ন দেখা যায়, এবং বড় পুষ্করিণীও আছে। সেই কূপের গভীরতা আশী হস্ত। বোধ হয় পূর্ব্বে তাহার জল চক্রাকার যন্ত্রদ্বারা উত্তোলিত হইত, কিন্তু আমাদিগের পানার্থে

এক জন আরবী রজ্জুদ্বারা আপন চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্র নামাইয়া জল তুলিল, এবং তাহা অতি স্নিগ্ধ ছিল। এই কূপদিয়া যিহূদা বংশের ও বিন্যামীন বংশের সীমা গিয়াছিল, যেমন লিখিত আছে, যথা, "ঐ সীমা পর্ব্বতের প্রান্ত পর্য্যন্ত নামিয়া গেল, এবং হিন্নোমের তলভূমি দিয়া যিবূষের (অর্থাৎ যিরূশালমের) দক্ষিণ পার্শ্বে নামিয়া ঐন-রোগেলে গেল।" (যিহোশূ ১৮; ১৬) অব্‌শালোম্ যে সময়ে যিরূশালম নগর হস্তগত করিল, সেই সময়ে যোনাথন ও অহীমাস্ নামক দুই যুবলোকেরা নগরের সমাচার পাইয়া দায়ূদকে জানাইবার নিমিত্তে নগরের অতি নিকটবর্ত্তি এই গুপ্ত স্থানে রহিয়াছিল। (২ শিমূয়েল ১৭; ১৭।) আর অদোনিয় যে সময়ে আপন পিতা দায়ূদের অজ্ঞাতসারে রাজ্যাভিষিক্ত হইল, সেই সময়ে সে ঐন-রোগেলের নিকটস্থ মোহেলৎ প্রস্তরের নিকটে বড় ভোজ প্রস্তুত করিয়া অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের ভোজন পান সাঙ্গ হইবামাত্র তাহারা নগরে সুলেমানের রাজ্যাভিষেকজন্য তূরীধ্বনি ও হর্ষনাদ শুনিতে পাইয়া অপ্রস্তুত হইল। (১ রাজাবলি ১; ৯, ৪১।) সেই দিনে যে যোয়াব নামক সেনাপতি রাজদ্রোহিদের মধ্যে প্রধান ছিল, তাহার স্মরণার্থে সেই কূপকে এয়ূবের (অর্থাৎ যোয়াবের) কূপ এই নাম দেওয়া গেল, এমন অনুমান হয়।

---

* যে মহাশয়েরা সম্পাদকের নিকটে পত্র পাঠান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ডাকের মাসুল আপনারা দিবেন, তিনি এই নিবেদন করেন।

উপদেশক।

মে ১৮৪৮ (১৭) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

২৫। পুত্র অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর আছেন ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বিতীয় শ্রেণী।

ধর্ম্মপুস্তকের যে ২ স্থানে ঈশ্বর এই নাম প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে দেওয়া যায়, সেই সকল ব্যতিরেকে অন্য ২ স্থানে তাঁহার ঈশ্বরীয় গুণের ও কর্ম্মের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রকার কএকটি শাস্ত্রীয় বচন লেখা যাইতেছে।

(১) খ্রীষ্ট অনাদিকালাবধি বর্ত্তমান এবং স্বয়ংজীবী।

"আদিতে বাক্য ছিলেন।" যোহন ১; ১।

"পিতা যেমন স্বয়ংজীবী, তেমনি পুত্রকেও স্বয়ংজীবী হইতে অধিকার দিয়াছেন।" যোহন ৫; ২৬।

"যীশু উত্তর করিলেন, তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতেছি, ইব্রাহীমের পূর্ব্বাবধি আমি বর্ত্তমান আছি।" যোহন ৮; ৫৮।

"হে পিতঃ, জগৎ অবর্ত্তমানে তোমার সহিত বাস করণ সময়ে আমার যে মহিমা ছিল, সম্প্রতি তোমার নিকটে আমাকে সেই মহিমা প্রাপ্ত কর।" যোহন ১৭; ৫।

"তাঁহার নাম অনন্তকালীয় পিতা।" যিশ ৯; ৬।

"তিনি জগদাদি অনাদি," অর্থাৎ কালাবস্থার পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান। মীখা ৫; ২।

(২) খ্রীষ্ট অনন্তকালস্থায়ী এবং বিকৃতিরহিত।

পুত্রের বিষয়ে ইহা উক্ত আছে, যথা, "হে পরমেশ্বর, তুমি প্রথমে পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছ, এবং আকাশমণ্ডল তোমার হস্তকৃত। উভয়ই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি নিত্য; সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জর্জ্জরীভূত হইবে, এবং তুমি বস্ত্রের ন্যায় জড়াইলে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে; কিন্তু তুমি নিত্য, তোমার বৎসরের ক্ষয় কদাচ হইবে না।" ইব্রীয় ১; ১০-১২।

"যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য ও সদাকালেই সমভাবে আছেন।" ইব্রীয় ১৩; ৮।

যীশু কহিলেন, "আমি ক ও ক্ষ অর্থাৎ আদি ও অন্তস্বরূপ।" প্রকাশ ১; ১১।

তিনি আরও কহিলেন, "ভয় করিও না; আমি আদি ও অন্তস্বরূপ; এবং স্বয়ংজীবী হইলেও মৃত হইলাম, কিন্তু দেখ, অনন্তকালজীবী আছি, আমার হস্তে মৃত্যুর ও পরলোকের চাবি আছে।" প্রকাশ ১; ১৭, ১৮।

(৩) খ্রীষ্ট সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

যীশু কহিতেছেন, "যে স্থানে দুই তিন জন আমার নামেতে একত্র হয়, সেই স্থানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।" মথি ১৮; ২০।

"দেখ, জগতের শেষ পর্য্যন্তই সর্ব্বদা আমি তোমাদের সঙ্গে২ আছি।" মথি ২৮; ২০।

(৪) খ্রীষ্ট সর্ব্বশক্তিমান।

"তিনি আপন মহাশক্তিদ্বারা তাবৎকে আপনার বশীভূত করিতে পারেন।" ফিলিপ ৩; ২১।

"তিনি আপন শক্তিরূপ বাক্যেতে সকলি ধারণ করিতেছেন।" ইব্রীয় ১; ৩।

(৫) খ্রীষ্ট সর্ব্বজ্ঞ।

"পিতর কহিল, হে প্রভো, আপনকার অগোচর কিছুই নাই।" যোহন ২১; ১৭।

"তিনি অন্ধকারস্থিত গুপ্ত কথা সকল আলোতে প্রকাশিত করিবেন, এবং মনের গুপ্ত পরামর্শ সকল ব্যক্ত করিবেন।" ১ করিন্থ ৪; ৫।

"আমি চিত্তের ও মনের পরীক্ষক, এবং তোমাদের প্রত্যেক জনকে আপন২ কর্ম্মানুযায়ি ফল দি।" প্রকাশ ২; ২৩।

(৬) খ্রীষ্ট সমস্ত ঈশ্বরীয় গুণবিশিষ্ট।

"ঈশ্বরের তাবৎ পূর্ণতা দৃশ্যরূপে খ্রীষ্টে বাস করে।" কলস ২; ৯।

(৭) খ্রীষ্টের ভজনা করা স্বর্গদূতগণের ও মনুষ্যগণের উচিত।

"পিতা আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে জগতে পুনরানয়ন কালে এমন কহেন, হে ঈশ্বরের দূত সকল, তোমরা ইহাঁকে প্রণাম কর।" ইব্রীয় ১; ৬।

"যাদৃশ পিতাকে সম্ভ্রম করা, পুত্রকেও তাদৃশ সম্ভ্রম করা সকলের উচিত হয়।" যোহন ৫; ২৩।

"স্বর্গ মর্ত্য পাতালস্থিত তাবৎ লোক যেন যীশুর নামে হাঁটু পাতিয়া, পিতা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের নিমিত্তে যীশু খ্রীষ্ট যে প্রভু হইয়াছেন, ইহা জিহ্বাতে স্বীকার করে, এই নিমিত্তে পিতা তাঁহাকে সকল নামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাম দিলেন।" ফিলিপ ২; ১১। রোম ১০; ৯-১৪।

(৮) খ্রীষ্টদ্বারা সকলের সৃষ্টি হইয়াছে।

"তৎকর্তৃক সকল বস্তু সৃষ্ট হইল, এবং তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাঁহার সৃষ্ট নয়, এমত এক বস্তুও নাই।" যোহন ১; ৩।

"সিংহাসন কি রাজকর্ত্তৃত্ব কি প্রভুত্ব কি পরাক্রম এবং স্বর্গ কি মর্ত্ত্য-স্থিত হউক, যে কিছু আছে, সকলি তাঁহাকর্ত্তৃক ও তাঁহার নিমিত্তে সৃষ্ট হইয়াছে।" কলস ১; ১৬।

(৯) খ্রীষ্ট সকলের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন।

"পিতাকর্ত্তৃক আমার নিকটে সকলই সমর্পিত আছে।" মথি ১১; ২৭।

"স্বর্গের ও পৃথিবীর তাবৎ কর্ত্তৃত্বের ভার আমাতে অর্পিত আছে।" মথি ২৮; ১৮।

"তাবৎ কর্ত্তৃত্বপদ ও পরাক্রম ও ক্ষমতা ও রাজত্ব প্রভৃতি ইহলোকে ও পরলোকে যত উচ্চপদ সম্ভব হয়, সে সমুদয়ের উপরে পিতা খ্রীষ্টকে কর্ত্তৃত্ব দিয়া স্বর্গে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহাকে স্থান দিলেন।" ইফিষ ১; ১৯, ২০।

"রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু, এই নাম তাঁহার পরিচ্ছদের ও জংঘার উপরে লিখিত আছে।" প্রকাশ ১৯; ১৬।

(১০) পাপ ক্ষমা করিতে খ্রীষ্টের ক্ষমতা আছে।

"পৃথিবীতে পাপমার্জ্জনা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে।" মথি ৯; ৬।

"পরে তিনি সে স্ত্রীকে কহিলেন, তোমার পাপ ক্ষমা হইল।" লূক ৭; ৪৮।

(১১) শারীরিক এবং পারমার্থিকরূপে মৃত লোককে জীবন দান করিতে খ্রীষ্টের ক্ষমতা আছে।

"পিতা যেমন মৃতদিগকে উঠাইয়া সজীব করেন, তদ্রূপ পুত্রও যাহাকে২ ইচ্ছা করেন, তাহাকে২ সজীব করিবেন।" যোহন ৫; ২১।

"আমি তোমাদিগকে অতি অথার্থ কহিতেছি, যে সময়ে মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিবে, এবং যাহারা শুনিবে তাহারা সজীব হইবে, এমন সময় আসিতেছে, এবং এখনও উপস্থিত আছে।" যোহন ৫; ২৫।

"যে সময়ে তাঁহার রব শুনিয়া কবরস্থ সকলেই বাহিরে আসিবে, এমন সময় উপস্থিত হইবে।" যোহন ৫; ২৮।

(১২) শেষদিনে খ্রীষ্ট সকলের বিচার করিবেন।

"পিতা আপনি কাহারও বিচার না করিয়া তাবৎ বিচারের ভার পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছেন।" যোহন ৫; ২২।

"পিতা দণ্ড করিবার অধিকারও তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছেন।" যোহন ৫; ২৭।

অহঙ্কার নিন্দনীয় নম্রতা প্রশংসনীয়।

ঈশ্বর অহঙ্কারি লোকদিগকে প্রতিরোধ করিয়া নম্র লোকদিগকে অনুগ্রহ দান করেন। সমস্ত পৃথিবীস্থ লোক নম্র গুণের

প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক নম্র লোক অল্প দেখা যায়। অধিকাংশ মনুষ্য প্রায় অহংকারী। আমাদের অতি মান্য পিতর প্রেরিত নম্রতাগুণে ভূষিত হইতে আজ্ঞা করিয়াছেন; যথা পিতরের প্রথম সর্ব্বসাধারণ পত্রের ৫ অ ৫ প, "সকলে পরস্পর বশীভূত হইয়া নম্রতারূপ অলঙ্কারেতে ভূষিত হও," ইহাতে সকলের দৃষ্টিতে শোভা পাইবা। আপনাকে মহৎ জ্ঞান না করিয়া ক্ষুদ্র বোধ করা নম্রতার চিহ্ন। বিবেচনা করিয়া দেখ, স্বভাবতঃ সকল মনুষ্যই দুর্ব্বল, অপরাধী, অপবিত্র, দীনহীন, দরিদ্র, উলঙ্গ। আমাদের কি সদ্গুণ আছে, যে দর্প করি? পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে উপযুক্তরূপে নম্র হওয়া কঠিন, কারণ আমরা অতি ক্ষুদ্র, তিনি অনন্ত পরমেশ্বর; স্বর্গ তাঁহার সিংহাসন, পৃথিবী তাঁহার পাদপীঠ, তথাচ মনুষ্য ভ্রমবশতঃ দর্প করিয়া থাকে, এবং আপনাকে মহৎ বোধ করিয়া অন্য লোকদিগকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করে, আর আপনাদের জ্ঞান বুদ্ধি ইত্যাদি সকল শ্রেষ্ঠ করিয়া মানে।

সত্য খ্রীষ্টভক্ত লোকদিগের এরূপ বিবেচনা নহে, বরঞ্চ সর্ব্বতোভাবে আপনাকে দমন করা, ইহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এমত জ্ঞান করেন; তাঁহারা বাস্তবিক নম্র লোক, কারণ খ্রীষ্টীয় লোকেরা আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও শক্তির উপর ভরসা রাখেন না; সকল অবস্থায় তাঁহারা ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও গৌরব করেন, তাঁহারা যে সমস্ত সুখ ভোগ করেন, তাহা যে পরমেশ্বরের দত্ত, ইহা বুঝিয়া সন্তুষ্টচিত্তে নিত্য তাঁহার অনুগ্রহ স্মরণ করেন, যেমন সাধু প্রেরিত পৌল কহিয়াছেন "তোমাদের এমন কি আছে, যাহা তোমরা প্রভুহইতে প্রাপ্ত হও নাই?" মনুষ্যের বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা ইত্যাদি সমূহ কি ঈশ্বরহইতে নহে? প্রভু কহিয়াছেন, "আমার আগমন সময় পর্য্যন্ত তোমরা এই সকল অধিকার কর," তবে দর্প কোথা? বিদ্যা হউক, কিম্বা বুদ্ধি হউক, কিম্বা সম্ভ্রম হউক, কিম্বা অন্য কিছু হউক, যে নিমিত্তে লোকেরা এই জগতে অহঙ্কার করেন ও আত্মাভিমান করেন, এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে কিছুই স্বকৃত নহে, ও আপন ২ স্বেচ্ছাতে করিতে পারেন না, সকলই ঈশ্বরহইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং কিছু দিনান্তে তাবৎ বস্তু পরিত্যাগ করিতে হইবে; এবং এক্ষণে যে সকল

দ্রব্যাদি মনুষ্যের অধিকার আছে, অর্থাৎ পরমেশ্বর ব্যক্তি বিশেষে যেরূপ ক্ষমতা ও ধন কিম্বা অন্য কোন প্রকার বস্তু অধিকার করিতে দিয়াছেন, এই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হওন প্রযুক্ত তাঁহার বিচারসিংহাসনের সমীপে প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্ব২ পদের নিকাস দিতে হইবে, যথা দায়ূদ কহিয়াছেন, "হে আমাদের পিতঃ ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর, তুমি সর্ব্বদা ধন্য। হে পরমেশ্বর, তোমাতে মহত্ত্ব ও পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য ও জয় ও প্রশংসা আছে; হে পরমেশ্বর, রাজ্য তোমার, এবং তুমি সম্রাটের ন্যায় সকলের উপরে উন্নত আছ। এবং তোমাহইতে ধন ও সম্মান হয়, এবং তুমি সকলের উপরে রাজত্ব করিতেছ, পরাক্রম ও বল তোমার হস্তে আছে, এবং বড় করিতে ও সকলকে বল দিতে তোমার হস্তের অধিকার আছে। অতএব হে আমাদের ঈশ্বর, আমরা তোমার ধন্যবাদ করি, ও তোমার ঐশ্বর্য্যযুক্ত নামের প্রশংসা করি। কিন্তু আমি কে? এবং আমার লোকেরা বা কে? যে আমরা এই প্রকারে স্বেচ্ছাতে দান করিতে সমর্থ হই; কেননা তোমাহইতে সকলি পাওয়া যায়, এবং আমরা তোমার দানদ্রব্যই তোমাকে দিলাম। কেননা আমরা আপনাদের সকল পিতৃলোকদের ন্যায় তোমার সম্মুখে বিদেশী ও প্রবাসী; পৃথিবীতে আমাদের যে আয়ু, সে ছায়াসদৃশ ও অস্থায়ী" ১ বংশাবলি ২৯ অ, ১০-১৫।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের বাহুল্য অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি আপন অন্তঃকরণে অতিশয় নম্র হইয়াছে। সাধু পিতর আজ্ঞা করিয়াছেন "তোমরা নম্রতা স্বরূপ অলঙ্কারেতে ভূষিত হও।" ইহাতে ভূষণের ন্যায় বাহ্যিক নম্র স্বভাব পরিধান করিতে কহিয়াছেন, এমত বোধ হয় না, কারণ লোকের দৃষ্টিতে নম্র, কিন্তু অন্তঃকরণে তদ্বিপরীত হইলে কাল্পনিক কহা যায়, এবং কাল্পনিকতা চিরকাল গুপ্ত রাখা অসাধ্য। সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণের চিন্তা ঈশ্বরের নিকটে প্রকাশ আছে, জগদীশ্বরের দৃষ্টির অগোচর কিছুই নাই, অতএব নম্রতাস্বরূপ অলঙ্কার অঙ্গের ভূষণ নহে, কিন্তু ক্রিয়াদ্বারা বাহিরে ব্যক্ত হয়। যেমন ধূম দেখিলে অগ্নি থাকনের সম্ভাবনা বোধ

হয়, ও পণ্ডিত ব্যক্তির পাণ্ডিত্য বক্তৃতার পর লুক্কায়িত থাকে না, তদ্রূপ নম্রতারূপ অলংকারেতে ভূষিত ব্যক্তি আপনাকে গুপ্ত রাখিতে বাঞ্ছা করিলেও তাহার গুণপনা প্রকাশ পায়। আরও যেমন নিবিড় অরণ্যমধ্যে সৌরভযুক্ত কোন পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে তাহার সুগন্ধে সমস্ত নিকটস্থ লোক আমোদিত হয়েন, সেই প্রকার এক জন নম্র স্বভাবের লোক আত্মনম্রতাদ্বারা প্রতিবাসিগণের চিত্ত হৃষ্ট করেন, তাহাতে এই প্রকার নম্র লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওন জন্য তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বাসনা করেন। কিন্তু অহঙ্কারী লোকেরা বাস্তবিক গলিত শবের তুল্য, তাহার দুর্গন্ধপ্রযুক্ত কোন মনুষ্য নিকটস্থ হইতে পারে না, তাহার ঘ্রাণে শরীরের অসুস্থতা জন্মে, তাহার নিকটে কোন ব্যক্তি থাকিতে বাসনা করে না, বরঞ্চ তাহার নিকটহইতে পলায়ন করিয়া সর্ব্বদা দূরে থাকিতে প্রয়াস করে।

নম্র লোকের ও অহঙ্কারি লোকের চরিত্র বিবেচনা করিলে আমরা দেখি, যে নম্র লোক উচ্চাভিলাষ করিয়া উচ্চাসনে বসিতে প্রয়াস করে না, কিন্তু অহঙ্কারী লোক প্রতিবাসিগণকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য ও সকলাপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানে, ও মনে ২ বোধ করে যে আমিই বর্দ্ধিষ্ণু ও জ্ঞানী ও প্রধান ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া সে নিজ আত্মার পরিত্রাণ বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু নম্র ব্যক্তি প্রভুতে ভরসা রাখিয়া অন্তঃকরণে শয়তানকে স্থান দেয় না, এবং সাংসারিক বিষয়হইতে নানা ক্লেশ জন্মে, ইহা জানিয়া সে আপনাকে দমন করিতে চেষ্টা করে, এবং প্রভু খ্রীষ্টের স্বভাবের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে বাসনা করে, কারণ তাঁহার ন্যায় নম্রগুণে গুণালঙ্কৃত আর কাহাকেও দেখা যায় না। অতএব হে ঈশ্বর, আমরা যেন এক্ষণাবধি আপন ২ প্রতিবাসির প্রতি উচিত মতে ব্যবহার করিতে সক্ষম হই, এবং কাল্পনিক ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রে আপন চক্ষুর আড়কাটা বাহির করি, পশ্চাতে ভ্রাতার চক্ষুর কুটা বাহির করিতে চাহি। এবং সর্ব্বপ্রকার নম্রতারূপ অলঙ্কারেতে আমাদিগকে ভূষিত করহ, ও অহঙ্কারের মূল আমাদের অন্তঃকরণহইতে উৎপাটন করিয়া দেও, এবং ক্ষুদ্র এক প্রাণিকে তুচ্ছ

না করিয়া সকলের প্রতি দয়া ও প্রেম ও ধৈর্য্যতা ও মৃদুতা ও নম্রতা প্রকাশ করিতে শিক্ষা দেও। ইতি।

শ্রীসূর্য্য মোহন দে।

বঙ্গদেশে সুসমাচারের আগমন।

এ বঙ্গদেশে ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন ও বৃদ্ধি কিং মতে হইল তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিব, কেননা প্রথম অবধি তাহা আপন চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি।

আমাদের প্রভু কহিলেন যে স্বর্গের রাজ্য এক সর্ষপের বীজের মত যাহা এক জন লইয়া আপন বাগানে বুনিল, এবং তাহা বাড়িয়া বড় হইল ও তাহার ডালে পক্ষিরা আসিয়া বাসা করিল। আমি এই বিবরণ বটবৃক্ষের তুলনা করিয়া দিব, কেননা এ দেশীয় লোক তাহা ভাল মতে বুঝে।

১৭৯২ সালে কতক ধার্ম্মিক লোক বিলাতে পরামর্শ করিল যে আমরা অন্য দেশে ঈশ্বরের রাজ্যের মঙ্গলসমাচার পাঠাইতে ও তাঁহার রাজ্য তাহাদের দেশে স্থাপন করিতে মনোযোগ করিব, কেননা প্রভু স্বর্গে যাইবার সময়ে আপন শিষ্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা সকল দেশীয়দের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীতে সকলের কর্ণগোচরে আমার এই মঙ্গলসমাচার প্রকাশ কর, যে কেহ বিশ্বাস করিয়া ডুবিত হয় সে ত্রাণ পাইবে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে না সে নরকে যাইবে। অতএব তাহারা সে ক্ষুদ্র বীজ লইয়া যাইবার কারণ দুই জন কৃষকদিগকে পসন্দ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। এই কৃষকদের যাত্রা কালে তাহাদের অনেক কষ্ট হইল, কিন্তু ঈশ্বর তাহাহইতে ও সমুদ্রের সকল আপদহইতে উদ্ধার করিয়া ১৭৯৩ সালে তাহাদিগকে এ দেশে আনিলেন। এ দেশে পঁহুছিলে পরে তাহারা অনেক কষ্ট পাইল। পরে সে বীজ কোন্ স্থানে রোপণ করিতে বসিবে, তাহা তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিল না, কিন্তু অবশেষে যে ঈশ্বর তাহাদের মনে এই সকল ঘটনা করিয়াছিলেন তিনি তাহাদের পথ খোলসা করিলেন, ও অনেক কষ্টভোগের পরে এক

জনকে মদনাবাটী বলিয়া ও অন্য জনকে মহীপালদিগী বলিয়া স্থানে বসাইলেন। এই দুই স্থান দিনাজপুরের নিকটবর্ত্তি। এই দুই স্থান ও তাহার চতুর্দ্দিগস্থ সকল গ্রামে এই দুই কৃষক বহু-দিন অতিবাদ শ্রম করিলেন ও উপদেশের দ্বারা সকলকে শিক্ষা দিলেন। এই কালে তোমরা জানিবা যে বাঙ্গালি ভাষাতে কোন ছাপা পুস্তক কিম্বা ট্রাক্‌ট ছিল না। তাহারা দুই এক পাঠশালাও বসাইলেন। তাহাদের এই সময়ে আর এক দুঃখের বিষয় ছিল, তাহারা নিজে ভাল মতে বাঙ্গালা ভাষা জানিল না; তাহা শিক্ষা করা কঠিন ছিল, কেননা পাঠের প্রায় কোন পুস্তক ছিল না, এবং তাহাদের উপকার করিতে কি সাহস দিতে কেহ ছিল না, কেননা দেশের সকল ইংরাজের মধ্যে প্রায় সত্য খ্রী-ষ্টীয়ান ছিল না, ও প্রায় তাহারা খ্রীষ্টের ক্রুশের ধ্বজা এত বড় দেশের মধ্যে একাকী হইয়া ধরিল, ও তাহাদের চারি পার্শ্বে সকলি অন্ধকার ও শয়তানের অধিকার ছিল। এমন কালে ও এমন সময়ে এই দুই জন কৃষক অতিবাদ শ্রম করিয়া জঙ্গল কা-টিতে ও চাস দিতে লাগিল, ও সে বটবৃক্ষের বীজ রোপণ করিল, কিন্তু ভূমি অতিবাদ শক্ত ও জঙ্গল অতিবাদ বৃহৎ হও-য়াতে ও ধর্ম্মাত্মার বৃষ্টি না হওয়ার কারণ তাহাদের শ্রম প্রায় অফল হইল। তথাচ ঈশ্বর তাহাদিগকে ত্যাগ করিলেন না, কিন্তু তাহাদের নিত্য প্রার্থনাতে আশীষ দিয়া শুনিলেন। তাহাতে বৎসর তিনেকের অতিবাদ শ্রমের পরে কতক বিলাতি লোকদের মধ্যে ও কতক এই দেশীয়দের মধ্যে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভরসা জন্মিতে লাগিল, এবং একটি ক্ষুদ্র মণ্ডলী হইল, কিন্তু এই চারা বড় বাড়িল না ও তাহার তেজ বড় প্রকাশ হইল না। তথাচ তাহাতে কৃষকদের বহু আনন্দ ও সাহস বাড়িল। এই সময়ে কৃষকেরা আর এক প্রকার চাস আরম্ভ করিল, অর্থাৎ শাস্ত্র তর্জ্জমা করিতে লাগিল, যাহাহইতে মনুষ্যেরা ত্রাণের পথ দেখিতে পারে ও ত্রাণকর্ত্তার সকল বিবরণ পাঠ করিতে পারে, এবং তাহারা জানিল যে যদি তাহাদের আর সকল শ্রম অকারণ হয়, তথাচ এই কর্ম্ম কখন অকারণ হইবে না, এবং তাহাদের মৃত্যুর পরও তাহা ফলদায়ক হইবে। এই হেতুক এই মত কৃষিকর্ম্মে তা-

হারা বড় শ্রম করিল। পরে কত কাল এই মত করিলে আর এক জন কৃষক বিলাতহইতে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিল, তাহাতে তাহাদের অধিক সাহস ও বল হইল ও তাহারা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া শ্রম করিতে লাগিল। পরে এই মতে কতক কাল গেলে তাহারা সম্বাদ পাইল যে আর চারি জন কৃষক ও তাহাদের স্ত্রীলোকেরা শুদ্ধ পঁহুছিয়াছেন। এই সময় ঈশ্বরের ঘটনা বিবেচনা কর। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের বিরুদ্ধ হইল এবং এই হেতুক তাহারা পলাইয়া শ্রীরামপুরে গেল, কেননা তাহা অন্য রাজার অধীন ছিল। পূর্ব্বকৃষকেরা তাহা শুনিয়া বড় ব্যাকুল হইল, কেননা তাহাদের অনেক কালের শ্রমের কিছু২ ফল প্রকাশ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহারা আপনাদের পথদর্শকের নিকটে প্রার্থনা করিতে ও বহুবিবেচনা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা উঠিয়া নূতন কৃষকেরা যেখানে বসিয়াছিল সেস্থানে যাইবার পরামর্শ স্থির করিল। অতএব ১৮০১ সালে তাহারা শ্রীরামপুরে পঁহুছিয়া নূতন কৃষকদের সহিত অতি আনন্দিত মনে মিলিল, এবং ঈশ্বরের স্তব করিয়া তাহারা কি রূপে কৃষি কর্ম্মে ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহা পরামর্শ করিতে লাগিল, ও সে বটবৃক্ষ সেখানে লাগাইল। অল্প দিনের পর কৃষকেরা জানিতে পারিল যে এই স্থানের মৃত্তিকা পূর্ব্বস্থানের মৃত্তিকাহইতে ভাল, তাহাতে তাহাদের সাহস ও বল বৃদ্ধি হইল ও নানা মতে তাহারা চাস দিতে লাগিল। অর্থাৎ পাঠশালা ও ছাপা ও স্থানে২ কথা প্রকাশ করণের দ্বারা এই সকল মতে তাহারা আপন২ ক্ষমতা অনুসারে অতিবাদ শ্রম করিতে লাগিল। এবং ঈশ্বর আশিষ দিলেন, তাহাতে তাহারা অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও প্রেমে ও ধর্ম্ম আলাপে বাস করিয়া কাল যাপন করিল এবং একমন ও একভাবে কর্ম্ম করিল। কিছু দিন পরে ঈশ্বর আত্মার বৃষ্টি দিয়া সে বটচারাকে বাড়াইতে লাগিলেন, তাহাতে কিছু বৎসরের মধ্যে তাহা অতি সুন্দর ও বড় বৃক্ষ হইয়া উঠিল, ও ফুল ফল অনেক হইতে আরম্ভ হইল, কেননা কথা প্রকাশের ও ট্রাক্টের ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিতরণের দ্বারা তাহার ধ্বনি সকল স্থানে ব্যাপিল, ও মনুষ্য সকল স্থান-

হইতে আসিয়া তাহার ছায়াতে বসিতে লাগিল,এবং বহু আনন্দিত হইয়া সত্য ত্রাণের পথের কারণ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল। ও তাহা কেবল এক জাতি কি এক বর্ণের মধ্যে তাহা নহে কিন্তু সকল লোকদের মধ্যে হইল। পরে সে বৃক্ষ এমন বৃহৎ হইয়া উঠিল যে তাহার ডাল অন্য ২ স্থানে গিয়া শিকড় গাড়িতে লাগিল। তাহার এক ডাল কাঁটঞা পর্য্যন্ত আসিয়া শিকড় পাতিল. এবং সেই স্থানে এক জন কৃষক প্রথমে আসিয়া প্রায় ছয় বৎসর অবধি অতি যত্ন করিয়া চাস দিলেন, কেননা কথা প্রকাশ করণে রাত্রিদিন অতি মনোযোগ করিলেন, ও কোন মতে আলস্য কিম্বা ত্রুটি তাহাতে করিলেন না, তিনি প্রভুর বড় ভক্ত ছিলেন, প্রভু তাহার কর্ম্মে আশিষ দিলেন, তাহাতে অনেক ফল উৎপন্ন হইল ও এই বৃক্ষ বড় বাড়িল, ও তাহার ডাল সেখান-হইতে বীরভূমে গেল ও সেখানে শিকড় পাতিল ও আজ অবধি সেখানে ঈশ্বরের রাজ্য বাড়িতেছে। সেইখানে ঈশ্বরের এক জন অতি উত্তম ও মনোযোগী কৃষক আছেন। পরে আর এক ডাল বহরমপুর পর্য্যন্ত গেল ও সেখানে শিকড় পাতিল ও অল্প কালের মধ্যে বড় বাড়িয়া অতিবাদ ফলবান হইল, কিন্তু এই ডাল সেখানে তিষ্ঠিল না, কেননা তাহা পলটনে ছিল এবং পলট-নের সহিত উঠিয়া অন্য স্থানে গেল। এই উত্তম কৃষক তাহার পর অন্যস্থানে ঈশ্বরের কর্ম্ম করিতে গেলেন, এবং কাঁটঞাতে আর এক কৃষক আসিয়া বসিলেন ও আজ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু ফলের অভাবে নিত্য বড় দুঃখিত হইয়া আছেন, ও যে ফল আছে তাহাও ভাল মতে পাকে না, কিন্তু কখন ২ পচিয়া যায় ও তাহাতে কৃষকের বড় দুঃখ হয় এই মনে করিয়া যে তা-হার এত কালের সকল শ্রম বুঝি অকারণ হইল। কিন্তু এই মত তাহার মনে করা উচিত নহে, কেননা ঈশ্বর আপন আত্মার দ্বারা এখনও বহু ফল দিতে পারেন, কেননা ঈশ্বরের কথা শুননে সেখানকার লোকদের বড় ত্রুটি নাই। আর বৎসর কতক খরচের অভাবে সে বৃক্ষ ঝিমাইতেছে।

শ্রীরামপুরস্থ বৃক্ষের আর এক ডাল যশোহরে গিয়া শিকড় পাতিল। এই স্থানে অতি মনোযোগী এক জন কৃষক ছিলেন ও

তিনি ঈশ্বরের আশিষে শ্রম করিয়া অনেক ফল পাইলেন। এই স্থানে প্রভুর অনেক কৃষক কর্ম্ম করিয়াছেন ও বহু ফল পাইয়াছেন। এখন এক জন অতি মনোযোগী কৃষক সেখানে আছেন যাহার শ্রমে ও ঈশ্বরের আশিষে সেখানে অনেক ফল হইতেছে। ও সে বৃক্ষ বৃদ্ধি পাওয়াতে কয়েক স্থানে তাহার ডাল গিয়া শিকড় পাতিয়াছে, এবং ঈশ্বর করুন যে তাহারাও অতিশয় বাড়িয় ফলবান হয়, কেননা ঈশ্বরের অসাধ্য কিছু নাই।

আর এক ডাল কলিকাতাতে গিয়া শিকড় পাতিল ও বহু ২ ফল সেখানে হইল ও বৃক্ষ বড় হইয়া উঠিল ও কৃষকেরা বড় শ্রম করিতে লাগিলেন।

আর এক ডাল বরিসালে গেল ও শিকড় পাতিল, এবং অনেক দিনের পর এখন সেখানে অনেক ফল হইতেছে, ও ঈশ্বর আশিষ দিলে আর অনেক হইবে।

আর এক ডাল ঢাকাতে গিয়া শিকড় পাতিল। এই স্থানে কৃষকেরা অনেক শ্রম করিয়াছেন, কিন্তু বড় ফল হয় নাই ও বৃক্ষ বড় বাড়ে নাই। মৃত্তিকা কিছু কঠিন, কিন্তু আত্মার বৃষ্টি হইলে অবশ্য অনেক ফল হইবে, কেননা এখনও বৃক্ষ তাজা আছে।

আর এক ডাল দিনাজপুরে গিয়া শিকড় পাতিল। এই স্থানে অনেক ফল হইল, কিন্তু এখন অনেক শ্রম হইলেও বৃক্ষ ঝিমাইতেছে।

আর হিন্দুস্থানের কএক স্থানে তাহার ডাল গিয়া শিকড় পাতিয়াছে ও কৃষকদের বহুশ্রমে ও ঈশ্বরের বহু আশিষে অনেক ফল হইয়াছে, এখনও বৃদ্ধি হইতেছে।

আর ২ কত ২ স্থানে বৃক্ষের ডাল গিয়া লাগিল। কিন্তু কোন২ কার্য্যক্রমে তখন বাড়িল না, যেমন বর্ম্মাদেশে ও কাশীদেশে ও অন্য ২ দেশে। দেখ ঈশ্বর এক বৃক্ষকে আশিষ দিয়া এই মত বাড়াইলেন যে তাহার ডাল প্রায় সকল স্থানে গেল।

এই কালের মধ্যে শয়তান আপন রাজ্যের আপদ দেখিয়া ঈশ্বরের কার্য্যের বিপক্ষতা করিতে কতক লোকদের মন ঘটাইল, এবং তাহাদের সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট যুক্ত হইল ও বড় ঘোর ঝড় উঠিল, যাহাতে ঈশ্বরের কার্য্যের ও তাঁহার লোকদের বড়

দুঃখ ও ভাবনা হইল, তাহা সে বৃক্ষকে এমন লড়াইল যে শিকড় সহিত উপড়িয়া যাইবার আপদ হইল, ও ঈশ্বর যদি আপন লোকদের এই কালে অতিবাদ প্রার্থনা না শুনিতেন, তবে তাহা নষ্ট হইত। কিন্তু তিনি বহু দয়াতে তাহা শুনিলেন ও কৃষকদের দুঃখ দেখিলেন ও তাহা রক্ষার কারণ তাহাদের অতিবাদ শ্রমেতে আশিষ দিলেন ও অবশেষে এই মন্দহইতে ভাল বাহির করিলেন, কেননা কিছু কাল পরে সে বৃক্ষ আরো দৃঢ় হইল ও তাহার শিকড় আরো শক্ত হইয়া বসিল, কেননা গবর্ণমেণ্ট দেখিল যে বিপক্ষতাকারিদের অপবাদ সকলি মিথ্যা ছিল, এবং কোম্পানির নূতন বন্দবস্ত যখন হইল, তখন যে কোন স্থানে কৃষক লোক যাইতে ইচ্ছা করিল সে সকল স্থানে যাইতে অনুমতি হইল। এবং সে কাল অবধি বিস্তর২ কৃষক স্থানে২ নির্গত হইয়া যাইতে লাগিল, ও এই দেশে আর অনেক লোক আইল ও তাহারা নানা মতাবলম্বি লোক। এই রূপে দেশের সর্ব্বত্রে কৃষিকর্ম্ম ভাল মতে চলিতে লাগিল ও ঈশ্বরের রাজ্য ভাল মতে বাড়িতে লাগিল। এই খানে দেখ যখন ঈশ্বর ইচ্ছা করেন তখন কি না করিতে পারেন? আশ্চর্য্য প্রভু তিনি।

কিন্তু অল্প কাল পরে কৃষকদের মধ্যে বড় দুঃখ উদয় হইতে লাগিল ও বৃদ্ধ বৃক্ষের মূলে পোকা লাগিল ও কতক বৎসর ঝিমিয়া২ মরিল। এখন সে স্থানে তাহার এক ক্ষুদ্র ডাল আছে যাহাতে অনেক ফল হইতেছে, ও ঈশ্বর আশিষ দিলে সহস্র গুণ বৃদ্ধি হইতে পারে। এই সময় প্রায় সকল বৃদ্ধ কৃষকেরাও মরিলেন ও তাহাদের বহু কাল ও অতি শ্রমের ফল পাইবার কারণ ঈশ্বরের নিকটে গেলেন। ইহারা দিনের গ্রীষ্ম ও শ্রম ভোগ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ বৃক্ষের যে ডাল কলিকাতাতে গিয়া শিকড় গাড়িয়াছিল, তাহা এখন বলবান হইয়া বাড়িতে লাগিল, ও যেমন শ্রীরামপুরে হইয়াছিল তেমন কৃষকেরা ছাপার দ্বারা ও পাঠশালার দ্বারা ও কথা প্রকাশের দ্বারা চাস দিতে লাগিল, ও কিছু দিনের মধ্যে অনেক ফল উৎপন্ন হইতে লাগিল ও ঈশ্বরের গৌরব বহুদিগ ব্যাপিতে লাগিল। এখন বৃক্ষহইতে ডাল নির্গত হইয়া

আর ২ কএক স্থানে শিকড় গাড়িয়াছে, এবং সে সকল স্থানে অনেক ফল হইয়াছে ও হইতেছে।

এই মতে আরম্ভহইতে অতি অল্প কথাতে ঈশ্বরের রাজ্যের কিছু ২ বিবরণ দিলাম। এই সকল বিষয় মনের মধ্যে ভাবিলে আমরা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য পরাক্রম ও অদ্ভুত প্রেম দেখিতে পাই। যখন প্রথম কৃষকেরা আইলেন, তখন এই সমূহরাজ্যে সত্য খ্রীষ্টীয়ান পাওয়া ভারের বিষয় ছিল, এবং প্রায় সকল লোক অন্ধকারে বাস করিল, ও তাহাদের কার্য্যের বিষয়ে দেশাধ্যক্ষেরা বড় ভয় করিল, ও কেহ তাহাদের উপকারী না হইয়া বরং দূরে দাঁড়াইল, ও তখন কোন প্রকার পুস্তক না থাকাতে দেশের ভাষা শিক্ষা করা বড় কঠিন হইল, কেবল তাহা নহে তাহাদের নিজ প্রতিপালনার্থে তাহাদের শ্রম করিবার আবশ্যক হইল। কিন্তু ঈশ্বর এই সকলের মধ্যে তাহাদের দিন অনুসারে তাহাদিগকে সামর্থ্য দিলেন, ও তাহারা নিরাশ না হইয়া সাহস পাইল ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে ২ আপনাদের কর্ম্ম করিতে লাগিল। এখন এই রাজ্যপানে দৃষ্টি কর ও ঈশ্বরের কার্য্যের সুগম দেখ, এখন ভাষা শিখিবার কারণ সহস্র উপকার আছে, এখন কেবল মুখে নহে কিন্তু ট্রাক্ট ও ধর্ম্মশাস্ত্র বিতরণ করণে তাঁহার নাম প্রকাশ হইতেছে। এখন ঈশ্বরের কার্য্য ভাল বাসুক বা না বাসুক বিরুদ্ধ করিবার প্রায় কেহ নাই, বরং উপকারী অনেক আছে। আর দেশাধ্যক্ষেরা এখন কোন বাধা দেন না, ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক যে রাজ্যের সর্ব্বত্রে খ্রীষ্টের লোক আছেন। দেখ এই আশ্চর্য্য কর্ম্ম ৬০ বৎসরের মধ্যে হইয়াছে। আর ৬০ বৎসরের মধ্যে তিনি কি না করিবেন তাহা কে অনুভব করিতে পারে?

এখন ঈশ্বরের রাজ্যের বাধার বিষয় কিছু বলিব।

আমাদের প্রভু যখন কথা প্রকাশ করিতে শিষ্যদিগকে পাঠাইলেন, তখন দুই২ জন করিয়া পাঠাইলেন, এবং শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে এক জনহইতে দুই জন ভাল। আর দুই জন এক স্থানে থাকিলে তিন জনার কর্ম্ম হইতে পারে, ও এক জন দুঃখী হইলে অন্য জন সান্ত্বনা দিতে পারে; এক জন অন্য জনের সঙ্গে পরামর্শ করিতে পারে। কোন কার্য্যে কোন ভুল হইলে এক জন আর এক

জনকে তাহা বুঝাইতে পারে। এক জন পীড়িত হইলে অন্য জন তাহার উপকার করিয়া সাহস দিতে পারে, আর ঈশ্বরের কর্ম্মে সে হেতুক ক্ষতি হইবার আশংকা নাই। কেহ মনে করিতে পারে যে তাহাদের বাঙ্গালি প্রচারক আছেন। তাহা সত্য বটে এবং তাহাদের দ্বারা অনেক উপকার হয়, তথাচ তাহাদের সঙ্গে এক জন সাহেব না থাকিলে তাহাদের নিজ দেশীয় লোক তাহাদিগকে তুচ্ছ করে ও বড় মনোযোগে তাহাদের কথা শুনে না, এই জন্যে বরং তাহাদের সঙ্গে এক জন সাহেবের থাকা ভাল। আর মণ্ডলীর ভার এক জনার উপর থাকা বড় কঠিন কর্ম্ম, অতএব এক ২ স্থানে দুই ২ জনা করিয়া থাকা ভাল, ও আর বহু মতে ভাল বটে, তাহা কত লিখিব? কিন্তু কেবল এক জন থাকিলে এই সকল হয় না, এবং সে ব্যক্তি অতিবাদ দুঃখ পায় তাহা বলা অসাধ্য, ও ঈশ্বরের কর্ম্মে অনেক ক্ষতি হয়। আর এক অতি দুঃখের বিষয় আছে তাহা এই যে লোকেরা যখন খ্রীষ্টীয়ান হয়, তখন তাহাদের প্রতিপালন বড় দুষ্কর কর্ম্ম। এ দেশের এই দশা থাকিতে এই মত হইবে। কিন্তু আমার কোন সন্দেহ নাই যে ইহাতে প্রকাশ মতে রাজ্য বাড়নের অতিবাদ বাধা হইতেছে ও নিত্য হইবে, আর আমার সন্দেহ কিছু নাই যে এই কারণ অনেক লোক খ্রীষ্টের দিগে প্রকাশ হয় না। প্রতিপালনের পথ যদি থাকিত, তবে তাহারা প্রকাশ মতে খ্রীষ্টকে কবুল করিত। আর আমার মনে কিছুই সন্দেহ নাই যে এই দেশে বহু খ্রীষ্টীয়ান লোক আছে, যাহারা গুপ্তমতে কিম্বা প্রকাশ না হইয়া স্বর্গে যাইবে। কেননা তাহারা দেশীয় লোকদের হইতে এই কারণ বাহির হইতে পারে না। কিন্তু যে ঈশ্বর এত করিয়াছেন তিনি আপন রাজ্যের কারণ এই সকল বাধাজনক কর্ম্ম দূর করিতে পারেন, ও তাঁহার অসাধ্য কিছু নাই। অতএব ঈশ্বরের সকল লোকদের উচিত যে তাহারা এই কারণ নিত্য তাঁহার নিকটে রোদন করে।

উপরে লিখিত বৃত্তান্ত ডুবিত মতাবলম্বিদের বিষয়ক, কিন্তু তাঁহাদের বিনা যে অন্য ২ মতাবলম্বি খ্রীষ্টাশ্রিত লোকেরাও এই দেশে খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপনার্থে অনেক শ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই শ্রম নানা স্থানে অতি ফলযুক্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ক পরামর্শ।

তৃতীয় খণ্ড। উপদেশের অনুক্রম বিষয়ক পরামর্শ।

উপদেশের তিন অংশ আছে, প্রথম আভাষ, দ্বিতীয় প্রধানাংশ, তৃতীয় সমাপক বাক্য। সম্প্রতি আভাষের ও সমাপক বাক্যের কথা হয় না, কেবল প্রধানাংশের কথা হইতেছে। ইহার মধ্যে আইস আমরা উপদেশের অনুক্রম নিশ্চয় করণার্থে নানা ভাগে উপদেশ বিভক্ত করণের নিয়ম বিবেচনা করি।

মূলবচনানুসারে উপদেশের বিভাগ করা অতি উত্তম, কিন্তু তাহা কিঞ্চিৎ দুষ্কর, এই জন্যে আমরা সেই বিভাগ করণের যে সামান্য নিয়ম আছে, তাহা অগ্রে প্রকাশ করি।

সেই নিয়ম নানা প্রকার।

(১) সময়ানুক্রমিক নিয়ম। এই নিয়মানুসারে প্রথমে কি হয়, পরে কি হয়, শেষে কি হয়, তাহা প্রকাশ করা যায়। কোন ঘটনার বিবরণ বিষয়ে উপদেশ দিলে সেই নিয়মানুসারে বিভাগ করিতে হয়। ইহার উদাহরণ, অনানিয়ের ও সাফীরার বৃত্তান্ত বিষয়ে যদি উপদেশ হয়, তবে সময়ানুক্রমিক নিয়মানুসারে এই ২ ভাগ করা যাইতে পারে। ১, তাহাদের পাপ। ২, সেই পাপের প্রকাশিত হওন। ৩, সেই পাপের দণ্ড। ৪, ঐ দণ্ড হইলে মণ্ডলীর এবং অন্যান্য লোকের ভীত হওন।

(২) সামান্য বিবেচনার নিয়ম। এই নিয়মানুসারে প্রচারক প্রথমে কোন ঈশ্বরীয় আজ্ঞার কিম্বা শিক্ষাবচনের ভাব কি, ইহা বুঝাইয়া দেয়; পরে তাহার প্রমাণ দেয়; শেষে তাহার ফল দেখায়।

(৩) কর্ম্মের আলোচনার নিয়ম। এই নিয়মানুসারে প্রথমে সেই কর্ম্ম কি? পরে তাহা কাহার কর্ম্ম? এবং তাহা সম্পন্ন করণের ধারা কিম্বা উপায় কি? শেষে তাহার অভিপ্রায় কিম্বা ফল কি? ইহা কহিতে হয়।

(৪) সামান্য আলোচনার নিয়মানুসারে প্রথমে সাধারন, পরে বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করা যায়। যেমন নারিকেল ফল ভোজনার্থে প্রথমে তাহার ছোবড়া ছুলিতে হয়, পরে তাহার মধ্যস্থিত মালা ভাঙ্গিতে হয়, শেষে মালার মধ্যহইতে শাঁস উদ্ধৃত হয়।

ইহার উদাহরণ। গীত ৮৪; ৪। "যাহারা তোমার মন্দিরে বাস করে তাহারা ধন্য," এই বচনের বিষয়ে উপদেশ হইলে প্রথমে, ঈশ্বরের মন্দির কি? পরে তন্মধ্যে বাসকারী কে? শেষে, তাহারা ধন্য কেন? এই অনুক্রমে উপদেশ হইতে পারে। যেহেতুক মন্দির ঐ ছোবড়াস্বরূপ, এবং তন্মধ্যে বাসকারিগণ মালাস্বরূপ, এবং তাহাদের ধন্যতা শাঁসস্বরূপ।

(৫) যদি কোন উপদেশের ভাগ কিঞ্চিৎ বহুসংখ্যক হয়, তবে যাহাতে সেই সকল ভাগের অনুক্রম উত্তম সোপানস্বরূপ হয়, এমন চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কখনো২ সেই সোপান দিয়া কাল্পবৃক্ষের মূলহইতে তাহার অগ্রডাল পর্য্যন্ত উঠিতে হয়, অর্থাৎ প্রথমে, পরে, শেষে কি২ হয়, এই সময়ানুক্রমিক নিয়মানুসারে শিক্ষা দিতে হয়।

ইহার উদাহরণ। বিশ্বাসী মনুষ্য খ্রীষ্টের আকারবিশিষ্ট হয়, প্রথমে, পুনর্জন্মের সময়ে; পরে, তদবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত; শেষে, পুনরুত্থানের সময়ে।

এবং কখনো২ দূরহইতে মনুষ্যের নিকটে আসিতে হয়, অর্থাৎ যাহাদ্বারা তাহার মন আকৃষ্ট কিম্বা আর্দ্র কিম্বা ভীত কিম্বা আনন্দিত হয়, সেই প্রকার কথা শেষে কহিতে হয়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অন্য২ কথা কহা ভাল।

ইহার উদাহরণ। আগামি ক্রোধ। তাহা ১, ঈশ্বরের ক্রোধ; ২, যথার্থ (অর্থাৎ ন্যায্য) ক্রোধ; ৩, শুদ্ধ ক্রোধ (অর্থাৎ দয়া বিনা কেবল ক্রোধ;) ৪, রাশীকৃত ক্রোধ; ৫, অনন্তকালীয় ক্রোধ। এই যে শেষকথা তাহা সকলের মধ্যে অতি ভয়ানক।

অন্য উদাহরণ। প্রভুর পুনরাগমন। ১, কে আসিবেন? ২, কোথাহইতে? ৩, কোথায়? ৪, কবে? ৫, কি রূপে? ৬, কি নিমিত্তে? এই স্থানেও শেষকথা সকলের মধ্যে ভয়ানক কিম্বা আনন্দজনক।

(৬) তুলনার অনৈক্য দেখাইবার নিয়ম। এই নিয়মানুসারে কেবল দুই ভাগ হয়। ইহার উদাহরণ। প্রথম, পাপি লোকের গতি; দ্বিতীয়, ধার্ম্মিক লোকের গতি। অন্য উদাহরণ। প্রথম, পাপ গুপ্ত রাখনের বিষয়ে; দ্বিতীয়, পাপ স্বীকার করণের বিষয়ে।

এই ছয় নিয়ম বিনা অন্য কোন নিয়ম নাই, এমন নহে; কিন্তু সকলের মধ্যে এই ছয়টা প্রধান। মধ্যে২ দুই নিয়ম যোগ করিতে হয়। ইহার উদাহরণ, ধনি লোকের এবং ইলিয়াসরের বৃত্তান্ত। সময়ানুক্রমিক নিয়মানুসারে তাহার দুই ভাগ হয়, অর্থাৎ ১, ইহলোকে, এবং ২, পরলোকে তাহাদের অবস্থা। কিন্তু এক২ ভাগের মধ্যে তুলনার অনৈক্য দেখাইবার নিমিত্তে প্রথমে এক জনের, পরে দ্বিতীয় জনের অবস্থা দেখাইতে হইবে। কিম্বা একেবারে চারি ভাগ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ ১, ইহলোকে ধনি ব্যক্তির অবস্থা; ২, ইহলোকে দীনহীন ইলিয়াসরের অবস্থা; ৩, পরলোকে সেই ইলিয়াসরের অবস্থা; ৪, পরলোকে ধনি ব্যক্তির অবস্থা।

এই২ প্রকার মিশ্রিত নিয়ম অনেক আছে। আর যে২ নিয়মানুসারে তিন ভাগ হয়, সেই২ নিয়মের তিন ভাগহইতে কেবল দুইটা গ্রাহ্য হয়, এমনও বার২ ঘটে।

উপদেশ নানা ভাগে বিভক্ত করণের এই যে কএকটি নিয়ম প্রকাশিত হইল, তাহার মধ্যে একটাও মূলবচনানুযায়ি নহে; কিন্তু বিভাগ করণের সময়ে মূলবচন আলোচনা করা অতি আবশ্যক, যেহেতুক কোন্ নিয়মানুসারে বিভাগ করিতে হয়, তাহা মূলবচন না দেখিলে নিশ্চয় করা যায় না; এবং কখনো২ মূলবচনের নানা অংশানুসারে কিম্বা শব্দানুসারে বিভাগ করা আবশ্যক হয়; এবং কখনো২ মূলবচনের অর্থ বুঝাইয়া দিবার নিমিত্তে একটি বিশেষ ভাগ করিতে হয়।

ইহার উদাহরণ, প্রেরিত ২০; ৯, ১০। এই দুই পদ দেখিবামাত্র প্রচারক বুঝিবে যে সময়ানুক্রমিক নিয়মানুসারে বিভাগ করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ১, পৌলের যত্ন; ২, শারীরিক দুর্ব্বলতার বাধাজনক হওন; ৩, জীবনের অসারতা; ৪, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় পৌলের দয়া প্রকাশ করণ।

মথি ১১; ২৮। ১, যীশু কাহাকে পরামর্শ দেন? ২, কি পরামর্শ দেন? ৩, সেই পরামর্শ মানিলে তাহারা কি ফল পাইবে?

মীখা ৬; ৮। ১, ন্যায় করণ; ২, দয়া ভাল বাসন; ৩, ঈশ্বরের সহিত নম্রতাচরণ।

উপদেশের প্রধান ভাগ অল্প হউক, অর্থাৎ কেবল দুই কিম্বা তিনটা প্রধান ভাগ হউক; কখনো২ চারিটা হইতে পারে। অধিক হইলে তাহা স্মরণে রাখা দুষ্কর হইবে। এবং যদি কোন ক্রমে অধিক হয়, তবে মূলবচনানুক্রমিক নিয়মানুসারে বিভাগ করা ভাল। ইহার উদাহরণ২ পিতর ১; ৫, ৬, ৭। এই পদ ধরিলে প্রত্যয় ও সাহস ও জ্ঞান ও পরিমিত ভোগ ও ধৈর্য্য ও ঈশ্বরসেবা ও ভ্রাতৃস্নেহ ও প্রেম, এই আট ভাগ করিতে হইবে।

যে কএকটি কথাদ্বারা প্রচারক উপদেশের নানা ভাগ শ্রোতাদিগকে জানায়, সেই কথা অতি অল্প এবং অতি স্পষ্ট হউক। যদি সেই কথা মূলবচনহইতে উদ্ধৃত হয়, তবে তাহা শ্রোতাদের পক্ষে অতি উত্তম হইবে।

লেখালেখি।

শ্রীযুত ধর্ম্ম উপদেশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমাদের নিবেদন এই যে আপনি মিসনরি হেরেল্ড্হইতে কিম্বা অন্য২ সম্বাদ পত্রিকাহইতে ও মিসনরি রিপোর্টহইতে খ্রীষ্টের রাজ্যের বৃদ্ধির বিষয় যদি মাসে২ উপদেশক পত্রিকাতে প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমরা অতিশয় আনন্দ পাই।

উপদেশক পত্রিকাগ্রাহক মহাশয়দের নিকটে আমাদের এই নিবেদন যে তাহারা মঙ্গল সমাচারদ্বারা খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধির বিষয় উক্ত পত্রিকাতে প্রকাশ করেন, ও নানা মণ্ডলীর দ্বারা যে সকল মঙ্গলসমাচার প্রকাশ হইতেছে তদ্বিষয় যদি তাহারা সকলে কিছু২ প্রকাশ করেন তবে তদ্বিবরণ পাঠ করণেতে আমরা পরস্পর সকলেই বহু আনন্দ ভোগ করি ও অনেক সাহস প্রাপ্ত হই ইতি।

গ্রীণলণ্ড দেশে সুসমাচারের আগমন।

উত্তরীয় আমেরিকা দেশের উত্তরপূর্ব্বকোণে গ্রীণলণ্ড নামে যে বড় প্রায়দ্বীপ আছে, তাহার মধ্যে ইংশকের ১০০০ শালে আইস্লণ্ড (অর্থাৎ হিমদেশ) নামে উপদ্বীপহইতে আগত কতক লোক বসতি করিয়া তদবধি চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত নানা গ্রাম ও নগর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিল। ঐ আইস্লণ্ড দেশীয় লোকেরা যখন সেই স্থানে গেল তখন দেবপূজক ছিল, কিন্তু তা-

হাদের পৈতৃক দেশে অর্থাৎ আইস্‌লণ্ড উপদ্বীপে রোমাণ কাথলিক মত গ্রাহ্য হইলে পরে তাহারাও সেই মত গ্রাহ্য করিয়া নামধারি খ্রীষ্টীয়ান হইয়া উঠিল, এবং পূর্ব্বকালের ন্যায় তথনও দানিমার রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিল। পরে ১৪০০ শালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে আত্যন্তিক মহামারী হইলে তাহারা সকলে বিনষ্ট হইল, এবং তদবধি ১৫৭৮ শাল পর্য্যন্ত ইউরপদেশহইতে গ্রীণলণ্ডদেশে এক জনও গেল না। পরে সেই ১৫৭৮ শালে জান দেবিস নামে এক জন ইংরাজ নাবিক সেই দেশীয় সমুদ্রতীর দেখিতে পাইল, এবং ১৬০৫ শাল অবধি দানিমার দেশের রাজা পুনঃ২ গ্রীণলণ্ড দেশে জাহাজ পাঠাইয়া তাহা আপন কর্তৃত্বের বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন, যেহেতুক সেই রাজ্যের অধীন যে লোকেরা পূর্ব্বে তথায় বাস করিয়াছিল, তাহারা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ইহা তৎকালে কেহ জানিল না; কিন্তু তাহাদের বংশ অবশ্য সেই দেশের কোন গুপ্ত অঞ্চলে বাস করিতেছে, সকলে এমন বোধ করিত।

সেই গ্রীণলণ্ড দেশে অতিশয় শীত হয়, তন্নিমিত্তে ভূমি প্রায় সর্ব্বদা হিমে আচ্ছাদিত থাকে, কেবল গ্রীষ্মকালের দুই তিন মাসে কিঞ্চিৎ ঘাসাদি দেখা যায়। আর যে মনুষ্যেরা পুরুষপরম্পরাবধি সেই দেশে বাস করে, তাহারা কৃষিকর্ম্ম না করিয়া মৎস্য ধরে এবং পশু ও পক্ষি মারে, এই রূপে প্রতিপালন পায়। সেই মনুষ্যেরা কেবল আড়াই হস্ত দীর্ঘ, এবং যদ্যপি তাহারা আপনাদিগকে সভ্য জ্ঞান করে, তথাপি তাহারা অতি অসভ্য। বিশেষতঃ পূর্ব্বে আপন চুলহইতে উকুন পোকা লইয়া খাইত।

তাহাদের গৃহের বর্ণনা এই। এক২ গৃহ আট হস্ত চৌড়া ও কুড়ি কিম্বা ত্রিশ হস্ত দীর্ঘ ও চারি হস্ত উচ্চ। সেই প্রকার ঘরে প্রবেশ করণের নিমিত্তে তাহারা ভূমির মধ্যে সুড়ঙ্গ কাটে, সেই সুড়ঙ্গ ১০ কিম্বা ১২ হস্ত দীর্ঘ, এবং দুই হস্ত মাত্র উচ্চ, তাহাতে তাহা দিয়া যে গমন করে, তাহাকে হেঁট হইয়া ছোট বালকের ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া চলিতে হয়। আর সেই সুড়ঙ্গ বক্রও আছে, অর্থাৎ প্রথমে নীচে যায়, পরে পুনরায় উঠে। গৃহমধ্যে আইলে পরে দুই দিগে দুই অতি লম্বা তক্তপোশ দেখা যায়, তাহা

গৃহের অগ্রভাগ অবধি শেষভাগ পর্য্যন্ত যায়, আর যে ২ খুঁটিতে ছাত বসান আছে, সেই ২ খুঁটিহইতে দেওয়াল পর্য্যন্ত পশুচর্ম্মের পর্দ্দা টাঙ্গান হওয়াতে সেই লম্বা তক্তপোশ নানা অংশেতে কি ছোট ঘরেতে বিভক্ত হয়, তাহার এক ২ ছোট ঘরের মধ্যে এক ২ জনের পরিবার বাস করে। এই প্রকার তক্তপোশ বড় গৃহের দুই পার্শ্বে থাকে, তাহার মধ্যে এক পার্শ্বের তক্তপোশ অতিথি লোকদের নিমিত্তে হয়। সেই তক্তার উপরে তথাকার লোকেরা দিবাতে বসিয়া নানা কর্ম্ম করে, এবং রাত্রিতে তাহাই তাহাদের শয্যা, এবং লেপের পরিবর্ত্তে তাহারা পশুচর্ম্ম ব্যবহার করে। দেওয়ালের ঊর্দ্ধভাগে কএকটি গবাক্ষ আছে, কিন্তু আয়নার পরিবর্ত্তে তাহারা পশুর কিম্বা বড় মৎস্যের নাড়ী ব্যবহার করে। এক ২ খুঁটির নিকটে এক ২ চুলা আছে, কিন্তু তাহা এদেশের চুলার সদৃশ নহে। এই দেশীয় তোলা উনন যেমন ইটের কিম্বা পাথরের উপরে রাখা যায়, তদ্রূপ সেই দেশে একটি বড় প্রস্তরময় প্রদীপ রাখা যায়, তাহা তৈলেতে পরিপূর্ণ এমন নয়, কিন্তু সিল নামক এক সমুদ্রীয় পশুর মেদেতে পরিপূর্ণ, এবং সলিতার পরিবর্ত্তে এক প্রকার শৈবালের কিঞ্চিৎ ঐ তৈলের উপরে ভাসে, তাহা জ্বালিলে ছাতহইতে ঝুলান বড় পাত্রেতে খাদ্য সামগ্রী সকল সেই প্রদীপের উপরে পাক করা যায়। এই প্রকার গৃহেতে শীত প্রবেশ করিতে পারে না, এবং যদি ঐ প্রদীপ না থাকিত, তবে প্রায় সর্ব্বদা অন্ধকার থাকিত, কিন্তু সেই গৃহ সর্ব্বদা ধূমেতে ও দুর্গন্ধেতে পরিপূর্ণ আছে ইহা অনায়াসে বুঝা যায়।

আর সেই দেশের নৌকাও আশ্চর্য্য। তাহা দুই প্রকার, প্রথম স্ত্রীলোকদের নৌকা, দ্বিতীয় পুরুষলোকদের নৌকা। স্ত্রীলোকের নৌকা ষোলো হস্ত দীর্ঘ ও দুই হস্ত চৌড়া, আর এক হস্ত কিম্বা দেড় হস্ত গভীর। তাহার নির্ম্মাণার্থে বর্গার আকৃতিবিশিষ্ট কএকটি কাটমাত্র আবশ্যক আছে, কিন্তু তাহা ঐ সিল নামে পশুর চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তাহাতে তাহা দেখিলে চর্ম্মময় নৌকা বোধ হয়। স্ত্রীলোকেরা সেই চর্ম্ম সকল সেলাই করে, এবং স্ত্রীলোকেরা সেই নৌকা বাহিয়া যায়। এক ২ নৌ-

কাতে চারি পাঁচ জন দাঁড় বাহিলে এক দিনে ১৮ ক্রোশ দূরে যাওয়া যায়। এই রূপ নৌকা এমন লঘু যে দুই জন তাহা মস্তকে লইয়া বহিতে পারে।

পুরুষলোকদের নৌকা নয় হস্ত দীর্ঘ, এবং এক হস্তমাত্র চৌড়া; তাহাও চর্ম্মে নির্ম্মিত, আর যে পুরুষ তাহা বাহে, তাহার মস্তক ও হস্তমাত্র দেখা যায়, কেননা তাহার শরীর ও পা পুলের নীচে থাকে। যেমন বড় জালার মধ্যে যদি কোন বালক দাঁড়ায়, তবে তাহার মস্তক ও হস্তমাত্র জালার বাহিরে থাকে, কিন্তু শরীর ও পা জালার মধ্যে হওয়াতে দেখা যায় না, তদ্রূপ। আর জল যেন কোন মতে নৌকার ভিতরে যাইতে না পারে, এই নিমিত্তে সেই মনুষ্যের গাত্রস্থ কুর্ত্তিদ্বারা পুলের মুখ বদ্ধ থাকে, তাহাতে জল নৌকার উপরে পড়িলেও ভিতরে যাইবার স্থান পায় না।

সেই গ্রীণলণ্ড দেশে সুসমাচার প্রচার করণের নিমিত্তে প্রথমে হান্স এগেদে নামক এক জন ধর্ম্মপ্রচারক ১৭২১ শালে নরবে দেশহইতে গিয়াছিলেন। তৎকালে সেই নরবে দেশ দানিমার রাজ্যের অধীন ছিল, এবং নরবে দেশের ও আইসলণ্ড উপদ্বীপের ভাষা প্রায় একই হওয়াতে এগেদে সাহেব মনে এমন ভরসা করিলেন, যে যদি আমি ঐ পূর্ব্বকালীয় আইসলণ্ডীয় লোকদের সন্তানগণকে সেই গ্রীণলণ্ডে দেখি, তবে আমি তাহাদের ভাষা একেবারে বুঝিব, ও তাহাদের সহিত একেবারে কথা কহিতে পারিব। তিনি যখন সেই দেশে পঁহুছিলেন, তখন আইসলণ্ডীয় লোকদের বংশ আর পাওয়া গেল না; তাহাতে তিনি অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ পূর্ব্বক ঐ অসভ্য গ্রীণলণ্ডীয় লোকদের ভাষা শিখিলেন, এবং আপন পুত্রের সহিত তাহাদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করিলেন। এবং সেই দেশীয় এক জন ও তাহার ভার্য্যা খ্রীষ্টের নাম স্বীকার করিল। শেষে ১৭৩৬ শালে অর্থাৎ পনেরো বৎসরের পরে তাঁহার অতিশয় পীড়া হইলে তিনি আপন পৈতৃক দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং দানিমার দেশে উপস্থিত হইলে তিনি গ্রীণলণ্ড দেশের মঙ্গলার্থে সর্ব্বদা চেষ্টা করিলেন।

গ্রীণলণ্ড দেশহইতে তাহার প্রত্যাগমনের তিন বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মানি দেশের হের্ণহূট নামক স্থানহইতে তিন জন গ্রীণলণ্ড দেশে সুসমাচার প্রচার করণার্থে দানিমার রাজ্যের কোপনহাগন নামক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তাহারা প্লেস্ সাহেব নামক এক জন রাজমন্ত্রির নিকটে গিয়া তাঁহাকে আপনাদের অভিপ্রায় জানাইলেন, এবং তিনি তাঁহাদের বন্ধু হইলেন। সেই সাহেব তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্রীণলণ্ড-দেশে গেলে তোমাদের প্রতিপালন কি রূপে হইবে? তাঁহারা ঐ দেশের শীত না জানাতে উত্তর করিলেন, আমরা আপনারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কৃষিকর্ম্ম করিব, তাহাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইলে আমাদের প্রতিপালন হইতে পারিবে। তাহা শুনিয়া সেই সাহেব কহিলেন, ঐ দেশে গৃহ নির্ম্মাণার্থে কাষ্ঠ পাওয়া যায় না, এবং শীত প্রযুক্ত কৃষিকর্ম্ম করা যায় না। তাহাতে তাঁহারা উত্তর করিলেন, যদি এমন হয়, তবে আমরা ভূমিমধ্যে এক গর্ত্ত খনন করিয়া সেই গর্ত্তে বাস করিব। ইহা শুনিয়া সাহেব কহিলেন, না, না, এমন কর্ম্ম করিও না, আমি গৃহের জন্যে তোমাদিগকে কাষ্ঠ দিব, এবং এই এক শত টাকাও তোমাদিগকে দিলাম।

পরে তাহারা গ্রীণলণ্ড দেশে গিয়া এগেদে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকটে সেই দেশীয় ভাষা শিখিলেন, এবং এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম নবহের্ণহূট করিলেন, এবং আপনাদের প্রতিপালনার্থে সূতা কাটিতে লাগিলেন। পরে ক্রমে২ অন্য কএক প্রচারক আইলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলে অনেক কাল পর্য্যন্ত অনবরত শ্রম করিলেও কেহ প্রভুর প্রতি ফিরিল না, এবং তদ্দেশীয় লোক তাহাদিগকে পরিহাস করিলে ও তাঁহাদের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করিলে তাঁহারা প্রায় নিরাশ হইলেন।

শেষে ১৭৩৮ শালে যে সময়ে ঐ প্রচারকদের মধ্যে এক জন সুসমাচারের তর্জ্জমা লিখিতেছেন, সেই সময়ে দূরহইতে আগত কএক গ্রীণলণ্ডীয় লোক কাগজের ও কলমের দৃষ্টিতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া, তুমি কি করিতেছ? এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে সেই সাহেব তাহাদের কর্ণগোচরে সুসমাচারের কতক

কথা, বিশেষতঃ গেৎশিমানী বাগানে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দুঃখের বিবরণ পাঠ করিলেন। সেই পাঠ সমাপ্ত হইলে অন্য সকল শ্রোতা অন্যমনস্ক হইল, কিন্তু কায়রনাক্ নামে এক জন মেজের নিকটে আসিয়া কহিলেন, ঐ কি পাঠ করিয়াছিলা? তাহা আরবার পাঠ কর, আমি তো পরিত্রাণ পাইতে চাহি। ইহা শুনিয়া প্রচারক সাহেব আনন্দেতে প্রফুল্ল হইয়া অশ্রুপাত পূর্ব্বক সেই কথা আর এক বার পাঠ করিলেন, পরে অন্য এক সাহেব প্রভু যীশুর মৃত্যুর কথা শ্রোতাদিগকে জানাইলেন,এবং তাহাদের উপদেশার্থে অন্য ২ অনেক কথাও কহিলেন। তাহাতে তাহাদের মধ্যে কএক জনের মন প্রভুর নিকটে আকর্ষিত হইল। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত প্রভুর রাজ্য সেই দেশে বর্দ্ধমান হইতেছে, এবং সম্প্রতি প্রায় এক সহস্র লোক প্রভুর মণ্ডলীভুক্ত হইয়া তাঁহার সেবা করিতেছে।

ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগান্তর্গত পুস্তকগণ।

১ ভাগ।

প্রথমে দিলেন প্রভু হইয়া সদয়।
আদি আর যাত্রা নামে ধর্ম্মগ্রন্থ দ্বয়॥
তৎপরে লেবীয় আর গণনা পুস্তক।
পঞ্চম পুস্তকাবধি মোশহ রচক।
যিহোশূয় বিচারকর্ত্তৃ রূৎ তৎপরেতে।
শিমূয়েল রাজাবলী সত্য বাক্য যাতে॥
বংশাবলী গ্রন্থদ্বয় ইষ্রা তার পর।
তস্য পরে নিহিমীয় তবেত ইষ্টের॥
তৎপরে আয়ূব্ আর দায়ূদের গীত।
হিতউপদেশ যাহা সুলেমান রচিত॥
তৎপরে আইল গ্রন্থ নাম উপদেশ।
সুলেমান্ সম্বন্ধীয় পরমগীত শেষ॥

২ ভাগ।

ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের এই ২ নাম।
যিশয়িয় যিরিমিয় ইহারা প্রণাম॥

তৎপরেতে যিহিষ্কেল পরে দানিয়েল।
হোশেয় তাহার পর পশ্চাৎ যোয়েল॥
আমোস্ পুস্তক আর গ্রন্থ ওবদীয়।
যূনস্ গ্রন্থের পরে গ্রন্থ মিখাইয়॥
নহূমের পরে হবক্কুক উপস্থিত।
অনন্তর সিফনীয় স্পষ্ট পরিষ্কৃত॥
হগয় তখন আইল দৃষ্টির গোচরে।
সিখরিয় তবে আইল নব অধিকারে॥
সর্ব্বশেষে মলাখী গ্রন্থের আগমন।
দেখিতে পাইল সবে খুলিয়া নয়ন॥

৩ ভাগ।

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগান্তর্গত পুস্তকগণ।

মথি মার্ক লূক আর প্রেরিত যোহন।
প্রেরিতদের ক্রিয়া তার পরেতে গণন॥
রোমীয় মণ্ডলীপ্রতি পত্র এক হয়।
করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি লিপি দ্বয়॥
গলাতীয় ইফিষীয় ফিলিপীয় প্রতি।
তিন পত্র গণ্য হয় শুনহ সম্প্রতি॥
কলসীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র সার।
থিষলনীকীয়ের প্রতি দুই পত্র আর॥
তিমথির প্রতি দুই পত্র চমৎকার;
তীতের উদ্দেশে লেখা এক পত্র আর॥
ফিলিমোন্ ইব্রীয়দের প্রতি পত্র দ্বয়।
যাকুবের সাধারণ এক পত্র কয়॥
দেখ, পিতরের দুই পত্র সাধারণ।
যোহনের তিন পত্র তদ্রূপ গণন॥
যিহূদার এক পত্র গণ্য অতঃপরে।
যোহনের প্রতি ভাবিবাক্য অনন্তরে॥
এ সব পবিত্র গ্রন্থ যেন আমি জানি।
পরিত্রাণ বৃদ্ধি বিষয়েতে হই জ্ঞানী॥
এই রূপে খ্রীষ্ট প্রতি করিয়া প্রত্যয়।
অনন্ত লাভের প্রাপ্তি যেন মোর হয়॥

উপদেশক।

জুন ১৮৪৮ (১৮) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

২৬। পবিত্র আত্মা বিশেষ কর্ম্মকর্ত্তা, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

ইব্রী ও গ্রীক ভাষাতে যে শব্দের অর্থ আত্মা সেই শব্দের অন্য২ অর্থও আছে, বিশেষতঃ বায়ু ও প্রাণবায়ু ও ভাব এই তিন অর্থও আছে। এই কারণ পবিত্র আত্মা এই নাম কেবল রূপক কথা, কিম্বা কেবল পবিত্র ভাবকে বুঝায়, অনেকে দুঃসাহস পূর্ব্বক এমন অনুমান করিয়াছে। কিন্তু পবিত্র আত্মা যে কোন বিশেষ কর্ম্মকর্ত্তা, ইহার প্রমাণ দেওয়া কঠিন নহে। তিনি শিক্ষা দেন, এবং কথা কহেন, এবং আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করেন, এবং বিরক্ত হন, এই সকলের প্রমাণ আমরা দিতে পারি।

"সে সময়ে যে কথা কহিবে, সে তোমরা নহ, কিন্তু তোমাদের মধ্যবর্ত্তী পিতার আত্মা কহিবেন।" মথি ১০ ; ২০।

"সে সময়ে যাহা২ বক্তব্য তাহা পবিত্র আত্মা তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন।" লূক ১২ ; ১২।

"ইহার পরে পিতা সহায়কে অর্থাৎ পবিত্র আত্মাকে আমার নামে প্রেরণ করিলে তিনি তাবৎ বিষয়ে শিক্ষা দিয়া আমার উক্ত সমস্ত কথা তোমাদিগকে স্মরণ করাইবেন।" যোহন ১৪ ; ২৬।

"তিনি আসিয়া আমার বিষয়ে প্রমাণ দিবেন।" যোহন ১৫ ; ২৬।

"সত্যময় আত্মা যখন আসিবেন, তখন তাবৎ সত্য বিষয়ে তোমাদের বুদ্ধি প্রবেশ করাইবেন।" যোহন ১৬ ; ১৩।

"আমরা পারমার্থিক কথাতে পারমার্থিক উপদেশ দিয়া পবিত্র আত্মার জ্ঞাপিত বাক্যদ্বারা ঐ বিষয় কহিতেছি।" ১ করিন্থ ২ ; ১৩।

"আত্মা ঈশ্বরের মর্ম্মকথাদি সর্ব্ববিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।" ১ করিন্থ ১ ; ১০।

"আমরা তাঁহার (অর্থাৎ খ্রীষ্টের) সাক্ষী আছি, তাহা কেবল নয়, ঈশ্বর আজ্ঞাবহদিগকে যে পবিত্র আত্মা দিয়াছেন, তিনিও সাক্ষী আছেন।" প্রেরিত ৫ ; ৩২।

"আত্মা ফিলিপকে কহিলেন, তুমি ঐ রথের নিকটে গিয়া তাহার সঙ্গে মিলন কর।" প্রেরিত ৮ ; ২৯।

"আত্মা পিতরকে কহিলেন, দেখ, তিন জন তোমার অন্বেষণ করিতেছে; তুমি উঠিয়া নামিয়া নিঃসন্দেহে তাহাদের সহিত গমন কর, আমিই তাহাদিগকে প্রেরণ করিলাম।" প্রেরিত ১০; ১৯,২০।

"পবিত্র আত্মা কহিলেন, যে কর্ম্মে আমি বর্ণব্বা ও শৌলকে নিযুক্ত করিয়াছি, সে কর্ম্ম করিতে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেও।" প্রেরিত ১৩; ২।

"পবিত্র আত্মার এবং আমাদের ইহা বিহিত জ্ঞান হইল।" প্রেরিত ১৫; ২৮।

"পবিত্র আত্মা তাহাদিগকে আশিয়া দেশে কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন; এবং মুসিয়া দেশে উপস্থিত হইয়া বিথুনিয়ায় যাইতে উদ্যত হইলে আত্মা সেই দেশেও যাইতে তাহাদিগকে অনুমতি দিলেন না।" প্রেরিত ১৬; ৬, ৭।

"আমাকে বন্ধন ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, ইহা পবিত্র আত্মা নগরে ২ প্রমাণ দিতেছেন।" প্রেরিত ২০; ২৩।

"যে পালের উপরে পবিত্র আত্মা তোমাদিগকে অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন।" প্রেরিত ২০; ২৮।

"পবিত্র আত্মা যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার প্রমুখাৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে এই কথা বিলক্ষণ কহিয়াছেন।" প্রেরিত ২৮; ২৫।

"এক অদ্বিতীয় আত্মা স্বেচ্ছানুসারে প্রতিজনকে অংশক্রমে শক্তি প্রদান করিয়া এই সকল কর্ম্ম আপনি সাধিতেছেন।" ১ করিন্থ ১২; ১১।

"পবিত্র আত্মার অসন্তোষ জন্মাইও না।" ইফিষ ৪; ৩০।

"পবিত্র আত্মা স্পষ্টরূপে এই কথা কহিতেছেন।" তীম ৪; ১।

"পবিত্র আত্মা এই রূপ কহেন।" ইব্রীয় ৩; ৭।

"পবিত্র আত্মা এই অর্থ জ্ঞাপন করেন।" ইব্রীয় ৯; ৮।

"ইহার বিষয়ে আমাদের প্রতি পবিত্র আত্মা স্বয়ং সাক্ষ্য দেন।" ইব্রীয় ১০; ১৫।

"মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মা যে কথা কহেন, যাহার কর্ণ আছে, সে তাহা শুনুক।" প্রকাশ ২; ৭, ১১, ১৭, ২৯। ৩, ৬, ১৩, ২২।

"পরমেশ্বর কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিবেন না।" আদিপু ৬; ৩।

দায়ূদ কহিতেছেন, "আমার মুখদ্বারা পরমেশ্বরের আত্মা কহেন, তাঁহার কথা আমার জিহ্বাগ্রে আছে।" ২ শিম ২৩; ২।

"তাহারা অত্যাচার করিয়া তাঁহার পবিত্র আত্মাকে এমত শোকাকুল করিল, যে তিনি তাহাদের শত্রু হইয়া আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।" যিশ ৬৩; ১০।

পবিত্র আত্মা বিশেষ কর্ম্মকর্ত্তা বটেন, ইহা উপরে উল্লেখিত সকল শাস্ত্রীয় বচনদ্বারা সপ্রমাণ হয়।

২৭। পবিত্র আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর ইহার প্রমাণ।

(১) পবিত্র আত্মা পিতার ও পুত্রের তুল্য আছেন, এই জন্যে অবগাহনের সময়ে এবং আশীর্ব্বাদ করণের সময়ে তিনের নাম করা যায়। এবং পরিত্রাণের পাত্র সকল "পিতা ঈশ্বরের পূর্ব্বলক্ষ্যানুসারে পবিত্রতাজনক আত্মার গুণে খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ ও তাঁহার রক্তে প্রোক্ষিত হওনার্থে মনোনীত হইয়াছে।" ১ পিতর ১; ১।

(২) পবিত্র আত্মার নিন্দা করণে যে পাপ হয়, তাহা অন্য সকল পাপ অপেক্ষা বড়। পবিত্র আত্মা যদি স্বয়ং ঈশ্বর না হইতেন, তবে সেই পাপ এত বড় হইত না। যীশু কহিতেছেন, "আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, মনুষ্যদের সকল প্রকার পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইতে পারে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দার ক্ষমা হইতে পারে না। আর যে কেহ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কথা কহে, সে দোষের ক্ষমা পাইতে পারে; কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে, ইহলোকে কি পরলোকে তাহার সেই দোষের ক্ষমা হইতে পারে না।" মথি ১২, ৩১, ৩২।

(৩) ঈশ্বরের মন্দিরে ঈশ্বর বাস করেন, আর যে মনুষ্যের অন্তরে পবিত্র আত্মা বাস করেন, সেই মনুষ্য ঈশ্বরের মন্দির; অতএব পবিত্র আত্মা ঈশ্বর।

"তোমরা ঈশ্বরের মন্দিরস্বরূপ, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন, ইহা কি জান না? যে কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট করে, তাহাকে ঈশ্বর নষ্ট করিবেন; কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর তোমরা সেই মন্দিরস্বরূপ হইতেছ।" ১ করিন্থ ৩; ১৬, ১৭।

"তোমাদের শরীর ঈশ্বরহইতে প্রাপ্ত অন্তরস্থ পবিত্র আত্মার মন্দিরস্বরূপ, ইহা কি তোমরা জ্ঞাত নও?" ১ করিন্থ ৬; ১৯।

(৪) পবিত্র আত্মা সর্ব্বজ্ঞ, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। আর যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সুতরাং স্বয়ং ঈশ্বর। পবিত্র আত্মা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের ও প্রেরিতদের নিকটে ভাবি ঘটনা প্রকাশ করিতেন, এবং ধর্ম্মপুস্তকে যত ভবিষ্যদ্বাক্য লিখিত আছে, সেই সকল পবিত্র আত্মার সর্ব্বজ্ঞতার ফল।

(৫) পবিত্র আত্মা সর্ব্বশক্তিমান, সুতরাং তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও প্রেরিতগণ যত আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছেন, সেই সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া করণের ক্ষমতা তাহারা পবিত্র আত্মাহইতে পাইয়াছিল।

আর পাপি মনুষ্যের যে পুনর্জন্ম, তাহা নূতন সৃষ্টিস্বরূপ এবং মৃত লোকের পুনর্জীবনপ্রাপ্তিস্বরূপ। সেই নূতন সৃষ্টি ও নূতন জীবনদান পবিত্র আত্মারই কর্ম্ম, এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর হওয়াতে সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করেন।

(৬) পবিত্র আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর আছেন, এই জন্যে অননিয়ের নিকটে পিতর ইহা কহিয়াছিলেন, যথা,

"পবিত্র আত্মার নিকটে মিথ্যাকথা কহিতে শয়তান কেন তোমার

অন্তঃকরণে প্রবৃত্তি দিয়াছে? তুমি কেবল মানুষের কাছে মিথ্যাকথা কহিলা না, কিন্তু ঈশ্বরের কাছেও কহিলা।" প্রেরিত ৫ ; ৩, ৪।

এবং দায়ূদও কহেন, যথা, "আমার মুখদ্বারা পরমেশ্বরের আত্মা কহেন, তাঁহার কথা আমার জিহ্বাগ্রে আছে। ইস্রায়েলের ঈশ্বর কহেন, ইস্রায়েলের পর্ব্বতস্বরূপ ঈশ্বর আমাকে কথা কহেন।" ২ শিমু ২৩ ; ২, ৩।

অতএব পবিত্র আত্মা যে ঈশ্বর বটেন, ইহা শাস্ত্রীয় বচনদ্বারা সপ্রমাণ হয়।

২৮। পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা, এই তিনের একত্বের কথা।

পিতা যেমন স্বয়ং ঈশ্বর আছেন, তদ্রূপ পুত্রও স্বয়ং ঈশ্বর আছেন, এবং পবিত্র আত্মাও স্বয়ং ঈশ্বর আছেন ; ইহা সপ্রমাণ হইল। এই তিনের মধ্যে যে বিশেষ আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় করা আমাদের অসাধ্য, যেহেতুক ঈশ্বরের তত্ত্ব আমাদের বুদ্ধির অগম্য। অতএব এই বিষয়ে আমরা যাহা জানিতে পারি তাহা অতি অল্প। পিতা ঈশ্বর এক প্রকার তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর আদিকারণ, এই জন্যে পিতা অর্থাৎ জন্মদাতা তাঁহার এই নাম আছে। এবং পুত্র তাঁহাকে পিতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার সমাদর করেন। এবং পবিত্র আত্মাও তাঁহার অনুমতি বিনা কিছুই করেন না। কিন্তু পুত্র ও পবিত্র আত্মা যদ্যপি পিতার সমাদর করেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহার সমান। পুত্র যে অতি পূর্ব্বকালে ছিলেন না, এমন নহে। তিনি মনুষ্যজাতির মধ্যে জন্ম লইবেন, ইহা পূর্ব্বাবধি নিশ্চিত হওয়াতে তাঁহার পুত্র এই নাম পূর্ব্বাবধি করা গেল, এমন বোধ হয়।

নীচে লিখিত বচন অতি মনোযোগের যোগ্য।

"কোন মনুষ্য ঈশ্বরকে কখনো দেখে নাই, কিন্তু পিতার ক্রোড়স্থিত অদ্বিতীয় পুত্র তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছেন।" যোহন ১ ; ১৮।

"পিতা পুত্রকে প্রেম করেন, এই জন্যে আপনি যে ২ কর্ম্ম করেন, তাহা সকলই পুত্রকে দেখান।" যোহন ৫ ; ২০।

"যেমন মনুষ্যের মনোগত সকল কথা মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মা ব্যতিরেকে আর কেহ জানিতে পারে না, তেমনি ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কথা ঈশ্বরের আত্মা ব্যতিরেকে আর কেহ জানিতে পারে না।" ১ করিন্থ ২ ; ১১।

"সত্যময় আত্মা যখন আসিবেন, তখন তাবৎ সত্য বিষয়ে তোমাদের বুদ্ধি প্রবেশ করাইবেন। তিনি আপনাহইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা ২ শুনিবেন, তাহাই কহিবেন, এবং তোমাদিগকে ভাবিকথাও জ্ঞাত করিবেন। আমার মহিমা প্রকাশ করাইবেন, কেননা আমার বিষয়ের কথা লইয়া তোমাদিগকে বুঝাইবেন। পিতার যাহা ২ আছে, সকলি আমার ; এ জন্যে বলিলাম, তিনি আমার বিষয়ের কথা লইয়া তোমাদিগকে বুঝাইবেন।" যোহন ১৬ ; ১৩-১৫।

"তোমরা ঈশ্বরের সন্তান হইতেছ, এই নিমিত্তে যে আত্মার দ্বারা আম-

রা ঈশ্বরকে পিতা? বলিয়া সম্বোধন করি, তাঁহার পুত্রের সেই আত্মাকে তিনি তোমাদের অন্তঃকরণে প্রদান করিয়াছেন।" গলাত ৪; ৬। এবং অন্য২ স্থানে খ্রীষ্টের আত্মা, এবং যীশুর আত্মা, এই২ নাম পবিত্র আত্মাকে দেওয়া যায়।

পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা, এই তিনের মধ্যে যে একত্ব আছে তাহা কেবল পরামর্শের ঐক্য এমন নহে, তাঁহারা একই অদ্বিতীয় ঈশ্বর। ইহার প্রমাণ।

১। পিতার ও পুত্রের একত্ব।

যীশু খ্রীষ্ট কহিতেছেন, "আমি এবং পিতা উভয়ই এক।" যোহন ১০; ৩০। আরও। "যে জন আমাকে দর্শন করিল, সে পিতাকেও দর্শন করিল; তবে আমাদিগকে পিতাকে দর্শন করাও, এ কথা কেমন করিয়া বলিতেছ? আমি পিতাতে আছি, এবং পিতা আমাতে আছেন, ইহা কি তোমার প্রত্যয় হয় না?" যোহন ১৪; ৯, ১০।

২। পিতার ও পবিত্র আত্মার একত্ব।

পিতা এবং পবিত্র আত্মা একই আছেন ইহা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বিবরণদ্বারা প্রকাশ পায়। পবিত্র আত্মাদ্বারা মরিয়মের গর্ব্ভে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হইল আর পবিত্র আত্মা কর্তৃক পুনর্জাত হইলে বিশ্বাসি লোকেরাও পিতা ঈশ্বরের সন্তান হইয়া উঠে। অতএব পিতা এবং পবিত্র আত্মা এক। তথাপি পবিত্র আত্মাকে কখনো পিতা বলা যায় না, যেহেতুক তাঁহাদের একত্ব হইলেও তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ আছে।

এই সকল বিবেচনা করিলে নীচে লিখিত বচনের প্রামাণ্য প্রকাশ পায়। "পিতা ও বাক্য ও পবিত্র আত্মা, এই তিন স্বর্গেতে সাক্ষী আছেন, এবং এ তিনেতে এক।" ১ যোহন ৫; ৭। এই বচন যোহনের লিখিত হউক কি অন্য কাহারো দ্বারা লিখিত হউক, তাহার সত্যতার বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা, এই ত্রিত্ব বিষয়ক কথা খ্রীষ্টধর্ম্মের ভিত্তিমূলস্বরূপ। যেহেতুক পিতা ঈশ্বর পাপি মনুষ্যদের প্রতি দয়া করিয়াও আপনি তাহাদের পরিত্রাণ করিতে পারেন না। কোন বিচারকর্ত্তা যদ্যপি অপরাধি ব্যক্তির প্রতি দয়া করে, তথাপি সে তাহার দোষ অমনি ক্ষমা করিতে পারে না; এবং আপনি দোষি লোকের পরিবর্ত্তে দণ্ড ভোগ করিতে পারে না; করিলে ব্যবস্থা নিরর্থক হয়। আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পাপি মনুষ্যদের জামীনস্বরূপ হইলেন, কিন্তু পাপিগণ যদি তাঁহাকে আপনাদের জামীনরূপে গ্রাহ্য না করে, তবে তাঁহার কর্ম্ম নিষ্ফল থাকে। আর তাহারা যেন তাঁহাকে জামীনরূপে স্বীকার করে, এই জন্যে তাহাদের মনকে লওয়াইতে তাঁহার উচিত নহে, যেহেতুক তুমি ইহাকে নিজ জামীনরূপে গ্রাহ্য কর কি না? বিচারকর্ত্তা ইহা জিজ্ঞাসা করিলে জামীনদার তাহার উত্তর দিতে পারে না, কিন্তু আসামিকে উত্তর দিতে হয়। যে বন্ধু আসামি পাপি লোককে সুপরামর্শ দেন, ও তাহার মন লওয়ান, তিনি পবিত্র আত্মা। যাহাতে পাপি মনুষ্যেরা যীশুকে নিজ জামীনরূপে গ্রাহ্য

করিতে সম্মত হয়, এই চেষ্টা পবিত্র আত্মা করেন। সম্মত হইলে তাহারা পবিত্র আত্মার শিক্ষানুসারে পুত্রের অনুরোধে পিতার নিকটে নির্দ্দোষ-রূপে গণিত ও তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়। পিতা দয়ালু হইয়া মনুষ্যের জামীনরূপে পুত্রকে গ্রাহ্য করেন, এবং পবিত্র আত্মার শিক্ষাতে মনুষ্যও সেই পুত্রকে নিজ জামীনরূপে গ্রাহ্য করে, এই উপায়দ্বারা পাপি মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়। এবং এই উপায়দ্বারা পিতা ন্যায়বিচার করিয়াও পাপিকে ক্ষমা করেন, এবং পুত্র ছলবিনা মনুষ্যের জামীন হন। আর এই পরিত্রা-ণের উপায়দ্বারা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য জ্ঞান ও দয়া প্রকাশ পায়।

ঈশ্বরীয় ত্রিত্বের বিবেচনা এই স্থানে করা গেল, তাহার কারণ এই যে কেবল প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের স্বভাব ও আচরণ আমাদের বোধগম্য হইতে পারে। তিনি ঈশ্বর হইয়াও মনুষ্য হইলেন, এই নিমিত্তে ধর্ম্মপুস্ত-কের সর্ব্বত্র মানুষিক কর্ম্মের দৃষ্টান্তদ্বারা ঈশ্বরীয় কর্ম্মের ব্যাখ্যা হয়। ইহার উদাহরণ। ঈশ্বরের স্বভাবতঃ চক্ষু নাই, কিন্তু মনুষ্যাবতার যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার চক্ষু আছে এই জন্যে ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানে ঈশ্বরের চক্ষুর কথা পাওয়া যায়, আর এই দৃষ্টান্তদ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদের বোধগম্য হয়। এই রূপে প্রভু যীশু খ্রীষ্টরূপ দর্পণে আমরা ঈশ্বরের তেজ ও গুণ ও কর্ম্ম দেখিতে পাইতেছি, নতুবা যেমন সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা মনুষ্যের অসাধ্য, তদ্রূপ ঈশ্বরের আলোচনা করাও আমাদের অসাধ্য হইত।

পরিত্রাণ বিষয়ে পরমেশ্বরের নিয়ম।

(বাক্স্টর সাহেবের পুস্তকহইতে গৃহীত।)

আকাশমণ্ডলে যেমন চন্দ্র ও তারাগণ শোভা পায়, এবং এই ভূতলে বন ও প্রান্তর অপেক্ষা যেমন বাটী গড়াদিতে সুশোভিত শহর শোভা পায়, তেমন জগতের মধ্যে পরমেশ্বরের মণ্ডলী শোভা পায়। তাঁহার প্রেমেতে ও প্রেমজাত সদ্গুণেতে মণ্ডলীর আনন্দ। তাঁহারই তেজস্কর বদন মণ্ডলীর দীপ্তিকর ও জীবনদা-য়ক সূর্য্য। যদি সংসাররূপ আকাশ ও পাপরূপ মেঘদ্বারা ঐ সূর্য্য ভিন্নীকৃত ও আচ্ছাদিত না হইত, তবে জগৎ ও মণ্ডলী এক হইত ও মণ্ডলীর দিবসাবসান কখনও হইত না। পৃথিবীর যে অংশেতে আমরা বাস করি তাহা পৃথিবীর ঘূর্ণনেতে সূর্য্যহইতে অন্তর হইলে রাত্রি হয়, কিন্তু সূর্য্য অন্তর হয় না। তদ্রূপে পর-মেশ্বরের উত্তমতা ন্যূন হয় না, কিন্তু মানুষের হয়। আমাদের পরিত্রাণার্থে পরমেশ্বরের পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই, কিন্তু আমা-

দেরই মনঃপরিবর্ত্তনের আবশ্যক। খ্রীষ্ট যখন সংসারে আইলেন তখন পরমেশ্বরকে ভদ্রতর করণের অভিপ্রায়ে নয়, কিন্তু মানুষকে ভদ্র করণার্থে। আর আমাদের মঙ্গল করিতে পরমেশ্বরের ইচ্ছা জন্মাইবার নিমিত্তে খ্রীষ্ট মরিলেন না, কিন্তু আমরা যেন ঈশ্বরকৃত মঙ্গল গ্রহণ করি এই জন্যে তিনি মরিলেন। ঈশ্বরের মনঃপরিবর্ত্তন করা, কিম্বা দয়া করণে অনিচ্ছুক পরমেশ্বরকে দয়াকরণেচ্ছুক করা তাঁহার অভিপ্রায় নয়, কিন্তু জগতের যথার্থ ও ধর্ম্মময় কর্ত্তার বুদ্ধি ও ধর্ম্ম ও যাথার্থ্যের হানি না করিয়া বরং সেই সকল গুণের গৌরব প্রকাশ করত তিনি পাপ বিমোচন করিতে পারেন এই তাঁহার অভিপ্রায়।

পরমেশ্বরের দৃষ্টিগোচরে মনুষ্য যেন প্রিয় হয়, ও যিনি পূর্ণধর্ম্ম তিনি যেন মানুষকে আপন আমোদপাত্র জ্ঞান করেন এই জন্যে দুই বিষয় আবশ্যক। এক এই যে আমাদের স্বভাব ঈশ্বরের ধর্ম্ম স্বভাবের ন্যায় হয়। দ্বিতীয় এই যে তাঁহার যথার্থ বিচারানুসারে তিনি আমাদিগকে নির্দোষ করিতে পারেন। ইহকালে আমরা পরমেশ্বরকে তাঁহার সৃষ্ট বস্তুরূপ দর্পণে দেখিতেছি, বিশেষতঃ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট মানুষেতে তাঁহাকে দেখিতে পাই। আমরা যদি ধার্ম্মিক হইতাম, তবে তিনি ধর্ম্মময় এ বিধায় আমাদিগকে প্রেম করিতেন। আমরা যদি নির্দোষ হইতাম, তবে তিনি ধার্ম্মিক ও বদান্য রাজা এ প্রযুক্ত আমাদিগকে আশ্বাস দিতেন। পরন্তু তাঁহার সর্ব্বব্যাপি স্বাভাবিক যাথার্থ্যানুসারে তিনি বিশেষ বিষয়ে যথার্থ বিচার করেন। অতএব আমরা যদি নির্দোষ হই, তবে আমাদের নির্দোষতা ধর্ম্মস্বভাবহইতে জন্মিবে, নতুবা নির্দোষতা হইতে পারে না। নিজে ভাল না হইলে আমরা ভাল মানুষের মত আচার ব্যবহার করিতে পারি না। মানুষ যাবৎ পাপেতে ভ্রষ্ট না হইল তাবৎ ধার্ম্মিক ও নির্দোষ হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার গোচরে প্রিয় ছিল। সেই ধর্ম্ম ও নির্দোষতা পাপদ্বারা নষ্ট হইল। তাহাকে পুনশ্চ ধার্ম্মিক ও নির্দোষ করা ত্রাণকর্ত্তার কর্ত্তব্য। এই কার্য্য করিতে তিনি জগতে আইলেন। অর্থাৎ যাহার গুণদ্বয় নষ্ট হইয়াছে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া রক্ষা করিতে, এবং আমাদিগকে শয়তান ধর্ম্মহীন

ও দোষবিশিষ্ট করিয়া যে অনিষ্ট করিল তাহা নষ্ট করিতে তিনি আইলেন।

মনুষ্যের পতনেতে যেমন প্রথমে ধর্ম্মস্বভাব লোপ হয় তৎপরে দোষ হয়, তদ্রূপ তাহার উদ্ধার করণেতে প্রথমে আবশ্যক যে ত্রাণকর্ত্তাতে বিশ্বাস করণদ্বারা তাহার মন ঈশ্বরের প্রতি ফিরে, তৎপরে পাপের মোচন হয়। ঐ দুই অপরাধেতে অর্থাৎ ধর্ম্মহীনতা ও দোষিতাতে মনুষ্য নিজে অপরাধী, অতএব আবশ্যক যে মনুষ্য নিজে সেই ধর্ম্ম ও সেই নির্দোষতা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্ট আমাদের বিষয়ে কোন অযথার্থ বাক্য ঈশ্বরের নিকটে জানাইতে আইলেন না। আর তিনি এমন চিকিৎসকও নহেন যে কেবল কল্পিত কি কথিত স্বাস্থ্য করেন তিনি আপনি ভদ্র আছেন এই হেতুক আমাদিগকে ভদ্র জ্ঞান করিতে আপন পিতাকে প্ররোচনা করেন না। কিম্বা আমাদিগকে সুস্থ না করিয়া ঈশ্বরকে কহিবেন না যে আমরা সুস্থ হইয়াছি। আমরাই দোষী ও অধার্ম্মিক, অতএব আমরাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পুণ্যহীন কিম্বা দণ্ডার্হ। অতএব আমাদিগকেই ধার্ম্মিক হইতে হইবে। যদি কেবল খ্রীষ্ট ধার্ম্মিক হন, তবে বিচারেতে কেবল খ্রীষ্টকেই ধার্ম্মিক জ্ঞান করা যাইবে ও কেবল খ্রীষ্টই সুখভোগী হইবেন। জগতের ধর্ম্মস্বরূপ বিচারকর্ত্তা যিনি তিনি এক জন অধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক বলিয়া পুণ্যবান জ্ঞান করিবেন না এবং এক জন অপবিত্র পাপিকে পবিত্র বলিয়া প্রিয়পাত্র জ্ঞান করিবেন না। ঈশ্বরের মাহাত্ম্যবিশিষ্ট পুত্রের এমন কোন অভিপ্রায় নাই যে আপন মরণগুণে কি ধর্ম্মগুণে পরমেশ্বরের স্বভাবান্তর করেন অথবা যাহা স্বভাবত তাঁহার অপ্রিয় তাহা তাঁহাকে প্রিয় জ্ঞান করান, এবং ঈশ্বর হইয়া তিনি যাহা ঘৃণা করেন তাহার সঙ্গে তাঁহার মেল করান। যাবৎ আমরা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি ধারণ না করি ও তিনি যেমন ধার্ম্মিক তেমন ধার্ম্মিক না হই, তাবৎ তিনি আমাদিগকে গ্রাহ্য করিবেন না ও প্রসন্ন হইয়া প্রেম করিবেন না। অনন্তর যাহাতে ঈশ্বর আমাদিগকে গ্রহণ করেন ও আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন এমন উপযুক্ত পাত্র আমাদিগকে করাই ত্রাণকর্ত্তার কার্য্য। আমরা পদ। তিনি কর্ত্তা। আমাদিগকে ক্ষমা করি-

বার জন্যে তিনি আমাদিগকে পুনর্জাত করেন। এবং আমরা পবিত্র হইয়া কর্ত্তার ব্যবহারের জন্যে উপযুক্ত হই, এই জন্যে তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করেন। যাবৎ আমরা না ফিরি তাবৎ তিনি দোষ হরণ করিবেন না, ও যাবৎ দোষ হরণ না করেন তাবৎ আমাদের সেবা গ্রাহ্য করিবেন না। পরন্তু এই দুই কার্য্য কেবল ঈশ্বরের শক্তিতে সিদ্ধ হয়। আমাদের অধর্ম্মরূপ ভ্রষ্টতাহইতে উদ্ধার করণের জন্যে আমাদের উপর ঈশ্বরকৃত কার্য্যের আবশ্যক হয়। আমাদের দোষিতা ও তদুপযুক্ত দণ্ডহইতে উদ্ধার করণের জন্যে আমাদের নিমিত্তে ঈশ্বরকৃত কার্য্যের আবশ্যক। খ্রীষ্ট আপন বাক্যদ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া ও উত্তেজনা জন্মাইয়া ধর্ম্মাত্মাদ্বারা আমাদিগকে ধার্ম্মিক করেন। এবং যাহারা পরামনন ও প্রত্যয়দ্বারা তাঁহার প্রতি ফিরে, তাহাদিগকে তিনি আপনার ও আপন পিতার ইচ্ছাক্রমে উক্ত নিয়মবিশিষ্ট মঙ্গলসমাচাররূপ দানপত্রদ্বারা আপনাকে ও পাপমোচন ও স্বর্গের অধিকার দান করিয়া নির্দ্দোষ করেন। উভয় কার্য্য তাঁহার রক্তগুণেতে হয়, কিন্তু একই ভাবে নয়, কেননা বাস্তব কেবল দোষহইতে আমাদের উদ্ধার করিবার জন্যে তাঁহার রক্তপাত হওয়া আবশ্যক। যদি আমাদের মন ফিরাণ ও পবিত্র করণদ্বারা আমাদিগকে নূতন করণভিন্ন অন্য বিষয়ের প্রয়োজন না থাকিত, তবে তাহা রক্তপাত বিনা বাক্য ও ধর্ম্মাত্মাদ্বারা হইতে পারিত। পরমেশ্বর যখন মনুষ্যকে আপন প্রতিমূর্ত্তি দান করিলেন, তখন রক্তরূপ মূল্য না লইয়া বিনামূল্যে তাহা দান করিলেন। তিনি এমন রক্তৈষীও নহেন যে রক্তের ইচ্ছা করেন কি রক্ত গ্রাহ্য করেন, কেবল রক্তপাতরূপ উপায় ভিন্ন যে কার্য্য সিদ্ধ হইতে প্যারে না তৎকার্য্যার্থে তাহা গ্রাহ্য করেন। সে কার্য্য কি? না তাঁহার আজ্ঞা ও ব্যবস্থা লঙ্ঘনদ্বারা মনুষ্যকর্ত্তৃক তাঁহার অসম্ভ্রম হইয়াছে, সেই ব্যবস্থার সম্ভ্রম রক্ষা করণেতে ও মনুষ্যদের পাপক্ষমা করণেতে তাঁহার যথার্থ বিচার প্রকাশ করণরূপ প্রথম কার্য্য। বিশেষতঃ পরমেশ্বর ধর্ম্মগুণ প্রযুক্ত পাপকে কি পর্য্যন্ত ঘৃণা না করেন ও মনুষ্যজাতিকে বিশেষতঃ আপন মনোনীত ব্যক্তিকে কি পর্য্যন্ত প্রেম না করেন, ইহা

প্রকাশ করণই মুখ্য কার্য্য। এই ভাবেতে খ্রীষ্ট আমাদের প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তিদাতা ও তিনি যথার্থমতে আমাদের পাপের প্রতীকার করিয়াছেন।

(উপরি লিখিত কথা ধর্ম্মপুস্তকের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলে না। ঈশ্বর পাপি মনুষ্যকে নূতন স্বভাব প্রদান করিয়া যে সেই নূতন স্বভাব প্রযুক্ত তাহাকে গ্রাহ্য করেন তাহা নহে, কেবল বিশ্বাস প্রযুক্ত গ্রাহ্য করেন। বিশ্বাসদ্বারা খ্রীষ্টের এবং পাপি ব্যক্তির ঐক্য জন্মে, তাহাতে পাপি মনুষ্যের পাপ খ্রীষ্টের পাপরূপে গণিত হয়, এবং খ্রীষ্টের যে পুণ্য, তাহা পাপি লোকের পুণ্যরূপে গণিত হয়, এই জন্যে সেই পাপী বাঁচে। এক ঋণগ্রস্ত লোক এবং এক অতিধনি লোক উভয়ে যদি এক পুঁজি করে, তবে ঋণি লোক ধনবান হয়। খ্রীষ্ট আপন মৃত্যুদ্বারা পাপরূপ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পুণ্যরূপ অপরিমিত ধন বিশ্বাসি মনুষ্যের প্রতি বর্ত্তে। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ ত্যাগ করিতে অসম্মত হয় তাহার সহিত খ্রীষ্ট এক পুঁজি করেন না, ইহা সত্য বটে। আর খ্রীষ্টের অসীম দয়াতে আমার অসংখ্যক পাপের মার্জ্জনা হইল, ইহা বুঝিলে পাপি লোক তাঁহার প্রেমেতে আকর্ষিত হইয়া তাঁহার অভিমত আচরণ করিতে চেষ্টান্বিত হইবে; কিন্তু যে অবধি মনুষ্য খ্রীষ্টের সেই প্রেম না বুঝে, তদবধি সদাচরণ করিতে বড় চেষ্টা করিবে না।)

ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ক পরামর্শ।

চতুর্থ খণ্ড। উপদেশের উপভাগ বিষয়ক পরামর্শ।

(১) আভাষেতে শ্রোতাদের মনোযোগ ও অনুগ্রহ জন্মাইবার চেষ্টা করা প্রচারকের কর্ত্তব্য। তাহাদের অনুগ্রহ পাইবার নিমিত্তে সে আপনার প্রশংসা করিবে না, এবং আপনার দুর্ব্বলতার কথাও কহিবে না, কিন্তু উপদেশ তাহাদের পক্ষে ফলদায়ক হইবে এই রূপ কথা কহিতে পারে।

উপদেশের আরম্ভ হইলে শ্রোতৃগণ মনে২ ইহা জিজ্ঞাসা করিবে, এই বার কোন্ বিষয়ে উপদেশ হইবে? আর প্রচারক এই প্রসঙ্গ মনোনীত করিয়াছেন, ইহার কারণ কি? এই২ জিজ্ঞাসার উত্তর আভাষেতে দিতে হয়।

আর উপদেশের সার. ও অনুক্রম যেন শ্রোতার বোধগম্য হয়, এই নিমিত্তে প্রচারক অগ্রে আভাষদ্বারা তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিবে।

আভাষ বিস্তারিত না হউক, এবং অস্পষ্ট না হউক। আর যে কথাদ্বারা শ্রোতাদের অসন্তোষ জন্মিতে পারে, এমন কথা আভাষেতে কহা অতি অনুচিত।

(২) সমাপক বাক্য অর্থাৎ উপদেশের শেষবাক্যও বিস্তারিত না হউক। সেই বাক্য উপদেশরূপ বাণের অগ্রভাগস্বরূপ, অতএব তাহা যেন অতি তীক্ষ্ণ হইয়া অন্তঃকরণে প্রবেশ করে, এমন চেষ্টা করা প্রচারকের উচিত। যে কথাদ্বারা শ্রোতাদের মন আকর্ষিত কিম্বা আর্দ্র কিম্বা ভীত কিম্বা আনন্দিত হয়, এমন কথা কহিতে হয়। সমাপক বাক্য যদি শ্রোতার মনে স্থান না পায়, তবে উপদেশ নিরর্থক হইল ইহা জানিবা।

যে শেষভাগে ফলাফলের বিস্তারিত বর্ণনা করা যায়, তাহার চুম্বক কথা শেষে সংগ্রহ করা অতি উত্তম। আর খ্রীষ্টধর্ম্ম দয়ার প্রকাশ, এই নিমিত্তে সর্ব্বশেষে ভয়ানক কথা অপেক্ষা বরং সান্ত্বনাদায়ক কিম্বা প্রেমসূচক কোন কথা কহা ভাল।

আর বিশ্বাসী, এবং খ্রীষ্টের অন্বেষণকারী, এবং অবিশ্বাসী, এই যে তিন প্রকার লোক শ্রোতাদের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাদিগের মধ্যে প্রভেদ করা উচিত। বিশ্বাসি লোকের সান্ত্বনা করণ সময়ে অবিশ্বাসির সান্ত্বনা করা অনুচিত, এবং অবিশ্বাসিকে ভয় দেখাওন সময়ে বিশ্বাসিকে ভয় দেখাওন অনুচিত।

(৩) মূলবচনের অর্থ ব্যাখ্যা করণের উপযুক্ত সময় আভাষের মধ্যে কিম্বা আভাষের পরেই পাওয়া যায়। মূলবচন যদি আপনি স্পষ্ট আছে, তবে তাহার ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। আর যদি সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়, তবে আভাষের মধ্যে তাহা করা ভাল। কিন্তু যদি তাহার ব্যাখ্যা করণার্থে অনেক কথার প্রয়োজন হয়, তবে সেই ব্যাখ্যা উপদেশের প্রথম ভাগ হইবে।

মূলবচনের ব্যাখ্যা করণের সময়ে আপন পাণ্ডিত্য কিম্বা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ করা প্রচারকের অনুচিত, কেননা দর্প করা তাহার কর্ম্ম নহে, কিন্তু সুসমাচার প্রচার করাই তাহার কর্ম্ম।

(৪) শ্রোতাদের মধ্যে যে২ ভ্রান্তি ও আপত্তি ও ত্রুটি চলিত আছে কিম্বা চলিত না হইয়াও পরে স্থান পাইতে পারে, তা-

হার কথা এক২ ভাগের আরম্ভস্থানে কহিতে হয়। ইহার উদাহরণ। যে ভাগে প্রমাণ সকল প্রকাশ করা যায়, তাহার আরম্ভস্থানে অর্থাৎ প্রমাণ সকলের অগ্রে মনুষ্যদের মধ্যে চলিত নানা সন্দেহের কিম্বা আপত্তির কথা কহা যাইতে পারে। কিন্তু কখনো২ ভ্রান্তি কিম্বা সন্দেহ কিম্বা আপত্তি খণ্ডাইবার নিমিত্তে উপদেশের বিশেষ ভাগ করিতে হয়। আর মূলবচনের অর্থ প্রকাশ করিলে ও উপযুক্ত প্রমাণ সকল দিলে পরে শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কোন প্রকার ভ্রান্তি কি আপত্তি কি সন্দেহ করিবে না, যদি এমন বোধ হয় তবে সেই ভ্রান্তি প্রভৃতির প্রসঙ্গ অনাবশ্যক। পরিহাস পূর্ব্বক কিম্বা রাগপূর্ব্বক কোন সন্দেহ খণ্ডন করা ধর্ম্মপ্রচারকের অনুচিত। আর যে ভ্রান্তি ও আপত্তি ও ত্রুটির কথা কহা নিতান্ত অনুচিত, তাহা দুই প্রকার আছে, প্রথম, যাহা খণ্ডন করণে প্রচারকের সামর্থ্য নহে তাহা; দ্বিতীয়, যাহার বিষয়ে এমন সম্ভব নাই যে তাহা শ্রোতাদের মধ্যে কখনো স্থান পাইবে তাহা।

(৫) প্রমাণাদির শ্রেণী ইষ্টকের ভিত্তির তুল্য হউক। কোন ভিত্তি গাঁথিলে যেমন দুই কোণে কিম্বা দুই শেষভাগে অতি দৃঢ় ইষ্টক দিতে হয়, কিন্তু মধ্যে অতি দৃঢ় ইষ্টকের কোন প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ প্রমাণশ্রেণীর প্রথম ও শেষ প্রমাণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্রেণীর মধ্যস্থানে যে২ প্রমাণ তাহার প্রতি এত মনোযোগ করিবার প্রয়োজন হয় না। যে অতি দৃঢ় প্রমাণদ্বারা তীক্ষ্নবুদ্ধি লোকের বিশ্বাস জন্মে তাহা অন্য সকলের অগ্রে রাখিবা; আর যে অতি দৃঢ় প্রমাণদ্বারা সামান্য শ্রোতার মন আকর্ষিত হয়, তাহা সকলের শেষে রাখিবা। আর কোন২ উপদেশে শাস্ত্রীয় এবং যুক্তিসিদ্ধ দুই প্রকার প্রমাণের দুই শ্রেণী আবশ্যক হয়; আর এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌টা প্রথম, কোন্‌টা বা দ্বিতীয় হইবে, তাহার বিচার প্রচারক করিবে। আর অনেক অদৃঢ় প্রমাণ অপেক্ষা দুই তিনটা দৃঢ় প্রমাণ ভাল; এবং যে প্রমাণ শ্রোতাদের বোধগম্য নহে, তাহা দৃঢ় হইলেও কোন মতে গ্রাহ্য হইতে পারে না।

(৬) যে প্রচারক অগ্রে যত্নপূর্ব্বক মূলবচনের বিবেচনা করে,

সে উপদেশের অনুক্রম নিশ্চয় করিলে পরে অনায়াসে উপদেশ রচনা করিতে পারিবে, যেহেতুক বিবেচনা করণ সময়ে যাহা ২ সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহার মধ্যে উপযুক্ত অর্থাৎ শ্রোতাদের বোধগম্য ও ফলদায়ক কথা সকল মনোনীত করা তাহার অনায়াসে সাধ্য। আর এক ২ উপভাগ যেন উত্তম সোপানস্বরূপ হয়, অর্থাৎ প্রথম কথাদ্বারা যেন দ্বিতীয় কথা শ্রোতাদের গ্রাহ্য ও বোধগম্য হয়, এবং দ্বিতীয় কথাদ্বারা যেন তৃতীয় কথা গ্রাহ্য ও বোধগম্য হয়, এমন চেষ্টা করা অতি আবশ্যক। যে কোন কথা শ্রোতাদের বোধগম্য হয় না, কিম্বা বোধগম্য হইয়াও তাহাদের ফলদায়ক হয় না, সেই কথা উপদেশের যোগ্য নহে, ইহা প্রচারক মনে স্থির করুক। এবং এক উপদেশের মধ্যে এক কথা পুনঃ পুনঃ কহা ভাল নহে, যেহেতুক তাহা করিলে শ্রোতারা বলিবে, ঐ প্রচারক আমাদিগকে অতি স্থূলবুদ্ধি লোক জ্ঞান করে, কিম্বা সে আপনি অজ্ঞান কিম্বা অলস, এই জন্যে এক কথা পুনঃ পুনঃ কহে।

সুসমাচার প্রচার করণার্থে কতক প্রচারকের দেশভ্রমণ।

গত নবেম্বর মাসে কতক জন ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীরামপুরহইতে প্রস্থান করিয়া বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে সুসমাচার প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই যাত্রার বৃত্তান্তহইতে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত হইল।

৮, সোমবার, প্রাতে আমরা এক গ্রাম পাইয়া অত্যাহ্লাদিত হইলাম ও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে তাহা মুসলমান লোকদের গ্রাম। পরে আমরা এক জন গৃহস্থের বাটীতে কথা আরম্ভ করিয়া তাহাদের নিকট সুসমাচার প্রচার করিলাম, তাহারা সকলেই ভালমতে শুনিল, কেহ ২ পুস্তক লইল। পরে আমাদের সম্মুখ বাতাস প্রযুক্ত ঐ গ্রামের খালে লাগাইতে হইল, অতএব তাহারা অনেকে একত্র হইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ২ আসিয়া আমাদের নিকট মঙ্গলসমাচার শুনিয়া পুস্তক গ্রহণ করিল।

৯, মঙ্গল, দুই প্রহরের সময় আমরা পানগুছি নদীর উপরে এক হাট পাইলাম, তাহার নাম বলাবুনিয়া। ঐ হাটে আমরা উক্ত সময়হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘোষণা করিয়া পুস্তক বিতরণ করিয়া বহু আনন্দ ভোগ করত প্রভুর ধন্যবাদ করিলাম। প্রথমে ঐ হাটের লোকেরা অতি উত্তম রূপে শ্রবণ করিল; পরে যখন তাহারা পুস্তক পাইল তখন পুস্তক পাইবার নিমিত্তে পাগলের মত ব্যস্ত হইল, কেননা তাহারা কএক জন একত্র হইয়া এমত কামড়াকামড়ি করিল যে দুইবার তাহাদের মধ্যে মারামারি উঠিল,

আর কতক জন আমাদের নৌকার নিকটে আসিয়া পুস্তক পাইবার নিমিত্ত লালায়িত হইল, পরে আর কতক জন ডিঙ্গি ভাসাইয়া আসিয়া আমাদের নৌকা ধরিয়া পুস্তক লইয়া চলিয়া গেল, যেহেতুক গোল প্রযুক্ত নৌকা বাহির করিয়া নদীতে ছিলাম। তাহাদের পুস্তক পাইতে এত যে ব্যগ্রতা তাহার কারণ এই যে তাহারা কখন পুস্তক প্পায় নাই ও যীশু খ্রীষ্টের মঙ্গলসমাচার কখন শুনিতে পায় নাই, কেননা এই বিষয়ে ঐ হাটে অনেক কথা আমাদিগকে কহিতে হইয়াছিল। ঐ হাটে আমরা এক জন মুদি পাইলাম। তাহার নিকট দুই খানি পুস্তক ছিল, একের নাম ত্রাণোপায়, অন্যের নাম সত্য আশ্রয়। আর কেহ ২ স্থানান্তরে সুসমাচার শুনিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক কখন শুনিতে পায় নাই। ঐ হাটে তাহারা আমাদের সহিত অনেক বিচার করিল ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাইয়া কেহ ২ বড় সন্তুষ্ট হইল, আর অনেকে বড় ভয় পাইল যে পাছে কোম্পানি বাহাদুর আমাদের কোন উপদ্রব করেন। এই হাটে জন পাঁচ ছয় দেবপূজক বিনা সকলেই মুসলমান দেখিলাম, কিন্তু এক জনও স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম না, তাহাতে বোধ হয় যে এই দেশেতে তাহা রীতি নহে যে স্ত্রীলোক হাটে যায়।

১০, বুধবার, প্রাতে আমরা নৌকা খুলিয়া জোয়ারের অপেক্ষাতে এক স্থানে নৌকা লাগান করিলাম। পরে কতক জন দুইখান ডিঙ্গি বাহিয়া আসিয়া প্রভুর মঙ্গলসমাচার শুনিয়া পুস্তক লইয়া চলিয়া গেল।

১১, বৃহস্পতিবার, প্রাতে সয়েনার হাটখোলাতে নৌকা লাগাইয়া এক কর্ম্মকারের দোকানে গেলে সে আমাদিগকে আদর পূর্ব্বক বসিবার নিমিত্তে আসন দিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার শ্রবণ করিল। পরে আমাদের সহিত কেহ ২ বিচার করিল, তাহাতে তাহারা ঐ বাক্যের প্রসিদ্ধ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। পরে তাহাদিগকে পুস্তক দিয়া নৌকায় আইলে বিস্তর হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া আমাদের নিকটে আইল, তাহাতে আমরা মথিলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায় পাঠ করিয়া তাহার অর্থ তাহাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া জ্ঞাত করিলাম, তাহাতে তাহারা হৃষ্টমনে শ্রবণ করিয়া পুস্তক গ্রহণ করিল।

পরে দুই প্রহরের সময় আমরা কাউখালির বাজার পাইয়া নদীর উভয় পার্শ্বে সুসমাচার প্রচার করিলাম। দক্ষিণ পার্শ্বে যাইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া পুস্তক পাঠ করিলে দোকানিরা যে যে স্থানে ছিল সেই সেই স্থানহইতে বাহির হইয়া চলিয়া আইল। পরে তাহারা অতিশয় স্থির না হইয়া দাঁড়াইয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার শ্রবণ করিয়া পুস্তক গ্রহণ করিল. পরে সেই স্থানহইতে আমরা নৌকা খুলিয়া মহিসানির হাটে আইলাম, কিন্তু ঐ হাট অতিশয় বৃহৎ অনুমান হাজার লোক তাহাতে ছিল। আমরা ঐ হাটে দুই দল হইয়া মঙ্গলসমাচার প্রচার করিলাম, তাহাতে লোকেরা অতিশয় হৃষ্ট মনে আমাদের ঘোষিত বাক্য শ্রবণ করিল, কিন্তু পুস্তক বিতরণ কালীন পুস্তক লইতে এমত ব্যস্ত হইল যে ভ্রা-

তৃগণ তাহ'তে প্রায় চেপ্টা হইল। তাহাতে ভ্রাতৃগণ আপনাদের হস্তের পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করিলে ঐ দায়হইতে মুক্ত হইল। পরে আমরা দেখিলাম যে হাটের লোক ভাঙ্গিয়া পুস্তক লইবার কারণ চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে আমরা নৌকা ভাসাইয়া গভীর জলেতে আইলাম, কেননা ডরিলাম পাছে এত লোক আমাদের নৌকাতে আসিয়া আমাদের দ্রব্যাদি লূট করিয়া লয়। তত্রাপি বিস্তর লোক আপনাদের নিজ ২ নৌকা বাহিয়া আসিয়া পুস্তক লইয়া গেল। আর কতক জন মঙ্গলসমাচার শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল।

১২, শুক্রবার, প্রাতে আমরা জালাকাঠির বন্দরে মঙ্গলসমাচার প্রচার করিয়া অতিশয় আনন্দ পাইলাম। ঐ বন্দর নূতন বসান গিয়াছে, তাহা অতিবড়, প্রায় নূতন বৈদ্যবাটীর তুল্য। এই স্থানের লোকেরা এমত উত্তম যে তাহা দেখিয়া আমরা ভরসা করি যে অত্যল্পদিনের মধ্যে আমরা অনেক খ্রীষ্টীয়ান তাহাহইতে পাইতে পারিব। প্রভুর ইচ্ছা হউক তাহা যেন শীঘ্র হয়। ঐ লোকেরা আপনাদের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অতি মনোযোগ পূর্ব্বক ও ভক্তিভাবে সুসমাচার শুনিল। তাহারা আমাদিগকে আপনাদের দোকানে বসাইয়া ধর্ম্মপুস্তকের অর্থ শুনিয়া অতিশয় আনন্দ করিল। তাহাদের অনেকে আমাদিগকে কহিল যে তোমাদের যদি কোন কেহ আমাদের নিকটে কিছু দিন থাকিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মপুস্তকের অর্থ বুঝায়, তাহা হইলে আমরা অত্যনায়াসে তাহা যাজন ও শিক্ষা করিতে পারি; তোমরা যাহা কহিলা তাহা আমরা ভাল রূপে বুঝিলাম, কিন্তু যাজন ক্রিয়া জ্ঞাত হইতে পারিলাম না। তাহার মধ্যে আর এক জন কহিল যে তোমাদের দত্ত পুস্তক পাঠ করণাবধি আমি হিন্দুধর্ম্ম মানি না, কিন্তু যেমন বুঝি তেমন ধর্ম্মশাস্ত্রমতে চলি, তাহাতে আমার প্রতিবাসিরা আমাকে খ্রীষ্টীয়ান করিয়া কহে। আমরা ঐ বৃহৎ বন্দরের মধ্যে নানা স্থানে প্রচার করিয়া পুস্তক বিতরণ করিলাম।

১৭, বুধবার, প্রাতে আমরা কোন গ্রাম পাইতে পারিলাম না, যে হেতুক আমাদিগকে পদ্মা নদী পাড়ি দিয়া মেগনা নদীতে পড়িতে হইল। পরে বৈকালে কাটিকাটা নামক এক মুসলমানের গ্রাম পাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারি স্থানে মঙ্গলসমাচার প্রচার করিলাম, কিন্তু ঐ সকল মুসলমানেরা ফরাজি দুদামিয়ার শিষ্য। শেষে অনেক লোক নৌকার নিকটে রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিয়া আমাদের ঘোষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বহু আনন্দ করিল ও পুস্তক লইল। পরে তাহারা কহিতে লাগিল যে আমরা দুদামিয়ার উপদেশ উত্তম জ্ঞান করিয়া পির পেগম্বরদের পূজা করা কিম্বা সিন্নি সেলাবাদ করা ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তাহার উপদেশ অপেক্ষা তোমরা যাঁহার বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দিতেছ তাহা অতি উত্তম। অতএব তাহারা এই প্রকার কথা কহিয়া হৃষ্টমনে প্রস্থান করিল।

১৯, শুক্রবার, প্রাতে এক দস দে বাদিয়া লোক পাইয়া তাহাদের মধ্যে

প্রবেশ করিয়া দুই স্থানে ঘোষণা করিলাম। তাহারা জাতিতে মুসলমান বটে, কিন্তু অন্য মুসলমান লোকদের সহিত কোন প্রকারে আলাপ ব্যবহার করে না। তাহারা পরিবার লইয়া সমস্ত কাল নৌকাতে বাস করে। ইহাদের মধ্যে যখন আমরা উপস্থিত হইলাম, তখন তাহারা আমাদিগকে অতি আদর পূর্ব্বক বসিতে আসন যোগাইল। আর যখন আমরা পুস্তক পাঠ করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বরীয় বিষয়ের উপদেশ দিলাম, তখন তাহাদের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আসিয়া আমাদের চারিদিগে বসিয়া অতি মনোযোগ পূর্ব্বক ঘোষিত বাক্য শ্রবণ করিল। ঐ স্থানের নাম কাটাখালি।

২০, শনিবার, প্রাতে মুনসির হাট আরম্ভ হইলে আমরা হাটে উপস্থিত হইয়া চারি স্থানে ঘোষণা করিলাম, তাহাতে হাটস্থ লোকেরা অতি মনোযোগ পূর্ব্বক আমাদের ঘোষিত বাক্য শ্রবণ করিল, ও যাহারা পাঠ করিতে পারিল তাহারা অতিশয় যত্নপূর্ব্বক পুস্তক সকল গ্রহণ করিল। পরে আমরা যখন কথা কহিতে আরম্ভ করিলাম, তখন দোকানদারেরা দোকান ছাড়িয়া ২ দূরহইতে দৌড়িয়া আসিয়া নিঃশব্দ হইয়া আমাদের ঘোষিত বাক্য শ্রবণ করিল, ইহাদের মধ্যে এক জনও কিছুমাত্র গোলমাল করিল না, এবং উত্তর প্রত্যুত্তরও করিল না। আমাদের শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান লোক ছিল, পরে দুই প্রহরের সময় দেখিলাম যে হাট ক্রমেতেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তখন আমরা আহারাদি করিয়া পুনর্ব্বার ঘোষণা করিতে গেলাম; তাহাতে লোকেরা আমাদের ঘোষিত বাক্য অতিশয় মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছে ও পুস্তক গ্রহণ করিতেছে ইতিমধ্যে জমিনদারের কাছারিহইতে এক লোক আসিয়া আমাদিগকে কহিল যে কাছারির নায়েব মহাশয় তোমাদিগকে ডাকিতেছেন। তাহাতে আমরা ভাবিলাম বুঝি তিনি আমাদের সহিত কোন বিষয়ের বিচার করিবেন। অতএব আমরা কিছু ক্ষণ বিলম্বে কাছারিতে গমন করিলাম, তাহাতে ঐ নায়েব আমাদিগকে দেখিবামাত্রেই কহিতে লাগিল, হে কৃশীকৃষ্ণ চলিয়া যাও। কিন্তু কাছারির অন্য ব্যক্তিরা আমাদের বসিবার নিমিত্তে মোড়া বাহির করিয়া দিতেছিল। পরে ঐ দুষ্ট নায়েব তাহা দিতে নিবারণ করিল, আর প্রভুর সুসমাচার শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক অন্য ব্যক্তিদিগকে তাহা শুনিতেও দিল না, তাহাতে আমাদিগকে অতিশয় দুঃখিতমনা হইয়া পুনরাগমন করিতে হইল। পরে হট্টস্থ ব্যক্তিদিগকে সুসমাচার শ্রবণ করাইতে ও পুস্তক বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহাতে শ্রোতৃবর্গেরা পূর্ব্বকার মত ঘোষিত বাক্য মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিল, তাহাতে আমরা অতিশয় আনন্দমনে নৌকাতে আসিয়া পরম পিতার ধন্যবাদ করিয়া পবিত্র আত্মার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম।

২১, রবিবার, প্রাতে আমরা মেলাতে ঘোষণা করিলাম। এই মেলার স্থানে গত ১৯ শুক্রবারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণে

মুনসির হাটখোলার নীচে ব্রহ্মপুত্র নদের চড়ার উপরে ঐ মেলা হয়। ঐ মেলা যাতায়াতে প্রায় এক ক্রোশ হইবে, আর মহাজন লোকেরা অতি বড়২ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নানা প্রকার দ্রব্যাদিতে পূর্ণ করিয়াছিল, না পাওয়া যায় এমন কোন দ্রব্য ছিল না। ঐ সকল দ্রব্যাদি বণিকেরা নানা স্থানহইতে নৌকাযোগে মেলাতে আনিয়াছিল। আর লোকের সীমা পরিসীমা নাই। এই মেলা কার্ত্তিক মাসে রাস পূর্ণিমাতে ব্রহ্মপুত্র নদেতে স্নান উপলক্ষ্যে হয়। গঙ্গাসাগরের মেলা এই মেলার অর্দ্ধাংশও নহে। এই মেলাতে অনেক দূরদেশস্থ লোকেরা আইসে, অর্থাৎ চট্টগ্রাম ত্রিপুরা মৈমুনসিংহ বরিসাল যশোহর ইত্যাদি। আমরা যখন দুই দল হইয়া ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন লোকেরা অতি ব্যগ্রতাপূর্ব্বক সুসমাচার শ্রবণ করিল; তাহাতে এক২ বার এত জনতা আইল যে তাহাতে অতিশয় ঠেলাঠেলি হইল, কিন্তু লোকেরা অতি নিঃশব্দ হইয়া ঈশ্বরের কথা শুনিতে ও পুস্তক গ্রহণ করিতে লাগিল। এই রূপ কতক ক্ষণ যায় ইতিমধ্যে এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবী আপন শিষ্য কএক জনকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপদেশ শ্রবণ করিয়া গলবস্ত্র হইয়া একখানি পুস্তক যাচ্ঞা করিল, তাহাতে ঐ স্ত্রীলোক উত্তম রূপে পাঠ করিতে পারিলে তাহাকে একখান অন্তভাগ ও একখানি দায়ূদের গীতপুস্তক দিলাম, তাহাতে ঐ স্ত্রী হৃষ্টমনা হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক শিরোধার্য্য করিয়া গ্রহণ করিল। আর এক বার ঘোষণা করিতেছি ইতিমধ্যে এক যুবা লোক আসিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ঘোষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করত পায়ের উপরে পড়িয়া কহিল, যে আহা, এই সত্য কথা। আমরা প্রথমে ভাবিলাম যে এই ব্যক্তি বুঝি নদীকে প্রণাম করিতেছে, কিন্তু যখন পা ধরিল, তখন তাহাকে উঠাইয়া কহিলাম, আমাদিগকে প্রণাম করিও না, কিন্তু যাঁহার বাক্য প্রচার করিতেছি এমন যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, তাঁহার চরণ ভক্তিভাবে ক্রন্দন করত শক্ত করিয়া ধর, তোমার পাপ ক্ষমা হইবে। পরে তাহাকে একখানি পুস্তক দিয়া বিদায় করিলাম। এইরূপে নানা স্থানে সুসমাচার প্রচার করিযা নৌকায় আগমন করিলাম। বৈকালে আমরা আরবার পুস্তক লইয়া উক্ত মেলাতে ঘোষণা করিতে গমন করিলাম। পরে ঘোষণা প্রায় সমাপ্ত হয় এমত সময় এক জন অপ্রকাশিত খ্রীষ্টীয়ান লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাতে সে আমাদিগকে আপন নৌকাতে লইয়া গেল। পরে আমরা তথায় গিযা দেখিলাম যে সে কুমীল্লা জেলার কোন গ্রামের লোক; এবং তাহার সহিত কতক জন স্ত্রী ও পুরুষ আছে। পরে তাহাকে সমাচার দিলে সে নৌকাহইতে আসিয়া আমাদের সহিত বসিল ও প্রভুর প্রশংসা করিতে লাগিল। সে কএক ত্রাক্ট পুস্তক পাঠ করিয়া কণ্ঠগত করিয়াছে, এবং অন্তভাগ ও সুসমাচার সকল ভালরূপে পাঠ করিয়া, প্রভু ত্রাণকর্ত্তা ইহা জ্ঞাত হইয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া লোকদের নিকট প্রচার করত কতক জনকে শিষ্য করিয়াছে, এই সকল জ্ঞাত হইয়া বহু আনন্দ করিলাম। পরে তাহাদিগকে কিছু

উপদেশ দিয়া প্রার্থনা করিলাম, প্রার্থনা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি ক্রন্দন করিতে লাগিল। পরে আমরা বিদায় হইয়া চলিয়া আইলাম।

২২, সোমবার, প্রাতে আমরা পূর্ব্বদিবসের মত পুস্তক লইয়া ঐ মেলাতে ঘোষণা করত ও পুস্তক দেওত ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সেই দিবস প্রাতে স্নান হওন প্রযুক্ত এত লোক যে প্রায় ভিড় ঠেলিয়া যাওন দুঃসাধ্য। আমরা লোকের কলরব প্রযুক্ত দুই তিন বার অধিক উপদেশ দিতে পারিলাম না; তৎ প্রযুক্ত অল্প২ কথা কহিয়া পুস্তক বিতরণ করিলাম। পুস্তক বিতরণ করণ কালীন আমাদিগকে অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, কেননা জনতা পুস্তক গ্রহণ কালীন এমত কাড়াকাড়ি করিল যে তাহাদের নখাঘাতদ্বারা আমাদের হস্তের কোন২ স্থানে রক্ত বাহির হইল। যাহা হউক আমরা অতি শ্রান্ত হইয়া নৌকায় আসিয়া আহার করিয়া আর বার প্রভুর ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে বাহির হইলাম। বেলা দুই প্রহর কালীন লোক কিছু কম ছিল, কেননা তাহারা আহারীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতে লাগিল, তাহাতে আমাদের কর্ম্ম ভালরূপে চলিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঐ দিবস মেঘাচ্ছন্ন ছিল, তাহাতে আমাদের বড় উপকার হইল। পরে বেলা যত অবসান হইতে লাগিল তত লোকের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে আর আমরা পুস্তক দিতে না পারিয়া অতি দীর্ঘকায় দুই জন লোক পাইয়া তাহাদের হস্তে পুস্তক দিলাম, যেন তাহারা আপনাদের হস্ত ঊর্দ্ধ করিয়া বিতরণ করে, তাহাতে তাহারা সেই রূপ করিয়া আমাদের উপকার করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা আর উপদেশ না দিয়া বিজ্ঞ২ লোকদের সহিত বিচার করিয়া তাহাদের ভ্রম দেখাইতে লাগিলাম, ও এক২ খান ময়ূরভট্ট ও মুক্তিমীমাংসা পুস্তক দিতে লাগিলাম, আর যাহাকে২ উপযুক্ত বুঝিলাম তাহাকে২ ধর্ম্মপুস্তক দিলাম। পরে সন্ধ্যার সময় নৌকায় আইলে ঐ রামদাস আপন কতক জন শিষ্য সঙ্গে করিয়া আমাদের নৌকায় আইলে আমরা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত প্রভুর প্রশংসা করিলাম। পরে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এক্ষণে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? আমরা তাহাদিগকে উত্তর দিলাম যে ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান পাওনের নিমিত্ত ও প্রভু য়ীশুর নামে ডুবিত হওনের কারণ পাদরি মহাশয়দের নিকটে যাও। ইহা কহিয়া ডুবিত হওনের বিধি ও তাহার কারণ শাস্ত্রহইতে বাহির করিয়া দেখাইলাম। পরে সে কহিল, পুস্তক ছাপা করণ স্থান শ্রীরামপুর নাম পাঠ করিয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত তথায় গমন করিতে বাসনা করিতেছি, কিন্তু যাওয়া হইল না; এবার আমি মনস্থ করিয়াছি যে প্রভুর ইচ্ছা হইলে আমরা কএক জন তথায় যাইব। পরে কহিল, আমাদের এক্ষণে ডুবিত হইবার দুই বাধা দেখিতেছি, প্রথম আমি আর কতক জন লোক পাইবার অপেক্ষা করিতেছি; দ্বিতীয় জমীদার সকল আমাদের উপর বড় দৌরাত্ম্য করিয়া ধনাদি হরণ করিয়া ধোবা নাপিত বন্ধ করিবে। তাহাতে নূতন খ্রীষ্টীয়ানদের উপর শয়তান কি প্রকার পরীক্ষা করে, তদ্বিষয় দৃঢ়প্রত্যয়ী হওনার্থে যীশু খ্রীষ্টের

প্রতিজ্ঞার বিষয় শাস্ত্রহইতে বাহির করিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলাম; তাহাতে তাহারা তাহা পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, যদি তোমাদের কেহ আমাদের নিকট থাকিয়া উপদেশ শিক্ষা করাও, তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হই। তাহাতে আমরা উত্তর করিলাম যে আমরা তোমাদের হইতে অতিদূর প্রবাসী, এবং ঢাকা সহরের ভ্রাতৃগণ তোমাদের নিকটবাসী; অতএব তোমাদের তত্ত্বাবধারণ করিতে তাহাদিগকে কহিয়া দিব। এই সকল কথাবার্ত্তার পরে ঈশ্বরারাধনা কি প্রকার করিতে হয়, তাহা তাহাদিগের সহিত করিয়া দেখাইয়া দিলাম। তাহারা আমাদের গান শুনিয়া বড় আনন্দিত হইয়া আমাদের সহিত গান করিতে লাগিল। পরে এক পর্ব্ব পাঠ করিয়া তাহার অর্থ কিছু প্রকাশ করিয়া দুই প্রার্থনা করিয়া তাহাদিগকে প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলাম, যেন তিনি সর্ব্ব প্রকার দুঃখ ও কষ্ট ও পরীক্ষাহইতে উত্তীর্ণ করিয়া আপন লোকরূপে স্বীকার করেন। পরে তাহাদিগকে ধর্ম্মপুস্তক দিলাম, বিশেষ রামদাসকে একখান সমুদয় ধর্ম্মপুস্তক ও অন্য ২ লোককে এক ২ খান অন্তভাগ ও দায়ূদের গীত ও যিশাইয় আচার্য্যবাক্য ও মূসালিখিত আদিপুস্তক দিলাম। পরে তাহাদের প্রার্থনা আমাদিগকে শ্রবণ করাইল; সেই প্রার্থনা কর্ত্তাভজা লোকের মত, অতএব যেরূপ প্রার্থনা করিতে প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন, ও দায়ূদাদি ঈশ্বরের ভক্ত লোকেরা যে রূপ প্রার্থনা করিয়াছে তাহা শাস্ত্রহইতে বাহির করিয়া দেখাইলাম। তাহাদের কথার দ্বারা বোধ হয় যে কর্ত্তাভজার মত অনেক কর্ম্মাদি করিয়া থাকে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? গুপ্তরূপে যাহারা প্রভুর সেবা করে, তাহাদের মধ্যে কত ভুল না জন্মিতে পারে? অবশ্য জন্মিবে, যেহেতুক প্রকাশ খ্রীষ্টীয়ান পাদরি মহাশয়দের ঘরে বাস করিয়াও ভ্রমাদি কত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ আমরাই। এইরূপে বহুরাত্র পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত কালযাপন করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলাম।

২৭, শনিবার, আমরা কামরাকামলপুর গ্রামে প্রবেশ করিলাম। এই গ্রাম রামপুরের পার্শ্বে একটি ছোট খাল পার। এই গ্রামে পূর্ব্বরীতিমত পাঠ করিতে লাগিলাম, তাহাতে গ্রামহইতে অনেক স্ত্রী ও পুরুষ ও বালক ও বৃদ্ধ আমাদের শব্দ পাইয়া চলিয়া আইল, তাহাতে আমরা তাহাদের নিকট মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করিলে তাহারা সকলেই হৃষ্টমনে পুস্তক গ্রহণ করিল। স্ত্রীলোকেরা আসিয়া ২ কহিল, আমার ছেলে লেখা পড়া করিতেছে, অতএব তাহার নিমিত্তে এক খানি দেহ। এইরূপে তাহাদের নিকট ঘোষণা করিয়া চলিয়া আইলাম। পরে আমাদের পথে আর এক গ্রাম পাইলাম, তাহার নাম লাক্ষাই। ঐ গ্রামের এক স্থানে আমাদের ঘোষণা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে পুস্তক দেওন কালীন তাহারা কহিল, তোমরা যদি জমীদারের বাটীতে যাইয়া এই কথা কহ ও এই পুস্তক দেহ, তবে তাহারা উত্তম রূপে বুঝিতে পারিবে। তাহাতে আমরা তাহাদের কথা শুনিয়া ঐ জমীদারের বাটীতে গেলাম। ঐ জমীদার জাতিতে কৈবর্ত্ত। আমরা

তাহার বাটীতে গেলে অতি অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বসাইল ও পরে ঈশ্বরের কথা শুনিতে লাগিল। তাহার বাটীতে অনেক লোক ছিল, অতএব তাহাদের সকলকেই পুস্তক দিয়া চলিয়া আইলাম। পরে আমরা সন্ধ্যার সময় কুরে আদম পুরের এক মাঠ পাইয়া তথাকার বৈরাগিদের নিকট মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করিলাম। তাহারা একে২ অনেকে আসিয়া ঘোষণা শ্রবণ করিল, কিন্তু পুস্তক লইতে সকলেই ভয় পাইল। আমাদের প্রিয় পাঠকগণকে মনে করিতে হইবে যে আমরা যেমন সহর অঞ্চলে মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করি, তেমন এই সকল স্থানে হইতে পারে না, যেহেতুক যদি তাহাদের নিকট প্রথমে পুস্তক বাহির করিয়া পাঠ করা যায়, তবে একেবারে ভয় পায়। তাহাদের গ্রামের কি নাম, তাহারা কোন্ জাতি, কোন ব্রাহ্মণ গ্রামে আছে কি না, ও কোন্ জেলার অন্তঃপাতী ইত্যাদি কথা কহিয়া তাহাদের সহিত ভাব না করিলে একেবারে যদি কথা কহা যায় তবে ভয় পায়। অতএব প্রথমে তাহাদের সহিত ভাব করিয়া কথা দিয়া কথা লইয়া কথায় ২ মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করা যায়। এই সকল গ্রামের লোকেরা অতি অসভ্য, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম কি তাহা প্রায় জ্ঞাত নহে; তাহাদের মধ্যে লেখা পড়া প্রায় নাহি। তাহাদের স্ত্রীলোকেরা কোন বুনা জংলীর মত, অনুমান তিন হাত এক কাপড় তাহাদের কটিদেশে, আর সমস্ত উলঙ্গ। যখন তাহারা আপনাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা করে, তখন তাহাদের ভাষা কিছুমাত্র বুঝা যায় না। পুরুষদের মধ্যে অনেকের মাথায় একটী টেনা ও পাছায় একটী নেঙ্গটী। ইহাদের মধ্যে যে সকল লোক কলিকাতায় আসা যাওয়া করিয়া মহাজনি কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কিছু সভ্যতা পাওয়া যায়।

২৯, সোমবার, কাঁকলেশ্বর নামক গ্রামে এক জন বৈষ্ণবকে পাইয়া তাহার সহিত কথা কহিতে আপনাদের নৌকাতে আনিলাম। পরে তাহার সহিত বিচার করিয়া তাহার মতের ভুল দেখাইয়া প্রভু ত্রাণকর্ত্তার কথা তাহাকে জ্ঞাত করাইলাম, তাহাতে সে অতি ভক্তি ভাবে ঈশ্বরের কথা শুনিল। আমাদের আহার হইলে আমরা আর এক গ্রাম পাইলাম, তাহার নাম শামীপুর। এই গ্রাম প্রায় সমুদয় শৌলোক ও অতি ধনাঢ্য, কিন্তু অগ্নিদাহ ভয়ে ছোট২ ঝোপড়ি বানাইয়া বাস করে। তাহাদের নিকটে যখন আমরা গেলাম, তখন আমাদের সম্ভ্রমের নিমিত্ত চৌকি আনিয়া দিয়া স্ত্রী ও পুরুষ আসিয়া আমাদের চারিদিগে দাঁড়াইয়া মঙ্গলসমাচার শুনিল ও পুস্তক গ্রহণ করিল। তাহাদের মধ্যে এমন এক জনকে পাইলাম যে তাহার নিকট এক খানি দায়ূদের গীত পুস্তক আছে, সে তাহা অতি প্রেম পূর্ব্বক পাঠ করে, তাহা শুনিয়া আমরা অতি সন্তুষ্ট হইয়া এক খানি অন্তভাগ তাহাকে দিলাম, পরে নৌকায় আইলাম।

৩ ডিসেম্বর, শুক্রবার, আমরা সোনামগঞ্জে উঠিয়া ঘোষণা করিলে লোকেরা আসিয়া ঈশ্বরের কথা শুনিতে লাগিল, ইতিমধ্যে এক বৃদ্ধ চেঙ্গড়া আসিয়া অতিশয় ঠাট্টা ও বিদ্রূপ আরম্ভ করিলে শ্রোতৃবর্গ সকলেই তাহার

অনুগামী হইয়া তদ্রূপ করিতে লাগিল। পরে পুস্তক দেওনকালীন কেহ বস্ত্র ধরিয়া টানিল, কেহ বা ধাক্কা মারিল, শেষে কতক জন গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। পরে ঐ গঞ্জের অন্য স্থানে ঘোষণা করণেতে তাহারা স্থির মনে শ্রবণ করিল। পরে পুস্তক লইতে নৌকাতে আইলে তাহারা সকলে নৌকাতে চড়িয়া নৌকা ডুবাইবার উপক্রম করিল, আর পায়েতে করিয়া এত কর্দম আনিল যে ঐ কর্দমদ্বারা আমাদের প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন কর্দম মিশ্রিত হইবাতে তাহা ফেলিয়া দিতে হইল। পরে আমাদের নৌকার মাঝি আমাদের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইল। শেষে আমরা জানিতে পারিলাম যে ঐ লোকেরা বড় দুষ্ট ও মিথ্যাবাদী, কেননা তাহাদের মানস ছিল যে আমাদের নৌকা ডুবাইয়া দেয়। আরও শুনিলাম যে এই স্থানে আমাদের পূর্ব্বে অনেক পুস্তকাদি ঐ লোকদের দ্বারা নষ্ট করা গিয়াছে। আহা, ধন্য প্রভু তাহাদের দোষ প্রযুক্ত তাহাদিগকে শাস্তি প্রেরণ না করিয়া পুনর্ব্বার অনুগ্রহ করিয়া পরিত্রাণের সংবাদ পাঠাইয়াছেন। কিন্তু যদি আমরা সকলে ঐ স্থানে থাকিতাম, তবে ঐরূপ হইতে পারিত না, কেননা আমরা তিন দল হইয়া ঘোষণা করিতেছিলাম, তাহাতে দুই দল ঘোষণা করিতেছিল, ও এক দল কএক জন লোকের সহিত বিচার করিতেছিল, অতএব হস্তে পুস্তক না থাকিবাতে পুস্তক লইতে আমাদের এক জন নৌকাতে আইলে এই মত দুর্ঘটনা হইল। আর সিলহট অঞ্চলের লোকেরা এই মত বিচার প্রায় সকলেই ধরে যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে যীশু ছিল না, আমরা কেন তাহাকে ধরিব? আমাদের পিতৃপিতামহগণ যে সকল দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনা করিয়া আসিয়াছে তাহাদিগকেই পূজা করিব, অতএব তোমাদের কথা শুনিব না, আমাদের ঐ কেতাবেও কিছু মাত্র কার্য্য নাই। আর এই অঞ্চলে যেমন দেবপূজক লোক তেমনি মুসলমান লোক আর শৌ অর্থাৎ শুঁড়ি লোকেরা ততোধিক কঠিন।

৫, রবিবার, প্রাতে আমরা ছাতকে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বাজারে উঠিয়া ঘোষণা করিলাম। শ্রীহট্ট প্রদেশের মধ্যে এই স্থানস্থ লোক অতি উত্তম, কেননা তাহারা মনোযোগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের কথা শুনিয়া পুস্তকাদি গ্রহণ করিল ও প্রেমপূর্ব্বক আমাদের সহিত বিচার করিল। আর গত চারি বৎসর হইল যাহাদিগকে পুস্তক দিয়াছিলাম, তাহাদের কতক জনকে পাইলাম; তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল আর শাস্ত্রের অনেকানেক কথা কহিল, ইহাতে প্রমাণ যে তাহারা মনোযোগ পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছে। পরে বৈকালে কলরুখাঁ নামক এক হাট পাইলাম, তথায় দুই দল হইয়া ঘোষণা করিলাম। ঐ হাট এক মাঠের মধ্যে হয়। এই স্থানে প্রায় সকলি মুসলমান লোক। আমরা হাটে ঘোষণা করিতেছি ও পুস্তক দিতেছি ইতিমধ্যে এক জন হিন্দু লোক আসিয়া অতিশয় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গালি দিতে লাগিল, অতএব তাহার সহিত আরও কতক জন মিলিল, কিন্তু আমাদের কোন প্রকার হানি করিতে পারিল না;

৭, মঙ্গলবার, প্রাতে নয় ঘণ্টার পর আমরা শ্রীহট্ট সহর পাইলাম। পরে আহার করিয়া পুস্তক লইয়া বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কথা কহিয়া পুস্তক দিলাম, এই রূপে তিন ও চারি স্থানে ঘোষণা করিলাম ও লোকদের সহিত বিচার করিয়া ও পুস্তক দিয়া ভ্রমণ করিলাম। এই সহরের লোকেরা অতিদুষ্ট, কিছুমাত্র বোধাবোধ নাই, প্রায় সকলেই চেঙ্গড়া। আমাদের ঘোষণা করণ কালীন কতক জন গালাগালি দিতে লাগিল, আর বিচার করণ কালীন অনেকে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল, আর কেহ ২ পুস্তক বিতরণ করিয়া গমন কালীন করতালি দিয়া হো ২ করিয়া অতিশয় শব্দ করিতে লাগিল। আর কেহ কহিল, এই শীলট তোমরা কি করিতে আসিয়াছ? আমরা তোমাদের ফাঁকির কথা শুনিতে চাহি না, ও ঠাট্টা বিদ্রূপ নানাবিধমতে করিল। যাহা হউক তাহাদের অনেকে পুস্তক গ্রহণ করিল। ভরসা করি তাহা পাঠ করিয়া কেহ ২ অবশ্য জ্ঞাত হইয়া বুঝিবে ও ত্রাণকর্ত্তার নিকট আগমন করিবে; কেননা বাচড়া জমি চাস দিতে কৃষকের অধিক পরিশ্রম লাগে, অতএব ক্ষেত্রের স্বামির নিকট তদ্বিষয় জ্ঞাত করা আবশ্যক যেন তিনি বৃষ্টি বর্ষাইয়া ভূমি নম্র করেন। সন্ধ্যার পর এক জন মুসলমানের সহিত কথা কহিয়া কিছু সুখী হইলাম, যেহেতুক ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা সে কিছু বুঝিয়াছিল। পরে আমরা নৌকায় আইলে এক জন যুবা হিন্দুলোক আমাদের নিকটে আসিয়া ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিতে চাহিলে তাহাকে শুনাইলাম, তাহাতে তাহার মন আর্দ্র হইয়া গেল, ও আমরা তাহাকে একখান ধর্ম্মপুস্তক আর কএক খান অন্য ২ পুস্তক দিলাম। শেষে সেই ব্যক্তি আমাদের পদধূলি চাহিল ও বলিল যে তোমরাই আমার গুরু, আমি অবশ্য এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। এই কহিয়া আমাদের পা ধরিয়া ব্যগ্র হইল ও হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিল। পরে তাহার সহিত অনেক কথা কহিয়া বিদায় করিলাম।

৮, বুধবার, প্রাতে ঈশ্বরারাধনার পর আমরা পুস্তক লইয়া ঘাটের উপর কথা কহিতে লাগিলাম, তাহাতে ক্রমে ২ বিস্তর লোক আসিয়া বিচার করিতে লাগিল ও পুস্তক লইতে লাগিল। পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমরা বাজারের মধ্যে গিয়া এক মুসলমান লোকের দোকানে বসিয়া বিচার করিলাম। আমাদের বিচার মীমাংসা হইলে শেষে কহিল যে তোমাদের সকল কথা ভাল, কিন্তু তোমরা যে যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র কহ তাহা ভাল নহে। পরে শেষে এই বিষয় তাহাদিগকে বিবিধমতে বুঝাইলাম, কিন্তু তাহারা তাহা বুঝিতে চাহিল না। ঈশ্বর যে তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, অতএব তাহাদের পিতা ইহা স্বীকার করিল না। ইহাতে প্রমাণ, পুত্রকে দাসীর সহিত বাহির কর, অতএব ত্যজ্য পুত্র পিতাকে পিতা কহিতে লজ্জিত হয়। পরে নৌকায় আসিয়া আহার ও বিশ্রাম করত আপনাদের পুস্তক পাঠ করিতেছি ইতিমধ্যে অনেকে আসিয়া পুস্তক দেহ ২ কহিয়া অতিশয় ব্যস্ত করিতে লাগিল। আমরা কহিলাম দুই প্রহর দুইটা বা তিনটার সময় আইস, তাহাতে কেহ ২ গালাগালি দিয়া চলিয়া গেল;

আর কেহ কহিল, চল আমরা মেজেষ্টর সাহেবের নিকট যাইয়া ইহাদের নামেতে নালিশ করি যে কোম্পানি আমাদিগকে কেতাব দিতে ইহাদিগকে পাঠাইয়াছে, কিন্তু ইহারা না দিয়া নৌকায় চুপ করিয়া রহিয়াছে। এইরূপে যাহার মুখে যাহা আসিতেছে তাহাই কহিয়া গোলমাল করিতে লাগিল। পরে আমাদের পাঠ করণ ও তাহা চিন্তা করণ সাঙ্গ হইলে আমরা নৌকায় থাকিয়া লোকদের নিকট সুসমাচার ঘোষণা করিয়া পুস্তক বিতরণ করিলাম। পরে নৌকা খুলিয়া নদীর অন্য পারে হেতে নামক বাজারে ঘোষণা করিলাম। এই স্থানেতে ঐ পূর্ব্বোক্ত লোকের মত হিন্দু লোক অপেক্ষা মুসলমান লোক কিছু স্থির হইয়া শুনিল; এইরূপে দুইতিন স্থানে ঘোষণা করিয়া নৌকায় চলিয়া আইলাম। পরে রাত্রে এক জন ডুবক ভাইয়ের বাটীতে আহার করণানন্তর তাহার পরিবারের সহিত ঈশ্বরারাধনা করিয়া ও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব গান করিয়া বহু আনন্দ করিলাম।

১০, শুক্রবার, প্রাতে প্রায় ৯ ঘণ্টার পর ছাতকের বাজারে পঁহুছিয়া ঘোষণা করিয়া অতিশয় আনন্দ পাইলাম। এই স্থানের লোকেরা শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে অতি উত্তম; তাহাদের নিকট আমরা অনেক বার ঘোষণা করিয়া পুস্তক বিতরণ করিলাম, কেননা ইহারা প্রকাশিত বাক্য অতি মান্য করিল। ইহাদের মধ্যে এক জন মুসলমান একখানি ত্রাক্ট পুস্তক ছিড়িয়া ফেলিল; তাহাকে ধরিলাম, তাহাতে সে প্রথমে না ২ কহিল। যখন তাহাকে অনুযোগ করিয়া উপদেশ করিতে লাগিলাম, তখন শ্রোতৃবর্গ তাহাকে এমত ধিক্কার দিতে লাগিল যে শেষে আপন দোষ স্বীকার করিয়া কহিল, হে ঈশ্বর, আমার এই দোষ ক্ষমা কর। পরে আমরা নৌকায় আইলাম, ও আমাদের নৌকার নিকট অনেকে আসিয়া পুস্তক লইয়া চলিয়া গেল, তাহাতে আমরা নৌকা খুলিয়া আনন্দে চলিয়া আইলাম। বৈকালে দোহালিয়ার হাটে ঘোষণা করিলাম ও পুস্তক বিতরণ করিলাম। শ্রোতৃবর্গ মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া পুস্তক গ্রহণ করিতে অতিশয় কামড়াকামড়ি করিল। পরে এক জন মুদী আমাদিগকে আপন দোকানে বসাইয়া অতি স্থির হইয়া আমাদের কথা শুনিল। পরে তাহাকে পুস্তক দিয়া চলিয়া আইলাম।

২৮, মঙ্গলবার, প্রাতে আমরা চরসাহস গ্রামে লাগান করিয়া প্রায় বেলা দুই প্রহর দুইটা পর্য্যন্ত থাকিয়া বারম্বার ঘোষণা করিয়া পুস্তক বিতরণ করিলাম। লোকেরা ঐ স্থানে অতি উত্তমরূপে শ্রবণ করিল। ইহাদের মধ্যে এক জন যুবা লোকের মনে ঈশ্বরের কথা অতি উত্তম মতে লাগিল, তাহাতে আমরা তাহাকে আর অধিক উপদেশ দিয়া দুই তিন প্রকার পুস্তক দিলাম, পরে নৌকা খুলিয়া দিলাম।

২ জানুয়ারি, রবিবারে, আমরা হাসনাবাদের বাজারে উঠিয়া পুস্তক পাঠ করণানন্তর ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলে জনতা অতি সুস্থির হইয়া ঈশ্বরের কথা শুনিল, কোন কেহ হেতুবাদ করিল না। সেই স্থানের বসিন্দা লোক শেষে আমাদের সংবাদ পাইয়া কতক জন নদীর কুলে২ দাঁড়াইয়া

আসিয়া পুস্তক লইল, আর কতক জন নৌকা করিয়া আসিয়া ঈশ্বরের কথা শুনিয়া পুস্তক লইল। আমরা প্রথমে যাহাদের নিকটে ঘোষণা করিলাম, তাহারা প্রায় সকলেই বিদেশী, যেহেতুক তাহারা জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা লাগান করিয়াছিল। আমাদের ঘোষণা করণ কালীন এক জন আপন নিকটবর্ত্তি লোককে কহিল, যে দেখ ইহারা কথা বিক্রয় করিয়া খায়। তাহাতে অন্য ব্যক্তি তাহা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল, না, ইহাদের কথা অতি উত্তম। পরে আমাদের নৌকা অন্য এক স্থানে জোয়ারের অপেক্ষায় লাগান হইলে আমরা আসিয়া দুই জন লোক পাইয়া তাহাদের সহিত কথোপকথনদ্বারায় প্রভুর মঙ্গলসমাচার তাহাদিগকে জ্ঞাত করাইলাম, পরে অন্য নাবিক লোকদিগকে শেষে ঈশ্বরের বাক্য জানাইয়া পুস্তক দিলাম। ঐ খাসীয়া লোকেরা ভালরূপে বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে পারিল না, কেননা তাহারা কতকগুলিন সিলহট্টীয়া চলিত ভাষা শিক্ষা করিয়া ব্যাপার বাণিজ্য করে।

যিহূদি লোকদের পরম্পরাগত ইতিহাস।

এক দিন কোন দরিদ্র পথিক অতি ভারি বোঝা মস্তকে করিয়া চলিতেছে ইতিমধ্যে এক ধনী লোক গাড়ি চড়িয়া সেই পথ দিয়া আইল, এবং ঐ লোকের ক্লেশ দেখিয়া তাহাকে আপন গাড়ির পশ্চাদ্ভাগে উঠিয়া বসিতে কহিল। কিঞ্চিৎকাল পরে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া ঐ ক্লান্ত পথিক গাড়িতে বসিয়া আছে, তথাপি আপন মস্তকহইতে বোঝা নামায় নাই, ইহা দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কেন নিজ বোঝা গাড়ির উপরে রাখ না? পথিক উত্তর করিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আশ্রয় দিলেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য, কিন্তু আমার বোঝাকেও স্থান দিউন এমত নিবেদন করিতে আমার সাহস হইল না। তাহাতে ধনী কহিল, আমি যদি তোমাকে আশ্রয় দি, তবে তোমার বোঝাকে স্থান দিব না কেন?

ধনেচ্ছুক কোন দরিদ্র যিহূদি লোক উত্তমরূপে প্রার্থনা করণের নিমিত্তে আপন চক্ষু বস্ত্রেতে আচ্ছাদন করিয়া কহিতে লাগিল, হে মাসাল (অর্থাৎ হে লক্ষ্মি) আমাকে ধন দেও। তাহাতে মাসাল স্বর্ণেতে পরিপূর্ণ এক থলিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিল, কিন্তু সেই ব্যক্তির চক্ষু আচ্ছাদিত হওয়াতে সে তাহা দেখিল না, এবং ঐ থলিয়াতে তাহার পায়ের আঘাত হইলেও সে তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া পূর্ব্ববৎ, আমাকে ধন দেও২, এই প্রার্থনা করিল। তাহাতে মাসাল বিরক্ত হইয়া সেই থলিয়া লইয়া গেল।

উপদেশক।

জুলাই ১৮৪৮ (১৯) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

২৯। ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা।

ঈশ্বর আপনি অনাদি, কিন্তু ঈশ্বরব্যতিরেকে যে কিছু আছে তাহা আরম্ভবিশিষ্ট, এবং সেই সমস্তের নাম বিশ্ব। সেই বিশ্ব ঈশ্বরের কোন অংশ তাহা নহে। আর সৃষ্ট হওনের পূর্ব্বে বিশ্বের লেশমাত্রও ছিল না, কেবল সৃষ্ট হওন সময়ে তাহা অস্তিত্ব পাইল। ঈশ্বর যদি তাহার সৃষ্টি না করিতেন, তবে তাহার অস্তিত্ব কখনো হইত না।

ঈশ্বরের সৃষ্ট সেই বিশ্বের যে২ অংশ, সেই সকলের নাম এই স্থানে অতি সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে। স্বর্গ ও তন্নিবাসি স্বর্গদূতগণ, এবং পৃথিবী ও তন্নিবাসি মনুষ্যগণ ও জীবজন্তুগণ এবং তত্রস্থ বৃক্ষাদিগণ, এবং আকাশমণ্ডল ও তত্রস্থ চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ ইত্যাদি। দৃশ্য হউক কি অদৃশ্য হউক, এবং প্রাণবিশিষ্ট হউক কি প্রাণাবিশিষ্ট হউক, ঈশ্বরব্যতিরেকে যে কিছু আছে, সেই সকল তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বের অংশ জানিবা।

ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র ভিন্ন অন্য যত শাস্ত্র এই জগতে আছে সেই সকল শাস্ত্রেতে সৃষ্টি করণ কর্ম্মের অন্য প্রকার বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, ফলতঃ বিশ্বের সূক্ষ্ম২ মূলবস্তু ঈশ্বরের ন্যায় অনাদিকালাবধি বর্ত্তমান ছিল, পরে কোন সময়ে ঈশ্বর সেই সূক্ষ্ম অংশ সকল নানারূপে সংযুক্ত করিয়া তাহাদ্বারা বিশ্ব নির্ম্মাণ করিলেন, এই রূপ কথা ধর্ম্মপুস্তক বিনা অন্য সকল শাস্ত্রে লিখিত আছে। কিন্তু ঐ সূক্ষ্ম মূলবস্তুর লেশমাত্র পূর্ব্বে ছিল না, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছাতে বিশ্ব অস্তিত্ব পাইল, এই কথা ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে। ইহার প্রমাণার্থে কোন২ শাস্ত্রীয় বচন উল্লেখ করিব।

"আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।" আদিপু ১ ; ১।

"পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে আকাশ ও তাঁহার মুখের শ্বাসে আকাশের নক্ষত্রাদি নির্ম্মিত হইল। তাঁহার কথামাত্রেতে সৃষ্টি হইল, ও তাঁহার আজ্ঞামাত্রেতে স্থিতি হয়।" গীত ৩৩ ; ৬, ৯।

"আমি হস্তদ্বারা পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছি, ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা আকাশমণ্ডল বিস্তারিত করিয়াছি; আমি আহ্বান করিলে সে সকল উপস্থিত হয়।" যিশ ৪৮; ১৩।

"যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহার বিস্তার করিয়াছেন, এবং পৃথিবী ও তাহার উৎপন্ন বস্তু সকলেরও সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং পৃথিবীস্থ লোকদিগকে নিশ্বাস প্রশ্বাস দেন, ও পৃথিবীগামি লোকদিগকে প্রাণ দেন, সেই প্রভু পরমেশ্বর" ইত্যাদি। যিশ ৪২; ৫।

"হে প্রভো, তুমি মহিমা ও গৌরব ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য, কেননা যে কিছু বস্তু আছে, সমস্তই তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমার ইচ্ছাতে সমস্তের সৃষ্টি হইল ও স্থিতি হইতেছে।" প্রকাশ ৪; ১১।

"যিনি অবর্ত্তমানকে আজ্ঞাতে বর্ত্তমান করেন, এমন যে ঈশ্বর" ইত্যাদি। রোম ৪; ১৭।

"ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইল, কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ বস্তুহইতে এই সকল বস্তুর সৃষ্টি হইল না, ইহা আমরা প্রত্যয়দ্বারা জ্ঞাত হইতেছি।" ইব্রীয় ১১; ৩।

ঈশ্বর যে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহা ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানে লিখিত আছে। কিন্তু বিশ্বের মূলবস্তু সকল যদি তাঁহার সৃষ্ট না হয়, তবে তিনি কি প্রকারে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন?

"তিনি আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ তাবতের সৃষ্টিকর্ত্তা।" গীত ১৪৬; ৬। প্রেরিত ১৪, ১৫।

জগতের সূক্ষ্ম মূলবস্তুর কথা যাহারা কহে, তাহারা সেই মূলবস্তু কখনো দেখে নাই এবং তাহার বৃত্তান্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। যে জল অতি নির্ম্মল, তাহাকে বিজ্ঞ লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারে, যেহেতুক বিশেষ পরিমাণে দুই বিশেষ প্রকার আকাশের (অর্থাৎ বাষ্পের) সংযোগহইতে জল জন্মে। এবং আমরা যে বাতাস খাই, তাহাও বিশেষ পরিমাণে মিশ্রিত তিন প্রকার বাষ্পহইতে উৎপন্ন হয়। এবং যে আলো সূর্য্যহইতে নির্গত হয়, তাহাও অতি অনায়াসে সাত প্রকার বর্ণবিশিষ্ট সাত কিরণে বিভক্ত হইতে পারে। জল ও বাতাস ও আলো কি অতি সূক্ষ্ম বস্তু নহে? আর তদপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম যে সকল বস্তু বিজ্ঞ মনুষ্যগণ অবগত হইয়াছে, সেই সকলের মধ্যে এক২ বস্তুর বিশেষ২ গুণ আছে, এবং এক২ বস্তুতে বুদ্ধিমান্ সৃষ্টিকর্ত্তার অতি স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়।

আর নিষ্প্রাণ মূলবস্তু সৃষ্টি করা, এবং সেই নিষ্প্রাণ মূলবস্তুকে সপ্রাণ করা, এই দুই কর্ম্মের মধ্যে কোন কর্ম্ম কঠিন? যিনি নিষ্প্রাণ মূলবস্তুকে সপ্রাণ করিতে পারেন, তিনি সেই নিষ্প্রাণ বস্তুর সৃষ্টি করিতে কি অপারক হইবেন? মনুষ্যের শরীর যে মৃত্তিকাময় মূলবস্তুদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সৃষ্টি করা যদি ঈশ্বরের অসাধ্য হয়, তবে সেই শরীরকে সপ্রাণ করা কিরূপে ঈশ্বরের সাধ্য হইতে পারে?

ঈশ্বর সমস্ত বস্তুরই সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার অসৃষ্ট কিছুমাত্র নাই, এই কথা সত্য ধর্ম্মের মূলস্বরূপ, ইহার কএকটি প্রমাণ দিতে হইবে।

(১) ঈশ্বরের অসৃষ্ট যে বস্তু তাহাতে তাঁহার কি অধিকার হইতে পারে? তিনি যাহা সৃষ্টি করেন নাই, তাহা কিরূপে তাঁহার হইয়া উঠিল?

(২) ঈশ্বরের অসৃষ্ট যে বস্তু তাহা যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশীভূত অর্থাৎ তাঁহার অধীন কিম্বা তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়াছে, ইহার প্রমাণ কি? এবং সমস্ত বস্তু যদি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীন না হয়, তবে তিনি কি রূপে সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন?

(৩) ঈশ্বরের অসৃষ্ট যে বস্তু তাহার প্রতি তিনি কেন মমতা করিবেন? জগতের মূলবস্তু যদি ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে, তবে তিনি কেন জগতের প্রতি মমতা করিবেন?

(৪) ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা অন্য কোন কারণহইতে যদি জগতের মূলবস্তুর উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে সেই রূপ তাঁহার ইচ্ছা বিনা অন্য ২ কারণহইতে অন্য ২ নানাবিধ ঘটনার উৎপত্তিও সম্ভব হয়, ইহা কে না বুঝে? আর সেই ঘটনা ভাল কি মন্দ, ইহা কে নিশ্চয় করিতে পারে? এবং এমত কোন ঘটনাদ্বারা শেষে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব বিনষ্ট হইবে না, ইহার প্রমাণ কি?

ঈশ্বর যদি বিশ্বের মধ্যস্থ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা না হন, তবে তিনি ঈশ্বর নহেন, এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

৩০। সৃষ্টিকর্ম্মের মীমাংসা।

বিশ্বের সৃষ্টি করণে ঈশ্বরের যে অভিপ্রায় তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় তিনি আপনার আজ্ঞাবহ অন্য ২ সচেতন প্রাণিকে বিশেষত মনুষ্যকে সুখভোগ দান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, এই নিমিত্তে জগতের সৃষ্টি করিলেন।

আর তিনি অনাদিকালাবধি জগতের সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, পরে সেই মনস্থ সিদ্ধ করণের উপযুক্ত সময় আগত হইলে তদনুসারে জগতের সৃষ্টি করিলেন। এবং সৃষ্টি করণের পূর্ব্বে ঈশ্বর মনুষ্যগণের পরিত্রাণ বিষয়ক পরামর্শ স্থির করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই পরামর্শ জগতের সৃষ্টি করণ সময়ে ঈশ্বরের মনে ছিল।

আর পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে পুত্রকর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্ট হইল, এবং সেই সৃষ্টি করণ কর্ম্মে পবিত্র আত্মাও সাহায্য করিয়াছিলেন।

এবং জগতের সৃষ্টি করণ কর্ম্মে ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি ও প্রেম ও পবিত্রতা ও সুবিচার ও মহিমা ও আনন্দভোগ, এই সকল গুণ সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পায়। তাঁহার জ্ঞান প্রকাশ পায়, যেহেতুক তাঁহার সৃষ্ট বস্তু অসংখ্যক হইলেও তিনি তাহার মধ্যে প্রত্যেক বস্তুর স্বভাব জ্ঞাত আছেন। তাঁহার শক্তি প্রকাশ পায়, যেহেতুক সৃষ্টি করণ কর্ম্ম অতি মহৎ হইলেও

ঈশ্বরের আজ্ঞামাত্রদ্বারা সম্পন্ন হইল। তাঁহার প্রেম প্রকাশ পায়, যেহেতুক সজ্ঞান প্রাণিকে পরম সুখ, এবং অজ্ঞান সকল প্রাণিকে স্বস্বপরিমাণানুসারে সম্পূর্ণ সুখ দত্ত হইল। তাঁহার পবিত্রতা প্রকাশ পায়, যেহেতুক তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত বস্তু অতি উত্তম। তাঁহার সুবিচার প্রকাশ পায়, যেহেতুক এক২ সৃষ্ট বস্তুর রক্ষার্থে ও ফলদায়ক হওনার্থে উত্তম নিয়ম স্থাপিত হইল। তাঁহার মহিমা প্রকাশ পায়, যেহেতুক তিনি যে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার স্বামী তিনি। এবং তাঁহার আনন্দগুণ প্রকাশ পায়, যেহেতুক যাঁহার এত ধন ও এত দাতৃত্ব ও প্রেম আছে, তিনি কি পরমানন্দিত হইবেন না?

(১) এই২ সকল বিষয়ের প্রমাণ নীচে লিখিত শাস্ত্রীয় বচনদ্বারা প্রকাশ পায়।

"ঈশ্বরের নানাবিধ জ্ঞান যেন সম্প্রতি মণ্ডলীদ্বারা স্বর্গস্থ প্রধান ও পরাক্রমি দূতগণের নিকটে প্রকাশিত হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি যীশু খ্রীষ্টদ্বারা তাবৎ বস্তু সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কারণ যাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া আমরা দৃঢ় ভক্তিতে ঈশ্বরের নিকটে যাইতে সাহস পাই, আমাদের সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় এই মনস্থ কালাবস্থার পূর্ব্বাবধি স্থির করিয়াছিলেন।" ইফিষ ৩; ১০, ১১।

"সত্যবাদী ঈশ্বর কালাবস্থার পূর্ব্বে অনন্ত পরমায়ুর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।" তীত ১; ১।

"তাঁহার অনুগ্রহ সৃষ্টির পূর্ব্বাবধি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে দত্ত হইয়াছিল।" ২ তীম ১; ৯।

"তিনি আপন সাক্ষাতে প্রেমেতে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক করিবার অভিপ্রায়ে জগৎ সৃষ্টি করণের পূর্ব্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন।" ইফিষ ১; ৪।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসি মনুষ্যদিগকে অনন্ত পরমায়ুঃ অর্থাৎ চিরস্থায়ি সুখ দিতে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকালের পূর্ব্বাবধি মনস্থ করিয়াছিলেন, এবং জগৎসৃষ্টি করণে তাঁহার যে সকল অভিপ্রায়, তাহার মধ্যে বিশ্বাসি মনুষ্যগণের সেই সুখ বিষয়ক অভিপ্রায় প্রধান ছিল, ইহা উপরে লিখিত শাস্ত্রীয় বচনদ্বারা সপ্রমাণ হয়।

(২) আর প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইল, ইহার কএকটি প্রমাণ লিখিতেছি।

(পিতা ঈশ্বর) "সেই পুত্রকে সর্ব্বাধিকারী করিয়া তাঁহার দ্বারা সকল জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।" ইব্রীয় ১; ২।

"হে পরমেশ্বর, (অর্থাৎ হে প্রভো যীশু,) তুমি প্রথমে পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছ, এবং আকাশমণ্ডল তোমার হস্তকৃত।" ইব্রীয় ১; ১০।

"তৎকর্ত্তৃক সকল বস্তু সৃষ্ট হইল, এবং তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাঁহার সৃষ্ট নয়, এমত এক বস্তুও নাই।" যোহন ১; ৩।

"তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ও সমুদয় সৃষ্টির আদিকর্ত্তা,

এবং সিংহাসন কি রাজকর্তৃত্ব কি প্রভুত্ব কি পরাক্রম, এবং স্বর্গ কি মর্ত্যস্থিত হউক, যে কিছু আছে, সকলি তাঁহাকর্তৃক ও তাঁহার নিমিত্তে সৃষ্ট হইয়াছে।" কলস ১; ১৫, ১৬।

(৩) এবং সৃষ্টি করণ কর্ম্মে পবিত্র আত্মা তাঁহার যে সাহায্য করিলেন, তাহার বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে যাহা লিখিত আছে তাহা এই ২।

(সৃষ্টি সময়ে) "ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে ব্যাপ্ত ছিলেন।" আদিপু ১; ৩।

"পরমেশ্বরের কর্ম্মের আরম্ভে, বরং তাঁহার আদিকৃত কর্ম্মের পূর্ব্বে আমি তাঁহার প্রাপ্ত ছিলাম। অনাদিকালাবধি, পৃথিবীর মুল স্থাপনের পূর্ব্বাবধি আমি অভিষিক্ত আছি, এবং সমুদ্র ও জলপূর্ণ উনুই সৃষ্ট হওনের পূর্ব্বে, এবং পর্ব্বতের স্থাপন ও উপপর্ব্বতের জন্মের পূর্ব্বে, এবং যে সময়ে পৃথিবী ও ক্ষেত্র ও উপরিস্থ মৃত্তিকার এক রেণুও জন্মে নাই, তৎকালেও আমি জন্মিয়াছিলাম। এবং তাঁহার আকাশমণ্ডল স্থাপনকালেও আমি সেখানে ছিলাম। এবং যে সময়ে তিনি সমুদ্রের চক্রাকার পরিমাণ করিলেন, এবং উপরিস্থ মেঘ স্থাপন করিলেন, ও সমুদ্রের উনুই বদ্ধ করিলেন, এবং সমুদ্রের জল যে সীমা উল্লংঘন করিতে পারে না, সেই সীমা স্থাপন করিলেন, ও পৃথিবীর মুল স্থাপন করিলেন, তৎকালে আমি তাঁহার নিকটে কর্ম্মকারী ছিলাম, এবং প্রতিদিন আনন্দজনক হইয়া তাঁহার সম্মুখে নিত্য আহ্লাদ করিতাম, এবং ভূমণ্ডলে আমোদ ও মনুষ্যসন্তানদের সহিত আনন্দ করিতাম।" হিতোপ ৮; ২২-৩১।

(৪) ঈশ্বর যাহা ২ সৃষ্টি করিলেন, সেই সকলই উত্তম। ইহার প্রমাণ এই যে উত্তম জগৎ সৃষ্টি করাই ঈশ্বরের যোগ্য কর্ম্ম। এই বিষয়ে ইহা লিখিত আছে,

"পরে ঈশ্বর আপন সৃষ্ট বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই উত্তম দেখিলেন।" আদিপু ১; ৩১।

৩১। সৃষ্টিকর্ম্মের বৃত্তান্ত।

বিশ্বের সৃষ্টি হওনের বৃত্তান্ত আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে পাওয়া যায়। তাহার বিবেচনা সংক্ষেপে করা যাইতেছে।

(১) প্রায় ছয় সহস্র বৎসর হইল আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। কেবল ছয় সহস্র বৎসরাবধি এই পৃথিবীতে মনুষ্যগণ বাস করিতেছে, এই কথা বিদ্যাবান লোক সকল সপ্রমাণরূপে জ্ঞান করে। এবং ইহার বিপরীত যে সকল গল্প হিন্দুশাস্ত্রে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য, কেননা তাহার একটিমাত্র প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

আর মনুষ্যগণের উৎপত্তির পূর্ব্বে এই পৃথিবী সহস্র ২ বৎসর পর্য্যন্ত জলচর ও ভূচর জন্তুগণের বাসস্থান ছিল, এমত কথা বিদ্যাবান্ লো-

কদের মধ্যে অনেকে কহে বটে, এবং তাহার প্রমাণও দিতে চেষ্টান্বিত হয়, কিন্তু ইহাতে তাহাদের ভ্রান্তি আছে, যেহেতুক তাহাদের সেই কথার সহিত ধর্ম্মপুস্তকের কথা মিলে না। আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি এক সময়ের কর্ম্ম, এবং তাহা অল্প দিনের অর্থাৎ ছয় দিনের মধ্যে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, এমত প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সময়ের পূর্ব্বে কোন পুরাতন আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ছিল, এমত প্রমাণ তাহার মধ্যে পাওয়া যায় না। নিম্নলিখিত শাস্ত্রীয় বচন মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে তাহা বুঝা যাইবে।

"এই রূপে (অর্থাৎ ছয় দিনের মধ্যে) আকাশের ও পৃথিবীর এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি সাঙ্গ হইল।" আদিপু ২; ১।

"পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তুকে ছয় দিনে নির্ম্মাণ করিলেন।" যাত্রাপু ২০; ১১। ৩১; ১৭।

"সৃষ্টির আদিসময়ে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া মনুষ্যদিগকে সৃষ্টি করিলেন।" মার্ক ১০; ৬।

যে সৃষ্টির সময়ে মনুষ্যজাতি সৃষ্ট হইল, তাহার পূর্ব্বে ঈশ্বর কোন কিছুরই সৃষ্টি করেন নাই, এমত সাক্ষ্য সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনি দিয়াছেন। তাহাতে যে সময়ে সত্য বিদ্যাবান্ লোকেরাও ইহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিবে না, এমন সময় আসিতেছে, যেহেতুক বিদ্যার এবং ধর্ম্মপুস্তকের অনৈক্য চিরকাল থাকিতে পারিবে না।

(২) যে ছয় দিনের মধ্যে বিশ্বের সৃষ্টি হইল, সেই ছয় দিন সামান্য দিন ছিল, ইহাও কেহ২ অস্বীকার করে; কিন্তু তাহা যে সামান্য দিন ছিল, তাহার প্রমাণ এই২। সেই ছয় দিনের মধ্যে বিশ্বের "সৃষ্টি সাঙ্গ হইলে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপন কৃত কার্য্যহইতে বিশ্রাম করিলেন। যে সপ্তম দিনে তিনি আপনার কৃত সমস্ত কার্য্যহইতে বিশ্রাম করিলেন, সেই সপ্তম দিনকে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ দিয়া পবিত্র করিলেন।" আদিপু ২; ২, ৩। ইহার অর্থ কি? না, ঐ দিন প্রথম বিশ্রামদিনরূপে গণিত হইল। সেই প্রথম বিশ্রামদিন যত দীর্ঘ ছিল, দ্বিতীয় বিশ্রামদিন যদি তত দীর্ঘ হইল না, তবে তাহা যে ঐ প্রথমের তুল্য, ইহার প্রমাণ কি? প্রথম বিশ্রামদিন যদি পরিমাণে এক বৎসরের কিম্বা এক মাসের তুল্য হইত, তবে দ্বিতীয় বিশ্রামদিনে কেবল ষাইট দণ্ড পর্য্যন্ত ঐহিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সেবা করা আবশ্যক, ইহা কি রূপে জানা যাইতে পারিত?

অন্য প্রমাণ এই। আমরা যাহাকে দিবারাত্রি কহি, তাহাকে যিহূদি লোকেরা এক দিন কহিত, কিন্তু তাহারা সূর্য্যাস্ত হওন সময়াবধি আরম্ভ করিয়া পুনরায় সূর্য্যাস্ত হওন সময় পর্য্যন্ত দিনের পরিমাণ নিশ্চয় করিত। এই জন্যে তাহাদের মধ্যে এক২ দিনের দুই২ ভাগ গণিত হইত, অর্থাৎ প্রথম সন্ধ্যা কিম্বা রাত্রি, দ্বিতীয় প্রাতঃকাল কিম্বা দিবস। আর যে ছয় দিনে জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও সেই দুই ভাগ বিশিষ্ট ছিল, যেহেতুক লিখিত আছে, যথা, "সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম

দিবস হইল।” আদিপু ১ ; ৫। এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভৃতি সকল দিবস সেই প্রকার হইল। বিশেষতঃ প্রথম দিনের আরম্ভসময়ে রাত্রি ছিল, যেহেতুক তৎকালে “অন্ধকার গভীর জলের উপরে ছিল।” আদিপু ১ ; ২। যে যিহূদি লোকদিগকে ধৰ্ম্মপুস্তক প্রথমে দত্ত হইয়াছিল, তাহারা সেই ছয় দিবসের এই বর্ণনা প্রযুক্ত তাহাদিগকে অবশ্য পরিমাণে সামান্য দিবসের তুল্য জ্ঞান করিল। এবং সেই ছয় দিন যদি সামান্য ছয় দিন অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ হইত, তবে ঈশ্বর ঐ বর্ণনাদ্বারা যিহূদি পাঠকগণের ভ্রান্তি জন্মাইতেন, কিন্তু ঈশ্বরেতে প্রবঞ্চনার দোষ অর্পণ করা আমাদের অনুচিত।

ইহার মধ্যে আর একটি কথা মনোযোগের যোগ্য, তাহা এই। মনুষ্যগণের মধ্যে যত সভ্য জাতিকে এই পৃথিবীতে পাওয়া যায়, সেই সকলের মধ্যে সাত দিনের সাত নাম চলিত আছে, কিন্তু কোন সভ্য জাতির মধ্যে সেই সংখ্যার ন্যূনাধিক দিনের ন্যূনাধিক নাম আছে, এমন প্রমাণ নাই। ইহার উদাহরণ এই ভারতবর্ষে চলিত রবিবারাদি সাত দিবসের সাত নাম। এই বিষয়ে নানা দেশীয় জাতিদের যে ঐক্য আছে, তাহার কারণ জগতের সৃষ্টির বৃত্তান্তদ্বারা প্রকাশ পায়।

(৩) প্রথম দিনে (অর্থাৎ রবিবারে) রাত্রির প্রভাত হওনের উপযুক্ত সময়ে ঈশ্বর দীপ্তির সৃষ্টি করিলেন। যিনি চতুর্থ দিনে চন্দ্র সূর্য্য তারাগণকে দীপ্তিময় করিতে সমর্থ হইলেন, তিনি অবশ্য প্রথম দিনে রাত্রিহইতে দিবসের বিচ্ছেদ করণার্থে দীপ্তি সৃষ্টি করিতে পারিলেন। প্রদীপ জ্বালনের পূর্ব্বে অন্য কোন স্থানে অগ্নি না পাইলে আমরা প্রদীপ জ্বালাইতে পারি না, কিন্তু ঈশ্বর সূর্য্যরূপ প্রদীপ জ্বালাওনের পূর্ব্বে আপনি দীপ্তি সৃষ্টি করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ঈশ্বর পৃথিবীহইতে আকাশকে ভিন্ন করিলেন। আকাশের যে নীল বর্ণ তাহা আকাশস্থ জলীয় বাষ্পহইতে জন্মে, এবং তদ্ভিন্ন মেঘও আকাশমণ্ডলে হয়। মূলভাষাতে সেই আকাশমণ্ডলের “বিস্তারিত” এই নাম করা যায়, যেহেতুক তাহা ঈশ্বরের চরণের নীচে বিস্তারিত শতরঞ্চস্বরূপ ; কিন্তু তর্জ্জমাতে তাহার “শূন্য” এই নাম করিতে হইল।

তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর স্থলহইতে সমুদ্রকে ভিন্ন করিয়া স্থলহইতে বৃক্ষাদিকে উৎপন্ন হইতে আজ্ঞা করিলেন।

চতুর্থ দিবসে তিনি আকাশস্থ চন্দ্র সূর্য্য তারাগণকে দীপ্তিময় করিয়া তাহাদের গতি নিশ্চয় করিলেন।

পঞ্চম দিবসে তিনি জলচর ও খেচর প্রাণিগণের সৃষ্টি করিলেন।

ষষ্ঠ দিনে তিনি ভূচর সকল প্রাণির সৃষ্টি করিয়া শেষে মনুষ্যকে আপন প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিলেন।

পরে সৃষ্টিকৰ্ম্ম সমাপ্ত হওয়াতে ঈশ্বর সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়া সেই সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ দিয়া পবিত্র করিলেন।

নবদ্বীপ নামক গ্রামে ঘোষণা।

শ্রীযুত উপদেশক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নীচে লিখিত কয়েক পংক্তি মহাশয়ের নিকটে প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপদেশকপত্রিকাতে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

[কস্যচিৎ পাঠকস্য।

কৃষ্ণনগরহইতে নবদ্বীপ প্রায় তিন ক্রোশের অধিক পথ হইবে। তথায় বিস্তর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বৈরাগী বৈষ্ণব বাস করেন, এই গ্রামের মধ্যে অনেক টোল ও আখড়া আছে। বঙ্গদেশের মধ্যে সংস্কৃতবিদ্যা অধ্যয়নের ও ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করণের নিমিত্তে এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ, অনেকানেক দূরদেশীয় লোকেরা বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া এ স্থানে আগমন পূর্ব্বক দীর্ঘকালাবধি পাঠ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহার২ কেশ পক্ব হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা ছাত্র নামে খ্যাত আছেন। হিন্দু লোকেরা নবদ্বীপকে এক প্রকার তীর্থস্থান জ্ঞান করেন এবং বৎসরে২ বারুণী ও দশহরা ও তাহাদিগের আর২ পর্ব্বের সময়ে এই স্থানে বিস্তর লোকেরা আসিয়া গঙ্গা নদীতে স্নান করেন। দূরদেশহইতে যে সকল লোকেরা আগমন করে, তাহারা প্রায় তিন দিবস পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া দেবতাদিগের মন্দিরে গিয়া দর্শনাদি করে। বর্ত্তমান মাসের ১০ দিবসে দশহরা যোগ উপলক্ষে বিস্তর লোকের সমাগম হইবে শ্রবণ করিয়া সেই দিবসে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া কৃষ্ণনগরনিবাসি আমরা এতদ্দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা নবদ্বীপে ঘোষণা করিবার নিমিত্তে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে বহুলোকারণ্য দেখিয়া তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে চেষ্টা পাইলাম। কএক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে তোমরা কি নিমিত্তে নবদ্বীপে যাইতেছ? তাহাদের মধ্যে এক জন উত্তর করিল যে তোমরা যে নিমিত্তে যাইতেছ, আমরাও সেই নিমিত্তে যাইতেছি; কিন্তু আমরা যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নহি তাহা তাহাদের বোধ ছিল না। পশ্চাৎ যৎকিঞ্চিৎ কথাবার্ত্তা হইলে তাহারা এক দিগে চলিয়া গেল। পরে আমরা পার ঘাটাতে উপস্থিত হইলে প্রায় দশ সহস্র লোক দেখিতে পাইলাম, ইহা-

তে প্রভুর উপদেশ মনে পড়িল. যথা 'নরক গমনের যে দ্বার সে প্রশস্ত, ও যে পথ সে পরিসর; ও অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে। আর স্বর্গগমনের যে দ্বার, সে কেমন সঙ্কীর্ণ! ও যে পথ, সে কেমন দুর্গম! এবং তাহার উদ্দেশকারিরা কত অল্প!' অধিকাংশ লোক প্রায় উত্তর ও পূর্ব্বদিগহইতে আসিয়াছিল। নদীর তীরে ঈশ্বরের কথা প্রকাশার্থে আমরা চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সকল লোক নদীর অপর পারে যাইবার জন্যে অস্থির হইয়া নৌকারোহণ করিতেছিল, ইহা দেখিয়া আমরা কতক গুলিন ভদ্র যুবা লোকের সহিত ধর্ম্মবিষয় কথাবার্ত্তা কহিয়া পারে যাইতে মনস্থ করিলাম। বহুসংখ্যক লোকেরা পারে যাইবার জন্যে ব্যস্ত হওয়াতে কতক লোক এক গলা জলে দণ্ডায়মান হইয়া নৌকা ধরিতেছিল, কেহ বা সন্তরণ পূর্ব্বক নৌকাতে আরোহণ করিতেছিল। তৎপরে আমরা পঞ্চ ভ্রাতা কোন সুযোগে নৌকাতে আরোহণ করিলাম, কিন্তু সেই নৌকা ক্ষুদ্র ও ভগ্ন প্রযুক্ত জল উঠিতেছিল. তাহা দেখিয়া লোকেরা ভীত হইয়া কেহ২ ক্রন্দন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে মাজী, শীঘ্র আমাদিগকে পার কর। তাহাতে আমাদের মধ্যে এক জন কহিলেন যে এই ক্ষুদ্র নদী পার হইতে ভয় করিতেছ, কিন্তু ভবনদী কি প্রকারে পার হইবা, তাহার নিমিত্তে কি কিছুই ভয় কর না? এই প্রকার কথোপকথন হইতেছিল ইতিমধ্যে নৌকা তীরে গিয়া লাগিল, এবং লোকেরা স্নান ও আহারাদি করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে আমরা এক বৃক্ষের তলে বসিয়া জগদীশ্বরের ধন্যবাদ করত এক গীত গান করিয়া প্রার্থনা করিলাম, তন্নিকটস্থ অন্য এক বৃক্ষের তলে প্রায় একেবারে সাত জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে আমাদের এক জন ভ্রাতা এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। ঐ পুস্তকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে পারত্রাতা এমত কথা লিখিত ছিল। ইতিমধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রথমত অনেক ভ্রান্তিজনক কথা কহিয়া পশ্চাৎ খ্রীষ্টধর্ম্ম যে সত্য ইহা স্বীকার করত চলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া অপর লোকেরা কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিল। পরে আমরা তথাহইতে প্রস্থান করিয়া যাইতে-

ছিলাম, এমত সময়ে এক জন আখড়াধারী বৈরাগী স্বীয় আখড়ার সম্মুখস্থ এক বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া বৈষ্ণবগণকে আহ্বান করিতেছিল। কণ্ঠেতে বিস্তর মোটা২ মালা এবং সর্ব্বাঙ্গে হরিমন্দিরা কপালে দীর্ঘ তিলক গাত্রেতে রাধাকৃষ্ণ নামের ছাপ হস্তেতে মালার ঝুলি ধারণ করিয়া সে অসভ্য বেশে জপ করিতেছিল। তাহাতে আমরা কিঞ্চিৎ খ্রীষ্ট প্রসঙ্গের কথা উপস্থিত করিলে সে তাহা শুনিতে চাহিল না, তাহাতে এক জন একটি দোঁহা কহিলেন যথা 'মালা জপে শালা মেরা, কর জপে মেরে ভাই, মন২ যো জপে উসকে বলি হেরি যাই,' এই দোঁহা শ্রবণানন্তর সে ব্যক্তি বিপরীত অর্থ করিয়া অতিশয় ক্রোধান্বিত হইল। তাহাতে আমরা তাহাকে কহিলাম যে এই দোঁহা তোমাদের এক জন কবি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের প্রতি তোমার ক্রোধ করা বৃথা, তথাপি সে ব্যক্তি আর শ্রবণ করিতে না চাহিয়া প্রস্থান করিল। তৎপরে আমরা গ্রামের মধ্যস্থানে চর্চ্চ মিশন সোসাইটির স্থাপিত এক পাঠশালাতে উপস্থিত হইয়া বেলা তৃতীয় প্রহরাবধি রাত্রি সাত ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঘোষণা করিলাম, তথায় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু ফিরুশি লোকের ন্যায় পণ্ডিতগণ ও ভট্টাচার্য্যেরা অনেক বাদানুবাদ করিল। এই প্রকার বাক্যরূপ বীজ বপন করাতে নানা প্রকার ভূমিতে পড়িল। এই স্থানে আমরা রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যূষে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলাম। ইতি।

ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ক পরামর্শ।

শেষখণ্ড। ভাষা এবং প্রস্তাব বিষয়ক পরামর্শ।

উপদেশের সারকথা ও অনুক্রম ও ভাগ সকল প্রস্তুত হইলে প্রচারক ভাষার অর্থাৎ শব্দাবলীর প্রতি মনোযোগ করিবে।

তাহার ভাষা যেন স্পষ্ট অর্থাৎ শ্রোতৃগণের বোধগম্য হয়, ইহাতে বিশেষরূপে যত্ন করা তাহার উচিত, যেহেতুক তাহার বক্তৃত্ব যেন প্রকাশ পায়, তাহা উপদেশের অভিপ্রায় নহে,

কিন্তু শ্রোতা সকল যেন ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে, ইহাই উপদেশের অভিপ্রায়।

এবং তাহার ভাষা যেন অশুদ্ধ না হয়, ইহাতেও মনোযোগ করিবে। যে সকল শব্দ কেবল অতি নীচ লোকদের মধ্যে চলিত হওয়াতে তুচ্ছনীয় বোধ হয়, সেই সকল শব্দ ব্যবহার করিলে শ্রোতারা তাহাকে অজ্ঞান কিম্বা অলস জানিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। যদি কোন ক্রমে এমন ঘটে যে অতি নীচ শব্দ বিনা শুদ্ধ শব্দ শ্রোতাদের বোধগম্য হয় না, তবে অবশ্য সেই নীচ কথা ব্যবহার্য্য হইবে।

আর রহস্যের কিম্বা পরিহাসের কথা নিতান্ত অব্যবহার্য্য, যেহেতুক প্রচারকের কর্ম্ম গুরুতর হওয়াতে গম্ভীরমনা লোকের যোগ্য কথা কহা তাহার উচিত।

উপযুক্ত ভাষা শিখিবার নিমিত্তে ধর্ম্মপুস্তক বার ২ পাঠ করা শ্রেষ্ঠ উপায়। এবং তদ্ভিন্ন যদি অন্য কোন সুরচিত পুস্তক সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয়, তবে তাহাও পাঠ করা ভাল। তাহার উদাহরণ যাত্রিকের গতি।

এবং কি ২ শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, এই বিষয়ে উপদেশ করণের সময়ে সন্দিগ্ধ হওয়া ভাল নহে। যেহেতুক তাহা হইলে শ্রোতারা বলিবে, এ ব্যক্তি আমাদিগকে কি জানাইতে চাহে তাহা আপনি জানে না, এমন বোধ হয়। এবং উপদেশ করণের সময়ে যদি প্রচারক বার ২ একই কথা কহে, তবে তাহার সেই পুনরুক্তিতে শ্রোতারা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিবে, এ ব্যক্তি বাচালের ন্যায় বকে, ইহার কথা শুনিলে আমাদের কি লাভ হইবে? অতএব যাহা বক্তব্য তাহা উপদেশের পূর্ব্বে নিশ্চয় করা প্রচারকের কর্ত্তব্য। তাহা বুঝিয়া কেহ ২ দাতব্য উপদেশের সমস্ত বাক্যই কাগজে লিখে; কেহ বা কেবল অল্প কথা লিখিয়া মানসিক বিবেচনা কিম্বা ধ্যানদ্বারা প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যই নিশ্চয় করে; কেহ বা অগ্রে অল্প বাক্যমাত্র স্থির করিয়া বোধ করে, উপদেশ দেওনের সময়ে যাহা ২ বক্তব্য তাহা আমি তৎকালেই অনায়াসে বুঝিব। এই বিষয়ে নিম্নলিখিত পরামর্শ মনোযোগের যোগ্য।

যে ব্যক্তি কখনো সম্পূর্ণ উপদেশের সমস্ত বাক্য কাগজে লিখে নাই, সেই ব্যক্তির উপদেশেতে নানা ত্রুটি প্রকাশ পাইবে। ফলতঃ তাহার উপদেশের দীর্ঘতার কোন নিশ্চিত পরিমাণ হইবে না, এবং তাহার ভাষা শুদ্ধ হইবে না, এবং সে নিঃসন্দেহে কথা কহিতে পারিবে না, এবং অনেক পুনরুক্তি করিবে, এবং এক উপদেশে যাহা কহিয়াছিল, তাহাই পরে আর এক বার উপদেশ করিলে পুনরায় কহিবে। অতএব মধ্যে ২ কোন ২ উপদেশের সমস্তই বাক্য সম্পূর্ণরূপে কাগজে লেখা অতি আবশ্যক।

আর কাগজে লিখিত উপদেশ শ্রোতৃবর্গের সাক্ষাতে পাঠ করা, কিম্বা অগ্রে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া পরে প্রচার করা ভাল নহে। যেহেতুক তাহা করিলে শ্রোতারা বলিবে, এই ব্যক্তি আপন মনের কথা কহে না, কেবল কাগজের কথা পাঠ করে, কিম্বা পরের শিখিত কথা প্রচার করে। সেই কাগজ যদি আমাদিগকে দেওয়া যায়, তবে আমরা আপনারা পাঠ করিতে পারি; এবং উত্তম উপদেশের কথা মুখস্থ করিয়া প্রচার করা দুষ্ট লোকেরও সাধ্য। যে কথা প্রচারকের মনের কথা তাহাই আমরা শুনিব, কাগজের কথা কিম্বা কণ্ঠস্থ করাণ কথা আমরা শুনিতে চাহি না।

এমন হইলে প্রচারক কি করিতে পারে? তাহার উত্তর এই। উপদেশের সমস্ত বাক্য লেখা ভাল, ইহা পূর্ব্বে দেখিলাম, এবং তাহা করিলে প্রচারকের অনেক উপকার দর্শিবে বটে, তথাপি সেই উপায় বিনা উপদেশ দেওনে সমর্থ হওনের চেষ্টা করা তাহার আবশ্যক। অতএব সে কখনো ২ উপদেশের সমস্ত কথা লিখিয়া অগ্রে দুই তিন বার পাঠ করিবে, পরে উপদেশ দেওনের সময়ে যদি সমস্ত বাক্য স্মরণ করিতে না পারে, তবে তৎকালে আপন শক্ত্যনুসারে উপযুক্ত কথা কহিবে। এবং কখনো ২ উপদেশের অনুক্রম অর্থাৎ প্রধান ভাগের স্মরণার্থে কতক বাক্য কাগজে লিখিয়া অগ্রে মনে বিবেচনা করিবে, পরে উপদেশ দেওনের সময়ে আপন শক্ত্যনুসারে উপযুক্ত কথা কহিবে। যে প্রচারক অনেক বৎসর পর্য্যন্ত নিত্য উপদেশ দিয়া থাকে, সে শেষে অল্প কথা লিখিয়াও উত্তম উপদেশ দেওনে সমর্থ

হইয়া উঠে। কিন্তু নূতন প্রচারক উপদেশের অনেক কথা না লিখিলে কখনো উত্তম প্রচারক হইবে না।

এই যে পরামর্শ দেওয়া গেল, তাহার দুই প্রতিবন্ধক আছে, প্রথম আলস্য, দ্বিতীয় অহঙ্কার। যে ব্যক্তি অলস সে বলিবে এত কথা লেখা অতিশয় শ্রমের কর্ম্ম, এবং যদ্যপি আমি সেই শ্রম স্বীকার করি, তথাপি উপদেশের লিখিত কথা মুখস্থ করিতে হয় না, এ কি? সেই কথা মুখস্থ করণপূর্ব্বক প্রচার করা কঠিন, কিন্তু কণ্ঠস্থ করণ বিনা কেবল দুই তিন বার পাঠ করণ পূর্ব্বক তাহা প্রচার করা আমার অতিশয় দুঃসাধ্য বোধ হয়। যাহারা এই রূপ আলস্য করে, তাহারা কখনো ভাল প্রচারক হইবে না। এবং আমার বুদ্ধি স্থূল নহে, এত শ্রম করা অন্য লোকের আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু আমি এত শ্রম না করিয়াও ভাল প্রচারক হইয়া উঠিব, এই রূপ অহঙ্কারের কথা যে কহে, সেও ভাল উপদেশ দেওনে কখনো সমর্থ হইবে না।

আর উপদেশ দেওনের সময়ে কি২ আবশ্যক, তাহাও সংক্ষেপে বলি।

(১) শ্রোতাদের প্রতি প্রেমেতে পরিপূর্ণ মনে উপদেশ দেওয়া প্রচারকের আবশ্যক, যেহেতুক সে আমার হিতের চেষ্টা করিতেছে, ইহা যদি শ্রোতা বুঝে, তবে উপদেশে বিরক্ত হইবে না, কিন্তু মনোযোগপূর্ব্বক তাহা শুনিবে।

(২) আর প্রচারক উপদেশের সময়ে যাহা কহে, তাহা তাহার নিজ মনের কথা হউক, কেননা সে যদি কেবল পরের শিখিত কথা কিম্বা কল্পিত কথা কহে, কিম্বা হঠাৎ যাহা মনে পড়ে তাহা কহে, তবে শ্রোতা সকল অনায়াসে তাহা বুঝিয়া কহিবে, এ ব্যক্তি যে সরলরূপে আপনি বিচার করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা কিম্বা পরামর্শ দেয় তাহা নহে; এ অজ্ঞাত কোথাকার কথা সঞ্চয় করিয়া কেবল লোক দেখান উপদেশ দেয়। প্রচারকের মুখহইতে নির্গত যে কোন কথা পরের কথা বোধ হয়, তাহা শ্রোতাদের মনে কখনো লাগিবে না, এই নিমিত্তে প্রচারকের নিজ মনের কথা পরের অতি উত্তম উপদেশ অপেক্ষা গ্রাহ্য জানিবা। আর পরের কোন উপদেশ মুখস্থ করিলেও তাহা আমার নিজ

মনের কথা হইয়া উঠে না, কেবল আমি আপনি শ্রমপূর্ব্বক অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিয়া ভালরূপে বুঝিয়া যাহা সত্য জ্ঞান করি, তাহা আমার নিজ মনের কথা হইয়া উঠে। কিন্তু সেই প্রকার উত্তম কথা যদি দুষ্ট লোকের মুখহইতে নির্গত হয়, তবে শ্রোতা সকল বলিবে, এ কেবল তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফল, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণের অন্য ভাব আছে। প্রচারক আপনি যাহা অন্তঃকরণে মানে না, তাহা মানিতে আমাদিগকে পরামর্শ দেয়, কিন্তু এমন কপটি লোকের বাক্যে আমরা কেন মনোযোগ করিব? অতএব উপদেশের সহিত যেন প্রচারকের দিবসিক আচরণ মিলে, এমত চেষ্টা করা তাহার কর্ত্তব্য।

(৩) আর প্রচারক আপনি এই কথা অতি গুরুতররূপে জ্ঞান করে, এবং আমার মনকে লওয়াইতে নিতান্ত চেষ্টা করিতেছে, ইহা যেন শ্রোতা বুঝিতে পারে, এমত যত্ন করা প্রচারকের কর্ত্তব্য। সে যদি আপনি উদ্যোগ না দেখায়, তবে শ্রোতার উদ্যোগ কিরূপে জন্মিতে পারে? অতি প্রিয় লোকের প্রাণরক্ষার্থে যেমন সকলে উদ্যোগ পূর্ব্বক কথা কহে, তদ্রূপ শ্রোতাদের পরিত্রাণার্থে তাহাদের নিকটে উদ্যোগপূর্ব্বক সুসমাচার প্রচার করা প্রচারকের উচিত।

(৪) আর এই কথা সত্য ও গুরুতর এবং আমার হিতজনক বটে, ইহা যেন শ্রোতাকে মনেং স্বীকার করিতে হয় এমন চেষ্টা করা প্রচারকের উচিত।

(৫) আর শ্রোতারা যেন ক্লান্ত না হয়, এই জন্যে এক ২ সময়ে অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উপদেশ করিবে না, কেবল অর্দ্ধঘণ্টা কিম্বা পৌনে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত উপদেশ দিবে।

(৬) আর আমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দূত ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া কেবল সুসমাচার অনুযায়ি কথা প্রচার করণের চেষ্টা করা প্রচারকের অতি উচিত।

উপদেশ দেওয়া অতি গুরুতর কর্ম্ম, যেহেতুক তাহা ঈশ্বরের আজ্ঞাপিত, এবং তাহা নিষ্ফল থাকিলে শ্রোতার সর্ব্বনাশ ও নরকগমন হয়, কিন্তু সফল হইলে তাহার অনন্তকালীয় পরিত্রাণ হয়। অতএব উপদেশ প্রস্তুত করণে এবং উপদেশ দেওনে যেন পবিত্র আত্মা তাহার সহায় হন, এবং সেই উপদেশ যেন প্রথমে

তাহার নিজের পক্ষে, পরে শ্রোতাদের পক্ষেও ফলবান হয়, এই নিমিত্তে প্রার্থনা করা প্রচারকের অতি আবশ্যক।

শারীরিক ও বাচনিক ও মানসিক দুঃখের মীমাংসা।

অনিত্য অসার অস্থির সংসারে মনুষ্যেরা লিপ্ত হওয়াতে কায়িক বাচনিক মানসিক দুঃখে পতিত প্রায় হইয়াছে, যেমন বারিধি মধ্যে পতিতা তরি প্রখরতর বায়ুদ্বারা আঘাতিতা হইয়া দোলায়মানা হইয়া ডুবু২ প্রায় হয়, তেমন সংসাররূপ সমুদ্রে কাম ক্রোধাদিরূপ বায়ুদ্বারা চঞ্চল হইয়া মনুষ্যেরা ডুবু২ হইতেছে, কিন্তু যদি এমন সময় কেহ তাহাদিগকে ঐ পূর্ব্বোক্ত দুঃখহইতে মোচন করে, তবে তাহার সদৃশ বন্ধু আর কেহ জগতে নাই, তবে এই আমি কায়িক বাচনিক ও মানসিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া পরে নিস্তারের উপায় প্রকাশ করিব।

মনুষ্যের পাপবশত নানা রোগ অর্থাৎ কুষ্ঠ ও মৃগী ও জ্বর ও ওলাউঠা ইত্যাদি কোন রোগ যখন কোন মনুষ্যকে আশ্রয় করে, তখন এমন দুঃখ দেয়, তাহা অধিক কি প্রকাশ করিব? বোধ করি সকলেই জ্ঞাত আছেন, কেননা এমত কেহ নাই যে কোন ২ সময়ে কোন রোগদ্বারা আক্রান্ত হয় নাই। তবে দেখ এই সকল রোগ মনুষ্যদিগকে আশ্রয় করিত না, যদি উহারা পরমেশ্বরের বিধি লঙ্ঘন না করিত। কিন্তু পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেও পিতা যেমন কোন বিশেষ দোষযুক্ত পুত্রকে ক্ষমা করেন, সেই মত সর্ব্বপিতা ঐ দোষ ক্ষমা করিয়া যাহাতে তাহারা আপন ২ রোগহইতে মুক্ত হয়, তন্নিমিত্তে বিশেষ ২ রোগের বিশেষ ঔষধি দিয়াছেন। যদি মনুষ্যেরা ঐ ঔষধ সেবন না করে, তবে কোন প্রকারেই সেই রোগহইতে মুক্ত হইতে পারে না, কেননা যেমন ক্ষুধিত লোক সম্মুখস্থ পাত্রে অন্ন দর্শন করিলে কখন তাহার ক্ষুধা নিবারণ হয় না, কিন্তু ভোজন করিলে হয়, সেই মত ঔষধ অন্বেষণ করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক তাহা পান অথচ গ্রাস করিলে পশ্চাৎ তাহাহইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করে, এবং অনায়াসে মুক্ত হয়। তবে ইহাতে আমরা

পরমেশ্বরের দয়ার প্রতি কি ধন্যবাদ করিব না? হাঁ অবশ্য করিব, কেননা আমরা অনাজ্ঞাবহ সন্তান হইলেও তিনি বাৎসল্য ভাবে অপরাধ গণ্য না করিয়া ক্ষমা করিলেন। ইহার পর আর অনুগ্রহ কি আছে? তবে পরমেশ্বরের অনুগ্রহে কায়িক দুঃখ-হইতে নিস্তার পাইবার নিশ্চয় উপায় হইয়াছে।

এইক্ষণে কায়িক দুঃখের বিষয় কিঞ্চিৎ কহিলাম, পশ্চাৎ বাচনিক দুঃখের বিষয় কিঞ্চিৎ প্রকাশ করি, আপনারা অবধান করুন। যেমন শরীরে কোন রোগ উপস্থিত হইলে অত্যন্ত পীড়া দেয়, তেমন বাক্যের গুণে বাচনিক দুঃখ হয়। বাক্যগুণহইতে নিন্দা গালি অপযশঃ কদালাপ উপকথা ইত্যাদি শব্দ ওষ্ঠ, দন্ত, তালু, কণ্ঠ, মুদ্ধনি ইত্যাদির অভিঘাতে জিহ্বার সহকারে পূর্ব্বোক্ত শব্দ যে কেবল নির্গত হয় তাহা নয়, বরং সদিচ্ছা সদালাপ সৎকথনও নির্গত হয়। কি আশ্চর্য্য, এক বৃক্ষহইতে দুই প্রকার ফল কখনো প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিম্বা এক উনুই-হইতে তিক্ত ও মিষ্ট জল নিগত কখনো হয় না, কিন্তু আমরা এক বাক্যগুণদ্বারা কখনো ২ ঈশ্বরের গুন গান করি, ও কখনো ২ বা ঈশ্বরমূর্ত্তিতে নির্ম্মিত মনুষ্যকে শাপ দিই, তবে ইহার অপেক্ষা দুঃখ আর কি আছে? দেখ কোন ২ রোগ আছে তাহা প্রকৃত ঔষধ না পাওয়াতে মুক্ত হয় না, কেননা আমরা তাহা জ্ঞাত নহি, কিন্তু আমরা বাচনিক দুঃখের মূল-কারণ সকলি জ্ঞাত আছি. তথাচ কেন আমরা ইহাতে দুঃখিত হই? তবে আইস আমরা চেষ্টা করি, এবং পরমেশ্বর যে উপায় দিয়াছেন, অর্থাৎ কুবাক্যহইতে পৃথক থাকিবার জন্যে ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করাইয়াছেন, তাহাতে কি উত্তম ২ কথা লিখিত আছে তাহা পাঠ করিলে কলেবর ও বাক্য উভয়েই আহ্লাদে পুলকিত হয়। ইহার প্রমাণ দেখ, আমাদের ত্রাতা যখন লোকদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন, এমন সময়ে কএক ব্যক্তি তাহার সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া, ইহার মত কখনো কোন মনুষ্য কথা কহে নাই, ইত্যাদি প্রকারে তাঁহার ধন্যবাদ করিল। আর যদি তাঁহার মুখহইতে মিথ্যাকথা কি প্রতারণা কি অযৌ-ক্তিক বাক্য নিগত হইত, তবে কখনো তাহার বাক্যে সুপ্রশংসা

করিত না, তবে পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বাচনিক দুঃখহইতে নিস্তার পাইবার জন্যে যে ধর্ম্মপুস্তক প্রস্তুত করাইয়াছেন, তদনুসারে ব্যবহার করিলে এই মহাদুঃখহইতে নিস্তার হইব, ইহার কোন সন্দেহ নাই, কেননা যিহূদি লোকেরা খ্রীষ্টের শত্রু হইলেও তাঁহার সুমিষ্ট কথনে ও সদুপদেশ দেওনে ও উপদেশানুসারে ব্যবহার করণে দেখিয়া তাঁহার বাক্যের কোন দোষ না পাইয়া তাঁহার বাক্যের প্রতিষ্ঠা করিল। তবে আইস আমরা সেই প্রভুর পদচিহ্নানুসারে গমন করি, তাহা হইলে আমরা সদা সদ্ব্যবহারে ও সদ্বাক্যে কাল যাপন করিতে পারিব। আর আমাদের ইহাও জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে বাক্যেতে করিয়া নানা দুঃখ উপস্থিত হয়। দেখ বাক্যযন্ত্রণায় কত শত ২ প্রাণী দেশের প্রতি দ্বেষ করিয়া বিদেশ গমন করিতেছে, ও কেহ ২ বা গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া আত্মহত্যা হইতেছে, ও কেহ ২ বা পিতামাতার বরং মনুষ্যগণের ঘৃণার্হ হইয়া গোপনে বাস করিতেছে, ইত্যাদি দুঃখ কি বাচনিক দুঃখ নয়? হাঁ অবশ্য বাচনিক দুঃখ, তবে আমরা যদি পুণ্যমনা হই ও সৎকথনে প্রবর্ত্ত হই ও সৎবাক্য শ্রবণ ইত্যাদি প্রকারে গমন করি, তবে আমরা কখন লোকাপবাদে অপবাদিত হইব না, বরং লোকসমাজে স্নেহের পাত্র হইয়া পরমেশ্বর সমীপে দয়ার পাত্র হইব, সুতরাং বাচনিক দুঃখে দুঃখিত হইতে হইবে না।

কায়িক ও বাচনিক দুঃখের বিষয় কিছু প্রকাশ করিলাম, এইক্ষণে মানসিক দুঃখের বিষয় কিছু প্রকাশ করি, মহাশয়গণ কর্ণকুহরে স্থানদান দিউন।

মানসিক দুঃখ অর্থাৎ যে দুঃখ মনেতে উদয় হয়, ইহার মূলকারণ হইয়াছে ইচ্ছা। ইচ্ছা শরীরে কিম্বা বাক্যে বাস করে না, কিন্তু মনেতেই বাস করেন, সুতরাং ইহার আকর মন, ইচ্ছা মনে জন্মিয়া মনকে নষ্ট করে, যেমন পানা জলমধ্যে জন্মিয়া জলকে নষ্ট করে, কিম্বা কর্কটশাবকগণ অর্থাৎ কাঁকড়ার বাচ্চা সকল মাতৃগর্ব্ভে জন্মিয়া সেই মাতাকে নষ্ট করে, সেই মত ইচ্ছার মাতৃস্বরূপ যে মন তিনি ইচ্ছাকে জন্মাইয়া ইচ্ছাতে

নষ্ট হন। যদি ইচ্ছা না হয়, তবে কোন কর্ম্ম করিতে হইলে তাহা কখন করিতে পারা যায় না, ইচ্ছাই সকলের মূলকারণ। এই ইচ্ছা দুই প্রকার, প্রথম সদিচ্ছা দ্বিতীয় অসদিচ্ছা। এই দুয়ের মধ্যে অসদিচ্ছা প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে, ইহার প্রমাণ, জগতে সুখী হইবার জন্যে অল্পকালীন সুখদায়ক যে কুইচ্ছা তাহার মতে মনুষ্যগণ ব্যবহার করিতেছে, অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছে, যথা পরস্ত্রীগমন, মদ্যপান, পরদ্রব্য হরণ, লোকগঞ্জনা, নরবধ করণ, দেবপূজন, বিশ্রামবার অপ্রতিপালন, পিতৃমাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন, যথেচ্ছা গমন, পরনিন্দা করণে আনন্দিত হওন ইত্যাদি সকল বাক্য অথবা হস্তপদাদিদ্বারা সমাধা হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। কিন্তু এই সকল করণে প্রবৃত্তি কোথাহইতে উদ্ভব হয়? বিবেচনা করিলে মনোগত চিন্তাই ইহার মূলকারণ হইয়াছে। সুতরাং ইচ্ছার বশতাপন্ন হইয়া মনে ও শরীরে ও বাক্যে দুঃখিত হয় বটে, বরং মনে অধিক দুঃখ পায়। তবে যদি মনুষ্যেরা মনোগত কুইচ্ছানুসারে গমন না করিয়া বরং সুইচ্ছানুসারে গমন করে, তবে তাহারা কখন মানসিক দুঃখেতে দুঃখিত হয় না। মনে কুইচ্ছা না হইলে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদিতে কখন মন্দ কর্ম্ম করিতে পারে না। ইহার প্রমাণ আমাদের আদিমাতা ঈশ্বরদ্বারা নিষিদ্ধ ফল যখন চক্ষে দেখিলেন, তখন তিনি অত্যুত্তম ও সুমিষ্ট ও মনোহর দেখিলেন, কিন্তু যদবধি ভোজন ইচ্ছা না করিলেন তদবধি ভোজন করিতে পারিলেন না, পরে যখন ভোজন ইচ্ছা করিলেন তখনই জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করিলেন। তাহা নয়, বরং ইচ্ছার অধীন হইয়া মানসিক দুঃখে পতিত হইলেন। আর দেখ আমাদের ত্রাতা ব্যভিচারিগণকে বলিলেন যে কেবল পরস্ত্রী অভিগমন করিলেই ব্যভিচারী হয় তাহা নয়, বরং যে কোন ব্যক্তি পরস্ত্রীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে সে তখনি মনে২ ব্যভিচার করিল। ইহাতে আমরা কি বলিতে পারি? মানসিক দুঃখের মূলাধার কুইচ্ছাই হইয়াছে। আর দেখ, মনুষ্যগণ আপন২ কুইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করাতে পরমেশ্বর তাহাদিগকে কুইচ্ছায় নিক্ষেপ করিলেন তাহাতে তাহারা আপন২ জ্ঞানে জ্ঞানবিশিষ্ট বোধ করিয়া নানা পশু পক্ষি কীট

পতঙ্গ ইত্যাদিকে অনশ্বর ঈশ্বরের সহিত এক জ্ঞান করিল, কেবল তাহা নয়, বরং সংসার ব্যবহারানুসারে ব্যবহার না করিয়া বিপরীত আচারে আচরণ করিতে লাগিল। ইহা অপেক্ষা মানসিক দুঃখ আর কি আছে?

এইক্ষণে আইস আমরা পরমেশ্বরের বাক্য যে খ্রীষ্ট যীশু তাঁহার পদচিহ্নানুসারে গমন করি, তাহা হইলে আমাদিগকে কায়িক ও বাচনিক ও মানসিক দুঃখে পতিত হইতে হইবে না, কেননা তিনি আপন রক্তদ্বারা সকল ধৌত করিবেন, এবং পবিত্রময় আত্মাকে প্রেরণ করিয়া আমাদের কুইচ্ছা নষ্ট করিয়া সদিচ্ছা প্রদান করিবেন, তাহা হইলে আমরা উত্তম ব্যবহারে রত থাকিব, আর আমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ লোক পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিবে। অতএব আর বিলম্ব করিব না, আইস আমরা সর্ব্বচিত্তে ও সর্ব্বজ্ঞানে ও সর্ব্বশক্তিতে ও কায়-মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে আর কোন দুঃখে দুঃখিত হইতে হইবে না ইতি।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

[আমরা এতদ্দেশীয় ভ্রাতৃগণের লিখিত পত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক আছি, কিন্তু যাহারা আপনাদের কোন পত্র প্রকাশ করাইতে চাহেন তাঁহাদের নিকটে আমাদের দুই নিবেদন আছে। প্রথম এই যেন স্পষ্টরূপে লেখেন, কারণ অস্পষ্ট লেখা ছাপা করাণ অতিশয় শ্রমের কর্ম্ম। দ্বিতীয় এই যেন অসঙ্গত ও ধর্ম্মপুস্তকের বিরুদ্ধ কথা না লেখেন, যেহেতুক সেই রূপ কথা কেবল নিষ্ফল তাহা নহে, বরং পাঠকের ভ্রান্তিজনক হইয়া উঠে। উপরে লিখিত পত্রের মধ্যে নানা কথা ধর্ম্মপুস্তকের বিপরীত, এবং অন্য ২ কথা নিতান্ত অসঙ্গত। ইহার প্রমাণ, শারীরিক দুঃখ যেমন শরীরের দুঃখ হয়, এবং মানসিক দুঃখ যেমন মনের দুঃখ হয়, তদ্রূপ বাচনিক দুঃখকে বচনের দুঃখ বলিতে হয়, কিন্তু বচনের দুঃখ কি? বাচনিক দুঃখের কথা নিতান্ত অসংগত কথা। এবং "ইচ্ছা শরীরে কিম্বা বাক্যে বাস করে না," এই কথাও অসঙ্গত, যেহেতুক বাক্যেতে কি বাস করিতে পারে?]

দীপ্তির কথা।

সারসংগ্রহহইতে উদ্ধৃত।

দীপ্তি কি তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, তথাপি তেজোময় বস্তুহইতে সূক্ষ্ম বস্তু অর্থাৎ কিরণ নির্গত হয়, অধিকাংশ বিদ্যাবান লোক এমত বোধ করে।

দীপ্তি অমিশ্রিত বস্তু, অনেক দিন পর্য্যন্ত সকলের এমন বোধ ছিল, কিন্তু ন্যূতন নামক সাহেব দীপ্তিকে মিশ্রিত বস্তু নিশ্চয় করিয়াছেন! তিনি কাচের এক ত্রিকোণ দণ্ডে কিরণ প্রবেশ করাইলে সই কিরণ বক্রগমন করিয়া রক্ত ও নারঙ্গ ও পীত ও হরিত ও আকাশবর্ণ ও নীল ও ধূম্র এই সাত প্রকার বর্ণে বিভক্ত হইল। আর যে কেহ ঐ সাহেবের ন্যায় কোন গৃহ অন্ধকারময় করিয়া কেবল একটি ছোট ছিদ্র দিয়া সূর্য্যের কিরণ ভিতরে আসিতে দেয়, পরে কাচের এক ত্রিকোণ দণ্ড হস্তে ধরিয়া সেই ছিদ্রের উপরে রাখে, সেও তদ্রূপ সূর্য্যের কিরণ বিভক্ত করিবে, এবং গৃহমধ্যে ঐ সাত বর্ণ দেখিতে পাইবে। তাহার কারণ এই যে কাচ দিয়া গমন করণের সময়ে দীপ্তির কিরণ কিঞ্চিৎ বক্রগামী হয়, কিন্তু সমানরূপে বক্রগামী হয় না; ফলতঃ রক্তবর্ণ যে কিরণ তাহা অল্প বক্রগামী, এবং ধূম্রবর্ণ যে কিরণ তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বক্রগামী। গৃহ অন্ধকারময় না করিলেও সেই সাত বর্ণ দেখা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা অতি সুন্দররূপে দেখায় না।

দীপ্তির সপ্ত বর্ণ মেঘধনুতে অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশিত হয়। বৃষ্টির জল ও সূর্য্যের তেজ এই উভয় যোগ না হইলে কখনো মেঘধনু হয় না। সূর্য্যের কিরণ বিন্দুর উপরিভাগে জলের মধ্যে প্রবেশ করাতে বক্রগামী হয়। এই রূপে বিন্দুর পশ্চাৎভাগে লাগিয়া পরাবৃত্ত হইয়া বিন্দুর অধোভাগে উপস্থিত হয়। তথায় বায়ুতে প্রবেশ করণ প্রযুক্ত বক্রগামী হইয়া পৃথিবীর দিগে গমন করে। এই প্রকারে সূর্য্যের কিরণ এক বার পরাবৃত্ত ও দুই বার বক্র হইয়া মনুষ্যের নয়নে উপস্থিত হয়। যদি মনুষ্যদের পৃষ্ঠ সূর্য্যের দিগে ও মুখ মেঘধনুর প্রতি থাকে, তবে উত্তমরূপে তাহা দেখিতে পায়। এই রূপে সূর্য্যের কিরণ জলবিন্দুহইতে

নির্গত হইলে পর যে কিরণ অতি বক্র গমন করে সে এক পথে গমন করে, ও যে কিরণ তাদৃক বক্রগামী হয় না সে অন্য পথে গমন করে, তাহাতে ভিন্ন২ নানা বর্ণ দৃষ্ট হয়। প্রথম বিন্দুহইতে রক্তবর্ণ কিরণ নয়নে উপস্থিত হয়, তাহার নীচস্থ বিন্দুহইতে নারাঙ্গ কিরণ, ও তাহার নীচস্থ বিন্দুহইতে পীতবর্ণ কিরণ, এই রূপে ক্রমেতে আকাশবর্ণ ও নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ কিরণ নয়নে উপস্থিত হয়; তাহাতে মেঘের যে ২ স্থানহইতে ঐ সপ্ত বর্ণ কিরণ সকল এক দর্শকের চক্ষুতে লাগিতে পারে, সেই ২ স্থানেতে এক২ দর্শক এক২ সপ্তবর্ণ মেঘধনু দেখিতে পায়।

আকাশবায়ুর কথা।

ঐ পুস্তকোদ্ধৃত।

বাষ্পবৎ যে দ্রব্য আকর্ষণদ্বারা পৃথিবীর নিকটে থাকিয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করে, এবং পৃথিবীর সহিত সূর্য্যকেও প্রদক্ষিণ করে, তাহার নাম আকাশবায়ু। পূর্ব্বে প্রাচীন লোকেরা বায়ুকে পঞ্চভূতের মধ্যে এক অমিশ্রিত ভূত জ্ঞান করিত, কিন্তু বায়ু মিশ্রিত বস্তু ইহা নব্য কিমিয়া বিদ্যাদ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, কেননা বায়ু অক্সিজেন ও নৈত্রজেনেতে মিশ্রিত আছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শুদ্ধ আকাশবায়ুর এক শত অংশের মধ্যে অক্সিজেনের ২০ অংশ ও নৈত্রজেনের ৮০ অংশ থাকে, কিন্তু বায়ু শুদ্ধ না হইলে এপ্রকার থাকে না। আর আকাশবায়ু কখন সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয় না, কেননা ন্যূন বা অধিক অঙ্গারীয় আসিদ্ সর্ব্বদা তাহাতে থাকে, এবং জলীয় বাষ্প ও পুষ্পাদির গন্ধ ও বাষ্পবৎ দ্রব্যের পরমাণু ইত্যাদিতে মিশ্রিত থাকে। কিন্তু অঙ্গারীয় আসিদ এক শত অংশের মধ্যে এক অংশের অধিক কখন থাকে না, বরং সর্ব্বদা অধিক ন্যূন থাকে। আকাশবায়ুতে যে অক্সিজেন গাস্ থাকে তাহাহইতে আকাশবায়ুর প্রধান গুণ উৎপন্ন হয়। যে বায়ুহইতে এই অক্সিজেন গাস্ নির্গত হয়, তাহার মধ্যে প্রাণধারণ হইতে পারে না, ও অগ্নি জ্বলে না, ও কোন ধাতু উত্তপ্ত হইয়া অক্সিদযুক্ত হয় না।

প্রাণধারণের নিমিত্তে অক্সিজেন কেমন প্রয়োজনীয় তাহা কলিকাতার কারাগারস্থ দুঃখিলোকদের মৃত্যুদ্বারা স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে। ইং ১৭৫৬ শালের জুন মাসের ২০ দিনের ৮ ঘণ্টা রাত্রিতে এক শত চোয়াল্লিশ ইংরাজ লোক ১৮ চরণ দীর্ঘ ও ১৮ চরণ প্রস্থ এমত এক কারাগারে বলেতে রুদ্ধ হইল। তাহাতে এই দুঃসহ্য কারাগারে অল্পক্ষণ থাকিলে প্রত্যেক জনের অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইল, এবং ঘর্ম্মদ্বারা সকলে অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইল ও কষ্টেতে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের এমত অত্যন্ত উন্মত্ততা জন্মিল যে তাহারা ঠেলাঠেলিদ্বারা আপনাদিগকে বধ করাইয়া ঐ দূরবস্থার দুঃখ শেষ করণার্থে দৌবারিক সিপাহিদিগকে অত্যন্ত কটু গালি দিতে লাগিল, এবং নবাব ও তাহার সেনাপতির নানাবিধ নিন্দা করিতে লাগিল। পরে রাত্রির ১১ ঘণ্টার পূর্ব্বে প্রায় তিনাংশের একাংশ লোকের মৃত্যু হইল, এবং প্রাতঃকালে ৬ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের অবশিষ্ট কেবল ২৩ জন জীবিত থাকিল, কিন্তু তাহারাও অত্যন্ত দুষ্ট জ্বরেতে পীড়িত হইল।

ধাতুর ও মৃত মাংসের যে বিকার হয়, তাহা প্রায় অক্সিজেনের দ্বারা উৎপন্ন হয়। যদ্যপি অক্সিজেন প্রাণরক্ষার্থে অতি শ্রেষ্ঠ হয়, তথাপি তাহাদ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বায়ুর স্বাস্থ্যজনকতা থাকে না। আকাশবায়ুর মধ্যে অক্সিজেনের যে পরিমাণ থাকে, তাহাই পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সর্ব্ব সমান হয়। উচ্চ পর্ব্বতের উপরিস্থ বায়ু ও অতি নিম্ন ভূমিস্থ বায়ু এ উভয়েতেই সমান পরিমাণ অক্সিজেন থাকে। আর জঙ্গলবায়ুতে ও রোগবিশিষ্ট স্থানের বায়ুতে যে দুষ্টতা থাকে, তাহা অক্সিজেনের ন্যূনতাহইতে উৎপন্ন হয়, এমত নহে; তবে কি কারণে হয়, তাহা অদ্যাবধি কিমিয়া বিদ্যাদ্বারা নিশ্চিত হয় নাই।

দহন ও নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগাদি যে নানা কর্ম্মের নিমিত্তে অক্সিজেনের প্রয়োজন আছে, তত্তৎ কর্ম্মেতে তাহা ব্যয় হয়। অতএব যদি কোন২ কারণেতে নূতন২ অক্সিজেনের উৎপত্তি না হয়, তবে কেবল তাহার ক্ষয় হওয়াতে আকাশবায়ু দুষ্ট হইবে ইহা স্পষ্ট বোধ হয়। এই কারণ ব্যয়েতে যত বিনষ্ট হয়, তাহার

পরিবর্ত্তে নূতন২ তত উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই নূতন২ অকসিজেনের আকর কি২, এ বিষয়েতে অদ্যাপি সন্দেহ থাকে, তথাপি এক প্রকার দ্রব্যহইতে অর্থাৎ নবীন শাকপত্রাদিহইতে উৎপন্ন হয়, ইহা নিশ্চিত হইয়াছে। সতেজ শাক সকল দিবসে আঙ্গারিক আসিদ গ্রহণ করে, এবং আপনার রক্ষার্থে অঙ্গারীয় আসিদের গাস ব্যবহার করিয়া তাহাতে যে অক্‌সিজেন আছে তাহা নির্গত করে। রাত্রিতে তাহার বিপরীত ব্যবহার হয়; রাত্রিকালে অকৃসিজেনের গাস গ্রাস করে, এবং আঙ্গারিক আসিদের গাস নির্গত করে। তথাপি শাকপত্রাদি দিবারাত্রির মধ্যে আঙ্গারিক আসিদ অপেক্ষা প্রচুর অক্‌সিজেন্ নির্গত করে আমাদের এমত বোধ হয়।

জলের কথা।

ঐ পুস্তকোদ্ধৃত।

অক্‌সিজেন ও হৈদ্রজেন এই দুই দ্রব্যদ্বারা জল নির্ম্মিত হয়, কিমিয়া বিদ্যাদ্বারা ইহা নিশ্চিত হইয়াছে। যদি ভারদ্বারা নিশ্চিত হয়, তবে অক্‌সিজেনের ৮ অংশ ও হৈদ্রজেনের ১ অংশ লইতে হইবে; কিন্তু যদি বিস্তারতাদ্বারা নিশ্চিত হয়, তবে অক্‌সিজেনের ১ অংশ ও হৈদ্রজেনের ২ অংশ লইতে হইবে।

যে জল নূতনপতিত বরফহইতে কিম্বা আকাশের মধ্যে পরিষ্কৃত পাত্রে পতিত বৃষ্টিহইতে লভ্য হয়, সে সকলহইতে উত্তম। যদ্যপি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পরিষ্কৃত তথাপি সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ নহে; কেননা বায়ুদমকলের পাত্রের নীচে স্থাপিত হইলে তাহাহইতে গাসের বুদবুদ উঠে, ও সেই গাসেতে আকাশবায়ু অপেক্ষা অধিক অক্‌সিজেন থাকে। আর যে জল ভূমিতে পতিত হইয়া ভূমিময় ও লবণময় পরমাণুতে মিশ্রিত হয়, সে কেবল বাষ্পকরণদ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে, এবং বাষ্পকরণদ্বারা যে জল লব্ধ হয়, সে সততই সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ আছে।

পরে কি ?

ইতালি দেশের কোন বিদ্যালয়ে ফিলিপ নেরি নামক এক জন অতি ধার্ম্মিক লোক বাস করিতেন। তাহার কতক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক বালককে জানিয়াছিলেন, সেই বালক বড় হইয়া এক দিন ফিলিপের গৃহে আসিয়া আনন্দে প্রফুল্ল বদনে তাঁহাকে কহিলেন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, আমার পিতা-মাতা আমার বিদ্যাভ্যাস করণে সম্মত হইলেন, অতএব আমি এই প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে আইলাম, এবং যাহাতে আমি শীঘ্র বিদ্যা লাভ করি, এমত চেষ্টা দিবারাত্রি করিব। যুবার এই প্রকার অনেক কথা সাঙ্গ হইলে পর ঐ ধার্ম্মিক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, বিদ্যাভ্যাস করিলে পরে তুমি কি করিবা ?"

যুবা কহিলেন, আমি বিদ্যা ও বক্তৃত্বদ্বারা অতি বিখ্যাত হইয়া উঠিব।

"পরে কি হইবে ?" পরে আমি অবশ্য কোন উচ্চ পদ পাইব এবং অতি ধনবান হইব।

"পরে কি ?" পরে আমি ধনাঢ্য ও মান্যমান হইয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সুখে কাল যাপন করিব।

"পরে কি ?" পরে, পরে আমাকে মরিতে হইবে।

তাহাতে ফিলিপ পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "পরে কি ?" কিন্তু এইবার ঐ যুবা কোন উত্তর না করিয়া বিমর্ষ হইয়া চলিয়া গেলেন। সেই শেষজিজ্ঞাসা বাণের ন্যায় তাঁহার মন বিদ্ধ করিয়াছিল, এবং তিনি তাহা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী হইয়া সাংসারিক বিদ্যাভ্যাস ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারক হইলেন, এবং খ্রীষ্টের সেবা করিতে ২ আপন আয়ু ব্যয় করিলেন।

উপদেশক।

আগষ্ট ১৮৪৮ (২০) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৩২। ঈশ্বরের সৃষ্ট অজ্ঞান বস্তুর সংক্ষেপ বিবরণ।

ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু সকল দুই ভাগে বিভক্ত হয়, প্রথম অজ্ঞান বস্তু ও প্রাণী সকল, দ্বিতীয় সজ্ঞান প্রাণী সকল। মনুষ্যজাতি ও স্বর্গদূতগণ ঈশ্বরের সৃষ্ট সজ্ঞান প্রাণিগণের মধ্যে গণনীয়, কিন্তু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ পশু বৃক্ষাদি সকল অজ্ঞান বস্তুর মধ্যে গণনীয়।

আমাদের দৃশ্য যে শূন্য অর্থাৎ আকাশমণ্ডল, তাহার কোন সীমা আছে কি না ইহা মনুষ্য জানিতে পারে না। এবং ঈশ্বরের রাজধানীস্বরূপ যে স্বর্গেতে তিনি স্বর্গদূতগণের সভার নিকটে প্রকাশরূপে দর্শন দেন, তাহা এই দৃশ্য শূন্যের মধ্যে কি বাহিরে স্থিত তাহাও অনিশ্চিত, তথাপি বোধ হয় যে তাহা এই শূন্যের বাহিরে থাকিবে, যেহেতুক তাহার উচ্চতম স্থান, এবং আকাশমণ্ডলের আকাশ, এই ২ নাম আছে; এবং ধর্ম্মপুস্তকের কোন২ স্থানে আমাদের দৃশ্য এই আকাশমণ্ডলকে ঈশ্বরের সিংহাসন কিম্বা তাঁহার বাসস্থানের মেঝিয়া বলা যায়। আমরা ঈশ্বরের সেই বাসস্থানকে স্বর্গ বলিয়া থাকি; কিন্তু যে শূন্যেতে পক্ষিগণ উড়ে, তাহাকে যিহূদীয়েরা প্রথম আকাশ কিম্বা স্বর্গ বলিত; এবং যে আকাশমণ্ডলে তারাগণ আছে, তাহাকে দ্বিতীয় আকাশ কিম্বা স্বর্গ বলিত; এবং ঈশ্বরের বাসস্থান যে স্বর্গ তাহাকে তৃতীয় কিম্বা সর্ব্বোপরিস্থ আকাশ কিম্বা স্বর্গ বলিত। সেই স্বর্গ কি প্রকার তাহা আমরা জানি না, তথাপি উদ্যানের এবং বিস্তারিত ও অনেক বাসাবিশিষ্ট রাজপুরীর এবং অতিসুন্দর নগরের এবং মন্দিরের এই রূপ কএকটি দৃষ্টান্তদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকে এক প্রকার তাহার বর্ণনা করা যায়। ইহার দুইটি প্রমাণ লিখিতেছি।

"সে উচ্চতম (অর্থাৎ তৃতীয়) স্বর্গে নীত হইল। সে স্বর্গীয় উদ্যানে অর্থাৎ সুখস্থানে নীত হইল।" ২ করিন্থীয় ১২; ২, ৩।

"আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে।" যোহন ১৪; ২।

আর স্বর্গীয় যিরূশালমের ও স্বর্গীয় মন্দিরের ও ঈশ্বরনির্ম্মিত নগরের

অনেক কথা ধর্ম্মপুস্তকের নানা স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় বাসস্থানের বিশেষ বৃত্তান্ত জানি না, এবং ঈশ্বর যদ্যপি আমাদিগকে তাহা জনাইতেন, তথাপি আমরা তাহা বুঝিতে পারিতাম না। এই দেশীয় কোন লোকের নিকটে যদ্যপি কেহ বিলাতদেশীয় কোন মহানগরের বর্ণনা করে, তথাপি সেই বর্ণনা তাহার বোধগম্য হয় না। কিন্তু এক বার বিলাতে গেলে সে যেমন তথাকার কোন নগর দেখিয়া অনায়াসে তাহার বৃত্তান্ত বুঝিতে পারে, তদ্রূপ বিশ্বাসী মনুষ্য যখন স্বর্গেতে নীত হইবে, তখন তাহার বৃত্তান্ত অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।

আমাদের দৃশ্য আকাশমণ্ডল মনুষ্যের অপরিমেয়। এবং তাহার মধ্যে অসংখ্য২ দীপ্তিময় তারা দেখা যায়, তদ্ভিন্ন অনেক২ তারা দীপ্তিহীন হওয়াতে আমাদের অদৃশ্য হয়, এমত বোধ হয়। তারাগণের মধ্যে অধিকাংশ ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চল আছে। আকাশের যে স্থানকে আকাশগঙ্গা বলা যায়, সেই দিগে দৃষ্টিপাত করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তারা দেখা যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক তারা অতি দূর প্রযুক্ত স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না, এবং সেই রূপ অস্পষ্ট তারাসমূহ রাত্রিতে উজ্জ্বল মেঘের ন্যায় দেখায়। যে মনুষ্যের চক্ষু অতি প্রসন্ন ও দূরদর্শী, সে চৌদ্দ সহস্র তারা দেখিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য কেবল দুই সহস্র দেখে, এবং তাহার মধ্যে সতেরো তারা সর্ব্বাপেক্ষা তেজোময়। দূরবীণযন্ত্র দিয়া দৃষ্টিপাত করিলে তারার সংখ্যা যে অপরিমিত ইহা সপ্রমাণ হয়, এবং যে দূরবীণযন্ত্র অতি উত্তম, তাহা দিয়া দৃষ্টিপাত করিলে ঐ উজ্জ্বল মেঘ যে তারার রাশি বটে ইহা প্রকাশ পায়।

সেই ধ্রুব তারাগণের মধ্যে যে তারা আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী তাহার নাম সূর্য্য। সূর্য্য যদি ফাঁপা হইত অর্থাৎ যদি সিন্দুক হইত, তবে সেই সিন্দুকের মধ্যে চৌদ্দ লক্ষ পৃথিবী স্থান পাইতে পারিত। যে সিন্দুকের মধ্যে চৌদ্দ লক্ষ টাকা রাখা যাইতে পারে, তাহা বড় সিন্দুক বটে, তবে যে সূর্য্যরূপ সিন্দুকমধ্যে আমাদের এই পৃথিবীর তুল্য চৌদ্দ লক্ষ পৃথিবীকে রাখা যাইতে পারে, তাহা কেমন বড়! আর যে নৌকা এক দিবারাত্রির মধ্যে পঞ্চাশ ক্রোশ গমন করে, এমত কোন নৌকা যদি আকাশ দিয়া যাইবার উপায় পাইতে পারে, তবে আড়াই সহস্র আশী বৎসরের শেষে সূর্য্যের নিকটে পঁহুছিবে। কিন্তু সূর্য্যের কিরণ এত বেগে গমন করে, যে এক দণ্ডের তৃতীয়াংশের মধ্যে সেই পথদিয়া সূর্য্যহইতে এই পৃথিবীতে আইসে।

সূর্য্যহইতে এত দূর হইয়াও আমাদের এই পৃথিবী চক্রের ন্যায় ঘুরিতে২ বৎসরের মধ্যে এক বার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এক দিবারাত্রির মধ্যে পৃথিবীরূপ চক্র আট লক্ষ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া যায়, কিন্তু কেবল এক বার ঘুরে।

সূর্য্যহইতে অন্য কোন ধ্রুব তারা কত দূর আছে তাহা বিদ্যাবান্ লোকেরা অদ্যাপি স্থির করিতে পারে নাই; কিন্তু যদ্যপি এক দিনের মধ্যে

সূর্য্যপর্য্যন্ত যাইতে আমাদের সাধ্য হইত, তথাপি দুই শত বৎসরের মধ্যে তথাহইতে কোন নিকটবর্ত্তী ধ্রুব তারা পর্য্যন্ত যাইতে আমাদের সাধ্য হইত না, ইহাই নিশ্চিত হইযাছে, যেহেতুক কোন তারা যদি ইহা অপেক্ষা সূর্য্যের অধিক নিকটবর্ত্তী হইত, তবে বিদ্যাবান্ লোকেরা তাহার প্রমাণ অনায়াসে পাইত। অতএব ধ্রুব তারা সকল কত বড়, এবং আমাদের হইতে কত দূর, তাহা অদ্যাপি কেহ জানিতে পারে না।

সূর্য্যের চতুর্দ্দিগে কেবল পৃথিবী গমন করে, তাহা নহে; অন্য ২ গ্রহও সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই বিষয়ে কএকটি কথা লিখিতেছি।

১। সূর্য্যের নিকটবর্ত্তি যে বুধ নামক গ্রহ, তাহার বৎসর আমাদের ৮৮ দিন পরিমিত।

২। শুক্র নামক দ্বিতীয় গ্রহ পরিমাণে প্রায় পৃথিবীর সমান, তাহার বৎসরের পরিমাণ ২২৫ দিন।

৩। পৃথিবী তৃতীয় গ্রহ, তাহার বৎসরের পরিমাণ ৩৬৫ দিন।

৪। মঙ্গল নামক চতুর্থ গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র; তাহার বৎসরের পরিমাণ ৬৮৬ দিন।

৫। বেষ্টা, সিরিস, জুনো, পাল্লাস, এই২ নাম বিশিষ্ট চারি অতি ক্ষুদ্র গ্রহ পরস্পর নিকটবর্ত্তী, তাহাদের বৎসরের পরিমাণ প্রায় ১৬০০ দিবস।

৬। বৃহস্পতি গ্রহ অতি বড়, তাহার বৎসরের পরিমাণ ৪৩০০ দিন।

৭। শনি গ্রহও অতি বড়, তাহার বৎসরের পরিমাণ ১০৮০০ দিন।

৮। উরাণস গ্রহও বড়, কিন্তু দূরত্ব প্রযুক্ত কেবল দূর্ব্বীণদ্বারা দৃশ্য হয়, তাহার বৎসরের পরিমাণ ৩০৭০০ দিন।

৯। নেপ্তুন নামক গ্রহ ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রথম বার দেখা গিয়াছিল।

এই বিশ্ব যে দৈবঘটনাহইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু জ্ঞানি ঈশ্বরদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার একটি প্রমাণ এই। যদি কেহ সূর্য্যহইতে যাত্রা করিয়া চারি বৎসরের মধ্যে বুধ গ্রহে পঁহুছিতে পারে, তবে সূর্য্যহইতে শুক্র পর্য্যন্ত ৪ বৎসর এবং ৩ বৎসর, সর্ব্বশুদ্ধ ৭ বৎসর লাগিবে, এবং

পৃথিবী.... ৪ .... ৬ .... ১০ .. ..
মঙ্গল...... ৪......... ১২ .... ১৬ .. ..
বেষ্টাদি.... ৪ .... ২৪ .... ২৮.. .. ..
বৃহস্পতি... ৪........ . ৪৮.......... ৫২ .. ..
শনি...... ৪ .... ৯৬........... ১০০ .. ..
উরাণস.... ৪ .... ১৯২............... ১৯৬.. ....
নেপ্তুন.. . ৪ .... ৩৮৪.............৩৮৮ বৎসর লাগিবে।

এই সুন্দর নিয়ম দৈবঘটনার ফল, ইহা কেহ বলিতে পারে না। সূর্য্যনিবাসি কোন গোলন্দাজ যদি পৃথিবীস্থ কোন মনুষ্যকে বধ করিবার চেষ্টাতে কামান ছুড়ে, তবে তাহা ভয়ের কারণ নহে, যেহেতুক সেই কামানের গুলি অতি বেগে আইলেও দশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে পঁহুছিতে পারিবে

না, কেবল কমবেশ পঁচিশ বৎসরের পরে পঁহুছিবে। আর সেই গুলি যদি শনি পর্য্যন্ত যায়, তবে কেবল আড়াই শত বৎসরের পরে তথায় পঁহুছিবে।

গ্রহগণের মধ্যে পৃথিবীর পরিচরস্বরূপ এক চন্দ্র, ও বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, ও শনির সাত চন্দ্র, এবং উরাণসের ছয় চন্দ্র আছে। পৃথিবীর পরিচরস্বরূপ যে চন্দ্র তাহা নিকটবর্ত্তি প্রযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় বড় দেখায়, কিন্তু এই পৃথিবী যদি সিন্দুক হইত তবে তাহার মধ্যে পঞ্চাশ চন্দ্র স্থান পাইত; এবং সূর্য্যরূপ সিন্দুক সাড়ে পাঁচ কোটী চন্দ্রকে ধরিত।

আর যে নৌকা প্রতি দিন পঞ্চাশ ক্রোশ যায়, তাহা যদি আকাশ দিয়া যাইতে পারিত, তবে ছয় বৎসরের মধ্যে অনায়াসে পৃথিবীহইতে চন্দ্র পর্য্যন্ত গমন করিত। মাসের মধ্যে চন্দ্র এক বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, এবং সর্ব্বদা একই পার্শ্ব পৃথিবীকে দেখায়। চন্দ্রের ছায়া যখন পৃথিবীতে লাগে, তখন সূর্য্যের গ্রহণ হয়; এবং পৃথিবীর ছায়া যখন চন্দ্রেতে লাগে, তখন চন্দ্রের গ্রহণ হয়।

গ্রহগণ ও তাহাদের চন্দ্রগণ স্বাভাবিক দীপ্তিহীন, কিন্তু ঘুরিতে২ সূর্য্যের আলো তাহাদের যে পার্শ্বে লাগে সেই পার্শ্বেই দিবস হয়; এবং যে পার্শ্বে ছায়া লাগে, সেই পার্শ্বে রাত্রি হয়। আমাদের এই পৃথিবী সর্ব্বদা পূর্ব্বদিগে ঘুরিতে২ যায়; তন্নিমিত্তে সূর্য্য ও তারাগণ প্রথমে পূর্ব্বদিগে দেখা যায়; কিন্তু যে বালক নৌকাযোগে পূর্ব্বদিগে যায়, সে যেমন বোধ করে যে জল পশ্চিম দিগে বহিয়া যাইতেছে, তদ্রূপ আমরাও চক্ষুর ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত হইয়া পৃথিবীকে ধ্রুব জ্ঞান করিয়া বোধ করি যে সূর্য্য ও তারাগণ পশ্চিমদিগে যাইতেছে।

কখনো২ আকাশে ধূমকেতু প্রকাশ পায়। সেই ধূমকেতু সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং তাহাদের ধূমাকার লাঙ্গুল সর্ব্বদা সূর্য্যহইতে পরাঙ্মুখ হয়, কিন্তু ধূমকেতু কোথাহইতে আইসে, কোথায় বা যায়, তাহা বড় নিশ্চিত নহে।

আমাদের এই পৃথিবী গোলাকার, এবং যদি কেহ তাহাকে প্রদক্ষিণ করণার্থে কলিকাতাহইতে পূর্ব্বদিগে সোজাপথে চলিতে২ প্রতিদিন পঞ্চাশ ক্রোশ যায় তবে সে ২১৬ দিনের পরে অর্থাৎ সাত মাসের পরে পশ্চিমদিগহইতে আসিয়া পুনরায় কলিকাতায় পঁহুছিবে। যে জাহাজ সকল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে, তাহারা এত শীঘ্র যাত্রার শেষে উপস্থিত হইতে পারে নাই, তাহার কারণ এই যে সোজাপথ পাওয়া যায় না, এবং পথিমধ্যে জাহাজ সারাইবার এবং খাদ্যদ্রব্য ও মিষ্ট জল সঞ্চয় করিবার নিমিত্তে নানা স্থানে বিলম্ব করিতে তাহাদের আবশ্যক ছিল।

আমাদের এই পৃথিবী আকাশবায়ুরূপ বস্ত্রেতে বেষ্টিত আছে। সেই আকাশবায়ু নীচস্থানে ঘন এবং উচ্চস্থানে পাতলা আছে। এবং গ্রীষ্মদেশের উপরে আকাশবায়ু যত ঊর্দ্ধে উঠে, শীতদেশের উপরে তত ঊর্দ্ধে উঠে না, কিন্তু কমবেশ তাহা সমুদ্রহইতে দেড় লক্ষ হস্ত পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠে

এমন বোধ হয়। এই বায়ুমণ্ডলমধ্যে শব্দ ও বাতাস ও মেঘ ও বৃষ্টি ও শিশির ও হিম ও ঝড় ও বিদ্যুতাদি জন্মে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠের দুই অংশ সমুদ্র, এক অংশ স্থল। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, এবং মিষ্ট জল অপেক্ষা ভারি। স্থলের নিকটস্থ স্থান বিনা অন্য সকল স্থানে সমুদ্র অতলস্পর্শ। জুয়ার ও ভাট্টা চন্দ্রের আকর্ষণশক্তিহইতে জন্মে।

পৃথিবীস্থ স্থল ইউরপ, আশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, এই চারি মহাভাগে বিভক্ত হয়। তদ্ভিন্ন সমুদ্রমধ্যে অনেক২ উপদ্বীপ আছে, তাহার মধ্যে নূতন হলণ্ড নামক উপদ্বীপ পরিমাণে প্রায় ইউরপের তুল্য। এই ভারতবর্ষ যে আশিয়া নামক মহাভাগের এক খণ্ড আছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

স্থল কেবল বৃষ্টি ও শিশিরদ্বারা সেচিত হয় তাহা নহে, কিন্তু তাহার নানা স্থানে উনুই ও জলস্রোত ও নদী ও হ্রদ আছে। সেই সকল হ্রদের মধ্যে কোন২ হ্রদের জল লবণাক্ত, কিন্তু অধিকাংশ হ্রদের জল মিষ্ট। আর কোন২ হ্রদ পরিমাণে প্রায় সাগরের তুল্য। নদীগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী আমেরিকা নামক মহাদ্বীপে পাওয়া যায়, পরে চীন দেশের নদী বড়; পরে এই ভারতবর্ষের ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা বড়।

পৃথিবীস্থ পর্ব্বতগণের মধ্যে হিমালয় পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, যেহেতুক তাহার কোন২ শৃঙ্গ প্রায় আঠারো সহস্র হস্ত পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠে। আমেরিকা মহাদ্বীপের কোন২ পর্ব্বতশৃঙ্গ চৌদ্দ সহস্র হস্ত পর্য্যন্ত, এবং ইউরপের কোন২ পর্ব্বতশৃঙ্গ দশ সহস্র হস্ত পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠে। এই পৃথিবীস্থ পর্ব্বত অপেক্ষা চন্দ্রস্থিত পর্ব্বত অধিক উচ্চ, এবং যে শুক্র গ্রহ পরিমাণে পৃথিবীহইতে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র, তাহার কোন২ পর্ব্বত প্রায় লক্ষ হস্ত পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠে। পৃথিবীস্থ পর্ব্বতগণের মধ্যে কোন২ পর্ব্বত অগ্নিকুণ্ডস্বরূপ হইয়া অগ্নি ও ধূম ও তপ্ত জল ও প্রস্তর ও ভস্ম ও দ্রবীভূত ধাতু উদ্গীরণ করে, এবং বোধ হয় তাহাই ভূমিকম্পের প্রধান কারণ হইয়া থাকিবে।

আমরা যাহাকে গুরুতা বলি তাহা আকর্ষণশক্তির ফল। যে বস্তু বড় এবং ঘন, তাহা নিকটবর্ত্তি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম বস্তুকে আকর্ষণ করে। সূর্য্য বড় হওয়াতে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণকে আকর্ষণ করে। পৃথিবী বড় হওয়াতে চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, এবং পৃথিবীর নিকটবর্ত্তি যে সকল বস্তু সেই সকলকেও আকর্ষণ করে। যে বস্তু পৃথিবীদ্বারা দৃঢ়রূপে আকর্ষিত হয় তাহাকে আমরা ভারি বলি, আর যে বস্তু দৃঢ়রূপে আকর্ষিত হয় না তাহাকে লঘু বলি। এই টানরূপ রজ্জুতে আকর্ষিত হওয়াতে গ্রহগণ সূর্য্যের নিকটে, এবং চন্দ্রগণ স্ব২ গ্রহের নিকটে থাকে। সেই আকর্ষণশক্তির তত্ত্ব অদ্যাপি মনুষ্যের বড় বোধগম্য হয় নাই।

যে আলোর অভাবহইতে অন্ধকার জন্মে, সেই আলো কি তাহাও অদ্যাপি নিশ্চিত হয় নাই, এবং যে তাপের অভাবহইতে শীত জন্মে,

সেই তাপ কি তাহাও জানা যায় না। আমাদের জন্যে আলোর ও তাপের প্রধান আকর সূর্য্য, কিন্তু সূর্য্যের কিরণ কি রূপে আলো ও তাপ জন্মায় তাহা অদ্যাপি জানা যায় না, যেহেতুক যে পর্ব্বতশৃঙ্গ উচ্চতা প্রযুক্ত সূর্য্যের কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তি আছে, সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে আলো এবং তাপ কম হয়, কিন্তু নিম্নভূমিতে তাহার বৃদ্ধি হয়।

যে ইলেক্ট্রিসিটি নামক গুণহইতে বিদ্যুতাদি জন্মে, তাহার তত্ত্বও অদ্যাপি ভালরূপে জানা যায় না। এবং যে মাগ্নেতিস্ম নামক গুণে চুম্বক প্রস্তর লৌহকে আকর্ষণ করে, এবং লৌহদণ্ডের এক অগ্রভাগ উত্তরদিগে ও অন্য অগ্রভাগ দক্ষিণদিগে আকর্ষিত হয়, তাহার তত্ত্বও অদ্যাপি ভালরূপে জানা যায় না।

বৃক্ষাদি বিনা যে সকল নিস্প্রাণ দ্রব্য এই পৃথিবীতে পাওয়া যায়, তাহা আকারানুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ প্রথম বাষ্পাকার, দ্বিতীয় দ্রব, তৃতীয় শক্ত। বাষ্পাকার দ্রব্যের মধ্যে আকাশবায়ু প্রধান, এবং দ্রব বস্তুর মধ্যে জল প্রধান, এবং শক্ত দ্রব্যের মধ্যে প্রস্তরাদিকে গণনা করা যায়। মনুষ্য যদি সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাবান হইত, তবে জল যেমন তাপদ্বারা বায়ুর আকার পায়, এবং শীতদ্বারা প্রস্তরের ন্যায় শক্ত হয়, তদ্রূপ কেবল সর্ব্বপ্রকার ধাতুকে তাহা নহে, কিন্তু অন্য সকল দ্রব্যকেও তিন আকার বিশিষ্ট করিতে পারিত এমন বোধ হয়।

শক্ত দ্রব্যের মধ্যে স্বর্ণাদি ধাতু, প্রায় একশত ষষ্টি প্রকার, এবং মৃদাকার ও প্রস্তরাকার দ্রব্য প্রায় দুই শত প্রকার; এবং লবণাকার পঁচিশ প্রকার লবণ পাওয়া যায়।

আর পঞ্চাশ সহস্রের অধিক প্রকার বৃক্ষ মনুষ্যদ্বারা গণিত হইয়াছে এবং বোধ হয় ইহার পরে আরও অধিক পাওয়া যাইবে।

মনুষ্য বিনা প্রায় আশী সহস্র প্রকার প্রাণী অর্থাৎ পশু, পক্ষি, মৎস্য, কীটাদি গণিত হইয়াছে, এবং বোধ হয় ইহার পরে আরও অধিক পাওয়া যাইবে।

"হে পরমেশ্বর, তোমার কর্ম্ম কেমন বহুবিধ! তুমি জ্ঞানেতে তাবৎ সৃষ্টি করিয়াছ; এই পৃথিবী তোমার ঐশ্বর্য্যেতে পরিপূর্ণ।" গীত ১০৪; ২৪।

"আকাশ ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করে, ও গগণমণ্ডল তাঁহার হস্তকৃত কর্ম্ম দেখায়, প্রতিদিবস কথা কহে, ও প্রতিরাত্রি জ্ঞান জন্মায়। তাহাদের কোন বাক্য ও ভাষা নাই, এবং তাহাদের রবও শুনা যায় না, তথাপি তাহাদের উপদেশ সর্ব্বদেশে, ও তাহাদের বক্তব্য পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়াছে।" গীত ১৯; ১-৪।

"হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন আদরণীয়! এবং আকাশে তোমার তেজ স্থাপিত হইতেছে। তোমার অঙ্গুলিদ্বারা নির্ম্মিত যে আকাশ ও তোমার স্থাপিত যে চন্দ্র ও তারাগণ, তাহা নিরীক্ষণ করিলে বলি, মনুষ্য কে যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর, এবং মনুষ্যসন্তানই বা কে যে তাহার তত্ত্বাবধারণ কর?" গীত ৮; ১, ৩; ৪।

৩৩। মনুষ্যশরীরের সংক্ষেপ বর্ণনা।

এই পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ সৃষ্টি হওনের সময়ে তাহার অবস্থা অতি উত্তম ছিল। সম্প্রতি আমরা তাহার সেই আদিকালীয় উত্তমতার বিবেচনা করিব না, কিন্তু সামান্যতঃ মনুষ্যের শরীরের ও মনের সংক্ষেপ মীমাংসা করিব।

মনুষ্যশরীরের মধ্যে দুই বিষয় মনোযোগের যোগ্য, প্রথম এই যে মনুষ্য দণ্ডায়মান হইলে তাহার মুখ ভূমির দিগে ফিরে না; দ্বিতীয় এই যে মনুষ্যের বাক্‌শক্তি আছে।

তাহার শরীরের অতি শক্ত অংশ অর্থাৎ অস্থি সকল পশুর অস্থির সদৃশ। কোন২ অস্থি নলাকার, এবং অন্য কোন২ অস্থি খাপরার আকারবিশিষ্ট। দন্ত ব্যতিরেকে মস্তকের মধ্যে এক বিংশতি অস্থি আছে। মেরুদণ্ডের (অর্থাৎ পৃষ্ঠের হাড়ের) চৌবিশ খণ্ড আছে, সেই সকল খণ্ডদ্বারা ঐ মেরুদণ্ড স্তম্ভস্বরূপ হইয়া উঠে। এবং তাহাহইতে বারো যোড়া পঞ্জর বহির্গত হয়, তাহার অধিকাংশ অর্থাৎ সাত যোড়া বক্ষদেশের অস্থির সহিত সংযুক্ত আছে। মেরুদণ্ডের নীচে আর দুই বড় অস্থি আছে। এক১ স্কন্ধেতে দুই অস্থি, এবং বাহুর উপরিস্থ খণ্ডের মধ্যে এক অস্থি, এবং নীচস্থ খণ্ডের মধ্যে দুই অস্থি আছে। হস্তমূলের মধ্যে আট ক্ষুদ্র অস্থি আছে, এবং অঙ্গুলিশুদ্ধ হস্তের মধ্যে উনিশ অস্থি আছে। উরুর মধ্যে একটি বড় অস্থি, এবং হাটুর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অস্থি, এবং হাঁটুর নীচস্থ জঙ্ঘার মধ্যে দুই অস্থি, এবং পাদমূলের মধ্যে সাত অস্থি, এবং পায়ের মধ্যে উনিশ অস্থি আছে।

আমরা যাহাকে মাংস বলি, তাহা রজ্জুর আকারবিশিষ্ট; মনুষ্যশরীরস্থ সেই মাংসময় রজ্জুর সংখ্যা প্রায় ছয় শত। সেই রজ্জুদ্বারা অঙ্গ সকলের চালন নিষ্পন্ন হয়।

মাথাখুলীর মধ্যস্থ যে মজ্জা, এবং মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ যে মজ্জা তাহা প্রায় একই প্রকার, এবং তাহাহইতে বহির্গত যে সকল সূত্রাকারবিশিষ্ট শিরা শরীরের সর্ব্বত্র যায়, তাহাদ্বারা বেদনা ও হর্ষ ইত্যাদি বোধ হয়। মাথাখুলীহইতে যে বারো যোড়া সূত্র বহির্গত হয়, তাহা ঘ্রাণ ও দর্শন ও শ্রবণ ও আস্বাদন ও বাক্য কহন এই সকল কর্ম্মের নিমিত্তে হয়। সেই সূত্রাকার শিরা বিদ্ধ কিম্বা ছিন্ন কিম্বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে ঐ সকল কর্ম্ম আর হয় না। আর মেরুদণ্ডহইতে যে ত্রিশ যোড়া সূত্রাকার শিরা বহির্গত হয়, তাহা মস্তক ছাড়া শরীরের অন্য সমস্ত অঙ্গে যায়, এবং তাহাদ্বারা স্পর্শ করণের ও বেদনা ও হর্ষ পাওনের শক্তি হয়। অতএব সেই সূত্রাকার শিরা সকল ইন্দ্রিয়হইতে মনোগামি পথস্বরূপ জানিবা। মাথাখুলী ও মেরুদণ্ডহইতে যে বেয়াল্লিশ যোড়া সূত্র বহির্গত হয়, তাহার এক১ সূত্র অনেক সূক্ষ্ম২ সূত্রেতে বিভক্ত হয়, এবং সেই সূক্ষ্ম সূত্র সকল শরীরের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ

চর্ম্মের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। কেবল সেই শিরার গুণে শরীর মনের বশীভূত থাকে।

ঘর্ম্মাদিদ্বারা শরীরের সর্ব্বদা ক্ষয় হইতেছে, অতএব শরীরের যত ক্ষয় হয় পুনরায় তত বৃদ্ধি করণের নিমিত্তে রক্তের আবশ্যক আছে, যেহেতুক রক্তই নানা প্রকারে ঘন হইতে২ ক্রমে২ মেদ ও মাংস ও শিরা ও চর্ম্ম ও অস্থি হইয়া উঠে। সেই রক্ত যেন শরীরের সর্ব্বত্র যায়, ইহা অতি আবশ্যক, যেহেতুক শরীরের যে অংশে রক্ত না যায়, সেই অংশের কেবল ক্ষয় হয়, বৃদ্ধি কিম্বা প্রতিপালন হইতে পারে না। অতএব রক্তকে শরীরের সর্ব্বত্র চালাইবার নিমিত্তে ঈশ্বর হৃদয় কিম্বা অন্তঃকরণরূপ দম্‌কলকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই দম্‌কলের মধ্যে চারি রক্তাশয় আছে তাহার মধ্যে দুইটা বড়, অন্য দুইটা ছোট। ঐ দুই বড় রক্তাশয়ের মধ্যে ভাল রক্ত সংগৃহীত হইলে পর হৃদয় দৃঢ়রূপে সঙ্কুচিত হয়, তাহাতে রক্ত অতিশয় বলেতে বহিস্কৃত হইয়া অনেক২ প্রণালীরূপ শিরা দিয়া শীঘ্র২ শরীরের সর্ব্বত্র যায়। এই কলিকাতার নিকটবর্ত্তি নদীর জল যেমন জুয়ারের সময়ে অসংখ্য২ খাড়ীমধ্যে যাইয়া দেশের নানা স্থানে উঠে, তদ্রূপ হৃদয় সঙ্কুচিত হওয়াতে রক্ত অতিশয় বেগে শরীরের সর্ব্বদেশে যায়। হৃদয় এক দিবারাত্রির মধ্যে প্রায় লক্ষ বার সঙ্কুচিত হয়।

পরে রক্তদ্বারা শরীরের মাংসাদি আপ্যায়িত হইলে যে দুষ্ট রক্ত অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রায় বেগুনিয়বর্ণ হয়। সেই দুষ্ট রক্ত অন্য২ শিরারূপ প্রণালী দিয়া পুনরায় অতি বেগে হৃদয়ে যায়। অর্থাৎ ভাটার সময়ে যেমন জল ক্ষেত্রাদিহইতে পুনরায় নানা খাড়ী দিয়া গঙ্গাতে পড়িয়া যায়, তদ্রূপ দুষ্ট রক্ত অন্য২ প্রণালী দিয়া পুনরায় হৃদয়ে ফিরিয়া যায়, এবং তাহার দুই ক্ষুদ্র রক্তাশয়ে সংগৃহীত হয়। সেই ক্ষুদ্র রক্তাশয়হইতে বলেতে বহিস্কৃত হইয়া ঐ দুষ্ট রক্ত পরিষ্কার হওনার্থে ফুসফুসে প্রবেশ করে। সেই ফুসফুস বক্ষস্থলের মধ্যস্থিত। রক্ত তথায় আইলে দুষ্ট বায়ুকে ত্যাগ করে, আর সেই দুষ্ট বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করণদ্বারা মুখহইতে বহির্গত হয়। পুনরায় মুখ দিয়া শুচি বায়ু ফুসফুসের মধ্যে আসিয়া রক্তের সহিত মিলে, এবং রক্তকে পরিষ্কার করে। এই রূপে পরিষ্কৃত হইয়া সেই পুরাতন রক্ত ফুসফুসহইতে হৃদয়ের বড় রক্তাশয়ে সংগৃহীত হয়। চারি দিবারাত্রির মধ্যে মনুষ্য প্রায় লক্ষবার নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে, অর্থাৎ শুচি বায়ু গ্রহণ এবং অশুচি বায়ু ত্যাগ করে।

রক্তের অভাব যেন কোন সময়ে না হয়, এই নিমিত্তে মনুষ্যের আহার করা আবশ্যক হয়। খাদ্যদ্রব্য সকল মুখদিয়া উদরে প্রবেশ করে, এবং সেই স্থানের কোন রসের সহিত মিলিয়া অতি কোমল হয়, পরে তথাহইতে নাড়ীভূঁড়ী নামক এক অতিশয় লম্বা প্রণালীতে প্রবেশ করে। সেই প্রণালীতে যকৃৎহইতে পিত্ত আসিয়া ক্রমে২ খাদ্যদ্রব্যের

অসার অংশ সকল অর্থাৎ মল পৃথক করিয়া শরীরহইতে বাহির করায়; তাহাতে পিত্তদ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া খাদ্যদ্রব্যের সার দুগ্ধাকার হইয়া উঠে। সেই দুগ্ধাকার দ্রব্য পুরাতন রক্তের সহিত ফুসফুসেতে উঠিয়া তথায় বায়ুর সহিত মিলিয়া ভাল রক্ত হইয়া হৃদয়ের বড় রক্তাশয়ে সংগৃহীত হয়।

চক্ষু পৃভৃতি ইন্দ্রিয়ের এবং চর্ম্মাদির বর্ণনা করিতে গেলে অনেক সময় ব্যয় হইবে, এই ভয়ে আমরা সেই সকলের বর্ণনা করিব না, কিন্তু শরীররূপ গৃহমধ্যে যে মন কিম্বা আত্মা বাস করে, তাহার বর্ণনা সংক্ষেপে করিব। শরীরের বিষয়ে যাহা প্রকাশ করা গেল, তাহা-দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য জ্ঞান বুঝা যায়।

"হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রশংসা করিব; আমি ভয়ঙ্কর ও আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মিত আছি; তোমার কার্য্য সকল আশ্চর্য্য, তাহা আমার মন বিলক্ষণরূপে জানে।" গীত ১৩৯; ১৪।

৩৪। মনুষ্যের আত্মার সংক্ষেপ বর্ণনা।

মনুষ্যের শরীর অন্য প্রাণিগণের শরীরের প্রায় সদৃশ। অতএব যদি তাহার সেই শরীরমাত্র থাকিত, তবে সে অজ্ঞান প্রাণিগণের মধ্যে গণনীয় হইত। কিন্তু মনুষ্যের শরীর ও আত্মা এই দুই ভাগ আছে। এবং আত্মাবিশিষ্ট হওয়াতে মনুষ্য সজ্ঞান প্রাণিদের মধ্যে গণনীয় হইয়া উঠে।

মনুষ্যের আত্মা শরীরের কোন অংশ নহে, তাহা নিরাকার এবং ইন্দ্রিয়ের অগম্য। সেই আত্মার তত্ত্ব আমরা নিশ্চয় করিতে পারি না, কিন্তু তাহার কর্ম্মদ্বারা তাহার গুণ আমাদের বোধগম্য হয়। এক২ মনুষ্যের এক২ আত্মা আছে, এবং প্রত্যেক আত্মা একইমাত্র, অর্থাৎ তাহা নানা অংশবিশিষ্ট নহে। কিন্তু আত্মার গুণ নানা কর্ম্মে দেখা যায়, এই কারণ তাহা যে২ কর্ম্মে প্রকাশ পায়, সেই সকল কর্ম্মানুসারে তাহার পরীক্ষা করিতে পারা যায়। এবং তাহা করিতে গেলে আত্মার নানা গুণ আছে, ইহা আমরা বলিয়া থাকি। সম্প্রতি আত্মার সেই সকল গুণ সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

(১) আত্মবোধ নামক গুণদ্বারা প্রত্যেক মনুষ্য ইহা জানিতে পারে, যে আমি আছি; আমি কেবল মায়ার ফল তাহা নহে, আমার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। আর আমি ঈশ্বর নহি। এবং আমি এক ব্যক্তি আছি, অর্থাৎ বিশ্বের মধ্যে আমা বিনা যে সকল আছে, তাহার এবং আমার মধ্যে বিশেষ আছে। এবং সেই আত্মবোধদ্বারা মনুষ্য আপন আত্মার কর্ম্ম জানিতে ও তাহার অবস্থা বুঝিতে পারে।

(২) পরবোধ নামক গুণদ্বারা প্রত্যেক মনুষ্য ইহা বুঝে, যে আমা বিনা অন্য২ বস্তু এবং অন্য২ মনুষ্যও আছে। এবং আমি যে বিশ্বের

মধ্যে আছি, সেই বিশ্বের অস্তিত্ব সত্য, এবং তাহার সহিত আমার দৃঢ় সম্বন্ধ আছে। এবং আমার কর্ম্ম বিনা পরের কর্ম্মও দেখিতেছি। এবং বিশ্বের মধ্যে অকারণে কিছু হয় না। বিশ্ব যে আছে, ইহারও একটি কারণ হইয়া থাকিবে, এবং বিশ্বের কোন সৃষ্টিকর্ত্তা অবশ্য আছে।

(৩) স্মৃতি নামক যে গুণ তাহা আত্মবোধের এবং লব্ধ জ্ঞানের ও সুখদুঃখভোগের স্থায়িত্ব, অর্থাৎ আমি পূর্ব্বে যে ছিলাম, এখনও সেই আছি; সময় যাইতে২ আমার নানা প্রকার জ্ঞানলাভ এবং সুখ কি দুঃখবোধ হইয়াছে বটে; তাহা অদ্যাপি মনে থাকে, কিন্তু সেই সকলের পাত্র যে আমি, আমার বিনিময় হয় নাই; এই সকল মনুষ্য স্মৃতিদ্বারা জানিতে পায়। সেই স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি ও হ্রাস হইতে পারে, এবং সঞ্চিত জ্ঞানের ও দুঃখসুখবোধের স্বভাবানুসারে তাহা নানা প্রকার হয়। কেহ২ যাহা দেখিয়াছে তাহাই অনায়াসে স্মরণে রাখে, কেহ২ যাহা শুনিয়াছে, তাহাই অনায়াসে স্মরণে রাখে।

(৪) সুখের চেষ্টা নামক যে গুণ তাহাদ্বারা প্রত্যেক মনুষ্য স্বভাবতঃ সুখী হইতে চাহে, এবং দুঃখকে ঘৃণা করে।

(৫) সদসদ্বোধ কিম্বা ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ নামক যে গুণ তাহাদ্বারা মনুষ্য বুঝে যে ভাল হওয়া আমার উচিত হয়; এবং তাহাদ্বারা ভাল মন্দের বিশেষও বুঝে, এবং আমি ভাল কি না, ইহাও জানিতে পারে। সদসৎ কি তাহা বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করণের এই সময় উপযুক্ত নহে, তথাপি সংক্ষেপে তাহা বলি, ফলতঃ আমার এবং জগতের সৃষ্টি করণে ঈশ্বরের যে অভিপ্রায়, সেই অভিপ্রায়ের সহিত যাহা মিলে তাহাই ভাল, কিন্তু সেই অভিপ্রায়ের সহিত যাহা না মিলে তাহাই মন্দ, ইহা প্রত্যেক মনুষ্য জানে, এবং তদনুসারে আপনার ভাল কি মন্দ স্বভাব নিশ্চয় করে।

(৬) বিশ্বাস নামক যে গুণ তাহাদ্বারা মনুষ্য সত্যকে গ্রহণীয় এবং অসত্যকে ত্যজ্য জ্ঞান করে। সেই বিশ্বাসগুণ এক প্রকার সুখচেষ্টার অংশ বটে, তথাপি সত্যাসত্যের সহিত দুঃখসুখের সম্বন্ধ না থাকিলেও সত্য যে গ্রহণীয় এবং অসত্য যে ত্যজ্য, ইহা মনুষ্য জানে।

(৭) স্ববশতাবোধ নামক যে গুণ তাহাদ্বারা মনুষ্য আপনি যে ইচ্ছুক হয়, এবং মন ও শরীর সেই ইচ্ছার বশীভূত আছে, তাহাতে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা করে তাহার কর্ত্তা আপনি হইয়া উঠে, এবং তাহার ফলাফল ভোগ করণের যোগ্য হয়, ইহা জানে।

(৮) মনোযোগ নামক গুণদ্বারা মনুষ্য আপন মানসিক শক্তি প্রকাশ করণ সময়ে যত্নের পরিমাণানুসারে সেই শক্তির বৃদ্ধি কিম্বা ন্যূন করিতে পারে। ইহার উদাহরণ। যে পুষ্প আপনি মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা মনুষ্য যত্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে পারে। এবং যাহা মনে পড়ে, তাহাও যত্ন করিয়া বিবেচনা করিতে পারে। এই রূপ মনোযোগদ্বারা আত্মবোধের সহিত মনের কর্ম্মের দৃঢ় সম্বন্ধ হয়। ফলতঃ আমি যত্ন না করিয়াও যাহা দেখিতে পাই তাহা আমার দৃষ্ট বটে, তথাপি

সম্পূর্ণরূপে নহে, এই জন্যে তাহা স্মরণে থাকে না; কিন্তু যত্ন করিয়া যাহা দেখি তাহা সম্পূর্ণরূপে আমার দৃষ্ট, এই জন্যে তাহা অনায়াসে স্মরণে থাকে। আর যে জ্ঞান যত্নবিনা জন্মে তাহাও আমার লব্ধ জ্ঞান বটে, তথাপি সম্পূর্ণরূপে নহে; কিন্তু যে জ্ঞান যত্নদ্বারা লাভ হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমার লব্ধ, এই জন্যে তাহা স্মরণে থাকে।

(৯) সামান্য বোধ নামক যে গুণ তাহাদ্বারা ইন্দ্রিয় দিয়া নানা প্রকার জ্ঞান মনে প্রবেশ করে, অর্থাৎ তাহাদ্বারা মন দেখে ও শুনে ও ঘ্রাণ করে ও আস্বাদ পায় ও স্পর্শ করে।

(১০) সামান্য দুঃখসুখবোধ নামক যে গুণ তাহাদ্বারা ইন্দ্রিয় দিয়া দুঃখের কিম্বা সুখের বোধ মনেতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ অবিলম্বে শারীরিক বেদনা কিম্বা শারীরিক হর্ষ বোধ হয়।

(১১) বুদ্ধি নামক যে গুণ, তাহাদ্বারা মনুষ্য নানা বিষয় বুঝে। ইহার উদাহরণ। তিন মাসের শিশু বৃক্ষকে দেখিতে পায় বটে, কিন্তু বৃক্ষ কি তাহা বুঝে না। শেষে অনেক বৃক্ষ দেখিয়া বৃক্ষ কি তাহা বুঝিতে পারে, অর্থাৎ বুদ্ধি গুণে তাহা বুঝিতে পারে।

(১২) ভাষাজন্য বুদ্ধিদ্বারা মনুষ্য পরের বাক্য শুনিয়া কিম্বা পাঠ করিয়া বুঝিতে পায়।

(১৩) বিবেচনা নামক গুণদ্বারা মনুষ্য নানা বিষয়ের তুল্যাতুল্য ও সারাসার ও গুণাগুণ ও ফলাফল বুঝিতে পারে।

(১৪) কল্পনাশক্তিদ্বারা মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা নানাবিধ কল্পিত বিষয় মনোমধ্যে উৎপাদন করে এবং ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ বিষয়ের ন্যায় সেই সকল কল্পিত বিষয় ব্যবহার করে। ইহার উদাহরণ। দশ বৎসরের পরে আমার কি অবস্থা হইবে, তাহা আমি ইন্দ্রিয়দ্বারা এখন জানিতে পারি না, কিন্তু কল্পনাশক্তিহইতে মনোমধ্যে তদ্বিষয়ক কল্পিত দর্শন জন্মিতে পারে; সেই দর্শনহইতে আনন্দ ও ভয় ইত্যাদি জন্মে। অন্য উদাহরণ। যে রূপ গৃহ আমি কখনো দেখি নাই, সেই রূপ গৃহের আকার আমি মনোমধ্যে জন্মাইতে পারি। এই কল্পনাশক্তি যদি মানুষের না থাকিত, তবে পূর্ব্বঘটনার স্পষ্ট স্মরণ প্রায় হইত না, এবং বুদ্ধির ও বিবেচনার ফল অতি অল্প হইত, এবং মনের কোন নূতন সঙ্কল্প উৎপন্ন হইত না, এবং ভাবি সুখভোগের আশা ও ভাবি দুঃখভোগের ভয় জন্মিতে পারিত না।

(১৫) যুক্তিবিচার করণের শক্তিদ্বারা মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানহইতে নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এবং সত্যমিথ্যার ও ভালমন্দের ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের লক্ষণ নিশ্চয় করিতে পারে।

(১৬) মানসিক দুঃখসুখবোধ নামক যে গুণ তাহাদ্বারা ইন্দ্রিয়জন্য দুঃখসুখবিনা অন্য২ প্রকার দুঃখসুখ মনের মধ্যে জন্মে। ইহার উদাহরণ। লাভের ভরসাহইতে যে আনন্দ, কিম্বা মৃত্যুর ভয়হইতে যে দুঃখ জন্মে তাহা ইন্দ্রিয়জন্য নহে, কিন্তু বিবেচনাদি মানসিক শক্তি সম্বন্ধীয়।

সেই মানসিক দুঃখসুখ অনেক প্রকার এবং নানা পরিমাণবিশিষ্ট যেহেতুক মনের সন্তোষ ও অসন্তোষ, এবং আনন্দ ও কাতরতা, এবং সুখভোগের আশা ও দুঃখভোগের ভয়, এই সকল নানা কারণহইতে জন্মে এবং নানা পরিমাণে বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়।

(১৭) পরের সহিত সম্বন্ধবোধ নামক যে গুণ, তাহাহইতে দয়া ও স্নেহ ও সমাদর ও ক্রোধ ও হিংসা ও শত্রুতা প্রভৃতি জন্মে।

(১৮) ইন্দ্রিয়জাত ইচ্ছার গুণে মনুষ্য অবিলম্বে শারীরিক সুখভোগ পাইতে ও শারীরিক দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করে। সেই ইচ্ছার নাম নানা প্রকার রাগ।

(১৯) কল্পনাশক্তিজাত ইচ্ছার গুণে মনুষ্য আপন মনের কল্পনা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে। সেই ইচ্ছার নাম সামান্য ইচ্ছা।

(২০) বিবেচনাজাত ইচ্ছার গুণে মনুষ্য লাভাদির চেষ্টা করে। সেই ইচ্ছার নাম চেষ্টা।

(২১) মানসিক দুঃখসুখবোধজাত ইচ্ছার গুণে মনুষ্য মানসিক দুঃখ দূর করিতে ও মানসিক সুখ ভোগ করিতে চেষ্টা পায়। সেই ইচ্ছার নাম মনোবাঞ্ছা।

(২২) পরের সহিত সম্বন্ধবোধহইতে জাত যে ইচ্ছা তাহাদ্বারা মনুষ্য পরের মঙ্গল ও তুষ্টি, কিম্বা অমঙ্গল ও অসন্তোষ জন্মাইতে চেষ্টা করে। সেই ইচ্ছার নাম প্রেমাপ্রেমাদি।

(২৩) যুক্তিবিচারহইতে জাত যে ইচ্ছা তাহাদ্বারা জ্ঞানি মনুষ্য সত্যের ও ভাল আচরণাদির চেষ্টা করে।

(২৪) মনুষ্যের সেই সকল ইচ্ছা বলবান কিম্বা দুর্ব্বল, এবং স্থির কিম্বা চঞ্চল ইত্যাদি নানা পরিমাণে পরিমিত হইতে পারে।

(২৫) মনের সেই সকল ইচ্ছা পূর্ণ করণার্থে বাক্‌শক্তি এবং শরীরের অধিকাংশ অঙ্গ যন্ত্র কিম্বা অস্ত্ররূপে মনের বশীভূত আছে।

মনুষ্যের আত্মা একই বটে, তথাপি যে২ কর্ম্মদ্বারা তাহার গুণ প্রকাশ পায়, সেই২ কর্ম্মের গুরুতা সমান নহে, এবং সেই গুরুতার ন্যূনাধিক্যানুসারে আত্মার তিনটি নাম চলিত আছে। প্রথম নাম আত্মা, যাহা আত্মবোধ ও পরবোধ ও সদসদ্বোধ ও বিশ্বাস ও স্ববশতা ও মনোযোগ ও যুক্তিবিচার এবং সেই যুক্তিবিচারজাত ইচ্ছা এই সকলেতে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় নাম মন, যাহা বুদ্ধি ও বিবেচনা ও কল্পনাশক্তি ও মানসিক দুঃখসুখভোগ ও সেই সকলহইতে উৎপন্ন ইচ্ছা ও চেষ্টা ও মনোবাঞ্ছা, এই সকলেতে প্রকাশ পায়। স্মৃতি আত্মার ও মনের উভয়ের প্রতি লাগে। তৃতীয় নাম প্রাণ, যাহা ইন্দ্রিয়জাত বোধ ও দুঃখসুখবোধ ও তদুৎপন্ন নানা প্রকার রাগ ও ইন্দ্রিয় ব্যবহার করণের শক্তি এই সকলেতে প্রকাশ পায়। প্রেমাপ্রেমাদি এবং সুখের চেষ্টা আত্মার ও মনের ও প্রাণের, তিনের প্রতি লাগে। পশু এবং পশুবৎ মনুষ্য কেবল প্রাণবিশিষ্ট বোধ হয়, এবং বিষয়চেষ্টাতে মগ্ন

মনুষ্য মনোবিশিষ্ট বোধ হয়, এবং ধার্ম্মিক মনুষ্য আত্মাবিশিষ্ট বোধ হয়। পশু কেবল প্রাণবিশিষ্ট বটে, তথাপি চারি পাঁচ প্রকার পশু মনুষ্যের যত্ন প্রযুক্ত স্মৃতির ও বুদ্ধির ও বিবেচনার কোন২ লক্ষণ দেখায়, কিন্তু তাহা অতি অল্প এবং অতি অস্পষ্ট, এবং পশুতে আত্মার লেশমাত্রও প্রকাশ পায় না। প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মা ও মন ও প্রাণ আছে, কিন্তু কোন২ ব্যক্তির নিজ দোষে আত্মার গুণ, এবং অন্য কোন২ ব্যক্তির নিজ দোষে মনেরও গুণ প্রায় অন্তর্হিত হয়। কেবল হতবুদ্ধি লোকদের মধ্যে কেহ২ এই বিষয়ে নির্দ্দোষ আছে।

আমরা যাহাকে শরীরের জীবন বলি তাহা শরীরমধ্যে আত্মার অধিষ্ঠান। আত্মা যখন শরীরকে ত্যাগ করে, তখন শরীরের জীবনের শেষ হয়। এবং সেই অধিষ্ঠান থাকিতে২ আত্মা যদি তাহার বোধ না পায়, তবে সেই অচেতন অবস্থাকে নিদ্রা এবং মূর্চ্ছা বলা যায়।

শারীরিক জীবনের শেষ হইলে পশুর প্রাণ যে শরীরকে ত্যাগ করিয়া যায়, তাহা নহে, কিন্তু একেবারে নষ্ট হয়, তাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু মনুষ্যের শারীরিক জীবন শেষ হইলে আত্মা ক্ষয় পায় না, যেহেতুক মনুষ্যের আত্মা অমর। শরীর এবং আত্মা যে একই নহে, দুই আছে, এবং আত্মা শরীরের কোন অংশ নহে, এবং শরীরের কোন গুণও নহে, ইহা প্রত্যেক মনুষ্য আত্মবোধ ও পরবোধ শক্তিদ্বারা বুঝে। এবং কোন নৌকাতে বদ্ধ হস্তী দেখিলে সেই হস্তিকে নৌকাতে সর্ব্বদা থাকিবার জন্যে কেহ নৌকারোহণ করায় নাই, ইহা যেমন সকলে বুঝিতে পারে, তদ্রূপ ঈশ্বর যে আমাদের আত্মাকে এই শরীরমধ্যে সর্ব্বদা থাকিবার জন্যে সৃষ্টি করেন নাই, ইহাও সকলে বুঝিতে পারে। আর শারীরিক মৃত্যুর পরে আত্মার সমস্ত গুণ অর্থাৎ আত্মবোধ ও স্মৃতি ও সদসদ্বোধ ও দুঃখসুখবোধাদিগুণ থাকিবে। তাহা না হইলে মনুষ্য ইহকালে যাহা করে তাহার প্রতিফল পরকালে পাইতে পারিত না।

এক২ মনুষ্যের এক২ আত্মা আছে, এবং সেই সকল আত্মা ঈশ্বরের অংশ তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু, ইহা প্রত্যেক মনুষ্য এক প্রকার জানে, অর্থাৎ আত্মবোধ ও পরবোধ ও স্ববশতাবোধ ও সদসদ্বোধাদি গুণে তাহা জানিলে জানিতে পারে। কিন্তু হিন্দু লোকদের মধ্যে অনেকে তাহা অস্বীকার করিতে চেষ্টান্বিত হয়।

উপরে লিখিত সকল কথা ধর্ম্মপুস্তকে স্পষ্টরূপে লিখিত নহে, তাহার কারণ এই যে মনুষ্য বিবেচনা করিলে আপনি তাহা জানিতে পারে। কিন্তু আমাদের কথা যে ধর্ম্মপুস্তকের সহিত মিলে, ইহা পরে প্রকাশ পাইবে।

বালকশাসন।

(জ্ঞানকিরণোদয়হইতে উদ্ধৃত)

ফ্লাভিক নামক এক জন ধর্ম্ম উপদেশক বালক শিক্ষা ও শাসন বিষয়ে অতি নিপুণ ছিল। কোন সময়ে এক সাহেব আপন পুত্রকে তাহার কাছে আনিয়া বলিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার শিক্ষা ও শাসন করুন, এ পুত্রটি আমাকে অধিক দুঃখ দেয়, কেননা সে অতি দুষ্ট, সে যত উপদেশ ও শাস্তি পাইয়াছে সকল নিরর্থক হইয়াছে; আমি তাহার জন্যে অনেক চেষ্টা করিয়াছি, তাহাকে ধমকাইয়াছি, তাহাকে মারিয়াছি, তাহাকে উপবাস করাইয়াছি, ও অন্য লোকদের সাক্ষাতে লজ্জা দিয়াছি. কিন্তু সকল নিষ্ফল হইল; তাহার কুব্যবহার সারিল না, সে অপমান ও মারি ও ক্ষুধা ও লজ্জার ভয় করে না। উপদেশক জিজ্ঞাসিল, আপনকার পুত্রের শাসন করিবার নিমিত্তে ক্ষুধা ও মারি ও উপবাস ও অপমান এ সকল ছাড়া আপনি অন্য কোন উপায় কি করেন নাই? সে বলিল, হাঁ করিয়াছি, একবার দুই দিন ও দুই রাত্রি অন্ধকারময় ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। উপদেশক জিজ্ঞাসিল, আপনি অন্য কোন উপায় করেন নাই? সাহেব বলিল, হাঁ, এক বার শীতকালে তাহাকে ঘরের বাহিরে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত দাঁড় করিয়া রাখিয়াছিলাম, আমি মনে করিয়াছিলাম, শীতের ভয় পাইয়া নম্র হইবে, কিন্তু কিছু হইল না, পরে এই সকল শক্ত উপায় নিষ্ফল দেখিয়া আমি ভাবিলাম, কি জানি তাহার প্রতি কোমল ব্যবহার করিলে সারিবে, পরে আমি তাহাকে সুশিক্ষিত সভ্য বালকদের সঙ্গে রাখিলাম, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আমার দুষ্ট পুত্র একক্ষণ মাত্র থাকিয়া পরে যোগ পাইয়া বাহিরে দৌড়িয়া গিয়া অধম বালকদের সহিত মেল করিল। এই সকল শুনিয়া উপদেশক বলিল, এই উপায় সকল উপযুক্ত নয়। আমি আর এক উপায় জানি। সাহেব বলিল, সে কি? উপদেশক বলিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন, আপনি কি কখন আপন পুত্রের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন? সাহেব বলিল, মিথ্যা কেন

বলিব? তাহা আমি কখন করি নাই। তাহাতে উপদেশক বলিল, তবে সকল যে নিষ্ফল হইবে ইহার আশ্চর্য্য কি? আপনি এই বালককে এক বৎসর আমার ঘরে রাখুন, আমি চেষ্টা করিব, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিলে অসাধ্যও সাধ্য হয়, এবং যাহারা তাঁহার কাছে যাক্ঞা করে, তাহাদের কথা তিনি শুনেন, এ কথা নিশ্চয়। পরে সেই সাহেব আপন পুত্রকে ঐ উপদেশকের ঘরে রাখিয়া গেল। আর সেই পুত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে ক্রমে২ আপন কুব্যবহার ছাড়িয়া ভাল মানুষ হইয়া উঠিল। অতএব পিতা মাতার উচিত যে কেবল শাসন করিবে তাহা নয় কিন্তু পরমেশ্বরের নিকট পুত্রের নিমিত্তে প্রার্থনাও করিতে হয়।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

লূক ১৮; ৬। অন্যায়কারি বিচারকর্ত্তাদ্বারা বিধবার রক্ষা।

প্রথম ভাগ। সেই বিধবার এবং ধার্ম্মিক লোকের মধ্যে তুলনা।

১। ধার্ম্মিক লোকদের মধ্যে অনেকে দীনহীন বিধবা লোক, তাহারা এই দৃষ্টান্তহইতে সান্ত্বনা পাইতে পারে।

২। প্রত্যেক ধার্ম্মিক লোকের মন কোন২ সময়ে ঐ বিধবাস্বরূপ হয়, অর্থাৎ,

(১) শোকান্বিত, অর্থাৎ নানা দুঃখপ্রযুক্ত শোকান্বিত হয়।

(২) শত্রুদ্বারা ক্লিষ্ট, অর্থাৎ নিজ মন্দ অভিলাষ, এবং দুষ্ট লোক এবং শয়তান, এই সকলদ্বারা ক্লিষ্ট হয়।

(৩) দুর্ব্বল হয়। আমরা সকলে বলহীন।

৩। আর এমন সময়ে কখনো২ ঈশ্বর অন্যায়ি বিচারকর্ত্তাস্বরূপ বোধ হন, অর্থাৎ তিনি অন্যায়কারী নহেন, কিন্তু মানুষ তাঁহার বিষয়ে সন্দেহ করে, কেননা,

(১) দুষ্ট লোকের ঐহিক সুখ হয়, এবং ধার্ম্মিক লোকের ঐহিক দুঃখ হয়।

(২) প্রার্থনার ফল অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় না।

দ্বিতীয় ভাগ। এমন সময়ে ঐ বিধবার ন্যায় প্রার্থনা করা বিশ্বাসি লোকের কর্ত্তব্য।

১। সেই বিধবা বিচারকর্ত্তার নিকটে কাঁদিল, অর্থাৎ স্পষ্ট কথাদ্বারা আপন দুঃখ তাহাকে জানাইল। ঈশ্বরের নিকটে মনের কথা জ্ঞাত করাই প্রার্থনা। সেই কথা প্রকাশ করণার্থে পুস্তকের কিম্বা বক্তৃত্বের আবশ্যক নহে; ঐ বিধবার ন্যায় কাঁদিলে হয়।

২। সেই বিধবা ক্লান্ত হইল না, কিন্তু বার২ নিবেদন করিত। এবং অনবরত প্রার্থনা করা আমাদেরও উচিত। এই বিষয়ে ভিক্ষুক লোক আমাদিগকে শিক্ষা দেয়, যেহেতুক তাহারা ভিক্ষা করিতে ক্লান্ত হয় না।

৩। সেই বিধবার বিশ্বাস ছিল, অর্থাৎ ঐ বিচারকর্ত্তা আমার রক্ষা করিলে করিতে পারে, কিন্তু তাহা বিনা আর কেহ পারে না, ইহা মনে স্থির করিয়াছিল। এবং শেষে সে আমার প্রার্থনা শুনিবে, এমত ভরসাও করিল।

তৃতীয় ভাগ। ঐ বিচারকর্ত্তা অপেক্ষা ঈশ্বর প্রার্থনা শুনিতে অধিক প্রবৃত্ত আছেন।

১। সে দুষ্ট এবং অন্যায়ী ছিল, কিন্তু ঈশ্বর পবিত্র এবং ন্যায়বান।

২। সে নির্দ্দয় ছিল, কিন্তু ঈশ্বর দয়াবান্।

৩। সে কেবল আপন সুখের চেষ্টা করিত, কিন্তু ঈশ্বর নিজ লোকের সুখ চেষ্টা করেন।

৪। সে ঐ বিধবাকে নিকটে আসিতে বলিল না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে আপনার নিকটে আসিতে নিমন্ত্রণ করেন।

৫। আমি তোমার প্রার্থনা শুনিব, ইহা সে ঐ বিধবাকে পূর্ব্বে বলে নাই, কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে তাহা বলিয়াছেন।

৬। সেই বিচারকর্ত্তার নিকটে বিধবার উকিল কেহ ছিল না, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র আপন পিতার নিকটে আমাদের উকিল আছেন।

চীন রাজ্যের সংক্ষেপ বিবরণ।

এই ভারতবর্ষমধ্যে প্রায় বারো কোটি মনুষ্য বাস করে, এমত বোধ হয়, কিন্তু চীন রাজ্যনিবাসি লোকদের সংখ্যা ন্যূনাধিক ছত্রিশ কোটি, অর্থাৎ পৃথিবীস্থ মনুষ্যজাতির তৃতীয়াংশ, যেহেতুক সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় এক শত কোটি মনুষ্য বাস করে। চীনদেশ বিনা অন্য২ নানা দেশ চীনরাজ্যের অধীন আছে, অর্থাৎ কাশ্মীর অবধি আসাম পর্য্যন্ত হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরদিগে থিবেৎ এবং টাটারি নামক যে দুই বিস্তারিত দেশ আছে, তাহা চীনরাজ্যের অধীন। আসাম দেশের নিকটে অর্থাৎ ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব্বকোণে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী দুই শাখাবিশিষ্ট হয়, তাহার মধ্যে এক শাখা উত্তরপূর্ব্বদিগে, এবং দ্বিতীয় শাখা দক্ষিণপূর্ব্বদিগে যায়। প্রকৃত চীনদেশ সেই দুই পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্বদিগবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত যায়। সেই প্রকৃত চীনদেশ পরিমাণে প্রায় ভারতবর্ষের তুল্য, এবং তাহার উত্তরে অন্য দুই তিন দেশ চীনরাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে। সম্প্রতি কেবল প্রকৃত চীনদেশের কথা কহিতে আমাদের অভিপ্রায় আছে।

মগলাদি অসভ্য জাতীয় শত্রুদিগের নিবারণার্থে চীনদেশের উত্তরপশ্চিম সীমাতে অতি পূর্ব্বকালে অর্থাৎ ইহার দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এক অতি আশ্চর্য্য প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই প্রাচীর ছয় শত ক্রোশ দীর্ঘ, এবং কেহ২ বলে তদপেক্ষা আরও অধিক দীর্ঘ। তাহা কখনো২ প্রান্তরদিয়া যায়, পরে উচ্চপর্ব্বতশৃঙ্গে উঠে, পরে নিম্নভূমিতে নামে, এবং কখনো২ পুলের ন্যায় নদী পার হয়। তাহা ষোলো হস্ত উচ্চ, এবং কমবেশ চৌদ্দ হস্ত প্রস্থ; এবং তাহার দুই পার্শ্ব ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু মধ্যস্থান কেবল দৃঢ়ীকৃত মৃত্তিকাতে পূর্ণ। এবং তাহার উপরে দুই২ শত হস্ত অন্তরে সাতাইশ হস্ত উচ্চ দুর্গ উঠে। সম্প্রতি সেই প্রাচীরের আর কোন প্রয়োজন নহে, কেননা তাহার দুই দিগে স্থিত লোক চীনরাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতেছে।

চীনদেশে অনেক নদী আছে, তাহার মধ্যে য়াংৎসেকিয়াং এবং হওয়াংহ নামে দুই নদী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সেই দুই নদী

গঙ্গা অপেক্ষা অধিক বড়, এবং কখনো ২ বর্ষাকালে জলপ্লাবনদ্বারা অনেক ক্ষতি জন্মায়।

পেকিং নামক প্রধান নগরের মধ্যে কমবেশ পঁচিশ লক্ষ মনুষ্য থাকে, এবং নাংকিং নামক অন্য এক নগরেও পূর্ব্বে তত লোক ছিল, কিন্তু এখন তাহাদের সংখ্যা অতিশয় হ্রাস পাইয়াছে।

যে ক্যাংতং নামক নগরে এই কলিকাতাহইতে ও বোম্বাইহইতে ও ইউরপদেশহইতে অনেক জাহাজ যাইয়া থাকে, তাহা কলিকাতা অপেক্ষা অধিক বড়, এবং বোধ হয় তথায় বারো লক্ষ মনুষ্য বাস করে। অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চীন লোকেরা বিদেশি লোকদিগকে বাণিজ্যার্থে সেই নগর বিনা রাজ্যের অন্য কোন স্থানে যাইতে দিত না, কিন্তু আট বৎসর হইল ইংরাজ লোকেরা চীন রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিল, তাহাতে শেষে চীন লোকেরা পরাস্ত হওয়াতে সন্ধি করণ সময়ে ইহা স্বীকার করিল যে সমুদ্রতীরস্থ অন্য পাঁচ নগরেও আমরা বিদেশিদিগকে বাণিজ্য করণার্থে আসিতে এবং বাস করিতে দিব। সেই পাঁচ নগরের মধ্যে আময় ও নিংপো ও শাংহাই নামক তিন নগর প্রধান। আর সেই সন্ধি করণ সময়ে হংকং নামক এক উপদ্বীপে ইংরাজ লোকদের অধিকার হইল, সেই স্থানে তাহারা একটি সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে। আর সেই যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশে প্রবাসকারি কোন চীন লোক পুনরায় চীন দেশে আইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত, কিন্তু সন্ধিতে এই এক নিয়ম স্থির হইল যে বিদেশে প্রবাস করিলে পর চীন লোকেরা নির্ভয়ে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।

কলিকাতাহইতে ক্যাংতং নগর পর্য্যন্ত নৌকাযাত্রা করণার্থে শুভ বাতাস হইলে প্রায় এক মাস লাগে। সেই যাত্রা করিতে গেলে প্রথমে অর্দ্ধ মাস পর্য্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব্বদিগে যাইতে হয়, তাহাতে জাহাজ সিংহপুর নামক ইংরাজদের অধীন এক সুন্দর উপদ্বীপে ও নগরে উপস্থিত হয়। পরে সিংহপুরহইতে পুনরায় অর্দ্ধ মাস পর্য্যন্ত উত্তরপূর্ব্বদিগে যাইতে হয়। জাহাজ যদি প্রতি দিন একশত ক্রোশ যাইতে পারিত, তবে সেই যাত্রাতে কেবল বিংশতি দিন লাগিত।

চীনদেশের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য যে চা, তাহা ক্রয় করণার্থে প্রতি বৎসর শত২ জাহাজ বিলাতহইতে তথায় যাইতেছে। ইংরাজ লোকেরা প্রতি বৎসর সেই স্থানে কমবেশ পাঁচ লক্ষ মোন চা কিনিয়া ইংলণ্ড দেশে লইয়া যায়। তদ্ভিন্ন ইউরপের অন্য২ দেশীয় লোকেরা ও আমেরিকা দেশীয় লোকেরাও সেই স্থানে অনেক চা কিনিয়া থাকে।

এই দেশহইতে আফিম নামক অতি মন্দ দ্রব্য চীনদেশে যায়, যেহেতুক তথাকার লোকেরা তামাকুর ন্যায় সেই আফিম ব্যবহার করণদ্বারা মত্ত হইতে অতিশয় ভাল বাসে।

চীনদেশের লোক সকল অতিশ্রমী এবং নানা শিল্পকর্ম্মেতে অতি তৎপর এবং তাহারা প্রায় সকলে লেখাপড়া জানে, কিন্তু তাহাদের ভাষা শিক্ষা করা বিদেশিদের অতি দুঃসাধ্য।

সেই দেশীয় লোকদের প্রধান আহারের দ্রব্য ধান্যাদি, কিন্তু তাহারা সকল প্রকার দ্রব্য খাইয়া থাকে, বিশেষতঃ কুক্কুরের ও বিড়ালের মাংসও আহারার্থে তাহাদের গ্রাহ্য হয়। আর বিদেশীয়দের সহিত তাহাদের প্রায় কোন আলাপ না থাকাতে তাহারা অতিশয় আত্মাভিমানী হইয়াছে, এই নিমিত্তে আপনাদের জন্মদেশের স্বর্গ এই নাম, এবং পরদেশের বহির্দ্দেশ এই নাম করিয়াছে।

চীন দেশের মধ্যে নানা প্রকার ধর্ম্মমত চলিত আছে, তাহার মধ্যে কংফুচু কিম্বা কন্‌ফুসিয়স নামক অতি পূর্ব্বকালীয় এক ব্যক্তির মত, এবং বৌদ্ধ মত, এই দুই ধর্ম্মমত অতি চলিত। বৌদ্ধমতাবলম্বি লোকেরা ব্রাহ্মণদের দ্বারা ভারতবর্ষহইতে বহিষ্কৃত হইয়া চীনদেশে গিয়াছিল; কিন্তু কন্‌ফুসিয়স্‌দ্বারা স্থাপিত যে মত, সে তদপেক্ষা অধিক পুরাতন। উভয় মত প্রায় নাস্তিকের যোগ্য, এবং উভয় মতাবলম্বিরা প্রতিমাপূজা করে, কিন্তু মৃত পূর্ব্বপুরুষদের পূজাকে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করে।

চীন দেশের লোকেরা অতি কপটী ও দুরন্ত। তাহাদের নিষ্ঠুরতার একটি প্রমাণ এই যে নবজাতা কন্যাকে বধ করা তাহাদের মধ্যে অতি চলিত আছে। তাহাদের স্ত্রীলোকদের জুতা বাল্যকালাবধি অতি দৃঢ়রূপে পায়েতে বদ্ধ হয়, এই নিমিত্তে

স্ত্রীলোকদের পা সর্ব্বদা ছোট থাকে, ফলতঃ যে পরিমাণের জুতা ছয় বৎসর বয়স্ক বালকের যোগ্য, চীনদেশীয় ত্রিশ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীলোকের জুতার সেই পরিমাণ। তাহাদের পা এমন ছোট থাকাতে স্ত্রীলোকদিগকে হংসের ন্যায় চলিতে হয়।

ইহার তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রোমাণ কাথলিক মতাবলম্বি পাদ্রি সাহেবেরা চীনদেশে গিয়া আপনাদের মত স্থাপন করণের চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ক্রমে২ অতি অনুপযুক্ত আচরণ করাতে শেষে ইউরপদেশীয় রোমাণ কাথলিকেরাও তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইল। এক পাদ্রি সাহেব চীন লোকদিগকে কামান ঢালিতে শিক্ষা দিত, এবং অন্য কোন২ পাদ্রি সাহেব দেশ মাপন করিয়া তাহার নক্সা করণে সময় ব্যয় করিত।

ধর্ম্মপুস্তকানুযায়ী সত্য খ্রীষ্টধর্ম্ম চীনদেশে প্রকাশ করণার্থে প্রথমে মরিসন নামক এক সাহেব ১৮০৭ শালে সেই দেশে গেলেন, এবং প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত নানা প্রকার শ্রম করিলেন। দুই এক জন চীনদেশীয় লোক তাঁহার দ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইল, তাহাদের মধ্যে লিয়ং আফা নামক এক জন অদ্যাপি জীবৎ এবং ধর্ম্মেতে সুস্থির আছেন। সেই মরিসন সাহেব ঐ দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রস্তুত করিলেন এবং ধর্ম্মপুস্তকের তর্জ্জমাও করিলেন। আর সেই সময়ে তাঁহার অজ্ঞাতসারে শ্রীরামপুরনিবাসী মার্শমান সাহেব চীনদেশে জাত কোন জ্ঞানি লোকের নিকটে সেই ভাষা শিখিয়া ধর্ম্মপুস্তকের অন্য তর্জ্জমা করিলেন। এবং মিলণ নামক অন্য এক সাহেব কএক বৎসর চীনদেশে সুসমাচার প্রচার করণার্থে অতিশয় শ্রম করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে অন্য২ সাহেব সেই ভাষা শিখিয়া তদ্রূপ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ইংরাজদের সহিত চীনদেশীয়দের যুদ্ধ যে অবধি না হয়, তাবৎ ঐ সকল সাহেব চীনদেশের মধ্যে বাস করিতে পারিলেন না, কেবল তাহার সীমার নিকটবর্ত্তি কোন স্থানে বাস করিতে পারিলেন। ঐ যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পরে ইউরপ ও আমেরিকাদেশীয় নানা ধর্ম্মপ্রচারক চীনদেশের পূর্ব্বোক্ত পাঁচ নগরে বাস করিতে লাগিলেন,

এবং সম্প্রতি বোধ হয় তাঁহারা সংখ্যাতে প্রায় ত্রিশ জন হইবেন, অর্থাৎ এক২ কোটি মনুষ্যের নিমিত্তে এক২ জন। এবং তাহাদের উপদেশ শুনিয়া কমবেশ এক শত চীন লোক প্রভুর আশ্রিত হইয়াছে।

ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে চীনদেশীয়দের খ্রীষ্টাশ্রিত হওন বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে ইহার আড়াই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পরমেশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যথা,

"দেখ ইহারা দূরহইতে আসিবে, ও দেখ ইহারা উত্তর ও পশ্চিমদিগহইতে আগমন করিবে, ও এই লোকেরা সীনীম অর্থাৎ চীনদেশহইতে আসিবে।" যিশয়িয় ৪৯; ১২।

চীনদেশীয় বচনমালা।

ঘর্ষণ বিনা মণি তেজোময় হয় না।

বালির এক কণা চক্ষুতে পড়িলে যেমন, মনেতে হিংসা জন্মিলে তেমন বেদনা হয়।

মিষ্ট কথা বিষস্বরূপ, কিন্তু তিক্ত কথা ঔষধিস্বরূপ।

অতি দৃঢ়রূপে বদ্ধ যে ডিম্ব তাহাহইতেও শেষে পক্ষিশাবক নির্গত হয়।

মহাত্মা লোক সর্ব্বদা শিশুর ন্যায় সরল থাকে।

সুখের সময়ে লোকেরা দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায় না, কিন্তু দুঃখের সময়ে শীঘ্র তাহাদের চরণ ধরে।

ঘাস এবং মনুষ্য এই উভয় অল্পকালস্থায়ী।

শত্রুজেতা অপেক্ষা আত্মজেতা ধন্য।

মৎস্য অতলস্পর্শ জলে থাকিলেও বড়িশে ধৃত হয়, এবং পক্ষী অত্যুচ্চ আকাশে উড়িলেও বাণদ্বারা বিদ্ধ হয়, কিন্তু যে মনুষ্য এক হস্ত দূরে আছে তাহার মন আমাদের অগম্য।

এক পক্ষী কেবল এক ডালে বসিতে পারে।

অতি বড় নদীর নিকটে গেলেও ইন্দুর অল্প জল পান করিতে পারে।

তৃষ্ণার্ত্ত হওনের পূর্ব্বে জলাশয় খনন করা ভাল।

এক গোরুহইতে দুই চর্ম্ম গ্রহণ করা তোমার অসাধ্য।

যে মকদ্দমা করে তাহাকে এক বিড়াল পাইবার নিমিত্তে এক মহিষ দিতে হয়।

বিশ্বস্ত হওনের ফল।

উত্তর আমেরিকা দেশীয় ইন্দিয়ন অর্থাৎ অসভ্য তাম্রবর্ণ লোকদের মধ্যে টামস হুপু নামক এক বালক মিশন স্কুলে যাইত। পরে যে সাহেবের নিকটে শিক্ষা পাইত, তিনি নবব্রুনস্বিক নামক দূরস্থ দেশে যাত্রা করণের সময়ে তাহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, তৎকালে ঐ বালক ষোলো বৎসর বয়স্ক ছিল।

সেই বিদেশে পঁহুছিলে পরে কতক দিন গত হইলে তথাকার অতি মান্য এক উকিল তাহাদিগকে এবং অন্য কোন২ লোককে আপন গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলে আইলে পর ঐ উকিল সভাস্থ লোকদের তুষ্টি জন্মাইবার নিমিত্তে ঐ তাম্রবর্ণ বালককে তাহার জন্মদেশ ও স্বজাতীয় অসভ্য লোকদের মধ্যে চলিত ধর্ম্মমত ও রীতি ও তামাসাদি বিষযে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নানা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সেই বালক সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক তাঁহার সকল জিজ্ঞাসার উত্তর করিতে চেষ্টা করিল; এবং শ্রোতা সকল তাহার কথাতে অতি সন্তুষ্ট হইয়া কখনো২ হাসিল, যেহেতুক সে ইংরাজি ভাষা ভালরূপে না জানাতে মধ্যে২ নানা ভুল করিত, এবং ঐ অসভ্য লোকদের নানা রীতি এমন অদ্ভুত যে তাহার বিবরণ শুনিলে অনায়াসে সকলের হাস্যজনক বোধ হয়।

শেষে ঐ উকিলের জিজ্ঞাসা করা সাঙ্গ হইলে বালক কহিল, আমি অসভ্যজাতীয় বালক, তোমাদের ইংরাজি ভাষা কহিতে ভালরূপে জানি না, অতএব আমার নানা কথা তোমাদের হাস্যজনক বোধ হইল, ইহা আশ্চর্য্য নহে। এই ক্ষুদ্র সভার মধ্যে অদ্য কেবল আমি নানা কথা জিজ্ঞাসিত হইলাম। কিন্তু এক দিন আমরা সকলে এক মহাসভাতে সভাস্থ হইব, সেই দিনে আমাদের এক২ জন কেবল একই কথা জিজ্ঞাসিত হইবে, সেই কথা এই, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি কি তোমার প্রেম আছে? আমি

এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে, হাঁ, প্রেম আছে, এমন উত্তর দিতে পারিব। হে উকিল মহাশয়, আপনি কি উত্তর করিবেন?

বালকের এই কথাতে সভাস্থ সকলে নীরব হইল। শেষে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে মৌনী থাকাতে ঐ উকিল কহিলেন, বেলা হইল, আইস আমরা সকলে প্রার্থনা করি। প্রার্থনা হইলে পরে সকলে উকিলের নিকটে বিদায় হইয়া চলিয়া গেল।

সেই রাত্রিতে উকিলের নিদ্রা হইল না, যেহেতুক "আপনি কি উত্তর করিবেন?" বালকের সেই জিজ্ঞাসা পুনঃপুনঃ তাঁহার মনে পড়িল। সেই দিনের পূর্ব্বে ঐ উকিল ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরান নাই, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অল্প কথাদ্বারা তাঁহার চেতনা জন্মিল, এবং শেষে তিনি প্রভু যীশুতে বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন; কেবল তিনি তাহা নহে, সেই সভাতে আগত অন্য ২ লোকও তাঁহার ন্যায় বালকের সেই কথাদ্বারা ধর্ম্মপথে আনীত হইল।

ইউরপদেশীয় সমাচার।

এই বৎসরে ইউরপ নামক পৃথিবীর মহাভাগে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, কিন্তু যে ঈশ্বর আপন সৃষ্ট জগতের শাসনকর্ত্তা তিনি অবশেষে ঐ সকল ঘটনার সদভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন।

ফিব্রুয়ারি মাসের শেষে ফ্রান্সদেশের রাজা পদচ্যুত হইলে পরে নিকটবর্ত্তি নানাদেশীয় লোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া আপন ২ দেশ শাসনের ধারা শুধরাইবার চেষ্টাতে রাজদ্রোহী হইল।

ইতালি দেশের দক্ষিণভাগে যে নেপলস নামক রাজ্য, তাহার অধীন সিসিলি নামক বড় উপদ্বীপের লোকেরা যুদ্ধদ্বারা রাজার সৈন্যকে তাড়াইয়া স্বাধীন হইয়াছে; কেবল তাহা নহে, কিন্তু সেই রাজ্যের অন্য ২ অনেক প্রজা অতি অসন্তুষ্ট হওয়াতে রাজদ্রোহী হইয়াছে, এবং মে মাসে রাজ্যের প্রধান নগরে হঠাৎ ভারি যুদ্ধ হওয়াতে সহস্র ২ লোক হত ও তাহাদের সর্ব্বস্ব লুটিত হইল।

ইতালি দেশের উত্তরভাগ নিবাসি লোকেরা ওষ্ট্রিয়া রাজ্যের অধীনতা অস্বীকার করিয়া মার্চ মাস অবধি সেই রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

ওষ্ট্রিয়া রাজ্যের অন্য২ নানা প্রদেশের লোক এমত রাজদ্রোহী হইয়াছে যে তথাকার বাদশাহ আপন রাজধানী ত্যাগ করিয়া অতি দূরে রাজ্যের অন্য নগরে বাস করিতে গিয়াছেন। এবং প্রাগ নামক এক বৃহৎ নগরের লোকদিগকে বশীভূত করণার্থে সেই নগর নষ্ট করিতে হইল।

এবং পরুষিয়া রাজ্যের বেরলিন নামক যে প্রধান নগরে সাড়ে তিন লক্ষ মনুষ্য বাস করে, তাহার মধ্যেও মার্চ মাসে দুই দিন পর্য্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ হইল; এবং সম্প্রতি সেই পরুষিয়া রাজ্যের এবং দানিমার রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে।

আর ফ্রান্সদেশের পারিস নামক যে প্রধান নগরে দশ লক্ষ মনুষ্য বাস করে, সেই নগরের মধ্যে ফিব্রুয়ারি মাসের শেষে অনেক লোক হত হইয়াছিল, পুনরায় জুন মাসের শেষে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত এমত ভয়ানক যুদ্ধ হইল যে পনেরো সহস্র লোক হত হইল এমত বোধ হয়।

আর রুষিয়া নামক যে মহারাজ্য ইউরপের উত্তরপূর্ব্বভাগে স্থিত আছে, তাহার মধ্যে যুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু ওলাউঠা রোগ অতি ভয়ানকরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

ইংলণ্ড রাজ্যের মধ্যে কোন২ চঞ্চল লোক রাজদ্রোহ করণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে তাহাদের কুপরামর্শ নিতান্ত নিষ্ফল হইয়াছে। ইংলণ্ড রাজ্য এমন আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছে, তাহার এক কারণ তথাকার ধার্ম্মিক লোকদের প্রার্থনা, এমন বোধ হয়।

এই সকল রাজদ্রোহ ও যুদ্ধ দুঃখের বিষয় বটে, তথাপি তাহাদ্বারা রোমাণ কাথলিক ধর্ম্মমতের যে প্রবলতা তাহা হ্রাস পাইতেছে, ইহা আনন্দের বিষয়। রোমাণ কাথলিকদের প্রধান গুরু যে পাপা, তাহাকে তাহার নিজ প্রজা লোক আর বড় মানে না। এবং যে২ দেশে ধর্ম্মপুস্তক বিতরণ এবং সুসমাচার প্রচার করা পূর্ব্বে নিষিদ্ধ ছিল, সেই২ দেশে এখন তাহার প্রায় আর কোন বাধা নাই। এবং বোধ হয় দুষ্টদিগকে দণ্ড দেওনার্থে এবং সুসমাচার চালাওনার্থে ঈশ্বর এই সকল ঘটাইয়াছেন।

উপদেশক।

সেপ্টেম্বর ১৮৪৮ (২১) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৩৫। মনুষ্যের সৃষ্ট হওনের বিবরণ।

ঈশ্বর অগ্রে পৃথিবীরূপ বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া চন্দ্র সূর্য্য তারাগণের আলোতে দীপ্তিময় করিয়া বৃক্ষাদি অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া নানা জাতীয় প্রাণিতে পরিপূর্ণ করিয়া শেষেমনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, যেহেতুক মনুষ্যদিগকে পৃথিবী দিতে (গীত ১১৫; ১৬) তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। মনুষ্যের সৃষ্টি বিষয়ে ইহা লিখিত আছে,

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে ও সাদৃশ্যে মনুষ্যের সৃষ্টি করি; তাহারা জলচর মৎস্যগণের ও খেচর পক্ষিগণের এবং গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের ও তাবৎ পৃথিবীর এবং ভূমিস্থিত প্রাণিবর্গের উপরে কর্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে তাহার সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগের সৃষ্টি করিলেন।" আদি ১; ২৬, ২৭।

এই যে অতি সংক্ষেপ বিবরণ তাহার কিঞ্চিৎ বিশেষ বৃত্তান্ত আদিপুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে, যথা,

"পরমেশ্বর মৃত্তিকাদ্বারা মনুষ্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলে সে সজীব প্রাণী হইল। অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর কহিলেন, একাকী থাকা মনুষ্যের বিহিত নহে, আমি তাহার উপযুক্ত এক সহকারী নির্ম্মাণ করিব। অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রিত করিয়া সেই নিদ্রা সময়ে তাহার এক পঞ্জর লইয়া মাংসদ্বারা সেই ক্ষত স্থান পুরাইলেন। এবং প্রভু পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আদমহইতে নীত যে পঞ্জর তদ্দ্বারা এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে আদমের নিকটে আনিলেন।" আদি ২; ৭, ১৮, ২১, ২২।

এই রূপে ঈশ্বর প্রথমে এক পুরুষকে, পরে এক স্ত্রীকে সৃষ্টি করিলেন। সেই পুরুষের নাম আদম, এবং সেই স্ত্রীর নাম হবা। আদম এই নাম লালবর্ণ মৃত্তিকাকে বুঝায়, সেহেতুক আদমের শরীর সেই রূপ মৃত্তি-

কাদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। হবার শরীর যে আদমের এক পঞ্জরহইতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদ্বারা ইহা বুঝা যায় যে স্ত্রী পুরুষের অধীনা, কিন্তু তাহার স্নেহের পাত্র হওনের অতি যোগ্যা। হবা এই শব্দের অর্থ সজীব কিম্বা জীবন, যেহেতুক পৃথিবীস্থ যত মনুষ্য হইয়াছে এবং হইবে, সেই সকলের আদিমাতা ঐ হবা।

আদমের ও হবার সৃষ্টির পরে ১৬৫৬ বৎসর গত হইলে সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবনদ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে আদম ও হবাহইতে উৎপন্ন অন্য সকল মনুষ্য জলে মগ্ন হইয়া মরিল, কেবল নোহ নামক এক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী এবং তিন পুত্র ও সেই তিন পুত্রের তিন বধূ, এই আট জন ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে রক্ষা পাইল। পরে সেই নোহের তিন পুত্রের বংশ পৃথিবীর নানা দেশে যাওয়াতে সমস্ত পৃথিবী পুনরায় মনুষ্যেতে ব্যাপ্ত হইল। তাহাতে পৃথিবীস্থ সকল মনুষ্য আদমের বংশ এবং নোহের বংশ, ইহা নিশ্চয় হইতেছে। এবং ব্রাহ্মণ লোক সমাদর পাইবার নিমিত্তে নানা বর্ণের কিম্বা জাতির যে কথা কহিয়া থাকে, তাহা কেবল মিথ্যা গল্প। এই বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে ইহা লিখিত আছে, যথা,

"ঈশ্বর এক রক্তহইতে তাবৎ জাতীয় মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়া তাবৎ ভূমণ্ডলে বাস করিতে দিলেন।" প্রেরিত ১৭; ২৬।

সকল মনুষ্য যে এক জাতিমাত্র, ইহার যুক্তিসিদ্ধ অনেক প্রমাণ আছে। এক প্রমাণ এই যে পৃথিবীস্থ সকল মনুষ্যদের শরীরের একই স্বভাব, অর্থাৎ সকলের দন্ত ও অঙ্গুলি ও হস্ত ও পা ও অস্থি ও নাড়ী একই প্রকার আছে। অন্য প্রমাণ এই যে এক দেশীয় পুরুষ অন্য দেশীয় স্ত্রীকে বিবাহ করিলে মনুষ্যসন্তান জন্মে। অশ্বের এবং গর্দ্দভীর সংসর্গ হইলে অশ্ববৎসও জন্মে না এবং গর্দ্দভবৎসও জন্মে না, কিন্তু অশ্বতর জন্মে, এবং তাহার সন্তান কখনো হয় না। মনুষ্যদের মধ্যে যদি নানা জাতি থাকিত, তবে তাহাই ঘটিত।

সর্ব্বদেশীয় মনুষ্যদের শরীর যেমন এক স্বভাববিশিষ্ট, তদ্রূপ তাহাদের মনেরও একই স্বভাব আছে, অর্থাৎ সকলের বিবেচনা ও স্মরণাদির শক্তি আছে। ব্রাহ্মণের পুত্র যে শিক্ষা লাভ করণে সমর্থ, শূদ্রের পুত্রও সেই শিক্ষা লাভ করণে সমর্থ আছে, ইহা কে না জানে?

আর পৃথিবীর মধ্যে নানা অতি দূরদেশীয় লোকেরা জলপ্লাবনের এবং নোহের কথার কিঞ্চিৎ২ জানে। ইহার একটি প্রমাণ এই যে নোহের নামহইতে নৌ এবং নৌকা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। অন্য প্রমাণ হিন্দু লোকদের মধ্যে চলিত প্রলয়ের কথা এবং মনুর কথা। প্রলয় বিষয়ক কথার মূল জলপ্লাবন, এবং মনু এই নাম নোহ কিম্বা নূহহইতে জন্মিয়াছে। নূহ নামের অগ্রে মকার দিলে মনূহ হয়, পরে হকার লোপ করিলে মনু অবশিষ্ট থাকে। নূহ এবং মনূহ, ইব্রী ভাষার এই দুই শব্দের একই অর্থ, তাহা বিশ্রাম কিম্বা আশ্রয়। হিন্দু লোকেরা

যাহাকে মনু বলে, তাহাকে পূর্ব্বকালীয় মিস্রীয় লোকেরা মনী বলিত। এবং অতি পূর্ব্বকালে পৃথিবী জলে মগ্ন হইলে নৌকায় আশ্রিত কেবল এক ব্যক্তির পরিবার রক্ষা পাইয়াছিল, এমত কথা পৃথিবীস্থ অনেক দূরদেশীয় লোকদের মধ্যে পুরুষপরম্পরাগত হইয়া আসিতেছে।

নানাদেশীয় লোকদের মধ্যে চলিত যে নানা ভাষা তাহাও মনুষ্য-জাতির একত্বের প্রমাণ। যদ্যপি সেই সকল ভাষার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে, তথাপি নানা শব্দ নানা ভাষাতে সমান। ইহার কএকটি উদাহরণ লিখিতেছি।

আশীঃ, এই শব্দ	ইব্রী ভাষাতে	আশ্রী।
পথ, ...	ইংরাজী.. ..	পাথ।
উর্ব্বরা	জর্ম্মাণ	উর্ব্বার।
মনুষ্য	জর্ম্মাণ	মেনষ্।
বন্ধন	জর্ম্মাণ . ..	বান্দ।
মন,..	লাটিন্	মেনস্।
নাম	লাটিন . ..	নোমন।
প্রথম	গ্রীক	প্রোতঃ।
তৃতীয়	গ্রীক	ত্রিতঃ।

এই২ প্রকার অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা বলা যায়, যে অতি পূর্ব্বকালে মনুষ্যদের একই ভাষা ছিল, যেহেতুক প্রথমে সকলে এক জাতিমাত্র ছিল। ঈশ্বর আপনি আদমকে সেই প্রথম ভাষা শিখাই য়াছিলেন কি না তাহা কেহ বলিতে পারে না। আর সে কোন্ ভাষা ছিল তাহাও নিশ্চিত নহে, তথাপি বোধ হয় যে তাহা ইব্রী ভাষা ছিল।

নোহের তিন পুত্রহইতে যে তিন বংশ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই তিন বংশের মধ্যে কিছু বিশেষ আছে তাহা স্বীকার করিতে হয়। য়িহূদি ও আরবি লোকেরা শামের বংশ। কাফীর লোক এবং এই ভারতবর্ষের পাহাড়িয়া লোক হামের বংশ। এবং ইংরাজাদি ইউরপীয় লোক ও হিন্দু লোক ও চীনদেশীয় লোক যাফেটের বংশ। কিন্তু সেই তিন বংশের মধ্যে অতি পূর্ব্বকালাবধি বিবাহসম্বন্ধ হওয়াতে তাহাদের মধ্যে দৃঢ় বিচ্ছেদ করিতে পারা যায় না।

কোন২ দেশের লোক গৌরবর্ণ, এবং কোন২ দেশের লোক কৃষ্ণবর্ণ, এবং কোন২ দেশের লোক পিত্তলবর্ণ, এবং কোন২ দেশের লোক তাম্রবর্ণ, ইহার প্রধান কারণ নানা দেশে গ্রীষ্মের ন্যূনাধিক্য। তদ্ভিন্ন অন্য২ কারণও আছে, তাহার উদাহরণ, এই দেশীয় যে লোকেরা প্রতিদিন অল্প বস্ত্র পরিধান করিয়া রৌদ্রে যাইয়া কৃষিকর্ম্ম করে, তাহারা অধিক কৃষ্ণবর্ণ হয়; কিন্তু যাহারা সর্ব্বদা গৃহমধ্যে কিম্বা বস্ত্রেতে সুবেষ্টিত থাকে, তাহারা তত কৃষ্ণবর্ণ হয় না। ব্রাহ্মণদের স্ত্রীলোকেরা রৌদ্রমধ্যে বড় যায় না, এই কারণ তাহারা এবং তাহাদের সন্তানগণ শূদ্রের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয় না। এই বর্ণভেদে কেহ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে

পারে না, যেহেতুক কোন২ দেশের প্রায় সকল ছাগল কিম্বা গোরু কালো, এবং অন্য২ দেশের ছাগল কিম্বা গোরু প্রায় সকল লালবর্ণ আছে। কেবল তাহা নহে, কিন্তু এক গোরুহইতে কিম্বা এক বিড়ালহইতে শুভ্রবর্ণ ও লালবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ বৎস জন্মিতে পারে, ইহা কে না জানে? তবে এক ব্যক্তির অর্থাৎ নোহের বংশমধ্যে শত২ বৎসরের পরে নানাবর্ণ লোক জন্মিবে, ইহা কেন অসম্ভব বোধ হইবে?

৩৬। ঈশ্বরের সাদৃশ্যে মনুষ্যের সৃষ্ট হওনের কথা।

ঈশ্বর যে সময়ে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, সেই সময়ে তাহাকে আপন প্রতিমূর্ত্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্টি করিলেন। (আদিপ ১; ২৬।) ইহার অর্থ কি তাহার আলোচনা সংক্ষেপে করা যাইতেছে।

(১) মনুষ্য যে শরীরের আকারে ঈশ্বরের সদৃশ, তাহা নহে, যেহেতুক ঈশ্বর নিরাকার। তথাপি মনুষ্যের সৃষ্টির পূর্ব্বাবধি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অবতার বিষয়ক পরামর্শ স্থির হইয়াছিল, এবং সেই যে প্রভু যীশু স্বয়ং ঈশ্বর এবং পিতা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছিল। এবং অবতীর্ণ হওন সময়ে তাঁহার গ্রহণীয় যে আত্মা ও শরীর তাহা সৃষ্টিকালে মনুষ্যের নিদর্শন হইয়াছিল, অর্থাৎ মনুষ্য তাহার তুল্য আত্মা ও শরীর বিশিষ্ট হইয়া উঠিল; এই কারণ মনুষ্যের শরীর ও মন উভয়ই ঈশ্বরের অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইল, ইহা বলা যাইতে পারে।

(২) সৃষ্টিকালে মনুষ্য অমরত্ববিশিষ্ট ছিল, অর্থাৎ তাহার মন ও শরীর এই উভয় অমর ছিল। সেই অমরতাতে মনুষ্য ঈশ্বরের সদৃশ ছিল, যেহেতুক ঈশ্বর অমর, এবং পৃথিবীস্থ প্রাণিদের মধ্যে মনুষ্য বিনা অন্য সকল প্রাণির শরীর ও প্রাণ উভয় সৃষ্টিকালাবধি মৃত্যুর অধীন। ঈশ্বর কেবল মনুষ্যকে শরীরের ও আত্মার অমরতা দিয়াছিলেন। আর মনুষ্য যদি সেই অমরতা রক্ষা করিত, তবে তাহার শরীর সর্ব্বদা সুস্থ ও বলবান, এবং মন সর্ব্বদা সতেজ ও আনন্দে প্রফুল্ল থাকিত।

(৩) পৃথিবীতে মনুষ্য যেন ঈশ্বরস্বরূপ অর্থাৎ কর্ত্তা হয়, এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঈশ্বর আপনি যেমন বিশ্বের স্বামী ও শাসনকর্ত্তা আছেন, তদ্রূপ পৃথিবীর বিশেষতঃ পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের স্বামিত্ব ও শাসনকর্তৃত্বপদ মনুষ্যকে দিয়াছিলেন।

(৪) ঈশ্বর যেমন সজ্ঞান আছেন, তদ্রূপ মনুষ্যকেও সজ্ঞান হইতে দিয়াছিলেন। মনুষ্য যাবৎ সেই সজ্ঞানত্বগুণ রক্ষা করিল, তাবৎ তাহাদ্বারাও অন্য সকল প্রাণি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বরের সদৃশ ছিল। সেই জ্ঞান কেবল ঐহিক জ্ঞান তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ক ও তাঁহার সেবাদি বিষয়ক জ্ঞানও ছিল।

(৫) ঈশ্বর যেমন পবিত্র আছেন, তদ্রূপ মনুষ্যকেও পবিত্র স্বভাব

দিয়াছিলেন, এবং মনুষ্য যাবৎ আপনার সেই পবিত্র স্বভাবকে রক্ষা করিল, তাবৎ তাহাদ্বারাও ঈশ্বরের সদৃশ ছিল।

এই বিষয়সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণবাক্য এই২।

"মনুষ্য কে যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? এবং মনুষ্যসন্তানই বা কে যে তাহার তত্ত্বাবধারণ কর? তুমি দিব্য দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে অল্প (কাল) ন্যূন করিয়াছ, ও গৌরব ও সম্ভ্রমরূপ মুকুটেতে বিভূষিত করিয়াছ। তোমার হস্তকৃত তাবৎ বস্তুর উপরে তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছ। এবং সকল বস্তু অর্থাৎ গো মেষ প্রভৃতি প্রান্তরস্থিত পশু ও খেচর পক্ষী ও সমুদ্রের জলচর মৎস্যগণ ইত্যাদিকে তাহার পদতলস্থ করিয়াছ।" গীত ৮; ৫-৮। এই স্থানে যে কর্তৃত্বপদের ও ঐশ্বর্য্যের প্রসঙ্গ হইল, তাহা সৃষ্টিকালে আদমের অধিকার ছিল; এবং আদম্ যদি পাপ না করিত, তবে নির্দ্দোষ মনুষ্যমাত্র তাহার অধিকারী হইত; কিন্তু যদবধি এই জগতে পাপ প্রবিষ্ট হইল, তদবধি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিনা অন্য কোন মনুষ্য সেই শ্রেষ্ঠত্বপদের অধিকারী থাকিল না। আর এই ঐশ্বর্য্যের যে বর্ণনা দায়ূদ পবিত্র আত্মার আদেশানুসারে লিখিয়াছিল, তাহা যে নবসৃষ্ট আদমের শ্রেষ্ঠত্বপদের বর্ণনা, ইহার প্রমাণ আদিপুস্তকে (১; ২৬) লিখিত ঈশ্বরের বাক্য। এবং তাহা যে মনুষ্যাবতার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠত্বপদের বর্ণনাও আছে, ইহার প্রমাণ ইব্রীয়দের প্রতি (১; ৮, ৯) এবং করিন্থীয়দের প্রতি (১ পত্রের ১৫; ২৭) পৌলের বাক্য। মনুষ্যের সেই যে ঐশ্বর্য্য আদমদ্বারা রক্ষিত হয় নাই, তাহা প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা পুনরায় মনুষ্যের লব্ধ হইবে, ইহার প্রমাণার্থে ঈশ্বর দায়ূদদ্বারা সেই ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা লিখিয়া দিলেন। এবং আগামি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাও এই বর্ণনাদ্বারা সপ্রমাণ হয়।

মনুষ্য যে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহার প্রধান অর্থ এই যে ঈশ্বর সৃষ্টিকালে তাহাকে পবিত্র স্বভাব দিয়াছিলেন। ঈশ্বর পবিত্র আছেন, অতএব পবিত্র মনুষ্য ঈশ্বরের সদৃশ, কিন্তু অপবিত্র মনুষ্য ঈশ্বরের সদৃশ নহে। এবং নবসৃষ্ট মনুষ্য যদি অজ্ঞান হইয়া আপনার কি করা কর্ত্তব্য ইহা জানিতে না পারিত, তবে সে কিরূপে পবিত্র হইতে পারিত? যাহা কর্ত্তব্য তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক করাই পবিত্রতার সার। অতএব নবসৃষ্ট মনুষ্য পবিত্র ছিল, ইহা যে কেহ বলে, সে ইহাও স্বীকার করে যে নবসৃষ্ট মনুষ্য আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও আচরণ বিষয়ক জ্ঞান পাইয়াছিল। এই২ বিষয় সম্বন্ধীয় কএকটি শাস্ত্রীয় বচন লিখিতেছি।

"দেখ, ঈশ্বর সরলভাবে মনুষ্যকে সৃষ্ট করিয়াছিলেন।" উপদেশক ৭; ২৯।

"সৎকর্ম্মে ও সত্য ধর্ম্মে ঈশ্বরের মূর্ত্ত্যনুসারে সৃষ্ট যে নূতন স্বভাব তাহা গ্রহণ কর।" ইফিষ ৪; ২৪।

"তোমরা সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্ত্যনুসারে জ্ঞানেতে পুনর্নির্ম্মিত যে নূতন স্বভাব তাহা গ্রহণ করিয়াছ।" কল ৩; ১০।

যে কেহ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্ত্যনুসারে সৃষ্ট, সে সৎকর্ম্ম ও সত্যধর্ম্মান্বিত ও জ্ঞানবান্, ইহা এই কএক বচনদ্বারা সপ্রমাণ হয়। নবসৃষ্ট মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্ত্যনুসারে সৃষ্ট অর্থাৎ সৎকর্ম্ম ও সত্যধর্ম্মান্বিত এবং জ্ঞানবান্ ছিল, এবং ঈশ্বর তাহাকে সরল স্বভাব দিয়াছিলেন।

মনুষ্যেতে এখনও ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ও সাদৃশ্য দেখা যায় কি না? ইহা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহার উত্তর এই। এখনও কোন ২ বিষয়ে দেখা যায় বটে, কিন্তু যে বিষয় প্রধান তাহাতে আর দেখা যায় না। ফলতঃ পাপদ্বারা মনুষ্যের পবিত্রস্বভাব সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে, এবং তাহার জ্ঞান ন্যূন হইয়াছে, এবং পশু প্রভৃতির উপরে তাহার কর্ত্তৃত্ব অতি অসম্পূর্ণ হইয়াছে, এবং তাহার শরীর মৃত্যুর ও নানা রোগের অধীন হইয়াছে, এবং মনের অমরতা আর আনন্দের বিষয় নহে, কেবল ভয়ের বিষয় আছে। তথাপি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যেরূপ শরীর ছিল, মনুষ্যের শরীর এখনও সেই রূপ আছে, এবং তাহার মন এখনও অমর আছে, এবং ঐহিক জ্ঞানদ্বারা মনুষ্য অন্য প্রাণি অপেক্ষা এখনও শ্রেষ্ঠ আছে, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মবোধদ্বারা মনুষ্যের এখনও ভাল-মন্দের কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মে। এই নিমিত্তে পৌল আথীনী লোকদিগকে ইহা কহিয়াছিল, যথা,

"তোমাদের কএক জন কবি কহিয়াছেন, 'আমরাও তাঁহার বংশ।' অত এব আমরা যদি ঈশ্বরের বংশ হই, তবে" ইত্যাদি। প্রেরিত ১৭; ২৮, ২৯।

এবং যাকুবও সেই রূপ কথা লিখিয়াছেন, যথা, "এক জিহ্বাতে আমরা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, এবং ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট মনুষ্যকে শাপ দি।" যাকুব ৩; ৯।

মনুষ্যের অমরতা ও ঐশ্বর্য্য ও বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে ধর্ম্মস্বভাব ছিল তাহা নষ্ট হইয়াছে। শস্যহীন গোলাঘরে কি প্রয়োজন? জলহীন পুষ্করিণীর কি ফল? দৃষ্টিহীন চক্ষুর কি শক্তি? বুদ্ধিহীন মনুষ্যের কি গুণ? এবং ধর্ম্মস্বভাবহীন মনুষ্যের কি প্রশংসা? ধর্ম্মস্বভাবরূপ অতি বহুমূল্য রত্ন হারাণ হওয়াতে মনুষ্যের অবশিষ্ট ভূষণ কিসের মধ্যে গণনীয়?

৩৭। নবসৃষ্ট মনুষ্যের অবস্থা ও বাসস্থান।

নবসৃষ্ট মনুষ্য স্বতন্ত্র ছিল, অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা ও শক্তিদ্বারা আপন পবিত্রতা ও জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠতা ও অমরতা রক্ষা করিতে পারক ছিল। সে ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু হওয়াতে ঈশ্বরের অধীন ছিল বটে, তথাপি তাহার রক্ষার্থে ঈশ্বরের কোন বিশেষ সাহায্য তাহার আবশ্যক ছিল না। ঈশ্বর তাহার সৃষ্টি সময়ে তাহাকে যে স্বভাব দিয়াছিলেন, সেই স্বভাবদ্বারা সে আপনাকে রক্ষা করণে আপনি সমর্থ ছিল। কিন্তু তাহার স্বতন্ত্রতা প্রযুক্ত পাপ করা তাহার অসাধ্য ছিল না। যদি পাপ করা তাহার অসাধ্য

হইত তবে সে স্বতন্ত্র হইত না, এবং তাহার পবিত্র আচরণ ইচ্ছার ফল না হইয়া কেবল আবশ্যকতার ফল হইত; সুতরাং তাহাতে পুণ্য হইত না।

ঈশ্বর নবসৃষ্ট মনুষ্যের বাসস্থানার্থে এদন্ নামক প্রদেশে স্থিত অতি সুন্দর এক উদ্যান তাহাকে দিয়াছিলেন; সেই উদ্যানের রক্ষাদি করা মনুষ্যের কর্ম্ম ছিল। ঐ এদন্ প্রদেশ পৃথিবীর কোন্ স্থানে ছিল তাহা সূক্ষ্মরূপে নিশ্চয় করা যায় না, যেহেতুক জলপ্লাবনদ্বারা সেই দেশের আকার অন্য প্রকার হইল। তথাপি বোধ হয় যে দেশে ফরাৎ ও হিদ্দেকল (অর্থাৎ তাইগ্রিস্) এই দুই নদীর আরম্ভ হয়, সেই আম্মাণী দেশের নিকটে এদন দেশ ছিল।

সেই সুন্দর স্থানে আদম ও হবা ধর্ম্মাচরণ করিতে ২ কতক কাল পর্য্যন্ত সুখেতে বাস করিল, অর্থাৎ তাহাদের শরীর সর্ব্বদা সুস্থ ও মন আনন্দে প্রফুল্ল ছিল। এবং তৎকালে পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের মধ্যে হিংসাভাব ছিল না, এবং ঈশ্বরের অসন্তোষের চিহ্নও প্রকাশ পাইল না। আদম ও হবা সরলভাবে ঈশ্বরের সেবা ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত, এবং ঈশ্বরের সন্তোষের ও স্নেহের পাত্র ছিল; এবং ঈশ্বর বার ২ তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন, এবং তাহারা নির্দ্দোষ হওয়াতে তাঁহাহইতে ভীত ছিল না।

প্রথম মনুষ্যের এই উত্তম অবস্থা বিষয়ক পুরুষপরম্পরাগত কথা নানা দেশীয়দের মধ্যে অদ্যাপি চলিত আছে, বিশেষতঃ হিন্দু লোকেরা যাহাকে সত্য যুগ বলে, তদ্বিষয়ক কথার মূল ঐ উত্তম অবস্থা। আদম ও হবা কত দিন পর্য্যন্ত সেই উত্তম অবস্থাতে থাকিল তাহা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু সম্পূর্ণ এক শত বৎসর পর্য্যন্ত থাকিল না ইহা নিশ্চয়। তাহার প্রমাণ এই, হাবিলের মৃত্যুর পরে যখন শেৎ জন্মিল, তখন আদমের এক শত ত্রিশ বৎসর বয়স ছিল। হাবিলের মৃত্যুর সময়ে তাহার ঘাতক কাবিলের বয়স ত্রিশ বৎসরের ন্যূন ছিল না, এমন বোধ হয়, ইহা যদি বলি, তবে আদম এক শত বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পাপেতে পড়িয়াছিল, ইহাও বলিতে হয়, যেহেতুক কাবিলের জন্মের পূর্ব্বে আদম পাপেতে পড়িয়াছিল। তথাপি আদম ও হবা প্রায় এক শত বৎসর পর্য্যন্ত সেই উত্তম অবস্থাতে থাকিল ইহা অসম্ভব নহে।

উত্তম সমাচার।—শ্রীযুক্ত যেতস্ সাহেবের যে বৃদ্ধ পিতা ইহার তিন মাস পূর্ব্বে মরিলেন, তাঁহার নিকটে এক দিন বিদেশহইতে আগত কোন বণিক্ যিহূদি লোক, আজি সমাচার কি? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, আমি যে সকল সমাচার জানি, তাহার মধ্যে উত্তম সমাচার এই যে পাপি লোকদের পরিত্রাণের জন্যে খ্রীষ্ট যীশু জগতে অবতীর্ণ হইলেন।

ধর্ম্মোপদেশ।

শ্রীরামচন্দ্র উপদেশক কর্তৃক সংগৃহীত হইল।

২ করন্থি ৯; ১৫ পদ। ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় দানের নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ হউক।

করিন্থ নগরস্থ মণ্ডলী অপর২ দেশীয় দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীগণের দীনতা খণ্ডাইবার নিমিত্তে স্ব২ সঙ্গত্যনুসারে কিঞ্চিৎ২ দান করিত। এবং তাহাদের এতাদৃশ দাতৃত্ব দৃষ্টে অন্য২ দেশীয় লোকেরাও পরহিতৈষী হইতে যত্নবান হওয়াতে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের যে উৎকৃষ্ট গুণ, অথচ উক্ত ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের স্বার্থিকতা দূর করিয়া কীদৃশ পরহিতেচ্ছা জন্মায়, তাহা সর্ব্বলোকাগ্রে বিদিত হইল। বিশেষতঃ পরমেশ্বর স্বীয় সদাত্মা করণক তন্নগরীয় ভক্তগণের চিত্তে এতাদৃশ দাতৃত্ব স্বভাবের সংস্থাপন করাতে তাঁহারও মহাদাতৃত্ব প্রকাশ হইল। অতএব পৌল তাহাদের প্রতিষ্ঠা করত তাহারা যাহাতে আরো ক্রমিক উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এতাদৃশ উৎসাহজনক সদুপদেশ এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করেন, আর এই সময়ে নরলোকদের প্রতি পরমেশ্বরের যে বাহুল্য দান তাহা স্মরণ করাইতে শ্রেয়ঃ বুঝিয়া উপরিভাগে লিখিত সংক্ষেপ পদ লিখিলেন। তাহার ভাবার্থ এই, পরমেশ্বর মনুষ্যদের প্রতি যদ্যপি এতাদৃশ অনির্ব্বচনীয় দান করিয়াছেন, এবং যদ্যপি দানক্রিয়া এমনি প্রযোজনার্হ ও তাঁহার দৃষ্টিতে উত্তম, তবে তোমরাও তাঁহার দাতৃত্ব প্রযুক্ত ধন্যবাদ করত তাঁহার তুষ্ট্যর্থে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

সম্প্রতি পৌলোক্ত এই বাক্য আমাদেরও স্মরণোপযুক্ত বটে, যেহেতু অস্মদ্দেশীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে এতদ্বিষয়ে অত্যন্ত ত্রুটি আছে। করিন্থাদি নগরীয় লোকদের সহিত অত্রস্থ লোকদের তুলনা করিতে হইলে আপনাদিগকে কি পর্য্যন্ত হীন স্বীকার করিতে হইবে তাহা বলা যায় না। আর দেখ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের স্বভাবত গুণ এই যে লোকদিগকে নম্র ও দানশীল করেন, তাহা ধর্ম্মপুস্তকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণাভাব প্রযুক্ত পাছে আমাদিগকে উত্তম ভরসায়

বঞ্চিত হইতে হয়। এমন যেন না হয় ইত্যাদি কারণ প্রযুক্ত আইস আমরা উক্ত পদ চিন্তা করত তাহাহইতে উৎকৃষ্টতা লাভ করি।

উক্ত পদ বিষয়ক চর্চ্চা করিতে হইলে প্রধান তিন বিষয়ে মনোযোগ করিতে হয়। ১, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের দান ও তাহার বাহুল্যতা। ২, ঐ দানের কি পর্য্যন্ত অমূল্যতা। ৩, তৎপ্রযুক্ত তাঁহার ধন্যবাদ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

১। পরমেশ্বর করিন্থবাসি লোকদের প্রতি যে দান বিতরণ করিয়াছিলেন তাহার কোন অংশে আমাদিগকে বঞ্চিত রাখেন নাই। আমরা যদ্যপি স্বং পূর্ব্বাবস্থাদি স্মরণ করি, তবে আমাদিগের প্রতি তাঁহার যে দান তাহা অবশ্যই দেদীপ্যমান স্বরূপ দৃষ্ট হইবে।

প্রথমতঃ যাহা তিনি আমাদের শরীর নির্ব্বাহার্থে দিতেছেন অথচ আজন্মকালাবধি আমাদিগকে নানা প্রকার বিপদাদিহইতে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, এবং শক্ত্যাদি দান পূর্ব্বক আমাদের হস্তকৃত কার্য্য সমুদায়ে আশীর্ব্বাদ করত সফলতা করিতেছেন, এবং তদুৎপন্ন অন্নাদিতেও আশীর্ব্বাদ করতঃ তদ্দ্বারা আমাদের শরীরের সুস্থতা ও অকথ্য সুখ জন্মাইতেছেন। এই সকল পাওনোপযুক্ত কর্ম্ম যদি আমরা করিতাম, তবে ইহাকে দান বলা যাইত না, কেননা পরিশ্রম লব্ধ যে বিষয় তাহাকে দানীয় বলা যায় না, কিন্তু আমরা নিতান্ত পাপিষ্ঠ ও অপাত্র হইলেও তিনি এই সকল দিতেছেন, অতএব তাহা সকল নিতান্ত দান বলিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ তিনি কেবল সাংসারিক বিষয়ে উপকার করেন নাই, কিন্তু পরমার্থ অথচ যাহাতে আমাদের জীবাত্মা রক্ষা পায় এতদর্থে স্বপুত্রকে প্রদান করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে যোহন লিখেন যথা, তিনি জগতের প্রতি এমন দয়া প্রকাশ করিলেন যে আপন পুত্রকে প্রদান করিলেন, অর্থাৎ তিনি ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের কৃত অসংখ্য পাপজন্য নানা উৎকট যন্ত্রণা ও অপমান ও তিরস্কার স্বীয় শরীরে ধারণ ও সহ্য করত অবশেষে পাপঘ্ন বলিদানস্বরূপ নিজ পবিত্রময় শরীরকে উৎসর্জন করিয়া মনুষ্যদিগের পরিত্রাণোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম সাধন করিলেন, এবং তদ্দ্বারাতে যে মুক্তি তাহা আপন ভক্ত লোকদ্বারা আমাদিগকে

জ্ঞাত করিয়াছেন। অপর আমরা যাহাতে তাঁহার উপর প্রতীতি আনিয়া আপন ২ পাপদণ্ড এড়াই তন্নিমিত্তে অসংখ্য সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক সাবকাশ ও চেতনাদি দান করিতেছেন। এই কার্য্যেতে তাঁহার কি পর্য্যন্ত দাতব্যতা প্রকাশ না পায়। ১, পাপদণ্ডহইতে মুক্তি। ২. ইহকালেই সদাত্মাদ্বারা চিত্তবিকারজনক কুস্বভাবাদিকে নষ্ট করণ পূর্ব্বক সুস্বভাবের পুনঃ সংস্থাপন এবং তদ্দ্বারাতে অন্তঃকরণে অকথ্য সুখ ও সান্ত্বনা প্রদান করেন,ও অন্তিম অথচ পরকালে পোষ্যপুত্রত্বপদ ও তদুপযুক্ত গৌরব ও অচিন্তনীয় সুখ প্রদান করতঃ অনন্তকাল পর্য্যন্ত আপন ক্রোড়ে অর্থাৎ স্বর্গে রাখেন। এ সকল তাঁহার দান বটে।

অতঃপর তাঁহার ঐ দান সকল অনির্ব্বচনীয় হয়, কেননা এতাবৎ দাতব্য বস্তুর সহস্র ২ মুখে ব্যাখ্যা করণ অসাধ্য। অপিচ সিন্ধুবারি সমুদায় মসী ও সসাগরা ধরা পত্ররূপা হইলেও তাঁহার দানীয় বস্তুর সংখ্যা রাখিতে গেলে স্থানাভাব হয়, সুতরাং তাহা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ অকথ্য বলা যায়।

২। পরমেশ্বর আমাদিগকে যে দান দিয়াছেন তাহা অকথ্য কেবল নয়, তাহা অমূল্য বটে। যদ্যপি ঐ দানীয় বস্তু সকল মূল্যবান হইত তবে তাহার এত গৌরব হইত না, কেননা যাহার মূল্য তাহার আদর নাই; কিন্তু ইহার মূল্য নাই। আমাদের নিকট এমন তৎসদৃশ কি বা দ্রব্য আছে যে তাহার পরিবর্ত্তে উপরোক্ত দ্রব্য সকল পাইতে পারি? টাকা দিয়া তো ঈশ্বরের দান পাওয়া যায় না, এতদ্বিষয়ে পিতর মায়াবির প্রতি সাক্ষ্য কহিয়াছিলেন তাহা স্মরণ কর।

ঈশ্বরের দান যে অমূল্য তাহা বিবেচনা করিতে গেলে পুর্ব্বোক্ত দানীয় সমুদয় পুনরুক্তি করিতে হয়, অতএব সংক্ষেপে সে বিষয় কহি।

প্রথমতঃ পৃথিবীতে আমাদের প্রবাস করণ কাল অর্থাৎ আমাদের আয়ু। এই আয়ুর বিক্রেতা কে? এবং কি দিয়া বা আমরা আয়ু ক্রয় করিতে পারি? তাহা যদি পারিতাম তবে ইহাকে অমূল্য দান বলা যাইত না, কিন্তু এতদুভয়ই নাস্তি, অতএব এ দানকে অমূল্য দান বলিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ পাপের দণ্ডহইতে যাহাতে আমরা মুক্ত হইতে পারি এমনি বা আমাদের কি আছে? পাপদণ্ড এড়াইতে চাহিলে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। আর তিনি পশ্বাদির রক্তে বা অপর কোন নৈবেদ্য হোম সামগ্রীতে সন্তুষ্ট নন, কিন্তু তিনি পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত চাহেন। আর সেই প্রায়শ্চিত্ত পবিত্র ও উপযুক্ত রক্তপাত ভিন্ন সম্ভবে না। তবে দেখ আমরা নিজে পবিত্র নহি, এবং কোন স্থানেও এতাদৃশ পবিত্র উপযুক্ত রক্ত পাইতে পারি না, এবং প্রাণের পরিবর্ত্তে অপর সামগ্রীও দিতে পারি না, সুতরাং ত্রাণ দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য বলিতে হইল। অপর পরমেশ্বর আমাদের মুক্ত্যর্থে কি২ দিয়াছেন? ১, আপন পুত্রের রক্ত ও প্রাণ, তবে দেখ প্রাণ কি অমূল্য বস্তু নয়? প্রাণের মূল্য লইয়া কে আপন প্রাণ দান করিতে পারে? এবং তাহার মূল্য বা কি আছে? ২, আরো তিনি আমাদিগকে সদাত্মাদ্বারা পুনর্জন্ম এবং স্বর্গীয় অশেষ সুখপ্রাপ্তির প্রত্যাশা ও তৎচিহ্নস্বরূপ কতিপয় বিষয় যাহা দিয়াছেন তাহাও অমূল্য। অতএব পরমেশ্বরের দান যে অমূল্য এ বিষয়ে আর অধিক কহিবার প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ও অমূল্য দানের নিমিত্তে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?

৩। উক্ত দানের নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ করিতে বলিয়াছেন, পৌলোক্ত এ উপদেশ বড় আশ্চর্য্য নয়, কেননা কোন মনুষ্য সামান্য বস্তুদ্বারা উপকার করিলে বা কর্ম্ম করাইয়া তদুপযুক্ত বেতন দিলে যদ্যপি যাবজ্জীবন ঐ উপকার স্বীকার করা ও তাহার নিকটে কৃতজ্ঞ হওয়া লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উচিত হয়, তবে যিনি অযোগ্য মনুষ্যদের প্রতি এবম্ভূত অমূল্য ও বাহুল্য দান স্বয়ং বাচিয়া ও সাধিয়া প্রদান করিতেছেন, তাঁহার প্রশংসামাত্র কি আমরা করিব না? পরমেশ্বর যাদৃশ ইব্রাহীমের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে তুমি আপন একই পুত্র ইসহাককে মদুদ্দেশে বলিদান কর, তেমনি যদ্যপি আমাদের প্রতি উক্ত হইত, তবে ইব্রাহীমের মত কি আমাদিগকে স্বীকার করা উচিত হইত না? কিন্তু তিনি তো তাহা চান না। দাউদ কহেন, যদ্যপি পরমেশ্বর হোমাদিতে সন্তুষ্ট হইতেন, তবে আমি তাহা দিতাম ইত্যাদি।

কিন্তু তাহাও তিনি চান না, কেবল ওষ্ঠনিঃসৃত ধন্যবাদমাত্র

অপেক্ষা করেন। অতএব তাহা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধ করি, এবিষয়ে নিতান্ত কৃতঘ্ন ভিন্ন আর কেহ আপত্তি করিবে না।

যথাসাধ্য তাঁহার ধন্যবাদ করা আমাদের নিজের কর্ত্তব্য। ধন্যবাদ কাহাকে কহে? অর্থাৎ তিনি আমাদের নিমিত্তে যাহা২ দিয়াছেন তাহা সকল আনুপূর্ব্বিক স্মরণ করত নিজ ওষ্ঠাধরে তাঁহার প্রশংসাবাদ এবং তজ্জন্যে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া ইহাকেই ধন্যবাদ বলা যায়। আর এই ধন্যবাদ যাদৃশ কপটি ও খুশামদিয়া লোকেরা করে তাদৃশ নহে, কিন্তু যথার্থ ও অকপট ভাবে নম্র ও সরলান্তঃকরণে আপনাদের অযোগ্যতা ও পরমেশ্বরের অকথ্য দান স্বীকার পূর্ব্বক নিত্য২ তাঁহার স্তব করিতে হয়। এবং তদুপযুক্ত কার্য্যও চাহে; কেননা কার্য্যহীন ধন্যবাদ অথচ বাচালীয় মত ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য নহে। যে সকল কার্য্য পরমেশ্বরের নিকটে গ্রাহ্য ও ধন্যবাদের সহকৃৎ তাহা উপযুক্ত ও আবশ্যক মতে ধর্ম্মগ্রন্থদ্বারা সকলেই প্রায় শিক্ষিত আছে। অতএব এ বিষয়ে অধিক লিখন অনাবশ্যক, কেবল সংক্ষেপে কতিপয় কথা লিখি।

প্রথমতঃ, যে২ স্থানে ঈশ্বরাদিষ্ট মত প্রকাশক পঠ্যমান ধর্ম্মগ্রন্থের অর্থ ও তল্লভ্য উপদেশকথা এবং পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে, এবং যে২ স্থানে ভক্ত লোক একত্রীভূত হইয়া ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা করণ পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধি বিষয়ক চর্চ্চা করেন ও পবিত্রদিগের দীনতা দূর করণার্থে সৎযুক্তি আদি করিয়া থাকেন, এমন২ স্থানে নিয়ত নিরালস্যে গমন করিবেন, এবং সে স্থানে উপস্থিত থাকিয়া আপনিও যে কর্ম্মের কর্ম্মী ইহা প্রকাশ করিবেন, কেননা যাহারা এমত স্থানে না যায় তাহাদিগকে কে ধর্ম্মানুরাগী অথচ ঈশ্বরের সেবক কহিবে? আর যে ব্যক্তি মনুষ্যের নিকটে প্রতিপন্ন না হয় সে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কিরূপে সুগ্রাহ্য হইবে?

দ্বিতীয়তঃ, অতঃপর কেবল ঐ স্থানে উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য তাহাইমাত্র নয়, কিন্তু তাহাতে সাধ্যানুসারে সাহায্য করা আমা সকলের উচিত। ১, খ্রীষ্টরাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্তে আমাদিগকে নিজে পরিশ্রমদ্বারা সুসমাচার প্রচার ও উপদেশ করিতে এবং

ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে অথবা যাহারা উক্ত কর্ম্ম অবিশ্রান্ত করেন তাহাদের শরীর নির্ব্বাহ নিমিত্তক কিঞ্চিৎ ২ সাহায্য করিতে হয়। আর এ প্রথা পুর্ব্বাপর ধারাবাহিক খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে, ইহার প্রমাণ আমরাই আছি। যদ্যপি ইংলণ্ডপ্রভৃতি দেশীয় লোকেরা এ প্রকার আত্যন্তিক অর্থব্যয় এবং দেশান্তরি পর্য্যন্ত স্বীকার না করিতেন, তবে আমরা এমন অমূল্য দানের বার্ত্তামাত্রও পাইতাম না। হে ভ্রাতৃগণ, যদ্যপি আমরা অন্যের ধনব্যয়দ্বারা পরমনিধি পাইয়াছি, তবে অপর দেশীয় লোক যাহাতে এই ধন প্রাপ্ত হয় অথচ খ্রীষ্টের রাজ্য ও গৌরবাদি বৃদ্ধি হয়, ইহার নিমিত্তে আমরা কি কিঞ্চিৎও চেষ্টা পাইব না? অপর ধর্ম্মপুস্তকেও এমন উক্ত আছে যথা, তোমরা আপন ২ উত্তমতাহইতে কিঞ্চিৎ ২ উপদেশককে দান কর। আমরা যদ্যপি এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে আপনাদিগকে কেমন করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদাকাঙ্খী বলিতে পারিব?

২। দরিদ্র দীনহীন খ্রীষ্টীয়ানগণ যাহারা অন্নবস্ত্রাভাবে দুঃখ পান এমন লোকদের প্রতি দৃষ্টি করা অতি উপযুক্ত কর্ম্ম বটে। এ বিষয় ধর্ম্মগ্রন্থে নানা স্থানে লিখিত আছে, বিশেষতঃ এই পদের অধ্যায়ে পৌল শুদ্ধ কেবল এই বিষয়ই বলেন। আর প্রভু কহেন যথা, তোমাদের পিতা দয়ালু, একারণ তোমরাও দয়ালু হও। আরো কহেন যথা, এই ক্ষুদ্র প্রাণিদের প্রতি যাহা কর তাহা আমার প্রতি কর, ইত্যাদি দ্বারা জানা যায় যে দানকর্ম্ম ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অতি প্রশংসনীয়। অপিচ উপযুক্ত পাত্রকে যাহা দেওয়া যায় তাহা ঈশ্বরকেই দেওয়া হয়। অতএব এ বিষয়ে যেন আমরা অধিক যত্নবান হই। আরো দেখ দান করাতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ হয়, যেমন করিন্থাদি নগরীয় লোকের দানকরণ হেতুক পৌল কহিতেছেন, যথা, তোমাদের এই দানদ্বারা তাহারা ইহার প্রমাণ পাইয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছে। আরো যথা, তোমাদের দানশীলতাতে আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের ধন্যবাদ হইবে। অতএব হে প্রিয়গণ, যদ্যপি আমাদের তুচ্ছ ও ক্ষয়ণীয় কিঞ্চিৎ ধনের দ্বারা ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও তাঁহার ধর্ম্মের যশো-

বৃদ্ধি হয় তবে আমরা কোন মতে যেন এ বিষয়েতে ব্যয়কুণ্ঠিত না হই।

তৃতীয়তঃ, অন্যেরা যাহাতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও তাঁহার সদ্ধর্ম্মের গৌরব করে, এতদর্থে সকলের সাক্ষাতে সদ্ব্যবহার দর্শাইতে হয়। তাহা উক্ত আছে যথা, "তোমাদের সৎকর্ম্ম দেখিয়া যেন অন্য লোকেরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ধন্যবাদ করে" ইত্যাদি অতএব প্রেম নম্রতা ভদ্রতা শিষ্টতা দাতব্যতা ইত্যাদি সকল উত্তম কর্ম্মে আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হয়।

সম্প্রতি হে পাঠক, আইস আমরা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের অসীম ও বহুমূল্য দান প্রযুক্ত আমরা কি তাঁহার সাক্ষাতে নম্র ও সরলান্তঃকরণে তাহা স্বীকার করত তাঁহার ধন্যবাদ করি? এবং যে স্থানে তাঁহার ধন্যবাদাদি হয় এমন প্রার্থনাসভাতে কি গিয়া থাকি? এবং যাহাতে তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধি হয় এমন যত্ন কি করিয়া থাকি? এবং তৎপ্রযুক্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় পর্য্যন্ত কি স্বীকার করি? আর তাঁহার ধন্যবাদার্থে দানাদি যে সকল সৎকার্য্য যাহা লোকতঃ শাস্ত্রতঃ প্রসিদ্ধ ও প্রশংসনীয় তাহা সকল কি আমরা করিয়া থাকি? এইরূপ প্রত্যেক বিষয় এক ২ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে নিতান্তই লজ্জিত হইতে হইবে, কেননা আমরা আপনাদের শক্ত্যনুসারে তাহা কদাচ করি না। শ্রীবারে কিম্বা অন্য ২ নিরূপিত দিবসে ভজনালয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে, এবং খ্রীষ্টীয়ান সংখ্যাবলি বার্ষিক রিপোর্ট পত্রিকা পাঠ করিলে অত্যন্ত খেদিত হইতে হয়; কেননা রিপোর্টে লিখিত লোকসংখ্যা বা পরিচিত খ্রীষ্টীয়ান সংখ্যাপেক্ষা ভজনাগেহস্থ লোকসংখ্যা অত্যন্ত ন্যূন দেখা যায়। হায় ২ যিনি আমাদের মুক্ত্যর্থে স্বীয় অদ্বিতীয় ও প্রিয়তম অপত্যকে দিতেও আপত্তি করিলেন না। এমন মহাদাতার প্রশংসাবাদমাত্র করিতে ও তজ্জন্যে আপন শরীরে কিঞ্চিৎমাত্র কষ্ট লইতে আমরা কি কাতর হইব? এবং নির্লজ্জের সদৃশ বৃথা ও অলীক ওজরগুলা উক্তি করিব? আর হে ভ্রাতঃ যিনি আমাদের মুক্তির মূল্যার্থে আপন প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কাতর হইলেন না তাঁহার রাজ্য ও কীর্ত্তি প্রকাশার্থে আমরা দুই চারিটা পয়সা ব্যয়মাত্র করিতে কি কুণ্ঠিত হইব? এবং

তাঁহার সন্তোষার্থে ও ধন্যবাদার্থে আমরা কি সৎকার্য্য সমুদয়ে মনোযোগী হইব না? দেখুন হিন্দু লোক দান ভূষণাদি কত কর্ম্ম করিতেছে, তবে তাহাদের দৃষ্টিতে আমাদিগকে কতোধিক করা উপযুক্ত হয়।

এতৎ সমুদয় বিষয়ে অনেক ২ ভ্রাতৃগণ কারণ দর্শান যে আমরা দরিদ্র, আমাদের নিজের কুলায় না, আমরা কি প্রকারে উক্ত কর্ম্মে ব্যয় করিতে পারি? এ ওজরমাত্র, কেননা উক্ত বাক্যবাদিগণের অন্য ২ বিষয়ে ব্যয় দেখিলে বা তাহাদের উপার্জ্জন সংখ্যা বিবেচনা করিতে গেলে তাহাদের এতদ্বিষয়ে কার্পণ্যতামাত্রই প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ দেখুন প্রভু আমাদিগকে যে ২ ভার দেন তাহা সকল লঘু ও সুসাধ্য। তিনি অসাধ্য ভার কখন আপন ভক্তদের উপর অর্পণ করেন না। কথিত আছে যথা, তাঁহার যোঁয়ালী অনায়াস ও তাঁহার ভার লঘু। অতএব আমাদের ইচ্ছা মাত্র হইলে তাহা অনায়াসে করিতে পারি। দেখ ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত এক বিধবা আপনার দুই পয়সা সংস্থানমাত্র থাকিলেও তাহাই ঈশ্বরোদ্দেশে দান করিল; তবে আমরা কি ২০ কিম্বা ২৫ তঙ্কা বেতনের মধ্যে ঈশ্বরের সন্তোষার্থে মাসে ২ দুই বা চারি আনা পয়সা দিতে পারি না? কেননা ঐ দরিদ্রাহইতে কতোধিক আমরা ধনী। আর যে অধিক বীজ বপন করিবে সে অধিক শস্য কাটিবে; যে অল্প বীজ বপন করিবে সে অল্প শস্য কাটিবে। অতএব এ বিষয়ে আনার দান সংখ্যা না দেখিয়া আপন শক্ত্যনুসারে তাহা করিতে হয়। অপর ঈশ্বর যাহাকে যেমন দিয়াছেন, তাহার স্থানে তেমনি নিকাশ লইবেন। অতএব যে ব্যক্তি চারি মুদ্রা প্রাপ্ত হন তিনি তদুপযুক্ত দান করুন, এবং যিনি ৫০ সংখ্যা বা ততোধিক পান, তিনি তেমনি উপযুক্ত দান করুন; ইহা করিলে তাঁহার ধন্যবাদ করা সাব্যস্ত হইবে। নচেৎ এতদ্বিষয়ে ব্যয়কুণ্ঠ হইলে আমরা কি প্রকারে ঈশ্বরের ধন্যবাদ এবং তাঁহার সেবক নাম ধারণ করিতে পারি? আর অধিক কি লিখিব? অধিক লিখিতে গেলে ক্রমিক পত্র বাহুল্য হয়। অতএব আর পত্রাধিক্য না করিয়া আইস আমরা এই কিঞ্চিৎ মাত্র উপদেশকে অন্তঃকরণে স্থান দান দিয়া, এবং এতাবৎ

যে নিতান্ত আমাদের করণাবশ্যক তাহা জ্ঞাত হইয়া উক্ত ২ কার্য্য করিতে যত্নশীল হই। ঈশ্বর করুন যেন আমাদের এই পরামর্শ বৃথা না হয়। ইতি কিমধিকং।

রথযাত্রার সময়ে সুসমাচার প্রচার।

সন ১৮৪৮ সালে তারিখ ২ জুলাই। অদ্য প্রাতঃকালে ঈশ্বরারাধনা করণানন্তর আমরা কৃষ্ণনগরের মিসন কোম্পৌণ্ডহইতে এতদ্দেশীয় আট জন ভ্রাতা হিন্দুদিগের রথযাত্রাপর্ব্বের উপলক্ষ্যে সুসমাচার প্রচার করিবার নিমিত্তে নূতন সড়ক নামক গ্রামেতে উপস্থিত হইলাম। সেই সময়ে তথায় বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল, এবং তাহারা রথের নিকটে কাংস্য করতালি মৃদঙ্গ ও আর ২ বাদ্যযন্ত্র সকল বাদ্য করিয়া ঘোর কোলাহল শব্দ করিতেছিল। আমরা কএক ভ্রাতা রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে মথিলিখিত সুসমাচার ২৩ অধ্যায় পাঠ করণ পুর্ব্বক তাহার উপদেশ সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম, ও তৎপরে এক ২ ভ্রাতা উপদেশ করিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এক জন কর্ত্তাভজার সহিত দেহতত্ত্বের বিষয় কথোপকথন হইল। কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত প্রায় চারি পাঁচ শত লোক সুস্থির হইয়া মঙ্গলসমাচারের কথা শুনিতেছিল, এমত কালে এক দল লোক আসিয়া আমাদের গাত্রে চাপিয়া পড়াতে আমরা তথায় তিষ্ঠিতে অশক্ত হইয়া সে স্থানহইতে প্রস্থান করিলাম। পুনর্ব্বার তন্নিকটস্থ এক স্থানে যাইয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক অতিশয় মনোযোগী হইয়া প্রচারিত বাক্য শ্রবণ করিল, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ঘোষণা করিলাম, ততক্ষণ সে স্ত্রীলোক আমাদের নিকটে থাকিল, এবং মধ্যে ২ আর ২ লোকদিগকে কহিল, দেখ এই খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যাহা বলিতেছে, এ সকলি সত্য। তাহাতে এক জন ব্রাহ্মণ তাহাকে কহিল, তুমি অবলা নারীজাতি, তুমি ধর্ম্মের কি মর্ম্ম জানহ? তাহাতে সে উত্তর করিল, তবে আপনি ইহাদের সহিত বিচার করুন। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ অল্প কথা কহিয়া কহিল যে খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত বিচার

করা আমার কর্ম্ম নহে, ইহা বলিয়া চলিয়া গেল। পরে এক জন কাছারির মোক্তার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যে তোমরা পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কেন এই প্রকার পুস্তক পাঠ করিতেছ? খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে লোকেরা অধিক বুদ্ধিমান হইয়াছে, এই নিমিত্তে আর কেহ খ্রীষ্টীয়ান হইবে না। কিন্তু আমরা কহিলাম যে ঈশ্বরের বাক্য কদাচ ব্যর্থ হইবে না। যদ্যপি আকাশ ও পৃথিবী লোপ হইবে, তথাচ তাঁহার বাক্য কদাচ লোপ হইবে না। তাহাতে সে ব্যক্তি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া কহিল, অধিকাংশ লোক এক্ষণে হিন্দু ধর্ম্ম মানে না, সুতরাং কেহ বা নাস্তিক কেহ বা কর্ত্তাভজা কেহ বা দরবেশ কেহ বা বৈদান্তিক ইত্যাদি নানা মত প্রকার মতাবলম্বী লোক আছে; ইহাদের কি সকল ভজন সাধন ও আরাধনা মিথ্যা হইবে? তাহাতে আমরা কহিলাম যে পৃথিবীর মধ্যে অনেক মতাবলম্বী লোক আছে বটে, ইহা তুমি সত্য কহিতেছ; কিন্তু যাহাদ্বারা ত্রাণ পাওয়া যায়, ভূমণ্ডলস্থ লোকদের মধ্যে যীশু খ্রীষ্ট নাম ব্যতিরেকে এমন আর কোন নামই প্রচারিত হয় নাই। কারণ ঈশ্বর জগতের প্রতি এমত দয়া করিলেন, যে আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করিলেন, তাহাতে যে কেহ বিশ্বাস করিবে সে বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ু পাইবে; আর যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে সে দণ্ডের পাত্র হয় না, কিন্তু যে কেহ বিশ্বাস না করে সে দণ্ডের পাত্র হয়। ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ ব্যক্তি, ঈশ্বরের পুত্র কি? এই বিষয়ে অনেক বাগ্‌যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু আমরা তাহার সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথা কহিলে সে ব্যক্তি পরিহাস পূর্ব্বক কহিল যে আমি কে? তাহাতে আমরা কহিলাম যে আপনি মনুষ্য। সে কহিল, আমি মনুষ্য নহি। তাহাতে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে আপনি কে? সে উত্তর করিল, আমি কিছুই নহি। পশ্চাতে কহিল যে আমাতে এবং গাভীতে ও পশুতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। আমরা বলিলাম যে এ কাল অবধি গাভী আমাদের সহিত কথা কহিতেছে ইহা জানিলে আমরা ক্ষান্ত থাকিতাম। হায় ২ পরমেশ্বর জ্ঞান বিশিষ্ট করিয়া মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেও সে জ্ঞানহীন হইয়া আপনাকে পশু বোধ করিতেও

লজ্জা বোধ করে না, তৎশ্রবণে আমরা অত্যন্ত মনোদুঃখিত হইলাম। কারণ এই সকল লোকেরা সত্য পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠ প্রভৃতি সেবা করিতে উন্মত্তের ন্যায় কালক্ষেপ করিতেছে, যথা দাউদের ১৩৫ গীত ১৬ পদে লিখিত আছে, তাহাদের মুখ থাকিতে কথা কহিতে পারে না, এবং চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পায় না, এবং কর্ণ থাকিতেও শুনিতে পায় না, ও তাহাদের মুখেতে শ্বাস নাই; যেমন তাহারা তাহাদের নির্ম্মাণকর্ত্তারা এবং তাহাদের প্রতি বিশ্বাসকারি সকলেও তদ্রূপ। হায় ২ এই জগৎপতি যে শয়তান সে এই লোকদিগের মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু রুদ্ধ করিয়াছে, সুতরাং এই লোকেরা প্রকৃত পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া সৃষ্টবস্তুকে সৃষ্টিকর্ত্তা জ্ঞানে আরাধনা করে। হায় ২ ইহারা প্রভু যীশুর প্রেমের বিষয় ও তাঁহার অতুল্য মহিমা ও করুণা কিছুমাত্র জ্ঞাত নহে, এবং মঙ্গলসমাচারের সদুপদেশ ও সুশিক্ষা অজ্ঞাত থাকিয়া নানা মত প্রকার কল্পনা উপাসনার দ্বারায় দেবের আরাধনা করিয়া কালক্ষেপ করিতেছে। হে খ্রীষ্টভানু, তুমি শীঘ্র উদয় হইয়া ত্বরায় এই লোকদিগের অন্তঃকরণে দীপ্তি প্রদান পূর্ব্বক ঘোর অন্ধকারহইতে মুক্ত করহ। ইতি।

বুহ্মাণীতলার মেলাতে সুসমাচার প্রচার।

নবদ্বীপহইতে এক ক্রোশের অধিক বুহ্মাণীতলা নামক এক স্থান আছে, তথায় প্রতিবৎসর শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিবসে এক মেলা হইয়া থাকে। ঐ মেলাতে লোকেরা অনেক দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করে, ও বুহ্মাণী নামক যে দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার পূজা করিবার কারণ পল্লীগ্রামহইতে বিস্তর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভদ্র শূদ্র ও ইতর লোকেরা আসিয়া ঐ দেবীর নিকটে পুষ্পাঞ্জলি ও বলিদান করে। ইহা শ্রবণে প্রভু যীশুর মরণ মঙ্গলসমাচার সেই স্থানে প্রচার করিবার জন্যে কৃষ্ণনগর নিবাসী এতদ্দেশীয় আমরা সপ্ত ভ্রাতা ও ইউরোপীয় এক জন নূতন আগত উপদেশক সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে সন ১৮৪৮ সালের ১৪ আগষ্ট তারিখে বেলা দশ ঘণ্টার সময়ে যাত্রা

করিলাম। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিরূপিত নৌকার মাসুল দিবার জন্যে নৌকা লাগান করাতে এক ব্যক্তি ঐ বৃহ্মাণীতলা যাইবার জন্যে নদীর ধারে প্রস্তুত হইয়া আমাদের নৌকাতে যাইতে বিনতি করিল, তাহাতে আমরা তাহাকে নৌকাতে স্থান দিলাম। পথি মধ্যে যাওন কালীন ঐ ব্যক্তির সহিত ও নৌকাস্থিত উড়িমাঝি লোকদের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম ও যবনদের ধর্ম্ম বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, কিন্তু ইহারা অজ্ঞান লোক প্রযুক্ত কেবল এই কথা বলিল, যে আমরা কোরাণ পাঠ ও নমাজ ও রোজা করিলে স্বর্গে যাইব; সুতরাং তাহারা বালুকার উপরে গৃহ নির্ম্মাণকারী লোকদের ন্যায়, বায়ু বহিয়া গৃহে লাগিলে পরে তাহাদের সেই গৃহ পতিত হইবে, এবং তাহাদিগের আশা ও ভরসা সকলি নিষ্ফল হইবে। তৎপরে আমরা কিঞ্চিৎ২ জলযোগ করিয়া সকলে উচ্চৈঃশব্দে ঈশ্বরের ধন্যবাদার্থে "যীশুর প্রেমের তুলনা দিব কিসে" এই গীত গান করণানন্তর লূকলিখিত সুসমাচারের ১৯ অধ্যায় পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিলাম। পরে অনুমান বেলা দুই প্রহরের সময়ে আমাদের নৌকা মাথাপুরের কুঠীর নিকটে পঁহুছিল। তথাহইতে আমরা সকলে পদব্রজে বৃহ্মাণীতলায় গমন করিলাম। শুনা গেল যে কোন২ বৎসর জলবৃদ্ধি হইলে নৌকাযোগে একেবারে বৃহ্মাণীতলায় যাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এ বৎসর ঐ স্থানে বাঁদ থাকা প্রযুক্ত সেই স্থান অবধি নৌকা যাইতে পারিল না। তদনন্তর আমরা পদব্রজে উত্তরিয়া দেখিলাম অনেক দোকানদার ও লোক জন নানা দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, এবং ঐ বৃহ্মাণী দেবী এক উচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত মঞ্চের উপরে স্থাপিত আছে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে লোকেরা নানা প্রকার মিষ্টান্ন সামগ্রী তণ্ডুলাদি ফুল ফল সারি২ ভারে২ স্কন্ধোপরি ও মস্তকোপরি বহন পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া ও মেষ ও ছাগ ও শূকর ইত্যাদি উৎসর্গ করিয়া বলিদান দিতেছিল; কতক গুলি ব্রাহ্মণ লোককে মদিরা পান করণ পূর্ব্বক মত্ত হইয়া ধূলাতে লুণ্ঠিত পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম। এক ব্যক্তি একটা মৃত মনুষ্যের মস্তকের খুলী হস্তে লইয়া ভিক্ষা করিতেছিল, এবং অনেক লজ্জাকর ব্যবহার করিতেছিল। পরে আমরা এক বটবৃক্ষের তলায় দণ্ডায়মান

হইয়া আমাদের মধ্যে এক জন সুসমাচার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে প্রায় পাঁচ ছয় শত লোক আসিয়া আমাদিগকে এমত বেষ্টন করিয়া হুড়াহুড়ি করিয়া মঙ্গলসমাচার শুনিবার কারণ এমত ব্যস্ত হইল যে প্রায় আমরা স্থানাভাবে ও গ্রীষ্ম প্রযুক্ত তথায় দণ্ডায়মান হইতে অক্ষম হইলাম। অতএব তন্নিকটস্থ অনেক২ বৃক্ষ থাকা প্রযুক্ত আমরা দুই২ জন করিয়া পৃথক ২ বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া সুসমাচার প্রচার করিলাম, তাহাতে ন্যূনাধিক পাঁচ ছয় সহস্র লোক কথা শুনিতে লাগিল। এক স্থানে দুই তিন জন ব্রাহ্মণ মদিরা পান করিয়া ও গলদেশে জবা পুষ্পের মালা দিয়া বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক মন্দ কথা উচ্চারণ করিতে লাগিলে প্রচারক ভ্রাতা তাহাদের সহিত কোন কথা না কহিয়া অন্য ২ লোকদের সহিত কথোপকথন করিলেন, তাহাতে মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণেরা চলিয়া গেল। আর এক স্থানে কতকগুলি ইংরাজী ভাষা শিক্ষিত ছাত্র আসিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিল, তাহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা এবং হিন্দুধর্ম্মের অধমতা স্বীকার করিয়া কহিল যে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের বিষয়ে তাহাদের এক ব্যক্তির সন্দেহ থাকা প্রযুক্ত সে ব্যক্তি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই। এই নিমিত্তে আমরা তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিলাম যে ঈশ্বর সদাত্মা প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহার অন্তঃকরণের সন্দেহ ভঞ্জন করেন। এই রূপ অনেক লোকের সহিত ধর্ম্মবিষয়ের কথাবার্ত্তা হইল, সেই সকল বিবরণ লিখিতে হইলে বাহুল্য হইবে। আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া প্রচারিত বাক্যে ফল উৎপন্ন করুন। রোপক ও সেচক কেহ কিছুই নয়, তিনিমাত্র ফলদাতা। জলের উপরে ধান্য বীজ বপন করিলে অনেক দিনের পর ফল পাইবা। যাহারা কান্দিতে২ বীজ বপন করে তাহারা হাসিতে ২ শস্য ছেদন করিবে। এই রূপ পরমেশ্বরের দৃঢ় অঙ্গীকারের উপরে প্রত্যাশা রাখিয়া আমরা ভরসা করি যে উচিত কালে তিনি নিজ অঙ্গীকার সিদ্ধ করিবেন। আমরা কদাচ ভরসাহীন নহি, অতএব আমরা সকলে সম্পূর্ণ আনন্দচিত্তে তথায় উপস্থিত কাল অবধি প্রায় সায়ংকাল পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিয়া পুনর্ব্বার সকলে নৌকাতে ফিরিয়া আসিয়া ভোজনান্তে প্রার্থনা করি-

লাম, এবং অনুমান রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে গৃহে পঁহুছিলাম। ইতি।

ডিএস্ আইরি অর্থাৎ মহাবিচারদিন।

তামস্ বন সিলেনো কর্ত্তৃক রচিত (১২৫০)।

প্রায় ৫৮০ বৎসর গত হইল তামস্ বন সিলেনো নামক এক ব্যক্তির দ্বারা লিখিত অতি সুন্দর একটি লাটিন কবিতা বঙ্গভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক লিখিলাম। যদিস্যাৎ পূর্ব্বকালীয় অতি অধম সময়ে উক্ত তামস্ বন সিলেনো লাটিন মণ্ডলীভুক্ত ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে ধার্ম্মিক লোক বোধ হইতেছে। জর্ম্মাণেরা ও পশ্চিমদেশীয় অন্য ২ লোকেরা মনুষ্যের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে ও অন্য ২ ভারী প্রয়োজনে এই কবিতা গান করে, ইহাকে লাটিন ভাষায় "ডিএস্ আইরি" বলে।

সেই মহা ভয়ঙ্কর দিনেতে ঘটিবে।
অসার সংসার সেই কালে লুপ্ত হবে॥
পূর্ব্বেতে মায়াবী যথা গাইল সংগীত।
সাধু দায়ূদের দ্বারা যে রূপ কথিত॥
যৎকালেতে দণ্ডদাতা হবেন উদয়।
তখন হইবে অতি সাংঘাতিক ভয়॥
তৎকালে সকল কর্ম্ম মনুষ্যের কৃত।
নয়নগোচরে তাঁর হবে অনাবৃত॥
মহাতূরী শব্দ তদা হইবে শ্রবণ।
মৃত দেহোপরে তাহা করিবে গর্জ্জন॥
তাহে করাইবে শয্যাহৈতে জাগরণ।
মৃত অবস্থাতে আছে যত জাতিগণ॥
অনন্ত বিচারসিংহাসনের অগ্রেতে।
মহা ভিড় হবে তাঁর সাক্ষাৎ করিতে॥
স্বভাবতঃ পীড়া পাবে হবে মহাত্রাস।
মৃত্যু যেন নাহি করে কোন মতে গ্রাস॥
সৃজন কর্ত্তার অগ্রে দাঁড়াবে তখন।
তাঁর হস্তকৃত আছে যত জীবগণ॥
মহাপুস্তকেরে তদা করিয়া বিস্তার।
প্রভু করিবেন জগজ্জনের বিচার॥

যাহা কিছু দূরে থাকে হবে সন্নিহিত।
গুপ্ত কর্ম্ম যত আছে হবে প্রকাশিত॥
কি রূপে করিব তবে আমি পলায়ন।
কোন রক্ষকের কাছে করিব ক্রন্দন॥
ওহে শক্তীশ্বর তুমি ওহে দয়াময়।
সেই সংহারের কালে হইও সদয়॥
অসীম মহিমা তদা করি প্রকাশমান।
নিরাশ্রয় বংশে করো্যা আশ্রয় প্রদান॥
করি নাই কোন কর্ম্ম যে ছিল উচিত।
সিংহাসন অগ্রে তবে কিসে হবে হিত॥
অমনঃসংযোগ তুমি না করিও কভু।
যেহেতু আমার জন্যে জন্ম নিলা প্রভু॥
ভুগিলা অনেক দুঃখ হইলা ঘৃনিত।
কণ্টক মুকুট মুণ্ডে হৈলা প্রহারিত॥
যীশু তুমি জন্মিলা হে বহু ক্লেশ করি।
নিরর্থক জন্ম বটে অন্য সকলেরি॥
করিল তোমার হিংসা ঘা মারিল শিরে।
তথাপি মুক্ত্যর্থে প্রাণ দিলা তাদের তরে॥
মৃত্যু ভোগি আশীর্ব্বাদ করিলা প্রদান।
পাপি দাস প্রতি দিলা গৌরব সম্মান॥
অপবিত্র সভাহৈতে যাহাকে আপনি।
করিয়াছ মুক্তি দান ওহে গুণমনি॥
ওহে প্রভো মুক্তি আর দয়া অতিশয়।
নিত্য ২ তোমাহৈতে মাত্র পাওয়া যায়॥
পিতঃ মম প্রতি দৃষ্টি রাখিও তোমার।
দেখো্যা মোর লজ্জা আর শুন হে চীৎকার॥
প্রভো যদি ক্লান্ত হও মম প্রার্থনাতে।
তবু ত্রাণ করো্যা তব দয়ার হেতুতে॥
কীট অগ্নি কোপাদির হইতে যন্ত্রণা।
রক্ষা করো্যা ওহে নাথ দিয়া সুসান্ত্বনা॥
তব মেষ সঙ্গে বদ্ধ কর খোঁয়াড়েতে।

নিরাপদ সাধু যারা তব ডাইন্ হাতে ॥
শুন ওহে দীনহীন বলে সবিনয়।
তব অগ্রে গড়াগড়ি দিতেছে ধূলায় ॥
পাপময় কর্দ্দমেতে নির্ম্মিত শরীর।
আহা আতঙ্কেতে কি বা হইবে অস্থির ॥
চম্‌কিয়া উঠিবে সদা হইতে শ্মশান।
প্রত্যেক বদনে তদা করো্যা দৃষ্টিদান ॥
শুনিয়া আশ্রয় দিও হও স্নেহবান।
ক্ষমা করো্যা সবে তব সৃষ্ট প্রাণিগণ ॥
কৃপাগুণে ক্ষমা করি দিও পরিত্রাণ।
রাখিলে তোমায় দৃষ্টি বাঁচে তার প্রাণ ॥ ইতি।

স্বপ্নবিবরণ।

গত রাত্রে দেখিলাম শয়নে স্বপন।
করিলাম এক জনহইতে শ্রবণ ॥
আমা প্রতি এই কথা হঠাৎ কহিল।
ওহে প্রিয় বন্ধো মম সঙ্গে তুমি চল ॥
আমি কহিলাম তাঁকে যাব কোন স্থানে।
তব সঙ্গে গেলে বুঝি মরিব জীবনে ॥
পরে কহিলেন তিনি মম সঙ্গে গেলে।
তোমাকে রাখিব সুখে আমি পরকালে ॥
তাহে কহিলাম তুমি হইয়া সদয়।
সত্যরূপে নিজ নাম দেহ পরিচয় ॥
বিশ্বাসিতে কিসে পারি নতুবা তোমারে।
কি রূপে তোমার সঙ্গে পারি যাইবারে ॥
কহিলেন শেষে তিনি এরূপ উত্তরে।
পৃথিবীস্থ সকলেতে দয়া কহে মোরে ॥
দয়াময় ত্রাণকর্ত্তা সর্ব্ব অন্তর্যামী।
স্বর্গ ভূমণ্ডলে হই আমি সর্ব্বস্বামী ॥
প্রার্থনা আমার প্রতি তুমি করিবাতে।

যোগ্য পাত্র হইয়াছ আমার সাক্ষাতে॥
এই হেতু আসি আমি তব সন্নিধানে।
ডাকিয়া দিতেছি দয়া তব নিজমনে॥
মম তুল্য দয়া নাহি অন্য কোন স্থানে।
বিচার করিব আমি সবে শেষ দিনে॥
মম যোগ্য জন করে স্বর্গে আরোহণ।
অযোগ্য হইলে করে নরকে গমন॥
এইরূপে কৃপা করি দীনহীন জনে।
করিলেন শান্তি দান অমৃত বচনে॥
পুনঃ প্রশ্ন করিলাম আপনি কি খ্রীষ্ট।
করিলেন অঙ্গীকার আহা কিবা শিষ্ট॥
তদা তুষ্ট হইয়া আমি খ্রীষ্ট নাম শুনে।
পরিত্রাণ পাইবার আশা হইল মনে॥
তখনি উঠিয়া আমি করিনু প্রার্থনা।
প্রার্থনার ফলে হইনু আমি নম্রমনা॥
তৎপরেতে প্রভু যীশু লইয়া আমারে।
রাখিলেন গিয়া তাঁর আপনার পুরে॥
অনন্তর সেই স্থানে মোরে বসাইয়া।
জীবন স্বরূপ জল দিলেন আনিয়া॥
করিবামাত্রেতে পান পাপিষ্ঠ নয়ন।
দেখিয়া তাঁহার দয়া হৈল উন্মীলন॥
শেষে স্বর্গদূত এক মুকুট আনিয়া।
আমার মস্তকে দিল শীঘ্র পরাইয়া॥
অন্য দূত আসি তাঁর প্রশংসা গাইতে।
এক বীণা আনি দিল আমার হস্তেতে॥
বীণাতে লাগাইয়া স্বর করিলে স্তবন।
আরম্ভিল স্বর্গে তদা পুষ্প বরিষণ॥
আনন্দে প্রফুল্ল মন হইয়া আপনি।
করিতে লাগিল মহা শব্দে জয়ধ্বনি॥

শ্রী বিশ্বম্ভর দত্ত।

উপদেশক।

আকটোবর ১৮৪৮ (২২) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৩৮। স্বর্গদূতগণের বিবরণ।

এই পৃথিবী যেমন সজ্ঞান প্রাণিদের অর্থাৎ মনুষ্যদের বাসস্থান আছে, তদ্রূপ চন্দ্র এবং বুধাদি গ্রহগণ এবং সূর্য্য প্রভৃতি তারাগণ সজ্ঞান প্রাণিগণের বাসস্থান আছে কি না, এই বিষয়ে আমরা নানা প্রকার অনুমান করিতে পারি বটে, কিন্তু নিশ্চয় জ্ঞান পাইতে পারি না, কারণ এই বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে এক কথাও লিখিত নাই। কিন্তু যে স্বর্গেতে ঈশ্বর প্রকাশরূপে বাস করেন, সেই স্বর্গেতে তাঁহার নিকটে সজ্ঞান প্রাণিবর্গ বাস করে, তাহাদের নাম স্বর্গদূত কিম্বা ঈশ্বরের দূত।

সেই স্বর্গদূত প্রথম সপ্তাহের কোন্ দিনে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাও আমরা জানিতে পারি না। তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই কারণ মনুষ্যের পরে সেই ষষ্ঠ দিনে তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর শেষে তাহারা সৃষ্ট হইয়া থাকিবে, কেহ২ এমত বোধ করে। কিন্তু কেহ২ বলে তাহারা প্রথম দিনে সৃষ্ট হইয়াছিল, যেহেতুক লিখিত আছে, যথা,

"যে সময়ে প্রভাতীয় নক্ষত্র সকল একত্র হইয়া গান করিল, এবং ঈশ্বরের সন্তানগণ আনন্দধ্বনি করিল, তৎকালে ঐ পৃথিবীর পরিমাণ কে করিল?" আয়ূব ৩৮; ৫।

আর স্বর্গদূতগণ শরীরবিশিষ্ট আছে কি না, এই বিষয়েও নানা লোকের নানা প্রকার বোধ হয়। তাহাদের মধ্যে নানা বর্গ আছে, সেই সকল বর্গের মধ্যে কোন২ বর্গের দূত শরীরবিশিষ্ট বটে এমত বোধ হয়; কিন্তু অন্য২ বর্গের স্বর্গদূতগণ শুদ্ধ অর্থাৎ নিরাকার ও নিরাধার আত্মা, এমন হইতে পারে। যদি তাহাদের শরীর হইয়া থাকে, তবে তাহা অতিশয় সূক্ষ্ম প্রযুক্ত মনুষ্যের অদৃশ্য আছে, তথাপি কোন২ স্বর্গদূত কখনো২ মনুষ্যের বেশ ধরিয়া কোন২ মনুষ্যের নিকটে দর্শন দিয়াছে, ইহা ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা জানা যায়। এবং যদি তাহাদের শরীর হইয়া থাকে, তবে তাহা মনুষ্যশরীরের সদৃশ নহে। ইহার একটি প্রমাণ এই যে তাহাদের মধ্যে বিবাহ ও সন্তানের জন্ম হয় না, (মথি ২২; ৩০।)

অতএব জন্মদ্বারা তাহাদের সংখ্যার বৃদ্ধি হয় না। স্বর্গদূতগণ মনুষ্যদের ন্যায় অমর, এবং যদি তাহাদের শরীর হইয়া থাকে, তবে তাহাও অমর। স্বর্গদূতগণের আত্মা কিম্বা মন বুদ্ধিতে ও জ্ঞানেতে মনুষ্যের মনহইতে শ্রেষ্ঠ। আর তাহাদের মধ্যে অনেকে কখনো কোন পাপ না করাতে সদ্ভাবে নিত্য বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, এবং পাপের প্রতি এমত ঘৃণা করিতেছে, যে তাহাদের পাপ করা অতি অসম্ভব বটে। এবং তাহাদের ক্ষমতা মনুষ্যের ক্ষমতা অপেক্ষা বড়। তাহারা অতি শীঘ্র গমন করিতে পারে, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞাতে ভূমিকম্প জন্মাইতে পারে, এবং মহামারী প্রভৃতিদ্বারা দুষ্ট লোকের দণ্ড দিতে পারে, ইত্যাদি। এবং তাহারা ঈশ্বরের নিকটে বাস করাতে ও সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকাতে নিত্য আনন্দে প্রফুল্ল আছে, ইহাও সুস্পষ্ট।

স্বর্গদূতগণের সংখ্যা অতি বড়, ইহার কএকটি প্রমাণ লিখিতেছি।

"ঈশ্বরের রথ সহস্র ২ ও লক্ষ্য ২, এবং প্রভু যেমন সীনয়ে ছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মধামেও তাহাদের মধ্যে আছেন।" গীত ৬৮; ১৭।

"সহস্র ২ দূত তাঁহার সেবা করিল, ও কোটি ২ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।" দান ৭; ১০।

"তাহাদের সংখ্যা সহস্র গুণ সহস্র ও অযুত গুণ অযুত ছিল।" প্রকাশ ৫; ১১।

"পিতা যেন আমার নিকটে স্বর্গীয় দূতগণের দ্বাদশ বাহিনীহইতে অধিক প্রেরণ করেন, আমি তাঁহার নিকটে এইক্ষণে প্রার্থনা করিতে পারি না, তুমি কি এমত বোধ করিতেছ?" মথি ২৬; ৫৩।

"দেখ, পরমেশ্বর আপন অযুত ২ পবিত্র লোককে সঙ্গে করিয়া মনুষ্যমাত্রের বিচার করিবেন।" যিহূ ১৪।

এবং সৈন্যাধ্যক্ষ, ঈশ্বরের এই উপাধিও স্বর্গদূতগণের বাহিনীর মহাসংখ্যা দেখায়, যেহেতুক ঈশ্বর সেই সকল বাহিনীর অধ্যক্ষ।

স্বর্গদূতগণের দ্রুতগামিত্বের অতি সুন্দর এক প্রমাণ দানিয়েল্ লিখিয়াছেন, যথা, "আমার প্রার্থনার সমাপ্তি হয় নাই, এমত সময়ে জিব্রায়েল বেগে উড্ডীয়মান হইয়া আমাকে স্পর্শ করিল, এবং আমার সহিত কথোপকথন করিয়া এই সংবাদ দিল, হে দানিয়েল, আমি এক্ষণে তোমার জ্ঞানদায়ক গুণ দিতে আইলাম। তুমি অতি প্রিয়পাত্র এই নিমিত্তে তোমার প্রার্থনা আরম্ভ করণ সময়ে আজ্ঞা নির্গত হইলে আমি তাহা প্রকাশ করিতে আইলাম।" দান ৯; ২১, ২২, ২৩।

স্বর্গদূতগণ নানা বর্গেতে বিভক্ত আছে, এবং সেই সকল বর্গের মধ্যে মানের ও পরাক্রমের ও জ্ঞানের প্রভেদ আছে। এই সকল বর্গ বিষয়ে যিহূদীয়েরা নানা প্রকার গল্প করিয়াছে, এবং পূর্ব্বকালীয় অজ্ঞান খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যেও সেই রূপ গল্প চলিত ছিল। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে এই বিষয়ে অতি অল্প লিখিত আছে, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করি।

(১) দূতগণের নানা বর্গ আছে, ইহার প্রমাণ, "সিংহাসন কি রাজকর্ত্তৃত্ব কি প্রভুত্ব কি পরাক্রম" ইত্যাদি। কলস ১; ১৬। এই কএক শব্দ প্রধান স্বর্গদূতগণের পদসূচক জানিবা।

"কর্ত্তৃত্বপদ ও পরাক্রম ও ক্ষমতা ও রাজত্ব প্রভৃতি।" ইফিষ ১; ২০।

"দিব্য দূত বা প্রধান বা বলবান দূত।" রোম ৮; ৩৮।

"দিব্য দূতগণ ও শাসকগণ ও পরাক্রমিবর্গ তাঁহার (অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের) বশীভূত হইয়াছে।" ১ পিতর ৩; ২২।

"তিনি সমুদয় রাজ্যের ও পরাক্রমের মস্তকস্বরূপ!" কল ২.১০।

(২) দূতগণের মধ্যে এক জন প্রধান, তাহার নাম মীখায়েল, অর্থ ৎ ঈশ্বরের তুল্য কে? সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই প্রধান দূতও ঈশ্বরের তুল্য নহে, ইহা তাহার নামদ্বারা প্রকাশ পায়। সেই মীখায়েলের তুল্য অন্য কোন দিব্যদূত আছে, এমত বোধ হয় না।

"মীখায়েল নামক প্রধান দিব্য দূত।" যিহূদা ৯।

"প্রধান অধ্যক্ষদের মধ্যে মীখায়েল নামক এক জন।" দানী ১০, ১৩, ১২; ১।

"জয়২ কার ধ্বনি ও প্রধান স্বর্গদূতের উচ্চৈঃশব্দ ও ঈশ্বরের তূরীবাদ্যের সহিত প্রভু আপনি স্বর্গহইতে নামিবেন।" ১ থিষ ৪; ১৫।

(৩) মীখায়েল ব্যতিরেকে অন্য এক দূতের জিব্রায়েল (কিম্বা গাব্রিয়েল্) এই নাম ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে। এই দুই জন ভিন্ন অন্য২ দূতের যে সকল নাম যিহূদীয় এবং খ্রীষ্টীয়ান লোকদের নানা গ্রন্থেতে লিখিত আছে, তাহা কল্পিতমাত্র। উক্ত জিব্রায়েল্ ঈশ্বরের আজ্ঞাতে দানায়েলের ও সিখরিয়ের ও মরিয়মের নিকটে দর্শন দিয়াছিল।

(৪) সিরাফ এই নামবিশিষ্ট দিব্য দূতগণের যে বর্গ তাহার দর্শন যিশয়িয় পাইয়াছিল, তাহাদের সিরাফ এই নামের অর্থ প্রজ্বলিত কিম্বা তেজোময়। এবং তাহাদের বিষয়ে সে ইহা লিখিয়াছে, যথা,

"তাহাদের প্রত্যেকের ছয়২ পক্ষ, তাহার দুই পক্ষদ্বারা আপন২ মুখ আচ্ছাদন করে, এবং দুই পক্ষদ্বারা চরণ আচ্ছাদন করে এবং দুই পক্ষদ্বারা উড্ডীয়মান হয়।" যিশ ৬; ২।

(৫) কিরূবগণ দিব্য দূতগণের মধ্যে গণনীয় কি না, এই বিষয়ে নানা লোকের নানা প্রকার বোধ হয়, কিন্তু তাহারা যে দূতগণের এক বর্গ বটে, ইহাই আমরা নিঃসন্দেহে সত্য জ্ঞান করি। সেই কিরূব্ ঈশ্বরের সপ্রাণ রথস্বরূপ কিম্বা বাহনস্বরূপ কিম্বা সিংহাসনস্বরূপ। রথের ন্যায় তাহাদের চক্র আছে, সেই চক্র সপ্রাণ ও চক্ষুতে পরিপূর্ণ; এবং পক্ষির ন্যায় তাহাদের পক্ষ আছে, তাহাও চক্ষুতে পরিপূর্ণ। সংখ্যাতে তাহারা চারি জন, কিন্তু তাহারা স্বেচ্ছানুসারে মিলিয়া এক জনের ন্যায় সংযুক্ত হইতে পারে। ধর্ম্মপুস্তকের নানা স্থানে বিশেষতঃ যিহিষ্কেলের প্রথম ও দশম অধ্যায়ে সেই কিরূবগণের বর্ণনা পাওয়া যায়। যোহনের প্রকাশিত বাক্যমধ্যে তাহাদের ঈশ্বরীয় বাহনত্বপদের বর্ণনা হয় না;

কিন্তু যে সকল কথাদ্বারা তাহাদের বর্ণনা করা যায়, তাহা সপষ্ট। সেই কথা লেখা যাইতেছে।

"সিংহাসনের মধ্যে ও চতুর্দ্দিগে অগ্রপশ্চাৎ সর্ব্বাঙ্গে চক্ষুর্বিশিষ্ট চারি প্রাণী আছে। প্রথম প্রাণী সিংহসদৃশ, ও দ্বিতীয় প্রাণী গোবৎসসদৃশ, ও তৃতীয় প্রাণী মনুষ্যের ন্যায় মুখধারী, এবং চতুর্থ প্রাণী উড্ডীয়মান উৎক্রোশ পক্ষি সদৃশ। প্রত্যেক প্রাণির ছয় ২ পক্ষ, এবং তাহারা অন্তর্বাহিরে চক্ষুতে পরিপূর্ণ।" প্রকাশ ৪; ৬, ৭, ৮।

৩১। স্বর্গদূতগণের কর্ম্ম।

পৃথিবীস্থ কোন ভূপতি যেমন আপন রাজধানীতে অমাত্য ও মন্ত্রিগণের সভাতে বেষ্টিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর আপন স্বর্গনিবাসে দিব্য দূতগণের সভাতে বেষ্টিত হন। সেই দূতগণ তাঁহার আরাধনা করিতে অতি যত্নবান্ হয়, এবং সেই কর্ম্ম তাহাদের অতি আনন্দজনক বোধ হয়, যেহেতুক তাহারা আপন রাজা ঈশ্বরেতে দৃঢ়রূপে আসক্ত।

যিশয়িয় যে সিরাফগণের দর্শন পাইয়াছিল, "তাহারা পরস্পর ডাকিয়া কহিল, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র; তাঁহার তেজেতে তাবৎ পৃথিবী পরিপূর্ণ আছে।" যিশ ৬; ৩।

আর যোহন যে চারি কিরূব দেখিয়াছিল, তাহারাও "দিবারাত্রির মধ্যে নিবৃত্ত না হইয়া বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ ও সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু পরমেশ্বর পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, এই কথা কহে।" প্রকাশ ৪; ৮।

ঈশ্বর যখন আপন মহিমা বিশেষরূপে প্রকাশ করেন, তখন স্বর্গদূতগণের সৈন্যসামন্ত তাঁহাকে বেষ্টন করে। এইরূপ দুই ঘটনার কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে। প্রথম, ঈশ্বর যখন ইস্রায়েল লোকদিগকে ব্যবস্থা দিতে সীনয় পর্ব্বতে নামিলেন, তৎকালে "তিনি দশ সহস্র পুণ্যবানকে সঙ্গে করিয়া আইলেন" (দ্বিতীয় বিব ৩৩; ২) এবং সহস্র ২ ও লক্ষ ২ রথে বেষ্টিত ছিলেন। (গীত ৬৮; ১৭।) আর যদ্যপি তৎকালে স্বর্গদূত সকল দৃশ্য হইল না, তথাপি যে তূরীধ্বনি শুনা গেল তাহা তাহাদের কৃত হইয়া থাকিবে এমন বোধ হয়। ঈশ্বর সেই সময়ে আপন স্বর্গীয় সৈন্যসামন্তদ্বারা বেষ্টিত হইয়া যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাহার গুরুতা দেখাইতে এবং তাহার পালনে ইস্রায়েল লোকদের মনে প্রবৃত্তি জন্মাইতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু "স্বর্গদূতগণদ্বারা ব্যবস্থা পাইলেও তাহারা তাহা মানিল না।" প্রেরিত ৭; ৫৩। গল ৩; ১৯।

আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন মনুষ্যদের বিচার করণার্থে পুনরায় এই জগতে আসিবেন, তখন "তিনি পবিত্র দূতগণকে সঙ্গে করিয়া আপন প্রভাবে আসিয়া নিজ তেজোময় সিংহাসনে বসিবেন।" মথি ২৫; ৩১। মার্ক ৮; ৩৮।

আর কোন রাজার ভৃত্য রাজার কোন আজ্ঞা পাইয়া যেমন শীঘ্র যাইয়া

তাহা সম্পন্ন করে, তদ্রূপ স্বর্গদূতগণ ঈশ্বরের নিকটে যে কোন আজ্ঞা পায় তাহা সম্পন্ন করিতে যত্ন করে। এই বিষয়ে লিখিত আছে যথা;

"হে পরমেশ্বরের আজ্ঞাকারি ও বাক্যের রব শ্রবণকারি মহাপরাক্রমি দূতগণ, তোমরা তাঁহার ধন্যবাদ কর।" গীত ২০৩; ২৮।

"তিনি আপন দূতগণকে বায়ুস্বরূপ ও আপন সেবকদিগকে অগ্নিশিখাস্বরূপ করেন।" গীত ১০৪; ৪। ইব্রী ১; ৭।

ঈশ্বরের আজ্ঞাতে স্বর্গদূতগণকর্তৃক নিষ্পন্ন অনেক কর্ম্মের কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহার উদাহরণ সিদোমহইতে লোটের রক্ষা (আদি ১৯; ১) এবং দায়ূদের সময়ে ইস্রায়েল দেশীয় অনেক লোকের সংহার (২ শি ২৪; ১৬) এবং হিস্কিয় রাজার সময়ে এক রাত্রিতে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র অশূরীয় লোকের সংহার (২ রাজ ১৯; ৩৫) এবং যোহনের ও যীশুর জন্মের সংবাদ (লূক ১; ১১, ১৯, ২৬, ২৭) এবং কারাগারহইতে পিতরের রক্ষা এবং হেরোদ রাজার বিনাশ (প্রেরিত ১২; ৭; ২৩) ইত্যাদি। এই কএকটি উদাহরণদ্বারা এবং প্রকাশিত বাক্যের নানা প্রমাণদ্বারা স্বর্গদূতগণের পরাক্রম সম্যগরূপে প্রকাশ পায়।

ঈশ্বর বিশ্বের অন্য সকল স্থানে কি২ কর্ম্ম স্বর্গদূতগণদ্বারা সম্পন্ন করেন তাহা আমরা জানি না, কিন্তু এই পৃথিবীতে তাহাদের কৃত কোন২ কর্ম্ম আমরা জানি।

পূর্ব্বকালে ঈশ্বর ইস্রায়েল লোকদিগকে রক্ষা করণের ভার মীখায়েল্ নামক দূতরাজকে দিয়াছিলেন। দান ১০; ২১। ১২; ১। বোধ হয় শয়তানের অধীন ভ্রষ্ট দূত সকল দেবপূজক জাতিদের কর্তৃত্বপদ লইয়াছিল, অতএব তাহাদের দুষ্ট পরামর্শ ব্যর্থ করণার্থে ঈশ্বর ইস্রায়েল লোকদের অধ্যক্ষপদ ঐ মীখায়েলকে দিলেন।

আর শিশুবৎ ধার্ম্মিক লোকদের রক্ষক দূতগণ আছে, এই বিষয়ে প্রভু ইহা কহিয়াছেন, "সাবধান, এই ক্ষুদ্র প্রাণিদের মধ্যে এককেও তুচ্ছজ্ঞান করিও না, কেননা আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, স্বর্গে তাহাদের দূতগণ আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ নিত্য দর্শন করে।" মথি ১৮; ১০। শিশুগণের রক্ষা সেই দূতগণদ্বারা হয়, কেহ২ এমত বোধ করে, কিন্তু তাহার কোন দৃঢ় প্রমাণ নাই।

আর যাবজ্জীবন এক২ ধার্ম্মিক মনুষ্যের রক্ষা করণার্থে এক২ স্বর্গদূত ঈশ্বরকর্তৃক নিযুক্ত হয়, যিহূদীয়দের এমত বোধ ছিল, (প্রেরিত ১২; ১৫) কিন্তু তাহা যে সত্য ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না।

স্বর্গদূতগণ পবিত্র এবং দয়ালু হওয়াতে পাপিষ্ঠ মনুষ্যদের পরিত্রাণ বিষয়ে অতি আনন্দিত হয়। ইহার প্রমাণ এই২।

"সেই২ বিষয়ের প্রতি দিব্য দূতগণও নিরীক্ষণ করিতে প্রয়াস করে।" ১ পিতর ১; ১২। আর যে নিয়মসিন্দুক প্রস্তরে লিখিত ঈশ্বরীয় দশ আজ্ঞার আধার ছিল, সেই সিন্দুকের ঢাকনীর উপরে দণ্ডায়মান দুই কিরূবের মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, তাহারা পরস্পর অভিমুখ হইয়া সিন্দুকের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিত। সেই দুই কিরুব ঈশ্বরের সিংহাসনস্বরূপ, ও সেই ঢাকনীর নাম পাপাবরণ, যেহেতুক মনুষ্য ঈশ্বরের যে আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সেই আজ্ঞালঙ্ঘন তাহাদ্বারা আচ্ছাদিত হইত। অতএব এই সিন্দুকের মধ্যস্থিত ঈশ্বরের যে আজ্ঞা, সেই আজ্ঞার লঙ্ঘন পবিত্র ঈশ্বর কি রূপে আচ্ছাদন করিয়া আপনি এই আবরণ আপন সিংহাসন রূপে জ্ঞান করিতে পারেন, স্বর্গদূত তাহা জানিতে ইচ্ছুক আছে, ইহা দেখাইবার নিমিত্তে ঈশ্বর ঐ দুই কিরুবের সেই আকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

"আর ঈশ্বরের নানাবিধ জ্ঞান যেন সম্প্রতি মণ্ডলীদ্বারা স্বর্গস্থ প্রধান ও পরাক্রমি দূতগণের নিকটে প্রকাশিত হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি যীশু খ্রীষ্টদ্বারা তাবৎ বস্তু সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" ইফিষ ৩; ১০।

এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হইলে এক জন স্বর্গদূত বৈৎলেহম নগরের প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া তথাকার মেষপালকদিগের নিকটে সেই মঙ্গলসমাচার জানাইল। পরে "অকস্মাৎ তাহার সঙ্গে এক স্বর্গবাহিনী উপস্থিত হইয়া, 'সর্ব্বোপরিস্থ স্বর্গেতে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হউক, এবং পৃথিবীর শান্তি ও মনুষ্যদের প্রতি অনুগ্রহ হউক,' এই কথা কহিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতে লাগিল।" লূক ২; ১৩, ১৪।

আর শয়তানকর্ত্তৃক যীশুর পরীক্ষা সাঙ্গ হইলে পরে "স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল।" মার্ক ১; ১৩।

এবং গেৎশিমানী উদ্যানে "তাঁহাকে শক্তি প্রদান করিতে স্বর্গহইতে এক দূত দর্শন দিল।" লূক ২২; ৪৩।

এবং তাঁহার পুনরুত্থান হওনের সময়ে "পরমেশ্বরের দূত স্বর্গহইতে নামিয়া কবরদ্বারহইতে প্রস্তর সরাইয়া তাহার উপরে বসিল। তাহার মুখ বিদ্যুতের ন্যায় তেজোময় এবং বস্ত্র হিমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। তখন প্রহরিবর্গ তাহার ভয়েতে কম্পান্বিত হইয়া মৃতবৎ হইল।" মথি ২৮; ২, ৩, ৪। সেই দূত এবং অন্য এক দূত তথায় আগত স্ত্রীলোকদিগের নিকটে দর্শন দিল, লূক ২৪; ৪। বিশেষতঃ মগ্দলীনী মরিয়ম যখন তথায় উপস্থিত হইল, তখন সে "যীশুর দেহের শয়নস্থানে শিয়রে এবং পদতলে দুই দিগে দুই জন শুক্লবস্ত্রে বস্ত্রান্বিত স্বর্গদূতকে বসিয়া থাকিতে দেখিল।" যোহন ২০; ১২।

স্বর্গদূতগণ অদ্যাপি মনুষ্যদের পরিত্রাণে আনন্দিত হয় এবং ধার্ম্মিক লোকদের নানা প্রকার উপকার করে।

"আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এক জন পাপী মন ফিরাইলে ঈশ্বরের দূতগণের মধ্যেও আনন্দ হয়।" লূক ১৫; ১০।

"আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতেছি, ইহার পরে তোমাদের দৃষ্টিতে মেঘদ্বার মুক্ত হইলে তথাহইতে মনুষ্যপুত্র দিয়া ঈশ্বরের দূতগণকে নামিতে ও উঠিতে দেখিবা।" যোহন ১; ৫১।

"যাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করে, তাঁহার দূত তাহাদের চতুর্দ্দিগে থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে।" গীত ৩৪; ৭।

"তিনি তোমাকে তাবৎ পথে রক্ষা করিতে আপন দূতগণকে আজ্ঞা দিবেন, তাহাতে তোমার চরণে যেন প্রস্তরাঘাত না লাগে, এ কারণ তাহারা তোমাকে হস্তে ধরিয়া রাখিবে।" গীত ৯১; ১১, ১২।

"যাহারা পরিত্রাণের পাত্র হইবে, তাহাদের সেবার্থে প্রেরিত হওয়াতে ঐ দূতগণ কি সকলে সেবাকারী আত্মা নয়?" ইব্রী ১; ১৪।

"ঐ দরিদ্র (ইলিয়াসর) প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গীয় দূতগণ তাহাকে লইয়া ইব্রাহীমের ক্রোড়ে বসাইল।" লূক ১৬; ২২।

ধার্ম্মিকদের সেবা করণ সময়ে দূতগণ সম্প্রতি তাহাদের দৃশ্য হয় না; কারণ দৃশ্য হইলে কি জানি ধার্ম্মিক লোক তাহাদের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইত। দূতগণের আরাধনা করা মনুষ্যের অনুচিত। এই বিষয়ে যোহন ইহা লিখিয়াছে, যথা,

"তখন আমি তাহাকে (অর্থাৎ দর্শনদাতা দূতকে) ভজনা করিতে তাহার চরণে পড়িলে সে আমাকে কহিল, সাবধান, এমত কর্ম্ম করিও না। যেমন তুমি ও যীশুর সাক্ষ্যবিশিষ্ট তোমার ভ্রাতৃগণ, তেমনি আমিও তোমাদের মধ্যে এক জন সহদাস আছি; ঈশ্বরকে ভজনা কর।" প্রকাশ ১৯; ১০। ২২; ৮, ৯।

ভাবিসময়ে ঈশ্বরের শত্রুদিগের দণ্ড দেওনে তাঁহার দূতগণ সাহায্য করিবে, এই বিষয়ে অনেক কথা যোহনের প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যে লিখিত আছে। এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টও ইহা কহিয়াছেন, যথা,

"জগতের শেষে মনুষ্যপুত্র আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন, তাহাতে তাহারা তাঁহার রাজ্যহইতে তাবৎ বিঘ্নকার বিষয় ও অধার্ম্মিক লোকদিগকে একত্র করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে।" মথি ১৩; ৪১।

"জগতের শেষে স্বর্গের দূতগণ আসিয়া পুণ্যবান লোকদের মধ্যহইতে পাপিদিগকে পৃথক করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে।" মথি ১৩; ৪৯।

এবং বিশ্বাসি লোকদিগকে যীশুর নিকটে আনয়নের ভারও স্বর্গদূতগণকে দেওয়া যাইবে।

"তখন তিনি মহাশব্দকারি তূরীর বাদ্যকর আপন দূতগণকে প্রেরণ করিলে তাহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিগহইতে তাঁহার মনোনীত লোকদিগকে আনিয়া একত্র করিল।" মথি ২৪; ৩১।

ঈশ্বর যত স্বর্গদূত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারা সকলে প্রথমে পবিত্র ছিল; পরে তাহাদের মধ্যে শয়তান প্রভৃতি কোন২ স্বর্গদূত পাপ করিয়া দুষ্ট হইয়া উঠিল। সেই ভ্রষ্ট দূতগণের কথা অন্য স্থানে প্রকাশ করা যাইবে।

লেখালেখি।

শ্রীযুত উপদেশক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নীচে লিখিত কএক পংক্তি মহাশয়ের নিকটে প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন পূর্ব্বক উপদেশক পত্রিকাতে স্থান দানে পরম বাধিত করিবেন।

কোন২ লোকেরা এমত প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হওনেতে পূর্ব্বাপর সমস্ত বিষয়ই তাঁহাতে অনায়াসে বিদিত, অতএব মনুষ্যগণ যে তাঁহাকে হেলন করত তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপে পতিত হইবে তাহা তিনি অতি পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়াও কি কারণ ঐ সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ উদ্যানমধ্যে রোপণ করিলেন?

উত্তর। পরমেশ্বর নিজ অচিন্তনীয় গম্ভীর বুদ্ধির দ্বারা মনুষ্যকে এমত সৃজন করিয়াছেন যে তাঁহার অভিপ্রায়ের দীর্ঘতা ও প্রস্থতা ও তাঁহার গভীরত্ব ও উচ্চতার নির্ণয় অতি নীচ অথচ ক্ষুদ্রতম কীটানুকীট মনুষ্যেরা কখন করিতে পারে না, তথাচ যে যৎকিঞ্চিৎ বিবেচনা করা যায় তাহা কেবল তাঁহারই মহানুগ্রহের দ্বারাতেই হয়।

জগদীশ্বর আপন মহাগৌরব প্রকাশার্থে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়া এমত অবস্থায় রাখিলেন যে যদি তাহারা পাপত্যাগী হইয়া শুদ্ধভাবে থাকিতে বাসনা করে, তবে অনায়াসে থাকিতে পারিবে; কিন্তু যদিস্যাৎ অশুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তবে পাপে পতনীয়ও বটে। কিন্তু মনুষ্য নিজেচ্ছামতে অধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, তন্নিমিত্তে প্রজ্ঞাবিশিষ্ট জনসমূহ কি জগদীশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন? কোন প্রকারেই নহে, ইহাতে তাঁহার কোনই দোষ নাই, কিন্তু মনুষ্যেরই।

আর যদি কহ, যে মনুষ্যকে এমত স্বেচ্ছাধীনাবস্থায় রাখনের প্রয়োজন বা কি ছিল?

উত্তর। যদি পরমেশ্বর মনুষ্যকে এমত স্বেচ্ছাধীনাবস্থায় সৃষ্টি করিয়া না রাখিতেন, তবে তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি প্রেমের বা আজ্ঞাপালনের কি প্রমাণ পাওয়া যাইত? কেননা যদিস্যাৎ

পাপে পতনীয় না হইয়া কেবল শুদ্ধাবস্থায় থাকনের অবস্থায় বদ্ধ থাকিত, তবে যে নিমিত্তে সে বদ্ধ তাহাই কেবল তাহাকে কহিতেই হইত, সুতরাং নিজেচ্ছামতে কোন কর্ম্মই করিতে পারিত না, অতএব তদ্দ্বারা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার আজ্ঞাপালনের কোনই প্রমাণ পাওয়া যাইত না।

তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। পিঞ্জর মধ্যে রক্ষিত যে ব্যাঘ্র তাহাকে কি কেহ কহিতে পারে, আহা কেমন উত্তম নম্র ও অহিংসুক ব্যাঘ্র, কিছুই কহে না? আমি বোধ করি যে কোন ক্ষিপ্ত লোকও এমত কহিবে না, কেননা পিঞ্জরমধ্যে বদ্ধ হইয়া পরাধীন হওয়াতে তাহার নম্রতার বা অহিংসুকতার বা প্রভুর প্রতি প্রেমের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু যদিস্যাৎ মুক্তাবস্থাতে থাকিয়া স্বাধীন হইয়াও অহিংসুকতা ও নম্রতা বা প্রভুর প্রতি প্রেম ইত্যাদি সুস্বভাব প্রকাশ করে, তবেই তাহার উত্তমতার প্রমাণ অতি সুস্পষ্টই জানা যায়, তাহাতে কোন মতেই সন্দেহ জন্মিতে পারে না। সেই প্রকার যদিস্যাৎ মনুষ্য ঈশ্বরাধীন হইয়া বদ্ধ থাকিত, তবে কোন মতেই অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না; কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদিগের ঈশ্বরাজ্ঞা পালনের কিম্বা তাঁহার সেবা করণের কোনই প্রমাণ পাওয়া যাইত না, এবং তাহাতে ঈশ্বরের মহিমা বা গৌরব প্রকাশ পাইত না, এবং এমত বদ্ধাবস্থায় অথচ পরেচ্ছায় প্রবৃত্ত যে সেবা তাহা তিনি চাহেন না। আর দেখ, পরমেশ্বর মনুষ্যকে পরিবর্ত্তনাবস্থায় সৃজন করিয়াছেন, অর্থাৎ যে তাহারা আপনাদিগের স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে পারে, সুতরাং তাহারা এমত মুক্তাবস্থায় নির্ম্মিত যে তাহারা উভয় অবস্থার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিত, অর্থাৎ তাহারা যে পবিত্রাবস্থায় সৃষ্ট ছিল, ইচ্ছা হইলে তাহাতেই থাকিতে পারিত, কিম্বা অধর্ম্মাবলম্বী হইতে চাহিলেও পতনীয় বটে।

যদি কহ, কেন? এমন পরিবর্ত্তনাবস্থায় সৃজনেরই বা কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তর। কেবল ঈশ্বরমাত্র অপরিবর্ত্তনীয়, আর যদি মনুষ্য অপরির্ত্তনীয় হইত, তবে তাহারাও ঈশ্বরগণ হইত, কিন্তু তাহা অসাধ্য। কেননা যিনি ঈশ্বর তিনি নিজের তুল্য আর একটি ঈশ্বর

উৎপন্ন করিতে পারেন না। ধর্ম্মগ্রন্থের আদিখণ্ডে এমত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে মনুষ্য নির্ম্মাণ কালীন, আইস আমরা ঈশ্বর নির্ম্মাণ করি, এমত বাক্যাদি না কহিয়া ঈশ্বর কহিলেন যে আইস আমরা মনুষ্য নির্ম্মাণ করি। অতএব যাহা নির্ম্মিত হইল তাহা মনুষ্য, কিন্তু ঈশ্বর নহে, অতএব যদিস্যাৎ মনুষ্য তবে অবশ্য পরিবর্ত্তনাবস্থায় সৃষ্ট, সুতরাং সম্পূর্ণ স্বাধীনাবস্থায় আছে, ইহাতে আর কোন প্রকার ভ্রম নাই। অতএব দেখ, মনুষ্যের পাপে পতিত হওন কিম্বা শুদ্ধাবস্থাতে থাকন যে ক্ষমতা, তাহা সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর মনুষ্যকে দান করিয়াছিলেন। অতএব মনুষ্য যদি শুদ্ধমতে থাকিতে চাহিত, তবে অনায়াসে পারিত; কিন্তু সেই শুদ্ধতা ঘৃণা করিয়া অধর্ম্মালিঙ্গন করণেতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। অতএব তাহাতে অপার করুণাসাগর জগদীশ্বরের দোষ কোন প্রকারেই নাই, কিন্তু ভ্রান্তচিত্ত লোকেরা তাহা বিবেচনা না করিয়া নিজ ২ অজ্ঞানতা ও দুষ্টতা প্রযুক্ত প্রেমসিন্ধু যে পরমেশ্বর তাঁহার উপর দোষারোপ করণাভিপ্রায়ে কহে যে তিনি কেন ঐ বৃক্ষ উদ্যানমধ্যে রোপন করিলেন? ইতি। [কস্যচিৎ পাঠকস্য।

[এই পত্র অতি উত্তম]

শ্রীযুত উপদেশক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নে লিখিত কএক পংক্তি সংশোধন করিয়া নিজ পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থানদানদ্বারা প্রকাশ করত চিরবাধিত করিবেন। হে সম্পাদক মহাশয়, এইক্ষণে আপনকার নিকটে স্বীয় বাসনা প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তদুত্তরস্বরূপ আলো নিজ পত্রিকামধ্যে প্রকাশ করত এই পাঠকের সন্দেহরূপ তিমির ধ্বংস করিবেন। আপনকার গত মার্চ মাহার পঞ্চদশ সংখ্যক প্রকাশিত পত্রের প্রথম পংক্তিতে এই রূপ লিখিত আছে, "যে সময়ে ঈশ্বর ছিলেন না এবং জগৎও ছিল না এমন সময় কখন হয় নাই"। এই কথার দ্বারা আমার অতিশয় সন্দেহ জন্মিয়াছে। কেননা যে সময়ে ঈশ্বর ছিলেন না অবশ্য এমত সময় কখন ছিল না, অর্থাৎ

তিনি সকল সময়ে আছেন, কারণ তাঁহার প্রথমাবস্থা কখন হয় নাই, ও তাঁহার অবর্ত্তমানতা কোন যুগেও ছিল না, কেননা তিনি অনাদি ঈশ্বর। এই কথা অতি যথার্থ ও স্পষ্ট বটে। কিন্তু জগৎ যে ছিল না এমত সময় কখন ছিল না, ইহা যে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে তাহা আমি কোন মতেই স্থির করিতে পারি না। এই কথা পাঠমাত্রেতেই এরূপ বুঝায় যে যেমত ঈশ্বর অনাদি, তদ্রূপ এ জগৎও অনাদি, কিন্তু সৃষ্ট বস্তুর অনাদিত্বগুণ থাকা কোন মতেই সম্ভবে না। উপরোক্ত ঐ অসম্ভব বাক্য আপনি কি অভিপ্রায়ে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা না জাননেতে নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছি, কেননা আমার স্থির বিশ্বাস আছে যে যে বস্তুর সৃষ্টি হওনেতে তাহার উৎপত্তি বিলক্ষণ রূপে প্রকাশিত আছে, তাহাকে আপনি কোন মতে অনাদি কহিবেন না।

আর ঐ পৃষ্ঠাতে এইরূপ লিখিত আছে যে "কিছুই না থাকিলে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না।" এস্থলে জিজ্ঞাসা এই যে সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের ক্ষমতার ও শক্তির কি পূর্ব্বাপেক্ষা এইক্ষণে কিছু লাঘবতা হইয়াছে? কোন প্রকারেই নহে। তিনি যেমন পূর্ব্বে ছিলেন, এইক্ষণেও তন্মত ও পরেও তদ্রূপ থাকিবেন, তাঁহার হ্রাসতা কোন কালেও নাই। যদ্যপিস্যাৎ তাঁহার এই প্রকার অবস্থা হয়, তবে কি তিনি বর্ত্তমান বস্তুকে নিজ আজ্ঞার দ্বারা অবর্ত্তমানহইতে বর্ত্তমানাবস্থায় আনয়ন করেন না? অবশ্য। কিন্তু যদিস্যাৎ উপদেশকের কথা সাব্যস্ত ও যথার্থ হয়, তবে ঐ কথানুসারে জগতের অনাদিত্ব বিষয় প্রমাণীকৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহা অতি অসম্ভব। কেননা তাহা পাঠ মাত্রেতেই এইরূপ বুঝায়, যে ঈশ্বর অবর্ত্তমানহইতে এ জগতের সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ বস্তুহইতে তাহা উৎপন্ন করিয়াছেন। ইহাদ্বারা কেবল ঈশ্বরসত্তা অস্বীকারিদিগের বিরুদ্ধ তর্কের কোন ২ দ্বার মুক্ত করা মাত্র হয়। পৌল কহেন, "ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইল।" দৃষ্টির ধারানুসারে নয়, কিন্তু তিনি কহেন, "কোন প্রত্যক্ষ বস্তুহইতে এই সকল দৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টি হইল না ইহা আমরা প্রত্যয়দ্বারা জ্ঞাত হইতেছি।" এই বিষয় বাহুল্যরূপে লিখনের কোনই প্রয়োজন নাই, কেননা উপরোক্ত প্রশ্নদ্বয়

মাত্র আমার অভিপ্রায়। অতএব হে সম্পাদক মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বিষয় কিঞ্চিৎ স্পষ্টরূপে লিখিয়া প্রকাশ করত এই পাঠকের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন, ইহা নিবেদন করিলাম। ইতি। [কস্যচিৎ পাঠকস্য।

[এই পত্রলেখক যাহা সত্য জ্ঞান করেন, তাহা আমরাও সত্য জ্ঞান করি, ইহা দেখাইবার নিমিত্তে ঐ কথা লিখিয়াছিলাম।

"যে সময়ে ঈশ্বর ছিলেন না এবং জগৎও ছিল না, এমন সময় কখন হয় নাই," এই যে বাক্য, তাহার অর্থ এই, "যে সময়ে জগৎ ছিল না, সেই সময়ে ঈশ্বরও ছিলেন না, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত।"

আর "কিছুই না থাকিলে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না," আমাদের এই বাক্যের অর্থ এই, "অকারণে কিছু হয় না, অতএব জগতের উৎপত্তি অকারণে হয় নাই; সুতরাং জগতের উৎপত্তির কারণ ঈশ্বর, যেহেতুক জগতের পূর্ব্বে কেবল তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি যদি পূর্ব্বে বর্ত্তমান না থাকিতেন, তবে জগতের উৎপত্তি কোন প্রকারে হইতে পারিত না।"]

আমি কিছু কাল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে।
অনৈক্যতা দেখিলাম তাহার ভিতরে॥
অনৈক্যতা দেখে মম হইল সংশয়।
সেই কারণ জিজ্ঞাসা করি মহাশয়॥

প্রেরিত পৌল ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ১১ অধ্যায়ের ২৭ পদে এই লেখেন যে মূসা ফিরৌন রাজার ক্রোধে ভীত না হইয়া প্রত্যয়দ্বারা মিসর দেশ পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু মহাশয়, মুসার স্বীয় লিপির মধ্যে স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে যে তিনি ফিরৌন রাজার ক্রোধেতে ভীত হইয়া মিসর দেশহইতে পলায়ন করিলেন, তাহা যাত্রাপুস্তকের ২; ১৫, লেখা আছে।

এইরূপ অনৈক্যতা বুঝিতে না পারি।
আমারে বুঝাইতে আপনে যাক্ষা করি॥
কহিছেন এক ছাত্র এক দীন হীন।
সত্যতার প্রেমকারী শ্রীরামপুর বাসিন॥

[উত্তর। মূসা দুই বার মিসরদেশ ত্যাগ করিল, প্রথম বার চল্লিশ বৎসর বয়সে, তৎকালে সে এক মিস্রীয় পুরুষকে বধ করাতে দণ্ডের ভয়ে পলাইয়া গেল। দ্বিতীয় বার আশী বৎসর বয়সে, তৎকালে সে

ইস্রায়েল লোকদের অগ্রগামী হইয়া "রাজার ক্রোধে ভীত না হইয়া প্রত্যয়দ্বারা মিসরদেশ পরিত্যাগ করিল।" সেই দ্বিতীয় বার বাহির হওনের পূর্ব্বে রাজা মহাক্রুদ্ধ হইয়াছিল (যাত্রা ১১; ৮) এবং মূসার মিসরদেশ ত্যাগ করাই রাজার ক্রোধের কারণ ছিল। মূসা তৎকালে নির্ভয় ছিল, ইহার প্রমাণ যাত্রাপুস্তকের ১৪ অধ্যায়ের ১৫ পদ।]

সম্পাদক মহাশয়,

সেপ্টেম্বর মাসের খ্রীষ্টীয়ান অবজর্ব্বর পত্রিকাতে জে এম্ ইতি স্বাক্ষরিত কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষস্থ খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর অবস্থা যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে সকলের নিকটে অত্যন্ত লজ্জাস্পদ ও মনোভঙ্গ এবং বহুপরিশ্রমকারি মিসনরিরা নিরাশ হইতে পারেন, ও তাহাতে অতিশয় গোলযোগ হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্যাপনের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাতও জন্মিতে পারে, ইহা বুঝিয়া তৎপ্রতিকারার্থে পশ্চাতে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, আপনি আপনকার উপদেশক পত্রিকাতে স্থানদানে বাধ্য করিবেন।

প্রথম লেখক লেখেন যে আমাদের মণ্ডলীগণের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই যে তাহা দুর্ব্বলতা ও ত্রুটিতে পরিপূর্ণ। উত্তর, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ১, এদেশীয় মণ্ডলী শিশুবৎ। ২, অনেক মিসনরি আপনাদের মণ্ডলীর বৃদ্ধির নিমিত্তে যাহাকে তাহাকে মণ্ডলীতে গ্রহণ করেন। ৩, কতক দলস্থ মিসনরিরা শিশুদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মের সংস্কার দিয়া তাহাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান করিয়া স্বীকার করেন। ৪, আদমের ভ্রষ্টভাব খ্রীষ্টীয়ানদিগের অন্তরে মরণ পর্য্যন্ত থাকে, ইহা ঐ লেখক মহাশয় স্বীকার না করিলেও ইব্রাহীম ও দায়ূদ ও পিতর ও তাবৎ আত্মমন দর্শনকারি সত্য খ্রীষ্টীয়ানেরা অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন। লেখকের দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের কি দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি নাই?

তিনি আরও লেখেন যে এদেশীয় মণ্ডলীগণের মধ্যে লোভ ও অশুচিতা ও মিথ্যা ও অকৃতজ্ঞতা ও প্রবঞ্চনা ইত্যাদি ভারতবর্ষের স্বাভাবিক পাপ পুনঃ২ দৃষ্ট হইতেছে। এই কথাতে পাঠকদের হঠাৎ বোধ হইতে পারে যে ঐ সকল পাপ বুঝি ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের কোন অঞ্চলে নাই; ইহা আমরা অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পারিতাম, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইংলণ্ড দেশীয় ইতিহাস

ও তথাহইতে আগত কএক পরিচিত লোকের প্রমুখাৎ এবং এতদ্দেশীয় প্রবাসি ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের চরিত্র স্বচক্ষুতে দর্শন করিয়া আমরা অবগত আছি যে বিলাতীয় লোকদেরও তদ্রূপ দোষ বাহুল্যরূপে আছে, ফলতঃ লোভেতে আকর্ষিত হইয়া অনেকে অনেক কৌশলে টাকা সংগ্রহ করিয়া কোন ব্যামোহের ছলে শীঘ্র স্বদেশে প্রস্থান করেন; এবং বিলাত দেশে ও এতদ্দেশে বিস্তর হৌস দেউলে ও যুদ্ধ হওনের কারণ কি লোভ নয়? এবং ঐ দেশে প্রবাসি ইংরাজদের মধ্যে প্রায় কেহ মিসনরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে না, তাহার কারণ কি লোভ নয়? আর প্রবঞ্চনার কথা কি কহিব? ইউরোপীয় অনেক খ্রীষ্টীয়ান ও কতক মিসনরি তো ধূর্ত্তের শিরোমণি, আর ব্যভিচার দোষও ইউরোপীয় লোকদের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহা জে এম্ জিজ্ঞাসা করিলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ পাইবেন।

আর এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয় লোকদের প্রেমাদি সদ্ভাব শীতল ও তাহাদের ঈশ্বরনিষ্ঠা সংশয়যুক্ত এবং তাহাদের মনে বৈপরীত্য বিস্তর আছে,ইত্যাদি নানা কথা লিখিয়া তাহাদের পরিত্রাণ হওন বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল কথা কাহারো২ পক্ষে লাগিতে পারে বটে, কিন্তু সকলের পক্ষে নয়, সুতরাং যাহাতে খ্রীষ্টীয়লোক মনোদুঃখ পায় ও ঘৃণাস্পদ হয় এবং এদেশে বহুবৎসরাবধি বিস্তর পরিশ্রমকারি মিসনরিরা মিথ্যাবাদিরূপে গণ্য হন, এমত অবিবেচনার কথা বিস্তর লেখা ভাল নয়। এদেশীয় কতক লোকের পক্ষে যেমন ঐ সকল কথা সত্য বলিতে হয়, তদ্রূপ ইউরোপীয় অনেক লোকের পক্ষে ঐ পূর্ব্বোক্ত কথা সত্য বটে, কেননা ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে নাস্তিকপ্রায় ও অন্যায়কারী ও প্রেমাদি সদ্ভাবশূন্য অনেক লোক দৃষ্ট হইতেছে, ফলতঃ অনেকে দৃষ্টিতে পরম ধার্ম্মিক প্রায়, কিন্তু গুপ্তরূপে ছদ্মবেশ পূর্ব্বক নৃত্যালয়ে ও পূজার সময়ে বাবুদিগের বাটীতে গমন ও প্রচুররূপে মদ্যপান করিয়া থাকেন। "অনেকে আহূত কিন্তু অল্প মনোনীত" শাস্ত্রোক্ত এই বচন সর্ব্ব দেশীয় লোকের পক্ষে সফল হইবে। এক সময়ে এক জন সম্ভ্রান্ত

মিসনরি বলিলেন, যে লণ্ডন নগরে এদেশের লোকাপেক্ষা দুষ্টতর লোক বিস্তর আছে। এ সকল কথা লিখিবার তাৎপর্য্য কিছু ইউরোপীয় লোকদিগের লজ্জাস্পদ করণার্থে নয়, তাহা লিখিলে তিনি বাস্তবিক লজ্জাস্পদ হইবেন; কিন্তু এতদ্দেশীয় কি ইউরোপীয় সর্ব্বদেশীয় লোকমধ্যে দুর্ব্বল ও কাল্পনিক ও প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান আছে, ইহা দর্শাইবার নিমিত্তে এ সকল লিখিলাম।

এদেশে খ্রীষ্টাশ্রিত লোকের সুস্বভাব যে কি মতে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা আমি প্রকাশ করিতে চাহি না, কেননা আমি এদেশীয় লোক। শ্রীযুক্ত জি পিয়ার্স সাহেব যিনি বিশ পঁচিশ বৎসর ব্যাপিয়া এদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে বাস ও পরিশ্রম করিতেছেন তিনি এদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের যথার্থ বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্যাপিতেছে কি না? ও সেই ধর্ম্মগুনে লোকের সুস্বভাব হইতেছে কি না? এতদ্বিষয়ে যদি জে এমের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির সংশয় জন্মিয়া থাকে, তবে উক্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহার ছেদন হইতে পারিবে।

হে এদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান নামে খ্যাত অথচ দুষ্কর্ম্মান্বিত লোক সকল, তোমরা কেন অনেকের নিন্দাস্পদ ও খ্রীষ্টধর্ম্মের কলঙ্কস্বরূপ হইতেছ? খ্রীষ্ট আমাদিগকে কুকর্ম্ম করিতে আহ্বান না করিয়া সৎকর্ম্ম করিতে ও স্বর্গেতে বাস করাইবার নিমিত্তে পবিত্র করণার্থে আহ্বান করিয়াছেন। দেখ, অরুণোদয়কাল উপস্থিত, অতএব দীপ্তির উপযুক্ত সজ্জা গ্রহণ করিয়া দিবসের বিহিত আচরণ কর, তাহাতে তোমাদের ত্রাণ ও ত্রাণকর্ত্তার গৌরব ও অন্যের আনন্দ হইবে।

হে ইউরোপীয় ও এদেশীয় উপদেশক ও খ্রীষ্টাশ্রিত লোক, তোমরা জে এম্ কথকের কথনে ভগ্নসাহস হইও না; তাঁহার কথা কিনানদেশ দর্শনকারি ভীরু চারের কথার ন্যায়। এদেশে ধর্ম্মসূর্য্য উদয় হইয়া প্রতিক্ষণে ঊর্দ্ধেতে উঠিতেছেন, আর শীঘ্র মস্তকোপরি তাঁহাকে দেখা যাইবে। আর প্রভু পরমেশ্বর কহিয়াছেন, বৃষ্টি ও হিমানী যেমন আকাশহইতে বর্ষিত হইলে পুনর্ব্বার সেখানে না গিয়া পৃথিবীকে আর্দ্র করিয়া অঙ্কুরিত ও ফলবান করে, এবং বপনকর্ত্তাকে বীজ ও ভক্ষককে ভক্ষ্য দেয়, আমার

মুখনির্গত বাক্য অবশ্য তদ্রূপ হইবে, তাহা নিষ্ফল হইয়া আমার কাছে ফিরিবে না। অতএব তোমরা এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অবিশ্রামে প্রাতঃকালে বীজ বপন কর ও সন্ধ্যাকালে আপনাদের হস্তকে নিরস্ত করিও না, কেননা কোন্‌টা সফল হইবে, তাহা তোমরা জান না। ইতি।

[লা, চা, না,

সততা ও চাতুরী।

যে সব মানবগণ থাকয়ে কৌশলে।
কৌশলি লোকের সনে সুপথেতে চলে॥
তাহারা সকল কাল থাকে মনঃসুখে।
তাদের গৌরব ব্যক্ত হয় অন্যমুখে॥
তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবারে।
সতত প্রার্থনা করে ঈশ্বর গোচরে॥
তিনি সদা সুখ দেন তাহাদের মনে।
তাহারা যথার্থ লোক ইত্যাদি কারণে॥
যাহারা করয়ে এই রীতি বিপরীত।
তাদের কোন কর্ম্ম নহে তাঁর মনোনীত॥
যাহারা তাদের তুল্য দুষ্টাচার করে।
তাহাদের প্রতি প্রেম করয়ে অন্তরে॥
হিংসা করে সেই জনে যার ভাল দেখে।
সর্ব্বদা কুচেষ্টা করে অন্যকার সুখে॥
আবার আপন দুঃখ ঈশ্বরে জানায়।
করিয়া আপন মনে এই অভিপ্রায়॥
বুঝি শুনিবেন তিনি তাদের প্রার্থনা।
কিন্তু শ্রুতি মূলে তার না হয় ধারনা॥
এই রূপ হয় সত আর প্রবঞ্চক।
তাহার উপমা এক শুন হে পাঠক॥
কুড়ালি লইয়া স্কন্ধে জনেক ছুতার।
সন্ধ্যাকালে নিজালয়ে যায় আপনার॥

ইতো মধ্যে অকস্মাৎ তার স্কন্ধ হতে।
পড়িল কুড়ালি এক বড় পুকুরেতে॥
ইথে সূত্রধর হইয়া অতি দুঃখান্বিত।
বুধদেবে স্তব করে পাইবারে হিত॥
আমি সূত্রধর সুত অত্যন্ত কাঙ্গাল।
আমাপ্রতি দয়া কর ও বুধ দয়াল॥
আমার কুড়ালি এই বৃহজ্জলাশয়ে।
পড়িয়া গভীর জলে গেছে তলাইয়ে॥
কুড়ালি আমার আর নাহিক সঙ্গতি।
ইহাতে আমার বড় হইবেক ক্ষতি॥
এবং এ কুড়ালি হয় আমার জীবন।
ইহার্ দ্বারা হয় মোর অন্ন উপার্জ্জন॥
অন্তরেতে দীনহীন করি এই আশ।
নষ্ট বস্তু দিতে দয়া করহ প্রকাশ॥
শুনিয়া তাহার স্তব দেব কৃপাবান।
সুবর্ণ কুড়ালি এক কৈল ভাসমান॥
তাহে সেই সূত্রধর করি অস্বীকার।
আপন বস্তুর যাঞ্চা কৈল পুনর্ব্বার॥
পুনঃ সেই দেব তার পরীক্ষা কারণ।
ভাসাইল রৌপ্যময় কুড়ালি তখন॥
তাহে সুত্রধর যদি হৈল অস্বীকৃত।
তবে লৌহময় অস্ত্র হইল ভাসিত॥
তৎকালেতে জিজ্ঞাসিত হইলে ছুতার।
আনন্দেতে তবে তাহা করি অঙ্গীকার॥
লইল আপনি তার নিজের কুড়ালী।
তাহাতে কহিল তবে বুধ কুতুহলী॥
তুমি অতি সতলোক এই সে কারণে।
স্বর্ণ রৌপ কুড়ালীও লও তৃপ্তমনে॥
তখন ছুতার পাইয়া ত্রিবিধ কুড়ালী।
মহানন্দে নিজালয়ে যাইতেছে চলি॥
হেন কালে পথিমধ্যে ঘটিল দৈবাৎ।

অন্য ছুতারের সঙ্গে হইল সাক্ষাৎ॥
সে জন জিজ্ঞাসে তবে উক্ত সূত্রধরে।
কোথাহতে সোনা-রূপা লয়ে যাও ঘরে॥
তাতে সে কহিল সব আপন বৃত্তান্ত।
শুনিয়া ছুতার হয়ে দুঃখেতে আক্রান্ত॥
তৎক্ষণাৎ তাহাহইতে হইয়া বিদায়।
তদ্রূপ পাইবে ভাবি আসিয়া তথায়॥
ফেলিল কুড়ালি তার তথাকার জলে।
করিল প্রার্থনা তাহা পাইবার ছলে॥
বুঝিয়া তখন বুধ তার অভিপ্রায়।
সোনার কুড়ালি জলে প্রথমে ভাসায়॥
জিজ্ঞাসিল তবে তারে ইহা কি তোমার।
প্রথমত করিলেক তাহা অস্বীকার॥
রূপার কুড়ালি এক ভাসাইয়া পরে।
পূর্ব্বমত বুধ পুনঃ জিজ্ঞাসিল তারে॥
তথাপি ছুতার তাহা করে অস্বীকার।
ভাসাইল সর্ব্বশেষে কুড়ালী লোহার॥
তখন আপন দ্রব্য করিয়া গ্রহণ।
স্বর্ণ রৌপ্য পাইবারে করি আকিঞ্চন॥
দাঁড়াইল কিছু কাল পাইবার আশে।
বড়ই লজ্জিত কিন্তু হইলেক শেষে॥
যখন দেবতা কহে উপদেশ ক্রমে।
বুঝিয়াছি তব মর্ম্ম নিশ্চয় প্রথমে॥
এইক্ষণে লোভ কর পাইতে সকল।
অতএব হৈল তব সকলই বিফল॥
যদ্যপি যথার্থ হয় তবে দেবগণ।
অবশ্য যথার্থ রূপে প্রতিফল দেন॥
কিন্তু ছল প্রবঞ্চনা যাহাতে প্রকাশে।
অবশ্য নৈরাশ হবে তার সেই আশে॥
অতএব লৈয়া তুমি কুড়ালি আপন।
আপন গৃহেতে কর এখনই গমন॥

তাহাতেই পরাঙ্মুখ হইয়া ছুতার।
লজ্জা পেয়ে চলি গেল ঘরে আপনার॥
অতএব প্রবঞ্চক যেমন চতুর।
চাতুরীর ফল লজ্জা পাইল প্রচুর॥
সেই জন্য বলি ওহে শুন সর্ব জন।
প্রবঞ্চনা ও চাতুরী ছাড় হে এখন॥
যদ্যপি ছাড়িতে নারো মন্দ হবে তবে।
ইহার্ পরে আপনারা সকলে জানিবে॥
চাতুরী কোন প্রকারে করা উচিত নয়।
করিলে ঈশ্বরের ফাঁদে দোষী হতে হয়॥
হেন কর্ম্ম ত্যাগ কর যত শীঘ্র পার।
আমি কহিলাম এই সর্ব্ব সারাৎসার॥
আর সৎমনে ঈশ্বরে কর হে ভাবনা।
তবে হইবে সকলে তাঁর প্রিয়জনা॥

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সাং শ্রীরামপুর।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

ইব্রী ৪; ৭। অদ্য তোমরা যদি তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে আপন ২ অন্তঃকরণ কঠিন করিও না।

প্রথম ভাগ। এই পরামর্শ কাহাকে দেওয়া যায়?

১। চেতনাপ্রাপ্ত পাপিদিগকে।

(১) তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের কথা শুনিতে, অর্থাৎ তাঁহার নিমন্ত্রণ ও তাঁহার আজ্ঞা গ্রাহ্য করিতে অসম্মত ছিল।

(২) কিন্তু সম্প্রতি তাহারা তাঁহার সেই নিমন্ত্রণ ও আজ্ঞা গ্রাহ্য করিতে সম্মত আছে, এবং আপনাদের সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে।

২। চেতনাপ্রাপ্ত চঞ্চল লোকদিগকে।

(১) তাহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মনের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত

ঈশ্বরের সেবা ত্যাগ করিয়াছিল ও তাঁহার বাক্য অবহেলা করিয়াছিল।

(২) সম্প্রতি তাহারা চেতনা পাইয়া পুনরায় ঈশ্বরের প্রতি ফিরিতে ইচ্ছুক আছে।

৩। সকল বিশ্বাসি লোকদিগকে।

তাহারা ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে ইচ্ছুক আছে।

দ্বিতীয় ভাগ। সেই পরামর্শের ভাব কি ?

১। তোমাদের মন সম্প্রতি কোমল আছে, ইহা ভাল চিহ্ন বটে।

(১) যেহেতুক কোমলমনা হওয়া তোমাদের উচিত। ঈশ্বরের সাক্ষাতে নম্র হওয়া ও তাঁহার অনুগামী হইতে ইচ্ছুক হওয়া ভাল কর্ম্ম বটে।

(২) ঈশ্বর অদ্যাপি তোমাদিগকে ত্যাগ করেন না, ও কঠিনীভূত হইতে দেন না, অতএব তিনি তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিতে ও তোমাদের মঙ্গল করিতে ইচ্ছুক আছেন, এমন বোধ হয়।

২। কেবল অদ্য নম্র হইলে হয় না, সর্ব্বদা কোমলমনা হইতে হয়।

(১) এক দিনের কিম্বা এক মাসের অশ্রুপাত ও মিষ্ট বাক্যদ্বারা ঈশ্বরকে তুষ্ট করা যায় না, যেহেতুক তিনি *যে কেবল তাহা চাহেন এমন নয়,* এবং তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করা তোমাদের অসাধ্য।

(২) এই বার কোমলান্তঃকরণ হইলে পরে যদি পুনরায় পাপের মধ্যে যাও, তবে তোমাদের মন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কঠিন হইবে। যে রোগি লোক কিঞ্চিৎ উপশম পাইলে পরে পুনরায় রোগগ্রস্ত হয়, তাহার সেই দ্বিতীয় রোগ প্রথম রোগ অপেক্ষা আরও মন্দ হয়।

৩। অতএব যাহাতে মনের কোমলতা থাকে, এমন চেষ্টা কর।

(১) অবিশ্বাস বিষয়ে সাবধান হও, যেহেতুক অবিশ্বাসদ্বারা পবিত্র আত্মা অসন্তুষ্ট হন, এবং ঈশ্বরের দয়ার বিষয়ে সন্দেহ জন্মে, এবং প্রার্থনার বাধা জন্মে, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা দুঃসহ্য বোধ হয়।

(২) আর পাপ বিষয়ে সাবধান হও, বিশেষতঃ যে পাপকে তোমরা ভালবাস সেই পাপহইতে পলায়ন কর এবং পাপ ছোট ইহা কোন মতে বলিও না। ছোট সর্প কি ভয়ানক নহে?

লূক ৭; ৪৭। ইহার অধিক পাপ ক্ষমা হইল, এই জন্যে অধিক প্রেম করিতেছে, কিন্তু যাহার অল্প পাপ ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রেম করিতেছে।

প্রথম ভাগ। খ্রীষ্টকে প্রেম করণের চিহ্ন কি?

১। প্রার্থনাদ্বারা বার ২ তাঁহার সহিত আলাপ করা।

২। প্রেমের সামান্য চিহ্ন। মনুষ্যের অন্তরস্থ আনন্দ ও ভয় ও ক্রোধ প্রভৃতি যেমন তাহার বাক্যাদিদ্বারা প্রকাশ পায়, তদ্রূপ খ্রীষ্টের প্রতি যে প্রেম তাহাও বাক্যাদিদ্বারা প্রকাশ পায়।

৩। নির্ভয়ে মনুষ্যদের সাক্ষাতে খ্রীষ্টের নাম স্বীকার করা।

৪। খ্রীষ্টের নিমিত্তে অর্থব্যয় ও শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করা।

৫। তাঁহার আজ্ঞা পালন করা।

দ্বিতীয় ভাগ। খ্রীষ্টকে প্রেম করণের মূল কি?

১। তিনি উত্তম শিক্ষক ছিলেন, এবং অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতেন, এবং অতি পবিত্র আছেন, এই জন্যে তাঁহার যে আদর করা, তাহা সেই প্রেমের মূল নহে।

২। কিন্তু তিনি পাপ ক্ষমাদ্বারা আমাদিগকে অতিশয় বাধিত করিয়াছেন, ইহা মনেতে দৃঢ় রূপে জ্ঞাত হওয়া সেই প্রেমের মূল। যে কেহ তাহা জ্ঞাত আছে, সে

(১) আপনাকে অতিশয় পাপিষ্ঠ ও পাপপ্রযুক্ত নরকের যোগ্যপাত্ররূপে জানিয়া নম্র আছে।

(২) এবং খ্রীষ্টের নিকটে পাপের মার্জ্জনা চাহে।

(৩) পরে সেই পাপের মার্জ্জনা পায়।

(৪) আর আমাদিগের পাপ ক্ষমা করণার্থে খ্রীষ্ট যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা পুনঃ ২ মনে বিবেচনা করে।

তৃতীয় ভাগ। খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম, এবং পাপের মার্জ্জনা, এই দুই-য়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে?

১। যে কেহ খ্রীষ্টকে প্রেম করে না, সে পাপের মার্জ্জনা পায় নাই, এই কারণ তাঁহাকে প্রেম করে না।

২। যে কেহ খ্রীষ্টকে অল্প প্রেম করে তাহার অল্প পাপ আছে, এমন নহে, কিন্তু খ্রীষ্টের নিকটে আমি বড় বাধিত নহি, তাহার এমন বোধ হইতেছে।

৩। খ্রীষ্টকে অধিক প্রেম করিতে যদি আমরা বাঞ্ছা করি, তবে (১) আমাদের পাপাবস্থা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয়, (২) এবং খ্রীষ্টের যে অতুল্য দয়াদ্বারা আমরা পুনঃপুনঃ পাপের মার্জ্জনা পাইয়া থাকি, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয়।

শেষভাগ। খ্রীষ্টকে প্রেম করা আমাদের আবশ্যক কেন?

১। সেই প্রেম বিশ্বাসের ও পরিত্রাণের প্রমাণ।

২। সেই প্রেম ধর্ম্মাচরণের মূল।

আমরা খ্রীষ্টকে প্রেম করি কি না, এবং তাঁহাকে অধিক কি অল্প প্রেম করি, এই বিষয়ে আপনাদের পরীক্ষা করা আমাদের অতি আবশ্যক।

শীলোহ্ জলাশয়ের বিবরণ।

যে স্থানে হিন্নোম তলভূমি ও যিহোশাফৎ তলভূমি মিলে, সেই স্থানে ওফল উপপর্ব্বতের মূলে আমরা শীলোহ্ নামক জলাশয় পাইলাম। তাহা চতুষ্কোণ এবং পাষাণময় সীমাতে বেষ্টিত। তাহার পূর্ব্বদিগে যে ঘাট আছে তাহা বোধ হয় শত ২ বৎসরাবধি আছে। জলের পরিমাণ কেবল এক হস্ত। জল পশ্চিমদিগস্থ যে সুড়ঙ্গহইতে ঐ পুষ্করিণীতে প্রবেশ করে, সেই সুড়ঙ্গ মনুষ্যনির্ম্মিত, এবং তাহা ভূমির নীচে গিরির অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত যায়। তাহা দিয়া জল শীলোহ্ গ্রামের নিকটস্থ উনুইহ্-ইতে ধীরে ২ আসিয়া উক্ত জলাশয়ে গমন করে।

সেই জলাশয় নিহিমিয়দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং তাহার যে ঘাট ও পাষাণময় প্রাচীর অদ্যাপি আছে, তাহা কি

জানি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সময়ে বর্ত্তমান ছিল। সেই স্থানে বসিয়া আমরা জন্মান্ধ লোকের দর্শনশক্তিপ্রাপ্তির বিবরণ মনে বিবেচনা করিলাম। প্রভু যিরূশালম নগরের কোন পথে তাহাকে দেখিয়া শীলোহ জলাশয়ে নামিয়া তথায় প্রক্ষালন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। সে আজ্ঞাবহ হইয়া প্রথমে সিয়োনদ্বার নামক দক্ষিণগামি দ্বার দিয়া নগরহইতে বাহির হইয়া বামে ফিরিয়া পাষাণময় ভূমি দিয়া জলাশয়ের নিকটে নামিল, পরে ঘাট দিয়া নামিয়া আপন হস্ত বিস্তার করণ পূর্ব্বক জলদ্বারা কর্দ্দমে লিপ্ত নিজ নেত্রকে প্রক্ষালন করিল। তাহাতে দর্শনশক্তি পাইয়া যিরূশালম নগরের ঐশ্বর্য্য প্রথম বার দেখিতে পাইল, এবং আপন চক্ষুর্দাতা ঈশ্বরের পুত্রকে অনুসন্ধান করিতে ফিরিয়া গেল।

জলাশয়হইতে প্রণালীদ্বারা নির্গত জল নীচস্থিত বাগান সকল সেচন করে। সেই বাগান যে স্থানে আছে, সেই স্থানে পূর্ব্বে যিরূশালমস্থ রাজগণের উদ্যান ছিল।

সজীব বলি।

রোম ১২; ১। তোমরা আপন২ শরীরকে সজীব ও পবিত্র ও গ্রাহ্য বলিরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ কর।

এই বচন বিষয়ে উপদেশ দিবার সময়ে উড়িষ্যা দেশীয় এক জন প্রচারক এইরূপ কথা কহিলেন। এই দেশে বিষ্ণুদেবের ভক্ত লোক যখন আপন ইষ্টদেবতাকে কোন বৃষাদি বলি দেয়, তখন তাহাকে বধ করা পাপ জ্ঞান করাতে তাহাকে জীবৎ রাখিয়া দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করে। প্রথমে তাহারা তাহার গাত্রে হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান পূর্ব্বক তাহাকে পবিত্র করে। পরে সিন্দুর ও তেলকালী ও চন্দনকাষ্ঠের গুঁড়াদ্বারা তাহার গাত্র চিহ্নিত করিয়া তাহাকে ইষ্টদেবতার নিকটে আনয়ন করে, এবং সেই স্থানে ধূপ জ্বালাইয়া ও নানা বস্তু নিবেদন করিয়া বলে, হে ভগবন্, আমরা এই বলি বধ না করিয়া জীবৎরূপে তোমাকে দিলাম। অদ্যাবধি এই বৃষ তোমারই হইবে, সে নিকটে থাকুক কিম্বা দূরে গমন করুক, গ্রামে বাস করুক কিম্বা বনে ভ্রমণ করুক, ইষ্ট-

পুষ্ট হউক কিম্বা ক্ষীণ হউক, সুস্থ হউক কিম্বা অসুস্থ হউক, জীবৎ থাকুক কিম্বা প্রাণত্যাগ করুক, সে তোমারই হইবে। তাহার শরীর ও প্রাণ উভয়ই তোমার। আমরা তাহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তোমার ইচ্ছানুসারে তাহার সহিত ব্যবহার কর; তাহার প্রাণ রক্ষা কর কিম্বা নষ্ট কর, তোমার যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই কর, সে তোমারই হইল। খ্রীষ্টীয়ান লোকের সেই মত নিজ শরীরকে জীবৎ বলিরূপে ঈশ্বরকে দেওয়া উচিত। আমাদের ইন্দ্রিয় ও প্রাণ ও মন ও আত্মাকে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করা উচিত। জীবন সময়ে ও মরণ সময়ে, ইহকালে ও পরকালে, স্বদেশে ও বিদেশে, বিশ্রামের সময়ে ও দেশভ্রমণের সময়ে, সুখে ও দুঃখে, স্বাস্থ্যে ও পীড়াতে ঈশ্বরের লোক হওয়া আমাদের উচিত। অতএব আইস আমরা আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে কহি, হে প্রভো, আমি তোমার লোক, তোমার যাহা ভাল বোধ হয় আমার প্রতি তাহাই কর। আমাকে স্বদেশে রাখ, কিম্বা বিদেশে প্রবাস করাও, সুখ দেও কিম্বা দুঃখ দেও, সুস্থ রাখ কিম্বা পীড়িত হইতে দেও, উচ্চপদে কিম্বা নীচপদে নিযুক্ত কর, আমার প্রাণ রক্ষা কর, কিম্বা আপনকার নিকটে গ্রহণ কর। তোমার যাহাই ভাল বোধ হয় তাহাই কর। তোমার ইচ্ছা আমারই হইল। আমি ষোলো আনা তোমার লোক হইয়াছি।

নানাবিধ।

যদি কেহ প্রতি দিন এক ২ স্বর্ণমুদ্রা নদীতে ফেলিয়া দেয়, তবে সকলে তাহাকে ক্ষিপ্ত বলিবে। কিন্তু সুবর্ণহইতে সময় অধিক বহুমূল্য বটে, তথাপি অনেকে প্রতি দিন দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত আলস্যে কিম্বা অনর্থক কথোপকথনে কাল কাটায় অর্থাৎ সময় ফেলিয়া দেয়।

উপদেশক।

নবেম্বর ১৮৪৮ (২৩) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৪০। ঈশ্বর জগতের স্বামী।

ঈশ্বর যাহা২ সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সকল তাঁহার, ইহা সুস্পষ্ট, এবং অনেক শাস্ত্রীয় বচন তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেয়।

"আকাশের ও পৃথিবীর স্বামী সর্ব্বোপরিস্থ প্রভু পরমেশ্বর।" আদি ১৪; ২২।

"আকাশমণ্ডল তোমার এবং পৃথিবীও তোমার, এই জগৎ ও তন্মধ্যস্থিত তাবৎ বস্তু তোমার স্থাপিত। তুমি উত্তর ও দক্ষিণদিগের সৃষ্টি করিয়াছ।" গীত ৮৯; ১১, ১২।

"আকাশের নীচে যে কিছু আছে, সে সকলই আমার।" আয়ুব ৪১; ১১।

"তাবৎ বনপশু ও সহস্র২ পর্ব্বতীয় পশু সকলই আমার। আমি পর্ব্বতীয় পক্ষিগণকে জানি, এবং মাঠের সমস্ত পশুও আমার। অতএব আমি ক্ষুধিত হইলে তোমাদিগকে কহিব না, কেননা পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ সকল বস্তুই আমার।" গীত ৫০; ১০-১১।

"পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তু এবং জগৎ ও তন্নিবাসি সকলেই পরমেশ্বরের।" গীত ২৪, ১।

"পৃথিবীর তাবৎ নীচস্থান তাঁহার হস্তগত, এবং পর্ব্বতের তাবৎ উচ্চস্থান তাঁহার অধিকার, এবং সমুদ্র তাঁহার, তিনি তাহার সৃষ্টি করিলেন, ও তাঁহার হস্ত শুষ্ক ভূমি নির্ম্মাণ করিল।" গীত ৯৫; ৫।

ঈশ্বর কেবল অজ্ঞান বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন এমত নহে, তিনি মনুষ্যদের ও স্বর্গীয় দূতগণেরও সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, অতএব তাহাদিগেতে ঈশ্বরের স্বামিত্ব আছে। আপনার সৃষ্ট তাবৎ বস্তুর ও তাবৎ মনুষ্যের সহিত আপন ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করা তাঁহার অধিকার আছে।

"আমি কি তোমাদের সহিত কুম্ভকারের সদৃশ ব্যবহার করিতে পারি না? কুম্ভকারের হস্তে যেমন মৃত্তিকা আছে, তদ্রূপ তোমরা আমার হস্তে আছ।" যির ১৮; ৬।

"এক মৃৎপিণ্ডহইতে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট দুই প্রকার পাত্র নির্মাণ করিতে কি কুম্ভকারের অধিকার নাই?" রোম ৯; ২১।

"আমরা মৃত্তিকাস্বরূপ, তুমি আমাদের নির্ম্মাণকর্ত্তা, আমরা সকলে তোমার হস্তকৃত বস্তু।" যিশ ৬৪; ৮। ২ তীম ২, ২০, ২১।

"তিনি স্বর্গের সৈন্যের ও পৃথিবী নিবাসিদের মধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করেন, ও তাঁহার হস্ত স্থগিত করিতে কেহ পারে না, ও তুমি কি কার্য্য করিতেছ? ইহা তাঁহাকে কেহ কহিতে পারে না।" দান ৪; ৩৫।

আর ঈশ্বরের স্বামিত্ব স্বীকার করা ও তাঁহার বশীভূত হওয়া স্বর্গদূত গণের ও মনুষ্যদের উচিত বটে। দুষ্ট লোক তাহা করে না "আমাদের ওষ্ঠ আমাদেরই আছে, আমাদের উপরে কর্ত্তা কে? এ কথা তাহারা কহে।" গীত ১২; ৪। কিন্তু ঈশ্বরের স্বামিত্ব অস্বীকার করা যে ভারি পাপ, ইহা সুস্পষ্ট।

"যে জন মৃন্ময় ঘটবৎ নির্ম্মিত হইয়া আপন সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত কলহ করে তাহার সন্তাপ হইবে। তুমি কি নির্ম্মাণ করিতেছ? এই কথা কি মৃত্তিকা কুম্ভকারকে কহিতে পারে? এবং তোমার হস্ত নাই, এই কথা কি কর্ম্ম কর্ম্মকর্ত্তাকে কহিতে পারে? এবং তুমি কি জন্মাইতেছ? এই কথা যে জন আপন পিতাকে কহে, এবং তুমি কি প্রসব করিতেছ? এই কথা যে জন আপন মাতাকে কহে, তাহার সন্তাপ হইবে।" যিশ ৪৫; ৯, ১০। ২৯; ১৬।

মনুষ্যদের মধ্যে যেমন কেহ আপন সন্তানদিগকে অন্য জনক দিতে পারে না, তদ্রূপ ঈশ্বর জগতের স্বামিত্ব অন্য কাহাকে দিতে পারেন না। যদি ঈশ্বর জগতের স্বামিত্ব অন্য কাহাকে দেন, তবে তিনি কি রূপে ঈশ্বর থাকিতে পারিবেন! এই কারণ দেবপূজা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অতি ঘৃণার্হ। যেমন কোন স্ত্রীর স্বামী আপন ভার্য্যার উপপতিকে ঘৃণা করে, তদ্রূপ ঈশ্বর মিথ্যাদেবগণকে ঘৃণা করেন। আমাদের ঈশ্বর স্বগৌরবরক্ষক ঈশ্বর।

৪১। ঈশ্বর জগতের রক্ষাকর্ত্তা।

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান এবং সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, অতএব তিনি যদি মনুষ্যের ন্যায় চঞ্চল ও আত্মাভিমানী হইতেন, তবে জগতে তাঁহার যে স্বামিত্ব আছে, তাহা আশঙ্কার কারণ হইত। কিন্তু তিনি বিশ্বসনীয় ও সম্পূর্ণরূপে পবিত্র আছেন, এই কারণ তাঁহার কর্তৃত্ব স্বয়ং ভয়ানক নহে, কেবল পাপিদের পক্ষে ভয়ানক হয়।

জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু এবং তাঁহার সম্পত্তিস্বরূপ, এই কারণ জগতের প্রতি তাঁহার মমতা আছে। এবং যে অভিপ্রায়ে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই অভিপ্রায় যাহাতে সিদ্ধ হয়, এমত চেষ্টা তিনি করেন। মনুষ্যদের মধ্যে প্রত্যেক জ্ঞানি লোক যেমন আপন সর্ব্বস্ব রক্ষা করে

ও তাহার উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে চেষ্টা করে, তদ্রূপ ঈশ্বরও জগতের রক্ষা করেন ও তাহার উপযুক্ত ফলোৎপত্তির চেষ্টা করেন।

(১) তিনি যে সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সকল বস্তু সর্ব্বদা স্মরণ করেন।

"প্রথমাবধি ঈশ্বর আপনার তাবৎ কর্ম্ম জ্ঞাত আছেন।" প্রেরিত ১৫; ১৮।

"তোমাদের মস্তকের কেশ সকলও গণিত আছে।" মথি ১০; ৩০।

"তিনি নক্ষত্রগণের সংখ্যা করিয়া তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকেন।" গীত ১৪৭; ৪।

(২) নির্জীবন বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর কিছুই লুপ্ত হইতে দেন, ইহার প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। নানা কারণে নানা বস্তুর আকারান্তর হয় বটে, কিন্তু কোন বস্তুর ধ্বংস হয় না। যে শুষ্ক কাষ্ঠ প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মের আকার গ্রহণ করে, সেই শুষ্ক কাষ্ঠ অপেক্ষা তাহার ভস্ম গুরুতর, যেহেতুক জ্বলিবার সময়ে তাপদ্বারা কাষ্ঠখণ্ডের ও বায়ুর যোগ হওয়াতে গুরুত্বের বৃদ্ধি হয়। সূর্য্যের তাপে জল বায়ুর আকার গ্রহণ করিয়া আকাশে উঠে, পরে কোন কারণে পুনর্ব্বার জলের আকার গ্রহণ করিয়া বৃষ্টির সময়ে পৃথিবীতে পড়ে।

(৩) বৃক্ষাদির এবং প্রাণি সকলের রক্ষা ঈশ্বরের কর্ম্ম। তিনি তাহাদের রক্ষার্থে বায়ু ও জল ও তাপ ও রৌদ্র যোগাইয়া দেন, কেবল তাহা নহে, কিন্তু মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণি সকলের প্রতিপালনার্থে তিনি তাহাদের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যও যোগাইয়া দেন।

"ইহারা উচিত কালে তোমার দত্ত খাদ্যের জন্যে তোমার অপেক্ষা করে। তাহাতে তুমি তাহাদিগকে যাহা দেও তাহা তাহারা সঞ্চয় করে; তুমি আপন হস্ত প্রসারণ করিলে তাহারা মঙ্গলে তৃপ্ত হয়। কিন্তু তুমি আপন মুখ আচ্ছাদন করিলে তাহারা ব্যাকুল হয়, এবং তাহাদের প্রাণ অপহরণ করিলে তাহারা মৃত হইয়া মৃত্তিকাতে পুনর্ব্বার মিশ্রিত হয়।" গীত ১০৪; ২৭-২৯।

ইহাতে অতি মনোযোগের যোগ্য বিষয় এই যে বিশেষ২ প্রকার প্রাণির বিশেষ২ প্রকার খাদ্যদ্রব্যে প্রয়োজন আছে, এবং পরমেশ্বর সকলের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য যোগাইয়া দেন, কেবল তহা নহে, কিন্তু যাহাতে প্রত্যেক প্রাণি আপনার উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করিতে পায় এমন চেষ্টাও তিনি করেন। কোন২ পশুকে আহার দেওনার্থে তিনি মনুষ্যের হস্তে সমর্পণ করেন, এবং যে২ প্রাণির ভার মনুষ্যকে দেন না, সেই সকল প্রাণির প্রতিপালন অন্য রূপে করেন। যে কীটের সন্তান যে বৃক্ষের পত্র ভোগ করে, সেই কীট সেই বৃক্ষের পত্রে আপন অণ্ড বসায়।

(৪) বৃক্ষাদি সকল ম্লান কিম্বা প্রাণিদ্বারা ভক্ষিত হইলে যেন নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্তে ঈশ্বর বৃক্ষের বীজসম্বন্ধীয় নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। সকল বৃক্ষের বীজ জন্মে, আর যে প্রকার বৃক্ষের যে বীজ জন্মে,

সেই বীজহইতে পুনরায় সেই প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। কোন২ বৃক্ষের বীজ ফলরূপ মাংসেতে বেষ্টিত হয়, অন্য২ বৃক্ষের বীজ অনাবৃত, এবং অন্য২ বৃক্ষের বীজ এমন সূক্ষ্ম যে কেবল যন্ত্রদ্বারা মনুষ্যের দৃশ্য হয়।

(৫) প্রাণিদের নানা জাতি রক্ষা করণার্থে ঈশ্বর প্রায় সকল প্রাণিকে স্ত্রী পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের সংসগ-দ্বারা তাহাদের সন্তান জন্মে।

(৬) ঈশ্বর যে বস্তু কিম্বা প্রাণী যে অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করেন, সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে সেই বস্তু কিম্বা প্রাণী আর থাকে না, অর্থাৎ কোন প্রকারে পুনরায় মৃত্তিকাতে লীন হয়। তাহা নানা প্রকারে হয়। নানা বৃক্ষ কেবল ভূমি উর্ব্বরা করণের নিমিত্তে সৃষ্ট হওয়াতে উপযুক্ত সময়ে ম্লান হইয়া পচিয়া যায়। অন্য২ বৃক্ষ প্রাণিগণের আহারার্থে সৃষ্ট হওয়াতে তাহাদের দ্বারা ভক্ষিত হয়। এবং তদ্রূপ অনেক প্রাণী অন্য প্রাণিদ্বারা কিম্বা মনুষ্যদ্বারা ভক্ষিত হওনের নিমিত্তে সৃষ্ট হয়। ঈশ্বর এক২ বস্তু যে অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তিনি জানেন, এবং তাঁহার ইচ্ছা সিদ্ধ হইলে সেই বস্তুর আকারান্তর হয়।

(৭) এই সকল কর্ম্মেতে ঈশ্বর প্রাণিদের সুখের চেষ্টা প্রকাশ করেন, মনুষ্যের এবং অন্য২ প্রাণিদের সুখার্থে তিনি পৃথিবীকে পুষ্পাদি অলঙ্কারে বিভূষিত করেন। এবং যে প্রাণি যে সুখের পাত্র হইতে পারে, সেই সুখ তাহাকে দেন। এবং গ্রাম্য পশুগণের সুখের ভার মনুষ্যকে দিয়াছেন।

"ক্ষেত্রেতে কানুড় পুষ্প কেমন বাড়িতেছে তাহা বিবেচনা কর; সে সকলে কোন শ্রম করে না, এবং সূতাও কাটে না, তথাপি আমি তোমা-দিগকে কহিতেছি, সুলেমান রাজা অতি ঐশ্বর্য্যবান হইলেও ইহার এক পুষ্পের ন্যায় বিভূষিত ছিল না।" মথি ৬; ২৮, ২৯।

(৮) সজ্ঞান প্রাণিদের রক্ষার্থে ঈশ্বর যে২ উপায় করিয়াছেন তাহা কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে বিবেচনা করিতে হয়।

স্বর্গদূতগণের রক্ষার্থে ঈশ্বর তাহাদিগকে অমরতা দিয়াছেন। এবং মনুষ্য যদি নিষ্পাপ থাকিত, তবে তাহার আত্মা যেমন অমর আছে, তদ্রূপ তাহার শরীরও অমর থাকিত। তাবৎ মনুষ্যের শরীর শেষ-দিনে পুনরায় সজীব হইয়া আপন২ আত্মার আবাস হইবে, ইহার বিবে-চনা অন্য স্থানে করা যাইবে।

সম্প্রতি মনুষ্য সকল পাপিষ্ঠ হওয়াতে মৃত্যুর অধীন আছে, ইহার সন্দেহ নাই। ঈশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যের মৃত্যুর সময় পূর্ব্বাবধি নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন মনুষ্যকে তাহা জানান না; এবং তাহার সেই মৃত্যুর সময় যাবৎ উপস্থিত না হয়, তাবৎ ঈশ্বর তাহার প্রাণ রক্ষা করেন। এবং এক২ মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক শক্তির রক্ষা ঈশ্বরদ্বারা হয়।

মনুষ্যের প্রাণাদির রক্ষার্থে তাহার আপনার চেষ্টা কর্ত্তব্য ইহার প্রমাণ সুস্পষ্ট। এক প্রমাণ এই যে অগ্নির সাহায্য বিনা তাহার উপযুক্ত

খাদ্যদ্রব্য প্রায় হয় না। অন্য প্রমাণ এই যে কৃষিকর্ম্ম বিনা মনুষ্য সকলের খাদ্যদ্রব্যের অকুলান হইত, যেহেতুক স্বয়ংজাত ভক্ষ্য ফলাদি এবং মৃগয়াতে লব্ধ পশুগণ ও মৎস্যগণদ্বারা অতি অল্প মনুষ্যের উপযুক্ত প্রতিপালন হয়।

মনুষ্যের আয়ু নিশ্চয় করণের যে নিয়ম ঈশ্বর স্থির করেন তাহা আমরা বিশেষরূপে জানিতে পারি না। কিন্তু মনুষ্যদের প্রাণরক্ষা ঈশ্বর-দ্বারা হয় ইহা সুস্পষ্ট। এবং তিনি মনুষ্যদের খাদ্যদ্রব্য যোগাইয়া দেন, ইহার প্রমাণ এই যে কখনো২ তাঁহার নিরূপণানুসারে আকাল ও দুর্ভিক্ষ্য হয়, সেই সময়ে ঈশ্বরের সাহায্য বিনা মনুষ্যের কৃষিকর্ম্ম নিষ্ফল থাকে ইহা প্রকাশ পায়।

(৯) নবজাত শিশুর আত্মা কোন্ সময়ে এবং কি রূপে বা সৃষ্ট হয়, এই বিষয়ে নানা লোকের নানা প্রকার বোধ হয়।

ঈশ্বর জন্মকালে এক২ শিশুর এক২ নূতন আত্মা সৃষ্টি করেন, অনেক লোক এমন বোধ করে। কিন্তু তাহা যদি বলি, তবে সেই নবসৃষ্ট আত্মার পাপস্বভাব কোথাহইতে আইসে? ঈশ্বর পাপস্বভাবের উৎপাদক নহেন।

আর কেহ২ বোধ করে যে আদমের সৃষ্টিকালে ঈশ্বর একেবারে সমস্ত মনুষ্যের সমস্ত আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে আদমের মনের মধ্যে ভাবিমনুষ্য সকলের মন গুপ্ত ছিল।

অন্য২ কোন ব্যক্তির এমন বোধ হয় যে ঈশ্বর মনুষ্যকে এই নিয়মে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহাতে জন্মকালে শরীরের সহিত শিশুর আত্মাও উৎপন্ন হয়। সেই আত্মা শরীরের অংশ আছে তাহা নহে, এবং আদমের মনের মধ্যে প্রথমাবধি গুপ্ত ছিল তাহাও নহে, কিন্তু নবজাত শিশুর জীবনপ্রাপ্তির সময়ে আত্মা প্রকাশ পাইবে, এই নিয়ম ঈশ্বর প্রথমাবধি স্থাপন করিয়াছিলেন ইহা কোন ২ লোকের বোধ হয়।

এই বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে কেবল একটি বচন পাওয়া যায়। ইব্রাহীম যখন মল্কীষেদককে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তখন "দশমাংশ গ্রহণকর্ত্তা লেবি আপনি ইব্রাহীমদ্বারা তাহাকে দশমাংশ প্রদান করিল ইহা বলা যাইতে পারে, কেননা যে সময়ে মল্কীষেদক তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিল, তৎকালে লেবি তাহার (অর্থাৎ ইব্রাহীমের) অন্তরে ছিল।" ইব্রীয় ৭; ৯, ১০।

(১০) ঈশ্বর যদি আপন সৃষ্ট বস্তুর রক্ষা আপনি না করিতেন, তবে তাহা এক নিমিষমাত্রও থাকিতে পারিত না, একেবারে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইত। ঈশ্বর যে বস্তুকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা ব্যতিরেকে অন্য কোন শক্তি সেই বস্তুর নাই; এবং তিনি আপনার দত্ত সেই শক্তি অনায়াসে পুনরায় লুপ্ত করিতে পারেন। অবর্ত্তমান জগৎকে সৃষ্টি করা, এবং সৃষ্ট জগৎকে পুনরায় লুপ্ত করা, এই দুই কর্ম্ম সমানরূপে ঈশ্বরের সুসাধ্য। তিনি জগৎকে যে অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হওনের নিমিত্তে তাহাকে রক্ষা করেন। যদি তিনি আপন সৃষ্ট জগৎকে

অমনি লুপ্ত করিতেন, তবে তাহার সৃষ্টি নিরর্থক বলিতে হইত, তাহাতে ঈশ্বরের অপমান করা যাইত, যেহেতুক সত্য ঈশ্বর হিন্দুদের দেবগণের ন্যায় লীলা করেন না।

৪২। ঈশ্বর জগতের অধিষ্ঠাতা।

ঈশ্বর আপন সৃষ্ট জগৎকে ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তু কেবল রক্ষা করেন, তাহা নহে; তিনি জগতের অধিষ্ঠাতা হওয়াতে তাহার উপরে কর্তৃত্ব করেন, অর্থাৎ তাহাদ্বারা আপনার অভিপ্রায় নিষ্পন্ন করেন।

(১) তিনি জগতের গতি চালাইবার নিমিত্তে প্রথমাবধি যে সকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তাহা অদ্যাপি রক্ষা করিতেছেন, কেননা সেই সকল নিয়ম অদ্যাপি উত্তম ও সর্ব্বসাধারণের হিতজনক আছে। সূর্য্য আপন গুরুত্বদ্বারা অদ্যাপি পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, এবং পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ অদ্যাপি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্রের গতিদ্বারা আকাশ অদ্যাপি ঘটিকাস্বরূপ হয় ও সমুদ্রে অদ্যাপি জুয়ার ও ভাটা হয়। এই২ রূপ যত নিয়ম আছে সেই সকল নিয়মানুসারে ঈশ্বর অদ্যাপি জগৎকে চালান. তাহা না করিলে মনুষ্যগণের ও পশুগণের অত্যন্ত ক্লেশ হইত। সূর্য্য যদি নিস্তেজ হইত, কিম্বা জল যদি লঘু হইয়া ভার বহনে অক্ষম হইত, কিম্বা এক প্রকার বৃক্ষের বীজ হইতে যদি অন্য প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইত, তবে পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান নিতান্ত অনিশ্চিত হওয়াতে মনুষ্যের অতিশয় ক্লেশ জন্মিত। এবং ঈশ্বর মনুষ্যদের প্রতি দয়া করিয়া জলপ্লাবনের পরে ছয় ঋতু বিষয়ক নিয়ম রক্ষা করণের বিষয়ে ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন, যথা,

"মনুষ্যদের দোষে আমি পৃথিবীকে আর অভিশাপ দিব না; যদ্যপি বাল্যকালাবধি মনুষ্যের মনের কল্পনা দুষ্ট, তথাপি যেমত করিলাম, তেমত আর কখনো তাবৎ প্রাণিকে সংহার করিব না। যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকে তাবৎ বপনের ও ছেদনের সময়, এবং শীত ও গ্রীষ্ম, এবং গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল, এবং দিবা ও রাত্রি এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না।' আদি ৮; ২২।

কিন্তু ঈশ্বর যে সকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, সেই নিয়মের অন্যথা করা তাঁহার অনায়াসে সাধ্য হয়, এবং তিনি যে বস্তুকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা অনায়াসে পুনরায় লুপ্ত করিতে পারেন। অতএব সেই নিয়ম ও সেই শক্তিদ্বারা তিনি আপনি সমস্ত করান। সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন ঈশ্বরের কর্ম্ম, এবং বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি ঈশ্বরের কর্ম্ম। সকল বস্তু তাঁহার দাসস্বরূপ। গীত ১১৯; ৯১।

এই সকলের প্রমাণ এই যে নানা বস্তুর নানা শক্তির কারণ কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছামূলক, ইহা সুস্পষ্ট। লবণ তৃষ্ণাজনক এবং জল তৃষ্ণানিবারক কেন? কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রযুক্ত। গুরুত্বদ্বারা পৃথিবী ক্ষুদ্র বস্তু সকল দূর করে না, কিন্তু আকর্ষণ করে কেন? কেবল ঈশ্বরের

ইচ্ছাপ্রযুক্ত। সূর্য্য শীত জন্মায় না, কিন্তু তাপ জন্মায় কেন? কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রযুক্ত। আর এক বস্তু অপেক্ষা অন্য বস্তু লঘুতর, এই রূপে নানা বস্তুর মধ্যে গুণের অনেক বিশেষ আছে, ইহার কারণ কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা। যে বস্তুর যে গুণ তিনি প্রথমাবধি নিশ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার সেই গুণ অদ্যাপি আছে, ইহার অদ্বিতীয় কারণ এই যে ঈশ্বর চঞ্চল না হওয়াতে সেই বস্তুকে নূতন গুণ দিতে অনাবশ্যক বুঝিয়া অদ্যাপি তাহার সেই গুণ রক্ষা করেন।

(২) ঈশ্বর যদি আপনার নিরূপিত কোন নিয়মের অন্যথা করিতে চাহেন, তবে অনায়াসে তাহা করিতে পাবেন। এবং তিনি আপন মহিমা দেখাইবার নিমিত্তে ও আপন প্রেরিত ধর্ম্মশিক্ষকের পক্ষে প্রমাণ দিবার নিমিত্তে বার২ তাহা করিয়াছেন, ইহা আমরা ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা জানিতে পারি। তিনি ইস্রায়েল লোকদের মঙ্গলার্থে মিসরদেশে ও সূফ সাগরে ও কিনান্ দেশে অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে যিহোশূয়ের সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্র আকাশে স্থির হইয়া রহিল। এবং দানিয়েলের তিন বন্ধু অগ্নির মধ্যে পড়িলেও দগ্ধ হইল না। এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত লেখা অনাবশ্যক। সেই সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে জগৎ চালাইবার নিয়ম সকল ঈশ্বরের অধীন আছে। তিনি আপন ইচ্ছানুসারে তাহা রক্ষা করিতে ও লোপ করিতে পারেন।

(৩) জগতের মধ্যে যে কিছু ঘটে তাহা ঈশ্বর জানেন, কেবল ঘটনের সময়ে জানেন তাহা নহে, কিন্তু ঘটনের পূর্ব্বে, বরং সৃষ্টির পূর্ব্বকালাবধি তাহা জানেন। এবং তিনি কোন ঘটনার প্রতি যে অমনোযোগী আছেন, তাহা নহে, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ঘটনাতেও মনোযোগ করেন। যে ঘটনা তাঁহার অজ্ঞাতসারে হয়, এমত কোন ঘটনা নাই। এবং যে ঘটনা তিনি বারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বারণ করিতে পারেন না, এমত কোন ঘটনা নাই। এবং তিনি যাহা ঘটিতে দেন, তাহা বিনা অন্য কিছুই ঘটে না। বরং যে কিছু ঘটে, তাহা তিনিই ঘটিতে দেন।

"দুই চটকপক্ষী কি এক পয়সাতে বিক্রীত হয় না? তথাচ তোমাদের পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে তাহাদের একটিও ভূমিতে পড়ে না। এবং তোমাদের মস্তকের কেশ সকলও গণিত আছে।" মথি ১০, ২৯, ৩০।

(৪) মনুষ্য যাহাকে দৈবঘটনা কহে, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছামূলক। যাহা ঘটিবে কিম্বা না ঘটিবে তাহা তিনি জানেন, কেননা তিনি সর্ব্বজ্ঞ। যে ঘটনাতে তিনি সম্মত নহেন, সেই ঘটনা নিবারণ করা তাঁহার অনায়াসে সাধ্য, যেহেতুক তিনি সর্ব্বশক্তিমান। তিনি যে কোন ঘটনাতে অমনোযোগী হন, তাহাও নহে, ইহার প্রমাণ। যে ঘটনা অতি ক্ষুদ্র মূলস্বরূপ, তাহা-হইতে অতি গুরুতর ঘটনারূপ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার উদাহরণ, যুদ্ধের সময়ে কোন সেনাদ্বারা নিক্ষিপ্ত যে বাণ কোন রাজার অন্তঃকরণ বিদ্ধ করে, তাহা যদি অর্দ্ধহস্ত বামে কিম্বা দক্ষিণে পড়িত, তবে তাহাদ্বারা

রাজার মৃত্যু হইত না। বাণ লক্ষ্যের এক হস্ত এদিগে কিম্বা ওদিগে পড়ে, ইহা কি ক্ষুদ্র ঘটনা নহে? এবং বাণদ্বারা রাজার মৃত্যু হয়, ইহা কি ভারি ঘটনা নহে? আর ঝড়ের সময়ে যে স্থানে বজ্রাঘাত হয়, সেই স্থানে যদি মনুষ্য থাকে, তবে তাহার মৃত্যু হয়, এবং তাহার মৃত্যু ভারি ঘটনা; কিন্তু সেই মনুষ্য যদি বজ্রাঘাতের এক নিমেষ পূর্ব্বে সেই স্থানহইতে এক হস্ত কিম্বা দুই হস্ত দূরে যায়, তবে তাহা ক্ষুদ্র ঘটনা হইলেও তাহার প্রাণরক্ষার উপায় হইতে পারে। আর বৃহৎ নৌকার তলে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র হইলে সেই নৌকা ডুবিয়া যায়। অতএব যে ঘটনা ক্ষুদ্র বোধ হয়, তাহা অতি ভারি ঘটনার কারণ হইতে পারে। সুতরাং ঈশ্বর যদি ভারি ঘটনাতে মনোযোগ করেন, তবে ক্ষুদ্র ঘটনাতেও মনোযোগ করেন, ইহার সন্দেহ নাই। আর ঘটনা শব্দ ভাল শব্দ নহে, যেহেতুক আমরা যাহাকে ঘটনা বলি, তাহা ঈশ্বরের জ্ঞান ও সাহায্য বিনা কখনো হয় না।

"গুলিবাঁট পাত্রে ফেলা যায় বটে, কিন্তু তাহার নিরূপণ করা কেবল পরমেশ্বরের কর্ম্ম।" হিত ১৬; ৩৩।

(৫) ঈশ্বর আপনি জগৎকে চালান, ইহার অতি স্পষ্ট প্রমাণ প্রার্থনার ফল। আমরা এই স্থানে প্রার্থনা বিষয়ক কথা বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিব না, কেবল অল্প কথা কহিব। ঈশ্বর মনুষ্যকে প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনা করিয়া আমরা যাহা চাহিব তাহা তিনি দিবেন, ইহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং তিনি যে আপনার প্রতিশ্রুত সেই বাক্য পালন করেন, ইহার প্রমাণ বিশ্বাসি লোক সকল প্রতি দিন পাইতেছে। প্রার্থনা করণের সময়ে আমরা শব্দদ্বারা কিম্বা শব্দবিনা যে মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করি, তাহা ক্ষুদ্র বিষয় বোধ হয়, যেহেতুক মনুষ্যের কথাহইতে কিম্বা মনোবাঞ্ছাহইতে ক্ষুদ্র কি হইতে পারে? এক২ মনুষ্যের মনে প্রতিদিন শত২ বাঞ্ছা জন্মে, এবং এক২ মনুষ্যের মুখহইতে প্রতিদিন শত২ বাক্য নির্গত হয়। অতএব ঈশ্বর যদি অতিক্ষুদ্র বিষয়ে মনোযোগ না করেন, তবে তিনি কি রূপে আমাদের প্রার্থনাতে মনোযোগ করিতে পারেন? কিন্তু তিনি প্রার্থনাতে মনোযোগ করিয়া থাকেন, ইহা সত্য বটে; সুতরাং অতি ক্ষুদ্র বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

(৬) যে কিছু ঘটে তাহাদ্বারা ঈশ্বর আপনার কোন অভিপ্রায় সাধন করেন। আমরা তাঁহার সেই অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে জানি না, এই নিমিত্তে তাঁহার সকল কর্ম্ম বুঝিতে পারি না, কিন্তু কোন ঘটনা নিরর্থক নহে, ইহা নিশ্চয়।

৪৩। ঈশ্বর জগতের শাসনকর্ত্তা।

স্বর্গদূতগণ ও মনুষ্যগণ জ্ঞানবিশিষ্ট আছে এবং সৃষ্টিসময়ে স্বতন্ত্র ছিল, অতএব ঈশ্বর অজ্ঞান বস্তুর সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন, সেই রূপ ব্যবহার স্বর্গদূতগণের ও মনুষ্যদের সহিত করেন না। তিনি তাহাদের

রক্ষাকর্ত্তা বটেন, এবং তাহারা অনাজ্ঞাবহ হইলেও তিনি জগতের অধিষ্ঠাতা থাকেন, কিন্তু তদ্ভিন্ন তিনি তাহাদের শাসনকর্ত্তাও আছেন। তিনি স্বর্গদূতগণকে কি রূপে শাসন করেন, তাহা আমরা সূক্ষ্মরূপে জানি না, এই নিমিত্তে বিশেষরূপে মনুষ্যদের কথা কহিব।

(১) ঈশ্বর ব্যবস্থাপক আছেন। তিনি মনুষ্যদের ও স্বর্গদূতগণের স্বামী, যেহেতুক তিনিই তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা। এবং তিনি তাহাদের স্বামী হওয়াতে তাহাদিগকে যে কোন আজ্ঞা দিতে ইচ্ছা করেন, সেই আজ্ঞা পালন করা তাহাদের উচিত। ভাল মন্দ কি ইহা নিশ্চয় করিতে অনেকে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সার এই, কেবল ঈশ্বর উত্তম, অতএব তাঁহার ইচ্ছা ও তাঁহার আজ্ঞা ভাল, এবং যে কিছু তাঁহার ইচ্ছার ও আজ্ঞার সহিত মিলে না, তাহাই মন্দ। মনুষ্যের কর্ত্তব্য আচরণ বিষয়ক ঈশ্বরের যে ইচ্ছা ও আজ্ঞা মনুষ্যের জ্ঞাত হয়, তাহাকে ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা বলা যায়।

ঈশ্বর মনুষ্যগণকে আপনার ইচ্ছা ও আজ্ঞা দুই প্রকারে জানান, প্রথম ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ ও বিচারশক্তিপ্রদানদ্বারা, দ্বিতীয় আপনার কোন বিশেষ আদেশদ্বারা, অর্থাৎ শাস্ত্রদিদ্বারা।

মনুষ্য যখন পাপ করে নাই, তৎকালেও ঈশ্বর আদমকে ও হবাকে একটি বিশেষ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, অর্থাৎ এদন উদ্যানের মধ্যস্থিত এক বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আদেশের নানা অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহারা যেন ঈশ্বরকে আপন স্বামী জানিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে, এবং যে আজ্ঞার অভিপ্রায় তাহাদের বোধগম্য নহে, তাঁহার এমত আজ্ঞাও মানিতে শিখে, এই তাঁহার প্রধান অভিপ্রায় ছিল, এমত বোধ হয়। আমাদের যাহা ভাল বোধ হয় কেবল তাহা করিলে আমরা যে ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করি ইহা প্রকাশ পায় না, কিন্তু যে ঈশ্বরীয় আজ্ঞার ফলাফল আমাদের বোধগম্য হয় না, সেই আজ্ঞা মানিলে আমরা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করি, এবং সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করি।

আদমের পাপে পতিত হওনের পরেও মনুষ্য ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ ও বিচারশক্তিদ্বারা ঈশ্বরীয় ব্যবস্থার অনেক কথা জানিতে পারে, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। যে লোকেরা অতি অসভ্য তাহারাও ধার্ম্মিক ও দুষ্ট লোকের মধ্যে বিশেষ নিশ্চয় করিতে পারে। তাহা ধর্ম্মপুস্তকেও লিখিত আছে, যথা,

"ব্যবস্থা না পাইয়া অন্যদেশীয় লোকেরা যদি স্বভাবতঃ ব্যবস্থানুযায়ি আচার করে, তবে ব্যবস্থা না পাইলেও তাহারা আপনাদের ব্যবস্থাস্বরূপ আপনারা হয়। তাহাদের মন সাক্ষিস্বরূপ হওয়াতে এবং তাহাদের নানা বিতর্ক পরস্পর দোষী কিম্বা নির্দ্দোষ করাতে তাহারা আপনারাই অন্তরস্থ লিখিত ব্যবস্থার গুণের প্রমাণ দিবে।" রোম ২; ১৪, ১৫।

ঈশ্বরীয় ব্যবস্থাবিষয়ক যে জ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ ও বিচারশক্তিদ্বারা

মনুষ্যের লভ্য হয় তাহা মনুষ্যের পাপস্বভাব প্রযুক্ত অসম্পূর্ণ আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ঈশ্বর যে ধর্ম্মপুস্তক দিয়াছেন, তন্মধ্যে আপন ব্যবস্থা স্পষ্ট ও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহাহইতে মনুষ্য উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

ঈশ্বর যে সকল আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা তাঁহার যোগ্য অর্থাৎ পবিত্র। সেই আজ্ঞা সকল পালন করিলে মনুষ্যের আচরণদ্বারা ঈশ্বরের গৌরব ও পবিত্রতা প্রকাশ পায়।

এবং সেই সকল আজ্ঞা মনুষ্যের হিতজনক, অর্থাৎ তাহা পালন করিলে মনুষ্য মঙ্গলপ্রাপ্ত হয়।

আর সেই সকল আজ্ঞা ন্যায্য, অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্টিকালে মনুষ্যকে যে শক্তি দিয়াছেন সেই শক্তিদ্বারা মনুষ্যের সুসাধ্য বটে। তাহা যে পাপি মনুষ্যের সুসাধ্য আছে ইহা আমরা বলি না, কিন্তু তাহা যে ন্যায্য ইহা বলি। কর্ত্তার নিকটে পুষ্প আনয়ন করা মদ্যপানে মত্ত মালির দুঃসাধ্য কর্ম্ম বটে, তথাপি যে কর্ত্তা তাহাকে পুষ্প আনিতে আজ্ঞা করেন, তিনি মালির অন্যায় করেন না। তদ্রূপ ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা পাপমদে মত্ত মনুষ্যের দুঃসাধ্য কর্ম্ম হইলেও সেই আজ্ঞা ন্যায্য থাকে।

(২) ঈশ্বর স্বর্গদূতগণের ও মনুষ্যদের সৃষ্টিসময়ে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার কোন বিশেষ উপকার বিনা তাহার আজ্ঞা পালন করিয়া আপনাদের উত্তম অবস্থা রক্ষা করিতে পারে, এমন শক্তি দিয়াছিলেন। এবং তাহাদিগকে স্ববশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যাহাতে আপন২ ইচ্ছানুসারে তাঁহার আজ্ঞা পালন করা ও লঙ্ঘন করা তাহাদের সাধ্য হয়, এমত অবস্থাতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এই সময়েও পাপি মনুষ্য স্ববশ আছে, যেহেতুক এখনও ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা কিম্বা লঙ্ঘন করা মনুষ্যের নিজের কর্ম্ম। কিন্তু পাপি মনুষ্য আর স্বতন্ত্র নহে, সে পরতন্ত্র হইয়াছে, অর্থাৎ শয়তানের দাস হইয়াছে, এই জন্যে ঈশ্বরীয় আত্মার বিশেষ উপকার বিনা মনুষ্য ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছা করে না। এবং পাপি মনুষ্য ও শয়তান ঈশ্বরের অধীন, যেহেতুক তাঁহার আজ্ঞা পালন করা তাহাদের উচিত, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তাহারা দণ্ডনীয় হয়, এবং সর্ব্বদা ঈশ্বরের হস্তগত হওয়াতে তিনি অতি অনায়াসে তাহাদিগকে দমন করিতে পারেন।

পাপি মনুষ্য স্ববশ হওয়াতে যাহা করে, তাহা আপন ইচ্ছানুসারে করে বটে; কিন্তু ঈশ্বরের সাহায্য বিনা তাহা করিতে পারে না, অর্থাৎ ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাহার কোন দুষ্ট কর্ম্ম নিবারণার্থে অনায়াসে তাহাকে বধ করিতে পারেন; এবং কোন দুষ্ট বাক্য নিবারণার্থে অনায়াসে তাহার বাক্‌শক্তি লোপ করিতে পারেন; এবং কোন দুষ্ট বিবেচনাদি মনের কর্ম্ম নিবারণার্থে তাহাকে ক্ষিপ্ত কিম্বা মুর্চ্ছাপন্ন কিম্বা

নিদ্রাগত করিতে পারেন। ঈশ্বর যদি তাহার দুষ্ট কর্ম্ম করণের সময়ে তাহার প্রাণ ও শক্তি রক্ষা না করেন, তবে দুষ্টতা প্রকাশ করা তাহার অসাধ্য হয়, এবং তাহার নির্দ্দোষতা কেবল আবশ্যকতার ফল হওয়াতে নিতান্ত অগ্রাহ্য হয়। অতএব ঈশ্বর দুষ্ট লোকের দুষ্টতা প্রকাশ করণ সময়ে তাহার প্রাণ ও শক্তি রক্ষা করেন, ইহা অকারণে হয় না।

দুষ্ট লোক যে২ কর্ম্ম করিবে তাহা ঈশ্বর প্রথমাবধি জানেন, কিন্তু সেই দুষ্ট কর্ম্মের দোষ ঈশ্বরেতে আরোপ করা অনুচিত, ইহার উদাহরণ। যে রাজভৃত্যগণ কোন চোরের ঠিকানা জানে তাহারা যদি গুপ্ত থাকিয়া চোরকে কোন গৃহমধ্যে যাইয়া চুরিকর্ম্ম করিতে দেয়, পরে তাহার দুষ্টতার সেই প্রমাণ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরে, তবে সেই চুরিকর্ম্মের দোষ রাজভৃত্যদিগেতে আরোপণীয় নহে, কেবল চোরেতে আরোপণীয়। তদ্রূপ ঈশ্বর দুষ্ট লোকের দুষ্টতা প্রকাশ করণার্থে ও তাহার দণ্ড দেওনার্থে তাহাকে যে মন্দ কর্ম্ম করিতে দেন, সেই মন্দ কর্ম্মের দোষ ঈশ্বরেতে আরোপণীয় নহে।

আর যে মন্দ কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরের কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, এমত মন্দ কর্ম্ম করিতে তিনি কাহাকে দেন না, কেবল যে মন্দ কর্ম্মদ্বারা তাঁহার কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, সেই মন্দ কর্ম্ম করিতে দেন। যে বিষদ্বারা মনুষ্যের মৃত্যু হইতে পারে, তাহা উপযুক্ত রূপে ব্যবহার করিলে জ্ঞানবান্ চিকিৎসক যেমন রোগ নিবারণ করে, তদ্রূপ দুষ্ট মনুষ্য যে পাপ করে, তাহাদ্বারাও পবিত্র ঈশ্বর আপন পবিত্র অভিপ্রায় নিষ্পন্ন করেন।

ঈশ্বর যদি মনুষ্যকে পাপ করিতে না দেন, তবে মনুষ্য ভাল কি মন্দ তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না, এবং তাহার আচরণ ভাল হইলেও সেই ভাল আচরণ সদ্ভাবের প্রমাণ না হইয়া কেবল পরতন্ত্রতার প্রমাণ হইয়া উঠে, এই জন্যে ঈশ্বর মনুষ্যকে পাপ করিতে দেন, এবং যে বুদ্ধি ও শক্তিদ্বারা ঐ দুষ্ট পাপ করে, তাহা হঠাৎ লোপ করেন না, কিন্তু রক্ষা করেন। এবং যাহাতে মনুষ্যের পাপদ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নিষ্ফল না হয়, এই জন্যে তিনি তাহাকে কোন্ পাপ করিতে দিবেন, কোন্ পাপ বা করিতে না দিবেন, তাহাও পূর্ব্বাবধি নিশ্চয় করিয়াছেন। এবং তাহা পূর্ব্বাবধি নিশ্চয় করাতে তিনি মনুষ্যের মন্দ কর্ম্ম আপন অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়া তাহাদ্বারা আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন। এই সকলের অতি স্পষ্ট উদাহরণ ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে দুই উদাহরণ উল্লেখ করি। প্রথম, যূষফের ভ্রাতৃগণ তাহার প্রতি দ্বেষ করিয়া তাহাকে বিক্রয় করিল, এবং তাহাদের সেই পাপকর্ম্মদ্বারা ঈশ্বর যূষফকে মিসরদেশে আনিলেন, পরে পতিফেরের স্ত্রীর দুষ্ট কাম ও পতিফেরের রাগ ও পানপাত্রবাহকের অকৃতজ্ঞতা, তিন মনুষ্যের এই তিন পাপদ্বারা যূষফকে উচ্চপদান্বিত করিলেন, শেষে তাহাদ্বারা তাহার পিতার ও ভ্রাতৃগণের এবং মিসরদেশীয় সকলের প্রাণ রক্ষা

করিলেন। আর তাহা করিতে প্রথমাবধি ঈশ্বরের মনস্থ ছিল, ইহার প্রমাণ যূষফের যে স্বপ্নদর্শন প্রযুক্ত তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার প্রতি দ্বেষ করিয়াছিল, সেই দুই স্বপ্নদর্শন। দ্বিতীয় উদাহরণ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু। ঈশ্বর তাহা যিহূদি লোকদের শত্রুতা ও যিহূদার লোভ ও হেরোদের অহঙ্কার ও পীলাতের দুষ্টতা, নানা পাপি মানুষ্যের এই সকল পাপকর্ম্মদ্বারা নিষ্পন্ন করিতে পূর্ব্বাবধি স্থির করিয়াছিলেন। এই রূপে ঈশ্বর দুষ্ট অশূরীয রাজার বিষয়ে কহিয়াছিলেন, যথা, "যে অশূর আমার ক্রোধরূপ দণ্ড ও যাহার হস্তের যষ্টি আমার কোপরূপ যষ্টি, তাহাকে আমি লুটিত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে কপটি লোকদের বিপরীতে পাঠাই, ও আপন ক্রোধপাত্রদের বিরুদ্ধে আজ্ঞা দি। কিন্তু ইহা তাহার অভিপ্রায় নয় ও তাহার মনোগত নয়।" যিশ ১০; ৭।

ইহাতে যদি কেহ বলে, ঈশ্বর যাহা পূর্ব্বাবধি জানিয়া আপন অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে নিশ্চয় করেন, তাহার কর্ত্তা কি তিনি হন না? এবং তাহার দোষ কি ঈশ্বরেতে আরোপণীয় নহে? উত্তর, না, তাহা নহে। আমার ভ্রাতার মৃত্যু হইবে, এবং তাহার মৃত্যুদ্বারা আমার লাভ জন্মিতে পারে, ইহা যে ব্যক্তি পূর্ব্বাবধি জানে, সে যে আপন ভ্রাতার ঘাতক, ইহা কেহ বলিতে পারে না। যদি বল, ভ্রাতার মৃত্যু নিবারণ করা আমার সাধ্য নহে, কিন্তু মনুষ্যের পাপ নিবারণ করা ঈশ্বরের অনায়াসে সাধ্য, তবে তাহার উত্তর। ঈশ্বর যদি মনুষ্যকে পাপ করিতে না দেন, তবে মনুষ্য ঈশ্বর হইয়া উঠে, অর্থাৎ যাহাই করে তাহাই ভাল, ইহা বলিতে হয়; নতুবা মনুষ্য স্বতন্ত্র ও স্ববশ না হওয়াতে কেবল ঈশ্বরের অস্ত্র কিম্বা যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠে, সুতরাং পশু কিম্বা অজ্ঞান বস্তু হইয়া উঠে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। অতএব ঈশ্বর যদি মনুষ্যকে পাপ করিতে না দেন, তবে মনুষ্যের সৃষ্টি নিরর্থক বলিতে হয়।

(৩) ঈশ্বর স্বর্গদূতগণের ও মনুষ্যদের বিচারকর্ত্তা ও প্রতিফলদাতা আছেন। ঈশ্বর যাহাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাকে সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে দেন বটে, কিন্তু সেই আজ্ঞালঙ্ঘন প্রযুক্ত সে ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইয়া উঠে, এবং দণ্ডনীয় হয়। এবং ঈশ্বর যে আজ্ঞালঙ্ঘনের যে দণ্ড নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহার সেই দণ্ড অপরাধি ব্যক্তিকে দেন।

ঈশ্বরীয় আজ্ঞালঙ্ঘন পাপ, এবং পাপ যে তাঁহার ঘৃণিত কর্ম্ম ও দণ্ডনীয় বটে, ইহার প্রমাণ সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হয়।

পাপী আপন পাপদ্বারা ঈশ্বরের স্বামিত্ব হেয়জ্ঞান করে কিম্বা অস্বীকার করে। যে বালক আপন পিতার কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সে ঐ আজ্ঞালঙ্ঘনদ্বারা পিতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং তাহার অধীনতা অস্বীকার করে। এবং পুত্রের সেই অবাধ্যতাদ্বারা যদ্যপি পিতার কোন ক্ষতি না জন্মে, তথাপি তাহাদ্বারা পুত্র পিতার অপমান করে, এবং তাহাকে দণ্ড দেওয়া পিতার উচিত ও উপযুক্ত কর্ম্ম। যে মনুষ্য ঈশ্বরের কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সে আপন স্বামী ঈশ্বরকে তুচ্ছজ্ঞান

করে ও তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করে, এই নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে অতি অপরাধী হয়। এবং মনুষ্যদের মধ্যে কোন স্বামী যেমন ভার্য্যার অবিশ্বস্ততাতে বিরক্ত হন, তদ্রূপ মনুষ্যের অবাধ্যতাতে ঈশ্বর বিরক্ত হন।

ঈশ্বর যদি পাপের দণ্ড না দেন, তবে তাঁহার অপমান হয়। যাহারা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া তাঁহার কি অসাধ্য হইবে? কিম্বা তিনি কি নিরর্থকরূপে সেই আদেশ প্রচার করেন? কিম্বা যে আদেশ প্রথমে ভাল জ্ঞান করেন, তাহা কি শেষে মন্দ জ্ঞান করিবেন? ঈশ্বর যদি পাপের দণ্ড না দেন, তবে তিনি অপবিত্র এবং দুর্ব্বল কিম্বা চঞ্চল, ইহা স্বীকার করিতে হয়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাহার দণ্ড যদি ঈশ্বর না দেন, তবে তিনি ঈশ্বরত্বপদের গৌরব রক্ষা করেন না, বরং জগতের শাসনকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাহার যেমন ইচ্ছা তাহাকে সেই মত আচরণ করিতে দেন, এবং পাপের ভয়ানকতা লোপ করণদ্বারা আপনি পাপের কর্ত্তা হন, ইহা বলিতে হয়। এই মনুষ্যলোকেতে যে রাজা দুষ্ট লোককে দমন করে না, তাহাকে সকলে মন্দ রাজা এবং রাজত্বপদের অযোগ্যপাত্র বলে।

যে কেহ পাপ করে সে দণ্ডের যোগ্যপাত্র হয় ইহা সকলে বিবেচনা করিলে জানিতে পারে, এবং তাহা ধর্ম্মপুস্তকের নানা স্থানে লিখিত আছে। আর যে কেহ ঈশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, সে সুখ পাইবে ইহাও স্পষ্ট এবং ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে। এই সকলের বিশেষ কথা অন্য স্থানে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করা যাইবে।

স্বর্গদূতগণের মধ্যে অনেকে প্রথমাবধি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছে; কিন্তু শয়তান ও তাহার দল প্রথমে অন্য সকল দূতের ন্যায় পবিত্র হইয়া পরে ঈশ্বরের অনাজ্ঞাবহ হওয়াতে তদবধি দারুণ শাস্তি ভোগ করিতেছে।

"ঈশ্বর পাপি দূতবর্গকে ক্ষমা না করিয়া নরকে নিক্ষেপ করিয়া অন্ধকাররূপ শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিয়া বিচারার্থে তাহাদিগকে রাখিলেন।" ২ পিতর ২; ৪।

সেই দুষ্ট দূতগণের বিশেষ কথা অন্য স্থানে বিশেষরূপে প্রকাশিত হইবে।

আর আদম ও হবা পাপে পতিত হওয়াতে তদবধি সকল মনুষ্য পাপিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত এই স্থানে লিখিব না। কেবল পাপের যে দণ্ড ঈশ্বর দেন, তদ্বিষয়ক কএক কথা লিখিব।

মনুষ্য যে কোন পাপ করে, তাহার এক দণ্ড মৃত্যু। যদি মনুষ্য পাপ না করিত, তবে তাহার মৃত্যু হইত না, কিন্তু পাপ করাতে সে মৃত্যুর অধীন হইয়াছে।

"এক মনুষ্যদ্বারা পাপ, ও পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবিষ্ট হইল,

আর তদবধি মনুষ্যমাত্রই পাপ করাতে সকলে মৃত্যুর অধীন হইল।" রোম ৫; ১২।

ঈশ্বর পাপি মনুষ্যকে মৃত্যুর পূর্ব্বেও দণ্ড দেন, তথাপি সম্পূর্ণ দণ্ড ইহকালে দেন না, কিন্তু পরকালে সম্পূর্ণ দণ্ড দিবেন।

পাপের যে দণ্ড ইহকালে দেওয়া যায়, তাহা দুই প্রকার। প্রথম বাহ্য দণ্ড, অর্থাৎ রোগাদিজন্য শারীরিক ক্লেশ এবং দরিদ্রতা এবং মনুষ্যদের অনৈক্য, এবং দুর্ভিক্ষ্য ও মহামারী ও যুদ্ধ। দ্বিতীয় আন্তরিক দণ্ড, অর্থাৎ ভয় ও নৈরাশ ও ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব ও পাপস্বভাবের বর্দ্ধন ও মনের কাঠিন্য। এই যে পাপের দণ্ড ইহকালে পাওয়া যায়, তাহার বিষয়ে কএক কথা কহা আবশ্যক।

১। কোন ২ দণ্ডদ্বারা অনেক লোক একেবারে দুঃখ পায়, ইহার উদাহরণ, দুর্ভিক্ষ্য ও মহামারী ও ভূমিকম্প ও যুদ্ধ এবং ধর্ম্মপুস্তকের ও ধর্ম্মশিক্ষকের অভাব ইত্যাদি। অন্য ২ দণ্ডদ্বারা কেবল এক জনের কিম্বা অল্প লোকের ক্লেশ হয়।

২। কোন ২ দণ্ড পাপের স্বাভাবিক ফল, ইহার উদাহরণ, মদ্যপানে আসক্ত এবং লম্পট লোক রোগগ্রস্ত হয়, এবং অপব্যয়ি লোক দরিদ্র হয়। অন্য কোন ২ দণ্ড ঈশ্বরের নিরূপণানুসারে মনুষ্য দেয়, ইহার উদাহরণ, চোর ধরা পড়িলে কারাবদ্ধ হন, এবং নরঘাতকের প্রাণদণ্ড করা যায়। অন্য ২ দণ্ড কেবল ঈশ্বরের নিরূপিত, ইহার উদাহরণ, কৃপণ লোকের ধন নষ্ট হওন ইত্যাদি।

৩। কোন ২ দণ্ডের দুই অভিপ্রায় আছে, প্রথম, দণ্ড দেওয়া, দ্বিতীয়, সেই দণ্ডজন্য ক্লেশদ্বারা পাপির মন পরিবর্ত্তন করা।

৪। ইহকালে লভ্য সকল দণ্ডের মধ্যে পাপস্বভাবের বর্দ্ধন ও মনের কাঠিন্য অতি ভয়ানক দণ্ড। ঈশ্বর যাহাকে উত্তরোত্তর পাপে বৃদ্ধি পাইতে ও নিজ মনকে কঠিন করিতে দেন, সে যদ্যপি ইহকালে বড় ক্লেশ না পায়, তথাপি উত্তরোত্তর অপরাধী এবং ক্রোধের পাত্র হইয়া উঠে।

মনুষ্য ইহকালে যে দণ্ড পায় তাহা তাহার পাপের সম্পূর্ণ দণ্ড নহে, যেহেতুক সম্পূর্ণ দণ্ড পরকালে পাওয়া যায়। পরকালে ভোগ্য সেই দণ্ডবিষয়ক কথাও সংক্ষেপে লিখিত হয়।

ঈশ্বর নরক কিম্বা জহন্নম্ নামে যে স্থান সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই যন্ত্রণা স্থানে পাপি লোককে ফেলিয়া দিবেন, এবং সেই স্থানহইতে তাহারা কখনো রক্ষা পাইতে পারিবে না। সেই স্থান কোথায় তাহা আমরা জানি না। কেহ ২ বলে সূর্য্যই নরক, অন্য কেহ ২ বলে নরক পৃথিবীর মধ্যস্থানে আছে, কিন্তু এই সকল মনুষ্যদের গল্পমাত্র।

নরকে যে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে তাহার নানা বিবরণ ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায়। কোন ২ স্থানে নরককে অন্ধকারময় স্থান এবং দন্তঘর্ষণের স্থান বলা যায়। এবং নরক যে অগ্নিতে প্রজ্বলিত গন্ধকাশয় কিম্বা অগ্নি-

কুণ্ড, এই কথা অনেক স্থানে লিখিত আছে। আর সেই অগ্নি কখনো নির্ব্বাণ হইবে না, ইহার প্রমাণও শাস্ত্রমধ্যে পাওয়া যায়।

সেই নরক শয়তানের ও তাহার দলস্থ দুষ্ট দূতগণের যন্ত্রণাস্থান আছে, এবং পাপি মনুষ্যদেরও যন্ত্রণাস্থান হইবে।

এই সকল বিষয়ে নিম্নলিখিত শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ দেয়।

"তোফৎ অর্থাৎ বহুকাষ্ঠময় অগ্নিচিতা পূর্ব্বকালাবধি নিরূপিত আছে, তাহা রাজাদ্বারা প্রস্তুত হয়, তিনি তাহা গভীর ও প্রশস্ত করিয়াছেন, এবং পরমেশ্বরের ফুৎকার তাহা গন্ধকের স্রোতের ন্যায় প্রজ্বলিত করিবে।" যিশ ৩০; ৩৩।

"সিয়োনস্থিত পাপিগণ ভীত হইবে, ও কপটি লোকেরা শঙ্কিত হইয়া কহিবে, আমাদের মধ্যে কে বিনাশক অগ্নি সহিতে পারে? ও আমাদের মধ্যে কে অনন্তকালস্থায়ি জ্বলন সহিতে পারে?" যিশ ৩৪; ১৪।

"তিনি ভূষি সকল অনির্ব্বাণ অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন।" মথি ৩; ১১।

"তোমরা ঐ অকর্ম্মণ্য দাসকে লইয়া যে স্থানে রোদন ও দন্তের ঘর্ষণ হয়, সেই বহির্ভূত অন্ধকারেতে ফেলিয়া দেও।" মথি ২৫; ৩০।

"অরে শাপগ্রস্ত মনুষ্য, শয়তানের ও তাহার দূতগণের জন্যে যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত আছে, তোমরা আমার নিকটহইতে সেই অগ্নিতে চলিয়া যাও।" মথি ২৫; ৪১।

"যে স্থানে কীট মরে না এবং অগ্নিও নির্ব্বাণ হয় না, এমন নরকাগ্নি।" যিশ ৬৬, ২৪। মার্ক ৯; ৪৪, ৪৬, ৪৮।

"পরে সেই ধনবান মরিল, এবং পরলোকে যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়া চেঁচাইয়া কহিল, হে পিতঃ ইব্রাহীম, আমার প্রতি দয়া করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার জিহ্বা শীতল করিতে ইলিয়াসরকে পাঠাইয়া দেও, এই অগ্নির শিখাতে আমি ব্যথিত আছি। তখন ইব্রাহীম বলিল, তোমাদের ও আমাদের স্থানের মধ্যে মহাবিচ্ছেদ স্থাপিত আছে, তন্নিমিত্তে এ স্থানের লোক ওস্থানে, কিম্বা ওস্থানের লোক এ স্থানে যাতায়াত করিতে পারে না।" লূক ১৬; ২৩, ২৪, ২৬।

"যাহারা ভীরু ও অবিশ্বাসী ও ঘৃণ্য কর্ম্মকারী ও নরহত্যাকারী ও বেশ্যাগামী ও দেবপূজক, তাহারা এবং তাবৎ মিথ্যাবাদী অগ্নি ও গন্ধকের প্রজ্বলিত হ্রদে অধিকার পাইবে; এই দ্বিতীয় মৃত্যু।" প্রকাশ ২১; ৮।

"সেই অগ্নিহ্রদে তাহারা অনন্তকাল দিবারাত্রি যন্ত্রণা ভোগ করিবে।" প্রকাশ ২০; ১০।

"পরে ইহারা অনন্ত শাস্তি, কিন্তু ধার্ম্মিকেরা অনন্ত পরমায়ু ভোগ করিতে যাইবে।" মথি ২৫; ৪৬।

সেই যন্ত্রণাস্থানে পাপিগণ যে অনন্তকালীয় দণ্ড পাইবে, তাহা নানা প্রকার।

প্রথম, পাপের স্বাভাবিক ফল, অর্থাৎ আত্যন্তিক মনোদুঃখ ও ভয় ও

নৈরাশ, যেহেতুক সেই স্থানে পাপি মনুষ্য আপন কৃত সমস্ত পাপ স্মরণ করিবে ও তাহার ঘৃণার্হতা বুঝিবে এবং আমার এই যন্ত্রণাভোগ আমার নিজ দোষে আমার প্রতি ঘটে, ইহা জানিবে।

দ্বিতীয়, পাপে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, যেহেতুক সেই স্থানে কেহ মন ফিরাইবে না, এবং পাপ ত্যাগ করিবে না, এবং ঈশ্বরের নিকটে দয়া পাইতে পারিবে না, কিন্তু সর্ব্বদা উত্তরোত্তর পাপ করিবে।

তৃতীয়, নরকনিবাসিদের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য ও জিঘাংসা, যেহেতুক সেই স্থানে কেহ কাহারও প্রতি দয়া কিম্বা প্রেম করিবে না।

চতুর্থ, পুনর্জীবিত শরীর ও ইন্দ্রিয়দ্বারা অতিশয় যন্ত্রণা পাইবে।

এই কএক প্রকার দণ্ড ব্যতিরেকে ঈশ্বর সেই স্থানে পাপিদিগকে অন্য২ অনেক প্রকার দণ্ড দিবেন, কিন্তু তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমাদিগকে জানান নাই। আর যে অধিক অপরাধ করিয়াছে, সে অধিক দণ্ড পাইবে বটে; কিন্তু যে অল্প পাপ করিয়াছে, সেও না কেবল পাইবে।

ঈশ্বর যেমন আজ্ঞালঙ্ঘনের প্রতিফল দেন, তদ্রূপ আজ্ঞাবহনেরও প্রতিফল দেন, অর্থাৎ আজ্ঞাবহ লোকদিগকে সুখরূপ পুরস্কার দেন।

যে সকল স্বর্গদূত প্রথমাবধি তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছে, তাহারা অদ্যাপি পরম সুখ ভোগ করিতেছে, এবং যে ধর্ম্মস্বভাবে এমত সুস্থির আছে যে তাহাদের পাপে পতিত হওনা নিতান্ত অসম্ভব।

মনুষ্যজাতি পাপে পতিত হওনাতে কোন মনুষ্য ঈশ্বরের গ্রাহ্য সৎকর্ম্ম করে না, এবং পুরস্কারের যোগ্যও হয় না। কোন চোর যদি এক শত টাকা চুরি করিয়া কোন দরিদ্র লোককে এক পয়সা দেয়, তবে তাহার সেই দয়ার কর্ম্ম যেমন অগ্রাহ্য হয়, তদ্রূপ পাপি মনুষ্যের ধর্ম্মকর্ম্ম অগ্রাহ্য হয়। কিম্বা কেহ আপন পিতাকে বধ করিয়া যদি তাহার শব সুন্দর পরিচ্ছদে বেষ্টন করে, তবে সে যেমন পিতার সেবা প্রযুক্ত প্রশংসনীয় হয় না, তদ্রূপ পাপি মনুষ্য কোন ধর্ম্মকর্ম্ম প্রযুক্ত প্রশংসনীয় হয় না। তথাপি ঈশ্বর নানা সময়ে দুষ্ট লোকের কোন ভাল কর্ম্মের সুখরূপ প্রতিফল ইহকালে দেন। তাহার উদাহরণ, যে জন পিতা মাতার সেবা করে, এবং যে জন পিতা মাতার অপমান করে, এমত দুই পাপি লোকের সমান গতি প্রায় হয় না। যে পিতামাতার সেবা করে, তাহাকে ঈশ্বর ঐহিক সুখের অধিক ভোগ করিতে দেন।

এবং ঈশ্বর দয়া করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসি লোকের ধর্ম্মকর্ম্ম গ্রাহ্য করেন, অর্থাৎ যে কেহ প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে, তাহার সেই বিশ্বাস ধর্ম্মকর্ম্মরূপে গ্রাহ্য করিয়া তাহাকে পরিত্রাণরূপ পুরস্কার দেন, এবং তাহার অন্য২ ধর্ম্মকর্ম্মের পুরস্কারও দেন, যেমত লিখিত আছে, "যে কেহ এই ক্ষুদ্র লোকদের মধ্যে কোন এক জনকে (খ্রীষ্টের) শিষ্য জ্ঞানে এক বাটী শীতল জল পান করিতে দেয়, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, সে কোন প্রকারে আপন ফলে বঞ্চিত হইবে না।" মথি ১০ : ৪২। এই সকল বিষয় অন্য স্থানে অধিক লিখিব।

ঈশ্বর এই জগতে পাপের সম্পূর্ণ ফল দেন না, তাহার কারণ আমরা সূক্ষ্মরূপে নিশ্চয় করিতে পারি না, কিন্তু তাহার মধ্যে যাহা বুঝিতে পারি তাহার সার নিম্নে লিখিব।

১। পাপি লোক যেন পাপ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ফিরে, এই জন্যে ঈশ্বর তাহার প্রতি সহিষ্ণুতা করেন, এবং যাহাতে সে চেতনা পায়, এই জন্যে তাহাকে কিঞ্চিৎ দণ্ড দেন; কিম্বা যাহাতে ঈশ্বরকে প্রেম করিতে শিখে, এই জন্যে তাহার মঙ্গল করেন।

২। পাপি লোক যদি পাপের সম্পূর্ণ দণ্ড একেবারে পাইত, তবে দণ্ডের ভয়ে পাপ করিত না, কিন্তু আন্তরিক দুষ্টতা ত্যাগ করিত না, তাহাতে তাহার স্বভাব প্রকাশ পাইতে না পারাতে সে ধার্ম্মিক কি দুষ্ট ইহা জানা যাইত না। দণ্ডের ভয়ে উদরম্ভরি কুক্কুরও আপন দুষ্টতা মনুষ্যের সাক্ষাতে প্রকাশ পাইতে দেয় না।

৩। পাপি লোক যদি পাপের সম্পূর্ণ দণ্ড একেবারে পাইত, তবে ধার্ম্মিক সকলে কেবল দণ্ড এড়াইবার এবং সুখ লাভ করিবার চেষ্টাতে ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হয়, এমত সন্দেহ হইতে পারিত। যে যাহার নিকটে ধন পাইবার আশা করে, সে যত্নপূর্ব্বক তাহার সেবা করে। অতএব ঈশ্বরের সেবা যাহারা করে, তাহারা যে কেবল লাভের আশাতে তাঁহার সেবা করে না, কিন্তু সরল ভাবে তাঁহাকে প্রেম করে, ইহা ঈশ্বর প্রকাশ করিতে বিহিত বুঝিয়াছেন।

৪। যাহার যে পরিমাণে পাপ, তাহার সেই পরিমাণে দুঃখ যদি ইহকালে হইত, তবে পরকালেও পাপের দণ্ড হইবে, ইহা দুষ্টদের মধ্যে এক জনও বিশ্বাস করিত না, বরং পরকাল নাই, ইহা সকলে বলিত।

৫। ঈশ্বর যদি কোন পাপের স্পষ্ট দণ্ড ইহকালে না দিতেন, তবে পাপের প্রতি তিনি কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না, ইহা বলিয়া দুষ্টেরা পাপ বিষয়ে আর কিছুই ভয় করিত না। এই কারণ ঈশ্বর পাপের দণ্ড কেবল পরকালে দেন না, কিন্তু ইহকালেও দেন।

৬। অন্য লোক অপেক্ষা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত লোক ইহকালে পাপজন্য অধিক দুঃখ ভোগ করে, তাহার কারণ এই যে পরকালে তাহারা পাপজন্য কোন প্রকার দুঃখ আর পাইবে না; এবং ইহকালে যে দুঃখ পায় তাহা পাপরোগের ঔষধস্বরূপ, অর্থাৎ তাহাদ্বারা তাহারা পাপকে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিতে শিক্ষিত হয়; এবং ধার্ম্মিকের পাপেও ঈশ্বর অসন্তুষ্ট আছেন, ইহা দুষ্ট সকলে জানিতে পারে; কেবল তাহা নহে, কিন্তু ধার্ম্মিক লোকদিগকে যদি পাপের দণ্ড দেওয়া যায়, তবে অধার্ম্মিকদিগকেও অবশ্য দণ্ড দেওয়া যাইবে, ইহার প্রমাণ সকল মনুষ্য পাইতে পারে।

"যদি ধার্ম্মিক লোকদের পরিত্রাণ হওয়া দুঃসাধ্য হয়, তবে অধার্ম্মিক ও পাপিষ্ঠ কোথায় শরণ লইবে?" ১ পিতর ৪; ১৮।

পদার্থবিদ্যা।

১ ভূমির গুণনিশ্চায়ক বিদ্যা।

মৃত্তিকা, বায়ু, জল।

২ বৃক্ষ বিদ্যা।

তৃণ, ওষধি, বৃক্ষ।

৩ পশ্বাদি বিষয়ক বিদ্যা।

জলচর জন্তু। ভূচর জন্তু।

জলউরোগামী, পক্ষী, জলস্থলচর। গ্রাম্যপশু, বন্যপশু, উরোগামী।

মনুষ্য।

ধর্ম্মপুস্তকানুসারে জীবৎ প্রাণিগণের রীতি।

মূসালিখিত পুস্তকের মধ্যে সপ্রাণ ও নিষ্প্রাণ বস্তু ও তৃণাদি সকল ও জীবজন্তু অবধি আত্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টির বিষয় ক্রমে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে তদনুসারে নিম্নে লিখিতেছি।

১ মৃত্তিকা। ২ বায়ু। ৩ জল।

মৃত্তিকাহইতে তৃণাদির উৎপত্তি তিন ভাগে ধারামত লেখা যায়।

১ তৃণ। যাহা পৃথিবীর উপরি ভাগে উত্তম হরিদ্বর্ণ বস্ত্র-স্বরূপ আচ্ছাদিত আছে।

২ ওষধি। সবীজ ওষধি সকল তৃণ অপেক্ষা উচ্চতর হয় এবং তাহাদের বীজ দেখা যায়। শাক সব্জী প্রভৃতি সকল প্রকার ওষধি বৎসর ২ জন্মে।

৩ বৃক্ষ। বড় ছোট নানা প্রকার বৃক্ষের ফল হয় ও তন্মধ্যে বীজ জন্মে। সেই ফল বা বীজ মনুষ্যদের অথবা পশুদিগের খাদ্য হয় কিম্বা নাও হয়। সেই সকল বীজ স্ব২ জাত্যনুসারে বৃক্ষ জন্মায়, অর্থাৎ যে জাতীয় বীজ সেই জাতীয় বৃক্ষ হয়।

জলজন্তু।

জলজন্তু অর্থাৎ যে জন্তু জলমধ্যে জন্মে বা থাকে কিম্বা আবশ্যক মতে তন্মধ্যে বাস করে, তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।

১। উরোগামী অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার উরোগামী জন্তুই চলিতে পারে, ফলতঃ তাহাদের মধ্যে কোন জাতির পা নাই, বা কোন

জাতির ক্ষুদ্র ২ পা আছে, তাহা দিয়া তাহারা না হাঁটিয়া বরং বুকে হাঁটে। এই শ্রেণির প্রত্যেক জাতির বিশেষ ২ নাম দেওয়া অতি কঠিন, অতএব এই প্রকার সকল প্রাণিকে জলচর উরোগামী বলা যায়। যথা বড়ুয়া ও গল্লাচিঙ্গড়ি ও কাঁকড়া প্রভৃতি।

২। জল স্থলগামী বৃহৎ মৎস্যাদি ও নানাজাতীয় উরোগামী জলচর, তাহাদিগকে ইব্রীয় ভাষায় তানীম্ বলে।

৩। পক্ষিগণ অর্থাৎ উড্ডীয়মান প্রাণিগণ যাহাদের বিষয় আদিপুস্তকের ১ অধ্যায়ের ২১ পদ অবধি ২৩ পদ পর্য্যন্ত লিখিত আছে। যথা "পৃথিবীর ঊর্দ্ধে আকাশমণ্ডলে উড়িতে পারে এমত পক্ষিগণ বাহুল্য রূপে উৎপন্ন হউক, এই আজ্ঞা করিয়া ঈশ্বর বৃহৎ মৎস্যাদি ও নানা জাতীয় উরোগামী জলচর প্রাণিবর্গ ও নানা জাতীয় পক্ষিগণের সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর এই সকলকে উত্তম দেখিয়া এই আশীর্ব্বাদ করিলেন। তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইয়া সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর। এবং পৃথিবীর উপরে পক্ষিগণ অনেক হউক।"

ভূচর জন্তু।

এই জন্তু চারি প্রকারে বিভক্ত হয়, তাহার বিষয় নীচে লিখিতেছি,

১ গ্রাম্যপশু। ২ বন্যপশু। ৩ ভূচর উরোগামী। ৪ মনুষ্য।

১। গ্রাম্য পশু অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বৃহৎ গৃহপাল্য পশুগণ।

২। বন্য পশু অর্থাৎ হিংস্র পশু, তাহারা তৃণাদি ভক্ষণ না করিয়া অন্য ২ প্রাণী ধরিয়া আহার করে।

৩। উরোগামী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ২ প্রাণিগণ যাহারা মৃত্তিকার উপরে বুকে হাঁটে, যথা সর্প ও কীট ও বৃশ্চিকাদি। তাহাদের মধ্যে কাহারও পা আছে কাহারও বা নাই।

৪। সর্ব্বশেষে মনুষ্য, ইহারা সর্ব্বপ্রধান ও রাজা। এই স্থানে এই সকলের বর্গ বিলি করি।

লেবীয় পুস্তকানুসারে এই শ্রেণীর বিষয় পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে। যথা "মথি ১১ অধ্যায়।"

১। ক্ষুর বিশিষ্ট ও দ্বিখণ্ড ক্ষুর বিশিষ্ট ও জাওরকাটা পশু।

২। ভূচর ও খেচর ও লিপ্তপাদ এবং মাংসাশী পক্ষিগণ।

৩। উরোগামী।

৪। মৎস্যগণ তন্মধ্যে কাহারও আঁইস থাকে, কাহারও নাও থাকে। ইহাদিগের এই ধারা সুলেমানের ধারার সহিত মিলে। যথা "রাজাবলী ৪; ৩৩।"

[যে দিনে মৎস্য সকল সৃষ্ট হইয়াছিল সেই দিনে খেচর পক্ষি সকলও সৃষ্ট হইল, ইহা সত্য বটে; কিন্তু পক্ষিগণ যে জলজন্তু কিম্বা জলনির্ম্মিত প্রাণী আছে, ইহা যদ্যপি অনেকে বলে, তথাপি তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতে পারে না।]

দক্ষিণ আফ্রিকা দেশে সুসমাচারের আগমন।

পূর্ব্বকালে ইউরপীয় লোক আফ্রিকা দেশের অধিকাংশ বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞানপ্রাপ্ত ছিল না, কেবল তাহার যে উত্তরসীমা ইউরপের আড়পারে স্থিত আছে, তাহা জ্ঞাত ছিল, যেহেতুক তাহা সুরিয়া ও গ্রীস ও ইতালি ও স্পেন এই সকল দেশের নিকটবর্ত্তি আছে। সেই উত্তরসীমার পূর্ব্বকোণে মিসরদেশ আছে, এবং তদবধি পশ্চিমদিগে গেলে প্রথমে জলহীন ও বালিতে পরিপূর্ণ দেশ দিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত যাত্রা করিতে হয়, পরে পুনরায় উর্ব্বরা ভূমিযুক্ত বার্ব্বারি ও মারক্কো নামক দেশ পাওয়া যায়। আফ্রিকার সেই উত্তর সীমাতে সম্প্রতি মুসলমান লোক বাস করে, কেবল আল্জীরিয়া নামক এক প্রদেশ ফ্রাসীস লোকদের হস্তগত আছে।

আফ্রিকার সেই উত্তরসীমা বিনা পূর্ব্বকালীয় লোকেরা তাহার অন্য কোন ভাগ জ্ঞাত ছিল না, তাহার কারণ এই যে তৎকালে কোম্পাস না হওয়াতে নাবিক লোক জলপথে আফ্রিকার পশ্চিম তীর দিয়া যাইতে ভীত হইল, এবং জলের অভাব ও বালির বাহুল্য ও গ্রীষ্মের আধিক্য প্রযুক্ত কেহ স্থলপথে দেশের মধ্যস্থানে যাইতে পারিল না। শেষে কোম্পাস বিষয়ক জ্ঞান ইউরপদেশীয়দের নিকটে উপস্থিত হইলে পর্ত্তুগীস লোকেরা ভারতবর্ষের পথ অনুসন্ধান করিতে২ আফ্রিকার পশ্চিম তীর দিয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করিতে লাগিলেন, এবং ১৪৮৪ শালে আফ্রিকার দক্ষিণ কোণে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহা কোণাকার দেখিয়া তাহার শুভাশার অন্তরীপ এই নাম রাখিলেন, যেহেতুক এই

কোন অতিক্রম করিলে আমরা ভারতবর্ষের পথ অনায়াসে পাইব, তাঁহারা এমত প্রত্যাশা করিলেন। পরে পর্ত্তুগীস লোকেরা সেই শুভাশার অন্তরীপ নামক দেশ হস্তগত করিলে তাহা প্রায় দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধীন থাকিল। পরে ওলন্দাজ লোকেরা তাহা জয় করিয়া অন্য দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত তাহার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিলেন। শেষে ১৮০৬ শালে অর্থাৎ ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সেই দেশ যুদ্ধদ্বারা ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়া তদবধি তাঁহাদের অধীন হইয়া আসিতেছে।

সেই দেশ অতি বিস্তারিত, অর্থাৎ পশ্চিমহইতে পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত ক্রোশ দীর্ঘ, এবং দক্ষিণদিগহইতে উত্তরসীমা পর্য্যন্ত প্রায় এক শত ক্রোশ প্রশস্ত। এই ভারতবর্ষ যেমন মনুষ্যেতে পরিপূর্ণ আছে, তদ্রূপ যদি সেই দেশও মনুষ্যেতে পরিপূর্ণ হইত, তবে বোধ হয় তাহার মধ্যে এক কোটি মনুষ্য বাস করিতে পারিত, কিন্তু সেই সমস্ত দেশে সর্ব্বশুদ্ধ কেবল দুই লক্ষ মনুষ্য থাকে, তাহাদের মধ্যে কতক সহস্র জন ইংরাজী ও ওলন্দাজ, অন্য সকলে কাফ্রী লোক, কিন্তু সেই কাফ্রী লোকদের মধ্যে নানা বংশ ও ভাষা বিশেষ আছে। যাহারা অন্যান্য বংশাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সভ্য, তাহাদের নাম হটনটট; তাহারা গ্রামেতে বাস করে ও কৃষিকর্ম্ম করে ও পশুপাল রাখে। বশ্‌মন (অর্থাৎ বনবাসী) নামক অন্য বংশ মৃগয়া ও মৎস্যধারণ ও চৌর্য্যদ্বারা প্রতিপালিত হয়। এই কলিকাতাহইতে সেই শুভাশার অন্তরীপ নামক দেশে গেলে সমুদ্রপথে দক্ষিণ পশ্চিমদিগে যাইতে হয়, এবং সেই যাত্রাতে প্রায় পৌনে দুই মাস লাগে। সেই দেশ পৃথিবীর দক্ষিণভাগে হওয়াতে বার্ষিক ঋতু বিপরীত হয়; অর্থাৎ যে সময়ে এই বঙ্গদেশে শীতকাল হয়, সেই সময়ে ঐ দেশে গ্রীষ্মকাল হয়, এবং যে সময়ে এই দেশে বর্ষাকালের আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ঐ দেশে শীতকাল হয়। এবং সূর্য্য সেই দেশে প্রায় সর্ব্বদা উত্তরদিগে দেখা যায়। সেই দেশের সর্ব্বত্র যদি জল পাওয়া যাইত, তবে তাহা অতি উর্ব্বরা হইত, কিন্তু অনেক স্থানে জল না হওয়াতে ভূমি কৃষিকর্ম্মের যোগ্য হয় না।

ঐ দেশীয় দেবপূজকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করণার্থে প্রথমে ১৭৩৬ শালে জর্ম্মানিদেশীয় জর্জ স্মিদ নামক এক সাহেব গমন করিয়া গনাদনদাল (অর্থাৎ অনুগ্রহের উপত্যকা) নামক স্থানে প্রায় সাত বৎসর পর্য্যন্ত হটনটট লোকদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দিলেন, তাহাতে তাহাদের মধ্যে কএক জন প্রভু যীশু খ্রীষ্টে-তে আশ্রয় লইল। পরে কোন কারণে তাঁহাকে নিজ জন্মস্থানে যাইতে হইল, এবং যদ্যপি তথাহইতে ফিরিয়া আসিতে তাঁহার বাঞ্ছা ছিল, তথাপি তাৎকালিক ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তারা হটনটট লোকদের ধর্ম্মজ্ঞানপ্রাপ্তি আশঙ্কার বিষয় জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দিলেন না। যে ধর্ম্মসমাজ ঐ স্মিদ সাহেবকে পাঠাইয়াছিল, সেই সমাজদ্বারা ১৭৯২ শালে অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পরে তিন জন নূতন প্রচারক প্রেরিত হইলে তাঁহারা তাঁহার নির্ম্মিত গৃহের কএকটি চিহ্ন ও তাঁহার রোপিত কএকটি ফলদায়ক বৃক্ষ ও তন্নিকটবর্ত্তি তাঁহার শ্রোতৃগণের নির্ম্মিত কএক গৃহের চিহ্ন দেখিলেন। এবং মগদালীনী নামক এক জন অতি বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইলে সে যৌবন-কালে স্মিদ সাহেবের নিকটে পাঠ করণ সময়ে যে ধর্ম্মপুস্তক পাইয়া তদবধি সর্ব্বদা পাঠ করিতেছিল, তাহা তাঁহাদিগকে দেখাইল।

১৭৯৯ শালে ডাক্তর বান্দরকেম্প সাহেব, ও কিথরর সাহেব, ও এডমণ্ড সাহেব, এই তিন জন ধর্ম্মপ্রচারক ইউরপহইতে ঐ দেশে উপস্থিত হইলেন। উক্ত এডমণ্ড সাহেব কোন কারণে সেই স্থানে বিস্তর দিন থাকিলেন না, কিন্তু তথাহইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত অতি বিশ্বস্তরূপে প্রভুর সেবা করিলেন, এবং তাঁহার বিধবা পত্নী ও পুত্র পুত্রীগণ অদ্যাপি কলিকাতায় বাস করিতেছেন। কিথরর সাহেবের বৃত্তান্ত আমরা অবিদিত হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারি না, কিন্তু বান্দরকেম্প সাহেবের বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে লিখিব।

বান্দরকেম্প সাহেব ১৭৪৮ শালে হলণ্ড দেশের রত্তরদাম নগরে জন্মিয়াছিলেন। পরে অধ্যয়নার্থে লেইদন নামক নগরের অতি প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে গিয়া কতক বৎসর পর্য্যন্ত নানা পরদে-

শীয় ভাষা ও পদার্থবিদ্যা সম্যগ্‌রূপে শিখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কিঞ্চিৎ চঞ্চল হওয়াতে তিনি হঠাৎ সেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অস্ত্রধারী হইয়া ষোলো বৎসরের শেষে কাপ্তানের পদ পাইলেন। সেই সময়ে তাঁহার স্বভাব ও আচরণ এমন দুষ্ট ছিল যে তাঁহার পিতা ভগ্নাশ হইয়া মরিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি বিবাহ করিয়া সেনার কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন, এবং চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নার্থে এডিনবর্গ নগরে দুই বৎসর পর্য্যন্ত বসতি করিলেন। পরে ডাক্তর এই উপাধি পাইয়া আপন জন্মদেশের মিদ্দলবর্গ নগরে চিকিৎসকের কর্ম্ম করিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রযুক্ত সর্ব্বদা রোগি লোকসমূহে বেষ্টিত হওয়াতে তিনি অধ্যয়নাদি কর্ম্মের নিমিত্তে কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইবার আশাতে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া ডর্ব নামক নগরে গমন করিলেন।

তৎকালেও তিনি প্রায় নাস্তিক ছিলেন, তথাপি তাঁহার বাহ্য আচরণ আর দুষ্ট ছিল না, বিশেষত তিনি রোগি লোকদিগের তত্ত্বাবধারণ অতি যত্নপূর্ব্বক করিতেন, এবং যাহাতে এক২ জনের রোগ উত্তমরূপে বুঝিয়া তাহার উপশম করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে এক২ সময়ে কেবল বারো জন পীড়িত লোকের তত্ত্বাবধারণ করিতে তাঁহার নিয়ম ছিল। এই রূপে তিনি অতি সুখে কালযাপন করিতেছেন, ইতিমধ্যে একই বিপদ্‌ঘটনাদ্বারা তাঁহার ঐহিক সুখ একেবারে নষ্ট হইল। ১৭৯১ শালের জুন মাসে তিনি সুখভোগার্থে নৌকা করিয়া ভার্য্যা ও কন্যার সহিত ডর্ব নগরের নিকটবর্ত্তি সমুদ্রগামি নদীতে বেড়াইতে গেলে হঠাৎ অতি ভয়ানক ঝঞ্ঝা উপস্থিত হইল, এবং ঘূর্ণবায়ুযুক্ত মেঘ নৌকার উপরেই ভাঙ্গিলে নৌকা এক নিমিষে ডুবিয়া গেল, তাহাতে বান্দরকেম্প সাহেবের ভার্য্যা ও কন্যা তৎক্ষণাৎ জলে মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং তিনি আপনি নৌকার ধার হস্তে অবলম্বন করিয়া মৃতকল্প হইলেন, যেহেতুক তীরস্থ লোকেরা ঝড়ের প্রবলতাপ্রযুক্ত তাঁহার উপকার করিতে অপারক ছিলেন। শেষে ঝড়দ্বারা আপন স্থানহইতে দূরীকৃত একটি জাহাজ তাঁহার নিবটে চালিত হইলে জাহাজীয়

কতক লোক উল্টান নৌকাবলম্বি মনুষ্যকে দেখিয়া তাঁহাকে জাহাজের মধ্যে টানিয়া মৃত্যুহইতে উদ্ধার করিলেন।

এই রূপ বিপদ্‌ঘটনাদ্বারা শোকসাগরে মগ্ন হইয়া তিনি ধর্ম্মবিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে তিনি অনেক বৎসরাবধি কোন ভজনালয়ে যান নাই, কিন্তু পররবিবারে ঈশ্বরের আরাধনা করণার্থে এক ভজনালয়ে গেলেন। ঐ দেশের মণ্ডলীর নিয়মানুসারে সেই দিনে সর্ব্বসাধারণের জন্যে প্রভুর ভোজন হইলে তিনি আপনাকে তাহার অযোগ্য পাত্র বুঝিয়াও অপমানের ভয়ে গৃহে যাইতে পারিলেন না। তাহাতে প্রভুর ভোজন যে প্রায়শ্চিত্তের ও প্রেমের চিহ্ন আছে, সেই প্রায়শ্চিত্তে ও প্রেমে মনোযোগ করিতে পবিত্র আত্মা তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিলে তিনি ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষিত হইয়া তদবধি খ্রীষ্টের অনুগ্রহদ্বরা ঈশ্বরের সেবা করিতে এবং পরিত্রাণার্থি লোকের উপযুক্ত সদাচরণ করিতে স্থির করিলেন। এই বিষয়ে বান্দরকেম্প সাহেব আপনি ইহা লিখিয়াছেন, যথা, "আমি যে ঈশ্বরের শত্রু ছিলাম, তিনি সত্য মিথ্যার বিষয়ে আমার সহিত সূক্ষ্মবিচার করিলেন না, কিন্তু একেবারে বীরের ন্যায় আমাকে আক্রমণ করিয়া আপন বহুবলদ্বারা ভূমিতে নিপাত করিলেন।"

অনন্তর বান্দরকেম্প সাহেব শোকসান্ত্বনা পাইবার নিমিত্তে আরবী প্রভৃতি ভাষার অধ্যয়ন ও রোমীয়দের প্রতি পত্রের এক টীকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে নবস্থাপিত লণ্ডন মিশনরি সোসাইটির বিবরণ ও তাহার স্থাপন সময়ে প্রচারিত উপদেশযুক্ত এক গ্রন্থ তাঁহার হস্তে আইলে তিনি দেবপূজকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতে ও তাহাদিগকে ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের নিকটে আনয়ন করিতে স্থির করিয়া লণ্ডন মহানগরে গেলেন, এবং উক্ত সোসাইটির কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নিকটে দেবপূজকদের মধ্যে যাইবার বিশেষতঃ আফ্রিকা দেশীয়দিগের নিকটে খ্রীষ্টের নাম প্রচার করিবার মনোবাঞ্ছা জানাইয়া তাঁহাদের দ্বারা ঐ শুভাশার অন্তরীপে প্রেরিত হইলেন।

উপদেশক।

ডিসেম্বর ১৮৪৮ (২৪) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৪৪। ঈশ্বর জগতের শাসনকর্ত্তা এতদ্বিষয়ক নানাবিধ কথা।

ঈশ্বরদ্বারা জগতের শাসন হয়, ইহার অর্থ ও প্রমাণ পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে, সম্প্রতি তদ্বিষয়ক অন্য কএকটি কথা লিখিব।

(১) জগতের শাসনদ্বারা ঈশ্বর সকল মনুষ্যদের নিকটে আপনার মহিমা ও দয়া প্রকাশ করেন। "যিনি আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই অমর ঈশ্বর পূর্ব্বকালে তাবদ্দেশীয় লোকদিগকে আপন ২ পথে চলিতে দিলেও তাহাদের হিতৈষী হইয়া আকাশহইতে জল বর্ষণদ্বারা নানা প্রকার শস্যোৎপত্তি করণ পূর্ব্বক ভক্ষ্যেতে ও আনন্দেতে তোমাদের অন্তঃকরণ তৃপ্ত করিয়া সে সকল বস্তু আপনার সাক্ষিস্বরূপ রাখিলেন।" প্রের ১৪; ১৫-১৭।

"তিনিই সকলকে জীবন ও প্রাণ ও তাবৎ সামগ্রী দেন, এবং আমরা তাঁহাদ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গমনাগমন ও প্রাণধারণ করিতেছি। প্রের ১৭, ২৫, ২৮। "অতএব তিনি যে কোন সামগ্রীর অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যদের হস্তদ্বারা সেবিত হন এমন নয়।"

(২) সুখ ও দুঃখ এই উভয় ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে হয়।

"দেখ, কেবল আমি আছি, আমা বিনা কোন ঈশ্বর নাই; আমি বধ করিতে পারি ও সজীব করিতে পারি; এবং ক্ষত করিতে পারি ও সুস্থ করিতে পারি, আমার হস্তহইতে উদ্ধার করিতে কেহ পারে না।" দ্বি ৩২; ৩৯।

"পরমেশ্বর মৃত্যু দেন ও জীবন দেন, এবং কবরে নামান ও উপরে উঠান। পরমেশ্বর দরিদ্র করেন ও ধনী করেন, এবং নত করেন ও উন্নত করেন।" ১ শিম ২; ৬, ৭।

"আমি দীপ্তি সৃজন করি ও অন্ধকার উৎপন্ন করি; আমি মঙ্গল ও বিপদ উৎপন্ন করি; আমি পরমেশ্বর এই তাবৎ কর্ম্ম করি।" যিশ ৪৫; ৭।

"পরমেশ্বর কহেন, শস্য পক্ক হওনের তিন মাস পূর্ব্বে আমি তোমাদের হইতে বৃষ্টি নিবারণ করিলাম, এবং এক নগরে বৃষ্টি ও অন্য নগরে অনাবৃষ্টি করিলাম; তাহাতে এক ক্ষেত্র বৃষ্টিতে সিক্ত ও অন্য ক্ষেত্রের তৃণ বৃষ্টির অভাবে শুষ্ক হইল, এবং দুই তিন নগরস্থ লোক জল পানার্থে অন্য এক নগরে গেল, কিন্তু কেহ তৃপ্ত হইল না।" আম ৪; ৭, ৮।

"পরমেশ্বর না ঘটাইলে কি নগরের মধ্যে অমঙ্গল ঘটিতে পারে?" আম ৩; ৬।

(৩) ঈশ্বরের অনেক কর্ম্ম আমাদের বোধের অগম্য।

"আহা! ঈশ্বরের জ্ঞান ও বুদ্ধিরূপ ধনের কেমন প্রাচুর্য্য! তাঁহার রাজশাসনের তত্ত্ব কেমন বোধের অগম্য! এবং তাঁহার পথ কেমন অনুপলক্ষ্য! পরমেশ্বরের মত কে জানিয়াছে? এবং তাঁহার মন্ত্রীই বা কে হইয়াছে? এবং তাঁহার উপকার বা কে করিয়াছে, যে তন্নিমিত্তে তাহার প্রত্যুপকার করিতে হয়? যেহেতুক বস্তুমাত্রই তাঁহাহইতে ও তাঁহাদ্বারা ও তাঁহার নিমিত্তে হইয়াছে; তাঁহার মহিমা সর্ব্বদা প্রকাশিত হউক। আমেন।" রোম ১১; ৩৩-৩৬।

(৪) জগতের শাসন কর্ম্মেতে ঈশ্বরের নানাবিধ গুণ প্রকাশ পায়। তাঁহার পবিত্রতা প্রকাশ পায়। "তাঁহার হস্তকৃত কর্ম্মে সত্যতা ও ধর্ম্ম আছে, এবং তাঁহার সমস্ত আজ্ঞা অটল ও সদাকাল স্থির এবং সত্যতা ও সরলতাতে স্থাপিত হয়।" গীত ১১১; ৭।

"হে দেশীয়দের রাজন্, তোমার পথ প্রকৃত ও যথার্থ।" প্রকাশ ১৪; ৩।

"পরমেশ্বর আপন তাবৎ পথে যাথার্থিক।" গীত ১৪৫; ১৭।

তাঁহার দয়া প্রকাশ পায়। "পরমেশ্বর কৃপাবান ও দয়াময় এবং ক্রোধে ধীর ও অনুগ্রহেতে মহান। তিনি সকলের মঙ্গলদাতা, এবং তাবৎ সৃষ্টের প্রতি তাঁহার দয়া আছে।" গীত ১৪৫; ৮, ৯।

"পরমেশ্বর যূনসকে কহিলেন, যে লতা এক রাত্রিতে উৎপন্ন ও এক রাত্রিতে উচ্ছিন্ন হইল ও যাহার নিমিত্তে তুমি কিছু শ্রম করিলা না, ও যাহার বৃদ্ধি করাইলা না, তাহার প্রতি তুমি যদি দয়া কর, তবে আপনাদের দক্ষিণ ও বাম হস্তের ভেদ করিতে অশক্ত এক লক্ষ বিংশতি সহস্রের অধিক শিশু ও অনেক পশুবিশিষ্ট মহানগর নিনিবীর উপরে আমি কি দয়া করিব না?" যূনস ৪; ১০, ১১।

(৫) এই রূপে ঈশ্বরের যে সকল গুণ প্রকাশ পায়, তাহার মধ্যে কোন২ গুণের সংক্ষেপ বিবেচনা পূর্ব্বে করা গিয়াছিল, সম্প্রতি ঈশ্বরের সুবিচারবিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে।

এই স্থানে আমরা যাহাকে ঈশ্বরের সুবিচার বলি তাহাকে ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানে ঈশ্বরের জ্ঞান বলা যায়, যেহেতুক যে সুবিচার করে সে জ্ঞানবান বটে। ঈশ্বরের সুবিচার দুই বিষয়ে প্রকাশ পায়। প্রথম, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মের অভিপ্রায় অতি উত্তম; দ্বিতীয়, তিনি যে সকল উপায়দ্বারা ঐ অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন, তাহাও অতি উত্তম। সেই উত্তমতা কেবল

নির্ম্মলতা বুঝায় তাহা নহে। ঈশ্বরের সকল কর্ম্ম ও পরামর্শ নির্ম্মল বটে, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় সকল অন্য কারণেও তাঁহার যোগ্য আছে, অর্থাৎ তিনি কখনো খেলা করেন না, এবং নির্ব্বোধ হন না, এবং অমনোযোগী হন না, সর্ব্বদা আপনার পরমশক্তি ও পরমজ্ঞান ও সদ্ভাব প্রকাশ করেন। এবং ঈশ্বর যে অভিপ্রায় যে উপায়দ্বারা সিদ্ধ করেন, সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থে সেই উপায় সর্ব্বাপেক্ষা সোজা ও সুগম পথস্বরূপ। ঈশ্বর যদি সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে সুবিচার না করেন, তবে তাঁহার ত্রুটি আছে ইহা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ঈশ্বরেতে কোন ত্রুটি নাই। এবং তিনি যদি এক বার ভ্রান্ত হন, তবে পুনঃ২ ভ্রান্ত হইতে পারেন, ইহাও স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু ঈশ্বর যদি ভ্রান্ত হন, তবে তিনি জগতের শাসন করণের যোগ্য পাত্র হইতে পারেন না।

ঈশ্বরীয় সুবিচারের অনেক প্রমাণ আকাশে ও পৃথিবীতে অনায়াসে দেখা যায়, এবং আমরা স্থূলবুদ্ধি হওয়াতে যদ্যপি সর্ব্ববিষয়ে ঈশ্বরের সুবিচার দেখিতে পারি না, তথাপি তিনি সর্ব্ববিষয়ে সুবিচার করেন, ইহার সন্দেহ নাই।

(৬) ঈশ্বরের সৃষ্ট এই জগতে মনুষ্যদের এবং অন্য প্রাণিগণের নানা প্রকার ক্লেশ হয়, তাহার প্রধান কারণ মনুষ্যের পাপস্বভাব। মনুষ্য যে অবধি পাপদ্বারা ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইয়াছে, তদবধি পৃথিবী শাপগ্রস্ত আছে, অর্থাৎ মনুষ্যের কারাগারস্বরূপ হইয়া নানা প্রকার ক্লেশের স্থান আছে। মনুষ্যভিন্ন অন্য প্রাণিগণের সুখদুঃখ ভোগ আমাদের বড় বোধগম্য নহে, কিন্তু হিংসুক জন্তু সকলের হিংসাভাব প্রথমাবধি ছিল, এমত বোধ হয় না, কেবল মনুষ্যের পাপ প্রযুক্ত পৃথিবীর ও তন্মধ্যস্থ সকলের প্রতি আপনার অসন্তোষ প্রকাশ করণার্থে ঈশ্বর হিংসুক জন্তুগণকে হিংসাভাব দিলেন, এবং হিংসুক প্রাণির কোন২ নূতন জাতি সৃষ্টি করিলেন, এবং রৌদ্রাদিদ্বারা এই মর্ত্ত্যজীবন ক্লেশের সময় করিলেন এমত বোধ হয়। তাহাতে মনুষ্য যেন ইহকালের ক্লেশদ্বারা পাপ ঘৃণা করিতে এবং পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষী হইতে শিক্ষা পায়, ঈশ্বরের এই অভিপ্রায় ছিল। রোম ৮; ১৯-২২ এবং যদ্যপি আমরা ঈশ্বরীয় অসন্তোষের অনেক প্রমাণ দেখি, তথাপি ঈশ্বরীয় দয়ার আরও অধিক প্রমাণ অতি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

(৭) যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, তাহারা পূর্ব্বোক্ত সকল কথাহইতে অনেক সান্ত্বনা পায়। যে ঈশ্বর আমাদের পিতা, তিনিই জগতের অধিষ্ঠাতা ও শাসনকর্ত্তা, সুতরাং তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকে আমাদের প্রতি কিছুই ঘটে না, এবং সকল ঘটনাদ্বারা তাঁহার স্নেহ প্রকাশ পায় ইহা নিশ্চয়, এমত বিবেচনাদ্বারা তাহারা আপন২ মনকে সুস্থির করিতে পারে। বিশেষতঃ নিম্নলিখিত শাস্ত্রীয় বচনদ্বারা তাহাদের সান্ত্বনা জন্মে,

"পূর্ব্বনিরূপণানুসারে আহূত হইয়া যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, তাবৎ ঘটনা মিলিয়া তাহাদের মঙ্গল জন্মায়, ইহা আমরা জানি।" রোম ৮, ২৮।

(৮) পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা, এই তিনের মধ্যে পিতা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে জগতের শাসনকর্ম্ম করিতেন, এমন বোধ হয়, যেহেতুক যীশু কহেন, যথা,

"আমার পিতা অদ্য পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া থাকেন।" যোহন ৫; ১৭।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণাবধি তিনি জগতের শাসন করিতেছেন, ইহা ধর্ম্মপুস্তকের অনেক বচনদ্বারা সপ্রমাণ হয়, তাহার মধ্যে কেবল দুই এক বচন উল্লেখ করি।

"স্বর্গের ও পৃথিবীর তাবৎ কর্ত্তৃত্বের ভার আমাতে অর্পিত আছে।" মথি ২৮; ১৮।

"যাবৎ খ্রীষ্ট সমুদয় শত্রুকে আপন পদতলে দলিত না করিবেন,ও শেষ-শত্রু যে মৃত্যু সে যাবৎ বিনষ্ট না হইবে,তাবৎ তাঁহাকে রাজত্ব করিতে হইবে, যেহেতুক ঈশ্বর সকলি তাঁহার পদতলে রাখিলেন।" ১ কর ১৫; ২৫-২৭।

"তিনি স্বর্গারোহণ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়াছেন, এবং দিব্য দূতগণ ও শাসকগণ ও পরাক্রমিবর্গ তাহার বশীভূত হইয়াছে।" ১ পি ৩, ২২। ইব্রীয় ১. ৩। কলস ১; ১৫-১৭।

(৯) বিশেষতঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট শেষদিনে সমস্ত মনুষ্যজাতির বিচার করিবেন, ইহা ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানে সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে, কিন্তু তাহার বৃত্তান্ত অন্য স্থানে প্রকাশ করা যাইবে।

ফিলিপীয়ের ৪ অধ্যায়ের ৬ পদের বিষয়ে কিঞ্চিৎ কথা।

(মঙ্গলোপাখ্যানোদ্ধৃত)

"অতএব কোন বিষয়ে ভাবিত না হইয়া তোমরা ধন্যবাদ করিয়া নিবেদন ও যাচ্ঞাদ্বারা ঈশ্বরের নিকটে আপনাদের প্রার্থনীয় জ্ঞাত কর।"

এই পদের দ্বারা আমরা এই শিক্ষা পাই যে আমরা প্রত্যেক কর্ম্ম প্রার্থনার দ্বারা আরম্ভ করি কেননা তাহা পরমেশ্বরের অভিমত। যথা ইহার প্রমাণ ১ থিষলনীকীয়ের ৫; ১৭, ১৮ পদে পাওয়া যায়। নিরন্তর প্রার্থনা কর, সকল বিষয়ে ধন্যবাদ কর, কেননা তোমাদের বিষয়ে খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা এই ঈশ্বরের অভিমত। যদি প্রার্থনার দ্বারা প্রত্যেক কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হয়, পরমেশ্বরের বাক্য এমত শিক্ষা করায়, তবে আমাদিগকে বিচার করিতে হয় যে সেই কোন্২ কর্ম্ম। তাহা দুই প্রকার কর্ম্ম হয়, যাহা প্রত্যেক মনুষ্যের আবশ্যক। একটা পারমার্থিক বিষয় এবং অন্য শারীরিক বিষয়। যখন আমরা পারমার্থিক বিষয়ে আপনাদের

জন্যে কিম্বা অন্যের নিমিত্তে মনোযোগী হই, আইস আমরা তখন বিশেষরূপে প্রার্থনার দ্বারা কর্ম্ম আরম্ভ করি, যেমন আমাদিগের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ হন। যথা তাহার প্রমাণ যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ের প্রথম পদহইতে শেষ পদপর্য্যন্ত, এবং লূক ৬; ১২, ১৩ পদে পাওয়া যায়, ইহা ব্যতিরেকে আর অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট হইবে। যদ্যপি আমাদিগের প্রভু আপনি প্রার্থনার দ্বারা কর্ম্ম করিতেন, তবে আমাদিগকে কত অধিক আবশ্যক হয়, অর্থাৎ আপনার কিম্বা অন্যের নিমিত্তে পারমার্থিক বিষয় কর্ম্ম করিতে গেলে প্রার্থনার দ্বারা কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বর যত্ন পূর্ব্বক আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ দিবেন। (দ্বিতীয়) শারীরিক বিষয়ে যে কর্ম্ম। ইহাতেও আমাদের প্রার্থনার দ্বারা কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হয়, যেমন ইহাতেও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদিগের দৃষ্টান্তস্বরূপ হন। যখন তিনি কোন শারীরিক বিষয়ে মনোযোগী হইতেন, তখন প্রার্থনার দ্বারা তাহা আরম্ভ করিতেন। ইহারও প্রমাণ মথিলিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ের ১৯ পদে এবং মার্কলিখিত সুসমাচারের ৬ অধ্যায়ের ৪১ পদে পাওয়া যায়। আর আমাদিগের যে কোন শারীরিক কর্ম্ম আছে, অর্থাৎ খাওয়া ও পান করা ও বাণিজ্যব্যাপার ও বিবাহ কিম্বা বন্ধুদের সহিত আলাপাদি যে সকল কর্ম্ম, আমরা যেন প্রার্থনার দ্বারা তাহা আরম্ভ করি। যদ্যপি কেহ আমার এই সকল কথার বিষয়ে আপত্তি করিতে চাহিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করে, স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সম্ভাষেও কি প্রার্থনা করিতে হয়? এই জিজ্ঞাসাতে আমি লজ্জিত না হইয়া এমত আপত্তিকারকদিগের প্রতি এই উত্তর করি, যে আমরা ঐ সকল কর্ম্মের নিমিত্তেও প্রার্থনা করিব, কেননা তাহা পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে পবিত্র। বিবাহসম্বন্ধীয় যে শয্যা তাহা নিষ্কলঙ্ক, যেমত ইব্রীয়ের ১৩; ৪ পদে পাওয়া যায়। আর পরমেশ্বর আপনি নারীকে নরের নিমিত্তে সৃষ্টি করিলেন আর নরকে নারীর জন্যে। তবে আইস পরমেশ্বর আমাদিগকে যে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, আমরা যেন প্রার্থনার দ্বারা তাহা ব্যবহার করি। আমরা হেনা আর এল্‌কানার স্বরূপ হই, কেননা তাহারা সংসর্গের অগ্রে পর-

মেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল, যেমন প্রথম শামুয়েলের ১ অধ্যায় ৯ পদ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, এবং পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ দিয়া এমন এক উত্তম পুত্রকে অর্থাৎ শামুয়েলকে তাহাদিগকে দিলেন।

যদ্যপি এই সকল বিষয় প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হইল যে আমাদিগকে প্রত্যেক কর্ম্ম প্রার্থনার দ্বারা আরম্ভ করিতে হয় তবে (প্রথম) আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, হে নৃত্যকারক মনুষ্যজাতি এবং হে নৃত্যকারিণী স্ত্রীজাতি, কিম্বা তোমাদের মধ্যে যাহারা নৃত্যের উদ্যোগ করায়। তোমরা কি ঐ সকল কর্ম্ম প্রার্থনার দ্বারা আরম্ভ করিতে পার? (দ্বিতীয়) পুনরায় আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, হে ব্যভিচারকেরা, তোমরা যখন পরস্ত্রীদিগের নিকটে বিবাহব্যতিরেকে গমন কর, আর পরস্ত্রীকে আপনাদের প্রতি ফিরাইতে অনেক প্রকার যত্ন কর, আর হে সতীত্বত্যাগি নারীগণ, তোমরা যখন আপন ২ স্বামির সহিত শত্রুতা করিয়া অন্য পুরুষের সহিত আপনাদিগকে যোগ কর, তখন কি এই সকল কর্ম্ম প্রার্থনার দ্বারা আরম্ভ করিতে পার? (তৃতীয়) পুনরায় আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, হে মদ্যপেরা এবং অন্য ২ সুরার বস্তুতে প্রেমকারকেরা, এই সকল বস্তুর আয়োজন করা কি প্রার্থনার দ্বারা তোমাদের সাধ্য হয়? (চতুর্থ) পুনরায় আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, হে শত্রুতাকারিগণ, তোমরা আপন শত্রুতাদ্বারা অনেককে নষ্ট করিয়াছ, এবং অনেককে নষ্ট করিতে বাঞ্ছা করিতেছ, তোমরা কি ঐ সকল কর্ম্ম প্রার্থনার দ্বারা আরম্ভ করিতে পার? (পঞ্চম) আরো আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যাহারা শাবত দিবসের লঙ্ঘনকারি এবং ঈশ্বর অপেক্ষা পৃথিবীর সুখাভিলাষকে অধিক প্রেমকারি, তোমরা কি এই সকল কর্ম্ম প্রার্থনার দ্বারা আরম্ভ করিতে পার? (ষষ্ঠ) আরো আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি হে সত্যতার শত্রু এবং মিথ্যার বন্ধুগণ, তোমরা কি আপন কর্ম্ম প্রার্থনার দ্বারা আরম্ভ করিবা? আমি নিশ্চয় জানি যে তোমরা সকলেই উত্তর দিবা যে না। তবে আমি তোমাদিগকে বিনয় করি, তোমরা আপনাদিগের মন্দ কর্ম্মহইতে পরামনন কর, কেননা সেই সকল পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে অপবিত্র, এবং তোমার যে দুষ্টতা তাহা তুমি আপনি জানিতেছ,

এই নিমিত্তে তুমি সেই সকল কর্ম্ম প্রার্থনার দ্বারা আরম্ভ করিতে পার না। আর দেখ এমত সকল কর্ম্মকারকদিগের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ হয়। এখন আমি তোমাদিগকে বিনয় পূর্ব্বক কহিতেছি যে তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম কর, কেননা যিনি তোমাদিগের নিমিত্তে আপনার প্রাণ দিয়াছেন। এখন তোমরা তাঁহার ইচ্ছানুসারে চল, তাহা হইলে তিনি তোমাদের তাবৎ কর্ম্ম প্রার্থনার দ্বারা আরম্ভ করাইবেন ইতি।

সুজাত।

কাফ্রি দাসের বৃত্তান্ত।

সমুদ্রের নিকটে আমার কতক বৎসর বাস করণ কালে এক জন জাহাজাধ্যক্ষ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, আমি এই গ্রামের মধ্যে স্ত্রী ও ছেল্যেদের জন্যে ঘর ভাড়া করিয়াছি; এবং তিন বৎসরাবধি আমার নিকটে নিযুক্ত আছে এমন এক কাফ্রি দাস আমার আছে। জাহাজাধ্যক্ষ আরও কহিলেন, "বালকটি উত্তম; এবং ডুবিত হইতে অত্যন্ত বাঞ্ছা করে, আপনকার মনে কোন বাধা না থাকিলে তাহাকে ডুবিত করিবেন, ইহা আপনকার নিকটে যাচ্ঞা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সার বিষয় কিছু জানে?

জাহাজাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, "হাঁ অবশ্য জানে। কেননা সে ভৃত্যবর্গের মধ্যে এই বিষয়ের অনেক কথোপকথন করে, তাহাতে তাহারা তাহাকে বিদ্রূপ করিলেও সে তাহা ধৈর্য্যপূর্ব্বক ভোগ করে।"

পুনরায় আমি কহিলাম, "সে দাসত্ব পদে কি ভাল আচরণ করে?"

তিনি কহিলেন, হাঁ তাহা করে; "জাহাজে কিম্বা বাটীতে তাহার তুল্য সৎ ও শিষ্ট দাস কেহ নাই।"

"সে কি চিরকাল এইরূপ ভাল আচরণ করিয়াছে?"

জাহাজাধ্যক্ষ কহিলেন, "না, সে প্রথমে অতি অবাধ্য ও প্রতারক ছিল, কিন্তু গত দুই বৎসরাবধি নূতন লোকের মত হইয়াছে।"

"ভাল মহাশয়, তাহার সঙ্গে আমার দেখা হইলে বড় আনন্দিত হইব, এবং তাহার বিশেষরূপে শিক্ষা ও পরীক্ষা হইলে পর সে ডুবিত হইবার উপযুক্ত কি না বলিতে পারিব। সে পড়িতে পারে কি না?"

তাহার প্রভু কহিলেন, "পারে, আমি আমার এক জন দাসীর মুখে শুনিয়াছি যে সে পাঠ করিতে শিখিবার জন্যে অনেক কাল অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া এইক্ষণে ধর্ম্মপুস্তকের যে কোন অধ্যায় হউক কিছু ভাল পড়িতে পারে। সে স্বদেশীয় অনেক লোক অপেক্ষা ইংরাজী ভাষা ভালরূপে কহিতে পারে। ফলতঃ তাহার অনেক কথা অশুদ্ধ হয়। তবে আমি তাহাকে কোন্ সময়ে আপনার নিকটে প্রেরণ করিব?"

"যদি মহাশয়ের ইচ্ছা হয়, তবে কল্য বৈকালে তাহাকে পাঠাইয়া দিবেন।"

"সে দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে আপনার নিকটে গেলে তাহার সঙ্গে কি হয় বলিতে পারিবেন।"

নিরূপিত সময়ে সেই কাফ্রি শিষ্য আমার নিকট উপস্থিত হইল, সে দেখিতে যুবা এবং মুখেতে বুদ্ধি ও সতর্কতা ও তুষ্টির প্রকাশ হয়।

তাহাকে বসিতে বলিয়া আমি কহিলাম, "তোমার প্রভু আমাকে বলিয়াছেন খ্রীষ্টীয়ানদের মতানুসারে ডুবিত হওনের বিষয়ে আমার সহিত তোমার কিছু কথোপকথন আছে।"

তাহাতে সে কহিল, "হাঁ মহাশয় খ্রীষ্টীয়ান হইতে আমার নিতান্ত বাঞ্ছা।"

"তোমার এমন ইচ্ছা কেন আছে?"

"আমি জানি, যে খ্রীষ্টীয়ানেরা মৃত্যুর পর স্বর্গারোহণ করে।"

আমি কহিলাম, "তোমার এই ইচ্ছা কত দিনাবধি হইয়াছে?"

"প্রায় দুই বৎসর গত হইল, আমেরিকা দেশে এক জন ধর্ম্মোপদেশকের কথা শুনিয়া তদবধি আমার এই ইচ্ছা হইল।"

"তুমি কোথায় জন্মিয়াছিলা?"

"আফ্রিকাদেশে। আমার বাল্যাবস্থায় গৌর লোকেরা আমাকে গোলাম করিয়াছিল।"

"ইহা কি রূপে হইয়াছিল?"

"এক দিন আমি পিতামাতাকে ঘরে ছাড়িয়া সমুদ্রতীরে শঙ্খ কুড়াইতেছিলাম ইতিমধ্যে কতকগুলি গোরা নাবিক এক নৌকাহইতে নামিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া আইল। তদবধি আমি আপন পিতা মাতাকে আর দেখি নাই।"

"তাহার পর তোমার কি হইল?

"তাহার পর সেই নাবিকেরা আমাকে জাহাজে করিয়া লইয়া গিয়া জামেকা উপদ্বীপে এক জন সাহেবের নিকট বিক্রয় করিলে কএক বৎসরপর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে কর্ম্ম করিলাম। তৎপরে প্রায় তিন বৎসর হইল আমার প্রভু কাপ্তান ডবলিউ .. যিনি আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহার আপন জাহাজের কর্ম্ম করাইবার জন্যে আমাকে ক্রয় করিলেন। তিনি ভাল কর্ত্তা হইয়া আমাকে দাসত্বহইতে মুক্ত করিলেন। সেই কালাবধি আমি তাঁহার সহিত বাস করিয়া আসিতেছি।"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমেরিকায় যাইবার পূর্ব্বে তোমার আত্মার বিষয়ে কি চিন্তা ছিল?"

"সে সময়ের পূর্ব্বে আত্মার বিষয়ে আমার কিছুমাত্র চিন্তা ছিল না। কেননা তখন কোন কেহ আমাকে আত্মার বিষয়ে কোন কথা শিখায় নাই।"

"ভাল, বল দেখি, আমেরিকাতে তোমার আর কি২ ঘটিয়াছিল? তুমি সেখানে কেমন করিয়া আইলা?"

"আমার প্রভু আমাকে জাহাজে লইয়া সেখানে এক মাস থাকাতে আমি ঐ উত্তম পাদরী সাহেবের কথা শুনিয়াছি।"

"তবে উপদেশক কি কহিলেন?"

"তিনি কহিলেন, যে আমি মহাপাপী।"

"তিনি কি বিশেষ তোমাকে ইহা কহিলেন?"

"হাঁ, আমার তদ্রূপ বোধ হইল, যত লোক সেখানে তাঁহার কথা শুনিতেছিল সে সকলকে আমারই বিষয় কহিলেন।"

"তিনি কি বলিলেন?"

"তিনি আমার অন্তঃকরণের সমুদয় ভাব প্রকাশ করিলেন।"

"তোমার অন্তঃকরণের কি২ ভাব?"

"তিনি আমার পাপ ও অজ্ঞানতা ও অবিশ্বাস জানাইয়া কহিলে, আমি কোন সুচিন্তা বা সুক্রিয়া করি নাই।"

"তিনি আর কি বলিলেন?"

"তিনি এক২ বার আমার মুখের দিগে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, পাপি ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণ হউক, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাবৎ পাপিদিগের জন্যে প্রাণ দিয়াছেন। তিনি যে পাপিদের জন্যে এমত কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা অতি উত্তম বটে।"

"তুমি কিসেতে বুঝিলা যে তিনি বিশেষ তোমাকে এই কথা কহিলেন?"

"যেহেতুক আমার মত পাপী আর কেহ সেই স্থানে নাই, ইহা আমি জানিলাম, এবং সেখানে থাকাতে উপদেশক মহাশয় অবশ্য তাহা জানিতে পাইয়াছিলেন।"

"যীশু খ্রীষ্টের কথার প্রচার হওন কালে তুমি আপনার বিষয়ে কি বোধ করিলা?"

"দুষ্ট লোকেরা নরকাগ্নিতে পতিত হইবে, তাঁহার ইহা কহনেতে অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনাকে অতি দুষ্ট জানিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। আর তিনি পাপিদের প্রতি খ্রীষ্টের প্রেমের বিষয় কহিলে আমি আরও রোদন করিলাম। তাহাতে খ্রীষ্টকে আমার প্রেম করিতে হয়, ইহা স্থির করিলাম, কিন্তু কি রূপে করিতে হয় না জানিয়া পুনর্ব্বার কাঁদিলাম।"

"সে দেশে তুমি এক মাস থাকিয়া ঐ উপদেশ ভিন্ন অন্য কোন উপদেশ শুনিয়াছিলা কি না?"

"হাঁ মহাশয়, আমার প্রভু আমাকে তিনবার যাইতে দিলেন। এবং তাহার প্রত্যেক বারেই খ্রীষ্টকে অধিক প্রেম করিতে ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলিতে আমার বাঞ্ছা হইল। কিন্তু কখন২ আমার অন্তঃকরণ পাথরের ন্যায় কঠিন বোধ হইত।"

"তদবধি তুমি আর কোন উপদেশ শুনিয়াছ?"

"আর শুনি নাই, কেবল গত রবিবারে এই স্থানের গির্জাঘরে এক উপদেশ শুনিয়া যীশুর নামে অবগাহিত হইতে চাহিলাম।"

"আমেরিকা দেশে তোমার ঐ সকল উপদেশ শ্রবণাবধি

তোমার মনে কি২ চিন্তা জন্মিল? তোমার চিন্তার বিষয় কাহাকে বলিয়াছিলা?"

"আজ্ঞা না, সে সময়ে ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কাহাকেও বলি নাই। কেননা ঈশ্বর দরিদ্রের প্রার্থনা শুনেন, এই কথা আমি উপদেশকের মুখে শুনিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি আমার কথা শুনিলেন। আমি খ্রীষ্টের বিষয় অনেক বার মনে ভাবিলে তাঁহার মত হইতে আমার ইচ্ছা হয়।"

"তুমি পড়িতে পার?"

"অল্প পারি।"

"তোমাকে পড়িতে কে শিখাইল?"

"ঈশ্বর শিখাইলেন।"

"এ কথা কেন বল?"

"ঈশ্বর আমার মনে পাঠ করিতে ইচ্ছা দিলে পাঠ সহজ হইল। আমার প্রভু আমাকে একখানি ধর্ম্মপুস্তক দিলে পর এক জন নাবিক আমাকে অক্ষর সকল দেখাইয়া দিল। তাহাতে ঈশ্বরের এই সাহায্যে আমি আপনি পড়িতে শিখিলাম।"

"তুমি ধর্ম্মপুস্তকে কি পড়িয়া থাক?"

"যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দুষ্ট লোককর্ত্তৃক হত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়া পুনরুত্থিত হন, পাপিদের প্রতি ও বিশেষতঃ এমন নীচ কাফ্রি যে আমি আমারই প্রতি তাঁহার এই প্রেমের বিষয় পাঠ করি। আমি এমন নীচ কাফ্রি হইলেও খ্রীষ্ট আমাকে প্রেম করেন, ইহা চিন্তা করিয়া কখন২ আমার ক্রন্দন আইসে।"

"তুমি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে ও তাঁহার ধ্যান করিলে লোকেরা তোমাকে কি বলে?"

"কোন২ দুষ্ট লোক যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম না করিয়া আমাকে পাগল ও কাফ্রি কুকুর, ও কাল পাষণ্ড বলে। তাহাতে কখন২ আমার রাগ জন্মে। কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের অনেক বদনাম হইলেও তিনি মেষশাবকের ন্যায় নীরব থাকিলেন, তন্নিমিত্তে কোন খ্রীষ্টীয়ান ব্যক্তির রাগ করা উচিত নয়, ইহা মনে করিয়া তাহা-দিগকে আর কিছু বলি না।"

এই দরিদ্র কাফ্রির অকাপট্যে ও সরলতাতে আমি সন্তুষ্ট

হইলাম। এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রধান ২ বিষয়ে তাহার কি রূপ জ্ঞান ও বোধ আছে ইহা জ্ঞাত হইবার জন্যে ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ের ১৩ পদে লিখিত পাউল প্রেরিতের দত্ত ধর্ম্মসার, যথা "এখন প্রত্যয় ও প্রত্যাশা ও প্রেম এই তিন আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ" ইহা স্মরণ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম; প্রত্যয় কি? তোমার প্রত্যয় কি? খ্রীষ্টের ও তোমার প্রাণের বিষয়ে কি প্রত্যয় আছে?

"সে কহিল, আমার প্রত্যয় এই, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পাপিদের পরিত্রাণার্থে এই জগতে অবতীর্ণ হইলেন। অতএব আমি দরিদ্র ও কাল কাফ্রি ও প্রধান পাপী হইলেও তিনি আমাকে ত্রাণ করিবেন।"

"তোমার প্রত্যাশা কি? ঐহিক ও পারত্রিকের বিষয়ে তোমার কি ভরসা আছে?"

"যাবৎ এই জগতে বাস করি, তাবৎ প্রভু যীশু আমাকে পাপ ও আপদহইতে রক্ষা করিবেন, এবং মৃত্যুর পর তাঁহার সহিত আমাকে নিত্য বাস করাইলে আমি আর কখনো মরিব না, এই আমার প্রত্যাশা।"

"খ্রীষ্টের প্রেমের বিষয়ে তুমি কি বোধ কর; এবং সর্ব্বাপেক্ষা তুমি কাহাকে অধিক প্রেম কর?"

"আমি পিতা ঈশ্বরকে প্রেম করি, যেহেতুক তিনি দয়া করিয়া আপন পুত্রকে জগতে পাঠাইলেন। আর যীশু খ্রীষ্টকেও প্রেম করি, কারণ তিনি আমাকে প্রেম করিলেন। এবং আমি সকল লোককে প্রেম করি, কেননা তাহারা ঈশ্বরের সৃষ্ট। অধিকন্তু আমি খ্রীষ্টীয়ানদিগকে প্রেম করি, কেননা খ্রীষ্ট তাহাদিগকে প্রেম করেন ও তাহারা খ্রীষ্টকে প্রেম করে।"

এই যুব শিষ্যের সহিত আমার এই প্রথম কথোপকথনের পর তাহাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মণ্ডলীভুক্ত করিবার ভরসাতে আমি আনন্দিত হইলাম। তথাপি তাহার সহিত আরও কথোপকথন করিয়া তাহার আচার ও ব্যবহার বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া, সে আমি তোমার প্রভুর ঘরে যাইয়া তোমার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিব এই অঙ্গীকার করিলাম।

সে প্রস্থান করিলে পর আমি মনে২ ভাবিলাম যে ঈশ্বর আপন পুত্রের রক্ত গুণে তাবৎ বংশ ও ভাষাবাদি লোক ও রাজ্য ও দেশের মধ্যে কোন২ মনুষ্যকে মুক্ত করিয়াছেন।

ইথিয়োপিয়া অল্প কালে ঈশ্বরের প্রতি হস্ত বিস্তার করিবে, ইহা আনন্দের বিষয় বটে। "হে পৃথিবীর রাজ্য সকল, ঈশ্বরের নিকটে গান কর। পরমেশ্বরের প্রশংসা গান কর।"

লেখালেখি।

গত আক্টোবর মাসের ২৫ তারিখে আমি ইটালি গ্রামস্থ মিশন ইস্কুলের তৃতীয় কেলাশের বালকদিগকে নীতিকথা পাঠ করাইতেছিলাম, এবং তাহারা এই গল্প পাঠ করিতেছিল, যথা, এক সময়ে এক কৃষক আপনার ক্ষেত্রের মধ্যে শণবীজ বপন করিতেছিল, ইতিমধ্যে এক চাতকপক্ষী আপনার সঙ্গি অন্যান্য ক্ষুদ্র২ পক্ষিদিগকে কহিল, ওহে তোমরা এই সকল শণবীজ খুঁটিয়া খাও, নতুবা ইহাতে শণ হইলে পর মনুষ্য রশি নির্ম্মাণ করিয়া জাল ও ফাঁদ বানাইবে, তাহাতে তোমরা সেই ফাঁদেতে পতিত হইবা। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পক্ষিগণ তাহার এই কথাতে মনোযোগ করিল না। পরে বীজেতে গাছ ও গাছেতে শণ ও শণদ্বারা রশি হইলে ব্যাধেরা সেই রশিদ্বারা জাল ও ফাঁদ বানাইয়া পক্ষি ধরিতে লাগিল, তাহাতে যাহারা চাতকপক্ষির পরামর্শ শুনে নাই, সেই অজ্ঞান পক্ষিরা জাল ও ফাঁদেতে পতিত হইয়া শেষে এই প্রকার খেদ প্রকাশ করিতে লাগিল, যে হায়২ আমরা যদি চাতকপক্ষির কথা শুনিতাম, তবে এমন আপদে পড়িতাম না। তাৎপর্য্য; জ্ঞানিরা কর্ম্মের অগ্রে বিবেচনা করেন, এবং মূর্খেরা আপদে ঠেকিলে পর চেতনা পায়, কিন্তু সে চেতনা নিষ্ফল হয়।

অপর পাঠ সাঙ্গ হইলে পর আমি বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কি ইহার আর কোন প্রকার তাৎপর্য্য বিশেষতঃ ধর্ম্ম বিষয়ক কোন তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে পার? ইহাতে অন্য সকল বালক নীরব থাকিল কেবল একাদশ বৎসরের একটি বালক উত্তর করিল, হাঁ মহাশয়, ধর্ম্ম বিষয়ক ইহার তাৎপর্য্য হইতে পারে। যেমন চাতক পক্ষী আপনার সঙ্গি পক্ষিদিগকে পরামর্শ

দিয়াছিল, তদ্রূপ খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা হিন্দু ও মুসলমান লোকদিগকে পরামর্শ দিতেছেন। আর ঐ ক্ষুদ্র পক্ষিরা যেমন চাতক পক্ষির পরামর্শ গ্রাহ্য করে নাই, তেমনি হিন্দু ও মুসলমান লোকেরা খ্রীষ্টীয়ানদিগের উপদেশ গ্রাহ্য করে না। এবং ঐ ক্ষুদ্র পক্ষিগণ শেষে যেরূপ ফাঁদেতে পতিত হইল, তদ্রূপ হিন্দু ও মুসলমান লোকেরাও নরকফাদে পতিত হইবে। আর যে প্রকার ঐ পক্ষিরা শেষে খেদ প্রকাশ করিল, তদ্রূপ ইহারাও শেষে খেদ প্রকাশ করিবে: কিন্তু যেমন পক্ষিদের খেদ ব্যর্থ হইল, তেমনি ইহাদেরও খেদ নিষ্ফল হইবে, কেননা তখন কোন উপায় থাকিবে না। এই কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এই বিবেচনা করিলাম, যদি হিন্দু ও মুসলমান ও নামধারি খ্রীষ্টীয়ানদিগের এই ছোট বালকের ন্যায় জ্ঞান হয়, তবে ধর্ম্মেতে আর বিবাদ থাকিবে না। ইতি।

শ্রী শিমিয়েল পিরবক্স।

শ্রীরামপুরস্থ সুসমাচারপ্রচারকদের পত্র।

সেপ্টেম্বর ও আক্টোবর ১৮৪৮।

সিঙ্গুর হাট।

যে শেষবার আমরা সিঙ্গু গ্রামের হাটে ঘোষণা করিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের পথে অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, যেহেতুক বন্যা প্রযুক্ত পথ কর্দম ও জলময় ছিল। যাহা হউক আমাদিগের শারীরিক পরিশ্রম হইলেও পরমেশ্বর পারমার্থিক সুখ মনে বিস্তর দান করিলেন, তাহার কারণ এই। অন্যান্য যত বার আমরা উক্ত হাটে ঘোষণা করিয়াছিলাম তত বার অপেক্ষা এই বার অধিক লোক আমাদের শ্রোতা ছিল, আর ঐ শ্রোতৃবর্গ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিল ও পুস্তক গ্রহণ করিল. প্রায় কেহ কোন গোল করিল না, কিন্তু পুস্তকের নিমিত্তে হুড়াহুড়ি করিল। হাটের দক্ষিণাংশে আমাদের ঘোষণা সাঙ্গ হইলে এক জন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক আমাদের ঘোষণা শুনিয়া আপনার সঙ্গিকে ডাকিয়া কহিল, যে দেখ এরা কেমন লোক, এত জল কাদা হই-

লেও হাটে এসে কথা কহিতেছে ও কেতাব দিতেছে; আর এক বার আমি শুনিয়াছি ইহারা কেমন ভাল২ কথা কহে। তাহাতে আমরা ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীর এই মত কথা শুনিয়া খ্রীষ্টমরণের যে আবশ্যকতা তাহা তাহার নিকট কহিতে২ পূর্ব্বাপেক্ষা বড় এক জনতা দাঁড়াইল আর মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিল। এইরূপে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঐ হাটের চারিদিগে ঘোষণা করিলাম।

চণ্ডীতলার হাট।

আমাদের যত স্থানে ঘোষণা করণার্থে গমনাগমন হয়, সেই সকল স্থানের লোকাপেক্ষা চণ্ডীতলার হাটের লোকেরা পারমার্থিক বিষয়ে বড় অজ্ঞান। তাহারা পরিত্রাণের যে আবশ্যকতা তাহা প্রায় বুঝে না, অনেক বার তাহারা আমাদিগকে গালাগালি দিল, বিদ্রূপ করিল ও নানা প্রকার মত বলিল। যাহা হউক এই শেষ বার যাহাতে আমরা গিয়াছিলাম, তাহাতে কতক যুবা বালক একত্র হইয়া নানারূপ গোলমাল করিয়া ঘোষণা বন্ধ করিল, শেষে গোল করিয়া বৈকুণ্ঠ ভাইয়ের হাতহইতে পুস্তক কাড়িয়া লইল, তাহার পর বল পূর্ব্বক আমার হাতহইতে সমুদয় পুস্তক কাড়িয়া লইল, তাহাতে আমাদের হাতে একখানি পুস্তক অবশিষ্ট ছিল না। পরে যে সকল লোক ঐ তামাসা দেখিতে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতে২ এক জন কহিয়া উঠিল, যে এই সকল ভারি কথা, তাহা কে বুঝিবে? তাহা যদি লোকে বুঝিবে, তবে সকল দুষ্টামি ছাড়িতে হইবে। দেখ ঐ সকল দোকানে ঐ সকল ভদ্র লোক বসিয়া রহিয়াছে, আর এই যুবা লোকেরা তোমাদের প্রতি অন্যায় করিয়া অপমান করিল, কিন্তু তাহা দেখিয়াও একটি কথা কহে না। আমরা কি বুঝি না যে তাহাদের অভিপ্রায় কি? তাহারা তোমাদিগকে মারিতে চাহে। তাহাতে আমরা ঐ কথায় মনোযোগ না করিয়া মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করিলাম। পরে আমরা আপনাদের মুটিয়ার নিকট আসিয়া দেখিলাম যে তাহাঁরা তলপিহইতে সমুদায় পুস্তক জোর করিয়া মুটিয়াহইতে কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পরে আমাদের অন্য দলস্থ ভ্রাতৃগণহইতে কএক খান পুস্তক লইয়া ঘোষণা করিলাম।

রিসড়া।

আমরা কোন দিবস রিসড়ার পাঠশালায় গেলে দুই জন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল, তাহাদের মধ্যে এক জন পৌত্তলিক ও এক জন ব্রহ্মজ্ঞানী। পরে ঐ ব্রহ্মজ্ঞানির সহিত নানা বিষয় তর্ক হইলে জ্ঞাত হইলাম যে তাহাদের মত সিদ্দুকী লোকদের মত, দূত নাহি পরকাল নাহি পুনরুত্থান নাহি। পরে তাহার সহিত কথোপকথন করিতে২ কোন্নগরের গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গেলাম। তিনি উক্ত গ্রামের ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ। পরে তাঁহার সহিত বিচার হইতে লাগিল। তাঁহার মত এই যে কোন শাস্ত্রমতে আমরা বিচার করিব না, যাহা যুক্তিতে স্থির হইবে, তাহাই আমরা গ্রাহ্য করিব। পরে এই বিষয় ধরিয়া বিচার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হইলে আমরা চলিয়া আইলাম।

রাধানাথ শীরোমণির মৃত্যু।

ইনি কৈবর্ত্তজাতি লোকের ব্রাহ্মণ। কথিত আছে যে বল্লালসেন আপন হাড়িকে এই জাতির ব্রাহ্মণ করিয়া দিলেন, তৎপ্রযুক্ত কোন অপর জাতি কৈবর্ত্তের জল পান করে, কিন্তু তাহাদের ব্রাহ্মণের জল পান করে না। যাহা হউক ইনি বড় চালাক মানুষ ছিলেন, আর সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী মানুষ আর বৈদ্যশাস্ত্রে বিলক্ষণ, আর অতিশয় সদালাপী। ইঁহার সহিত বহু দিবসাবধি আলাপ ছিল। তাঁহার সহিত ঈশ্বরপ্রশংসা করিতে২ দেবদেবী বিষয়ের যে সত্যতাজ্ঞানরূপ ভ্রম তাহা লোপ হইয়া, সত্য যে এক ঈশ্বর আছেন ও তাঁহার সেবা আমরা করিতে বাধ্য আছি, এই মত জ্ঞান তাঁহার জন্মিয়াছিল। তিনি আমাকে পুনঃ২ কহিয়াছিলেন, তোমার যে মত আমারও সেই মত, কিন্তু কি করি? আমাকে দেবপূজক লোকদের সহিত বাস করিতে হইতেছে, অতএব যদি মুখে না স্বীকার করি, তবে লোকে নিন্দা করে। তাঁহাকে আমি এক খান সমুদয় ধর্ম্মপুস্তক ও কএক প্রকার ত্রাক্ট দিয়াছিলাম, তাহা তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু খ্রীষ্টেতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল কি না তাহার প্রমাণ আমি স্পষ্ট পাই নাই।

এক জন স্ত্রীলোকের মৃত্যু।

এক স্ত্রীলোক অনুমান তাহার বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর বাল্যাবস্থায় শ্রীরামপুরের এক পাঠশালায় পাঠ অভ্যাস করিয়াছিল, তাহাতে তাহার লেখাপড়া বোধ ছিল। গত রথযাত্রায় আমাদের গ্রামের নিকট সোসাইটীর ঘরে সে আসিয়া মঙ্গলসমাচার শ্রবণ করিয়া পুস্তক লইয়াছিল, পরে এক জন লোক বৈকুণ্ঠ ভাইয়ের নিকটে পাঠাইয়া ডাকিল, কিন্তু তিনি সেই সময় লোকদের কর্ণগোচরে মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতেছিলেন, তদহেতুক গমন করিতে পরিলেন না। পরে ঐ স্ত্রী অন্য সময় আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে এমত মানস করিয়া চলিয়া গেল। পরে দুই কিম্বা তিন দিবস পরে ঐ স্ত্রীলোক যে মানুষকে পাঠাইয়াছিল সে আসিয়া আমাদিগকে সমুদয় বিষয় ভাঙ্গিয়া কহিল, তাহাতে তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ কেমনে হইবে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল যে আমি তাহাকে তোমাদের নিকট আনিব। কিন্তু ঐ মানুষ আমাদের নিকট আইল না। আমরা প্রায় সতত তাহার আইসনের অপেক্ষা করিতেছিলাম, এই মত সময় বন্যা আইল। পরে আমরা সম্বাদদায়ি ব্যক্তির বাটীতে যাইবার নিমিত্তে জগন্নাথপুরের শেষসীমা পর্য্যন্ত গেলাম, কিন্তু বহু জল প্রযুক্ত যাইতে পারিলাম না। শেষে আরবার বন্যা আইল, অতএব একেবারে পথ সমুদয় মারা পড়িল। পরে কিছু দিন বিলম্ব করিয়া মল্লাবেড় গ্রামে গিয়া ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া গত বুধবারে কোহন নগরের পশ্চিম বয়ড়া গ্রামে আইলাম, আর শুনিতে পাইলাম যে ঐ স্ত্রীলোক অদ্য ১১ দিবস হইল মরিয়াছে। ঐ স্ত্রীলোকের কেহ ছিল না, কিন্তু ঐ গ্রামের কোন এক লোককে মামা কহিয়া তাহার বাটীতে থাকিত, প্রথম বন্যার সময় তাহার জ্বর বিকার হইল, তাহাতে সে মুক্তা হইয়াছিল, কিন্তু শেষ আরবার ঐ রোগ হইলে সে মরিল।

[illegible]ড়া।

খ্রিষ্টীয়ান লোকদের [illegible] করাতে অনেকের চেতনা হইতেছে তাহারা তাহা আন্দোলন করিতেছে, যেহেতুক সন্ধ্যারে

পর কোহন নগরহইতে আসিতে রিসড়ার সায়েরে কতক জন এক দোকানে বসিয়া ঈশ্বর বিষয় আলোচনা করিতেছিল, আমরা পথহইতে তাহা শুনিতে পাইয়া একেবারে তাহাদের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিলাম, তাহাতে তাহারা হৃষ্ট মনে তাহা শুনিল ও স্বীকার করিল।

মাধবপুর।

আমরা মাধবপুর গ্রামে এক বাগ্‌দীর বাটীতে বসিয়া ঈশ্বরের বাক্য তাহাদিগকে জ্ঞাত করাইলে তাহাদের মধ্যে দুই জন লোককে পাইলাম যে তাহারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিল. তাহাদের মধ্যে এক জন যুবা ও এক জন বৃদ্ধ। ঐ যুবা ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, কি করিলে ঈশ্বর রাগ করেন? ও কি করিলে ঈশ্বর ভাল বাসেন? তাহাতে সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্ম শাস্ত্র মতে তাহাদিগকে কহিলে শেষ এই কথা কহিলাম, যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস না করিলে পরমেশ্বর অধিক ক্রুদ্ধ হন, ও তাঁহাতে বিশ্বাস করিলে অধিক ভাল বাসেন। এই কথাতে তাহারা অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিল। ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তির সহিত আর যতবার পূর্ব্বে কথা কহিয়াছি, ততবার প্রভুর বাক্যে তাহার মনোযোগ দেখিতে পাইয়াছি।

☞ পত্রলেখক মহাশয়েরা যে২ পত্রের মাসুল আপনারা না দেন, সেই সকল পত্র সম্পাদক অগ্রাহ্য করিবেন।

উলিয়াম টিণ্ডলের চরিত্রের রচনা ভাল নহে, এই জন্যে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে না।

“নানাদেশীয় লোকদের শব বিষয়ক ব্যবহার” এবং “চর্চ মিসনরি সোসাইটির জুবিলি” জানুয়ারি মাসের পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে।